বাঙলার সূফী সাহিত্য

প্রাচীন সাহিত্য সংরক্ষণ-গ্রন্থমালা

বাঙলার সূফী সাহিত্য

আলোচনা ও নয়খানি গ্রন্থ সংবলিত

আহমদ শরীফ

সময় প্রকাশন

বাংলা একাডেমী প্রথম সংস্করণ
মাঘ ১৩৭৫
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
কাইয়ূম চৌধুরী

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স, নয়া বাজার, ঢাকা

প্রসঙ্গ কথা

[প্রথম সংস্করণ]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সূফী মতবাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ যুগের বাঙালি সূফীরা মুসলিম ভাবধারার সংগে বৈষ্ণব ভাবধারার সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে, একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজকে উৎসর্গ করেছে অন্য দিকে তেমনি রসূল (সঃ) প্রবর্তিত শরীয়তের বিধানসমূহও তারা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পরবর্তী পর্যায়ে তারা বিষয়-বুদ্ধি ও সংসার-চিন্তা ত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ধ্যানে আত্মনিয়োগ করেছে। মধ্যযুগের সূফী সাহিত্যসমূহ এ প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি।

সূফী মতবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে পণ্ডিতরা নানা মত পোষণ করেন। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন দেশেই এ মতবাদের উন্মেষ। পাক-ভারতে এ মতবাদ প্রবেশ ও প্রচার লাভ করেছে ইরানীদের সংগে এদেশবাসীর ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে। তবে এ কথা সত্য যে, পাক-ভারতে সূফী মতবাদের ওপরে স্থানীয় প্রভাব পড়েছে এবং এটা স্বাভাবিকও বটে। বাংলা সাহিত্য মুসলিম সাধকের প্রভাবে কতখানি প্রসারিত হয়েছিল, তারই একটা মোটামুটি চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমী 'বাঙলার সূফী সাহিত্য' গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন।

বাংলা একাডেমী
৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

কাজী দীন মুহম্মদ
পরিচালক, বাংলা একাডেমী

প্রসঙ্গ কথা

বাঙলাদেশের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ-এ ড. আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, যাঁকে উপক্ষো করা যায় তবে কোন অবস্থাতেই তার বিশাল কীর্তি অস্বীকার করা যায় না। নিজস্ব দর্শন, চিন্তা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বোদ্ধা সমাজের কাছে ছিলেন বহুল আলোচিত, সমালোচিত ও বিতর্কিত এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও এ ধারা বহমান। তবে অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, বাঙলাদেশের মতন একটি অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে এখানে লেখা-পড়া জানা মানুষের মাঝে না-পড়া এবং না-জানার প্রবণতা গড়ে উঠেছে, তাই কেউ নিজে থেকে কোন বইয়ের বা পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে দেখার গরজ অনুভব করে না। আবার যে কোন মানুষকে বা কোন বিষয়কে সমাজে পরিচিত করতে প্রচার হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাধ্যম। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে বা বিভিন্ন জাতীয়-পর্ষদগুলোতে কিংবা জাতীয় প্রচার মাধ্যম আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে যারা ঘুরে-ফিরে সবসময় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে থাকে তারাই কেবল দেশে শীর্ষস্থানীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে থাকে। সরকারী বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের রচনাশৈলী যাই হোক না কেন, তার গুণগত মান প্রশ্ন সাপেক্ষ। তবে সঠিক মূল্যায়ণ বিশ্লেষণ শুধুমাত্র বর্তমান ও ভবিষ্যত-এর গবেষকগণই করতে পারবেন।

বাঙলাদেশে ড. আহমদ শরীফ-এর মতন হাতে গোনা চার থেকে পাঁচজন লিখিয়ে পাওয়া যাবে যারা কোন সময়ই সরকারী বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার বেড়াজালে নিজেদেরকে জড়াননি। তাই তাঁরা মননশীল লেখক হিসেবে বা তাঁদের চিন্তা সমৃদ্ধ গ্রন্থগুলো লেখা-পড়া জানা মানুষের কাছে অদ্যাবধি অজ্ঞাত ও অপঠিত থেকে গেছে। দেশ-স্বাধীন হওয়ার আগে থেকে মৃত্যুর পরবর্তী বছর অবধি প্রতিবছর গড়ে দুটো করে ড. আহমদ শরীফ-এর মৌলিক রচনা সংবলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপর শতের অধিক মননশীল গ্রন্থ শুধু অপঠিতই নয়, অগোচরেও থেকে গেছে।

পঞ্চাশ দশকের প্রথম থেকে নব্বই দশকের শেষ অবধি সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন ইতিহাসসহ প্রায় সব বিষয়ে তিনি অজস্র লিখেছেন। দ্রোহী

সমাজ পরিবর্তনকামীদের কাছে তাঁর পুস্তকরাশির জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়, তাঁর রচিত পুস্ত করাশির মধ্যে *বিচিত চিন্তা, স্বদেশ-অন্বেষা, বাঙালির চিন্তা চেতনার বিবর্তন ধারা, বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি, নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* এবং বিশেষ করে দুখণ্ডে রচিত *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* তাঁর অসামান্য কীর্তি। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-এর অনুপ্রেরণায় মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে পাহাড়সম গবেষণা কর্ম তাঁকে কিংবদন্তী পণ্ডিত-এ পরিণত করেছে। উভয় বঙ্গে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় এবং অদ্যাবধি স্থানটি শূন্য রয়ে গেছে। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করে তিনি মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাস রচনা করে গেছেন। বিশ্লেষণাত্মক তথ্য-তত্ত্ব ও যুক্তি সমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকার মাধ্যমে তিনি মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির যে ইতিহাস বাঙলা ভাষা-ভাষী মানুষকে দিয়ে গেছেন, তা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অমর গাঁথা হয়ে থাকবে।

ভারত উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষি'তে সূফীতত্ত্ব ও সূফী সাধনা বিষয় ও তত্ত্বগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে ড. আহমদ শরীফ রচিত ও সম্পাদিত শতাধিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে "বাঙলার সূফী সাহিত্য" গ্রন্থটি ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলোচ্য গ্রন্থে ড. আহমদ শরীফ রচিত ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, "ইসলামের উদ্ভবের প্রায় ১৫০ বছর পরের থেকে সূফীমত ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হতে থাকে এবং সময়ের বিবর্তনে প্রচলিত বিভিন্ন শাখার সূফীমতগুলো ভিন্ন ধরনের, তাই সূফীমত হচ্ছে একটি মিশ্র দর্শন (পৃষ্ঠা : ২১)। প্রসঙ্গত যে, কুফার আবু হাশিম-ই (মৃত্যু ১৬২ হি:) প্রথম সূফী বলে পরিচিত; তিনি হুজুহরীর সংজ্ঞানুগ সূফী। মূলত: ইব্রাহিম আদহম (মৃত্যু: ১৬২হি:); ফাজিল আয়াজ (মৃত্যু: ১৮৮ হি:); হাসান বসোরী প্রমুখের সাধনা ও বাণী থেকেই বিশিষ্ট ও আলোচিত হয়ে উঠে সূফীমত।

ভারত উপমহাদেশ সূফী ধারায় প্রভাবিত হওয়ার পূর্ব থেকেই সূফীমতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ হতে থাকে এবং খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক থেকেই এই উপমহাদেশে সূফীমত প্রবেশ করে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। উল্লেখ্য যে, এ অঞ্চলে সাধারণত: ইসলাম প্রচার করেন সূফী-দরবেশগণ। যেহেতু অধিকাংশ মুসলমান এদেশী জনগণেরই বংশধর; সেহেতু পূর্বপুরুষের ধর্ম, দর্শন, সংস্কার ত্যাগ করা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। সঙ্গত কারণেই অশিক্ষার দরুণ সূফী সাধকের কাছে দীক্ষিত মুসলমানরা শরীয়তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করতে পাবেনি। এই কারণেই তারা সূফীতত্ত্বের সঙ্গে যেখানেই সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য দেখা গেছে, সেখানেই অংশগ্রহণ করেছে। বৌদ্ধ নাথপন্থা, সহজিয়াতান্ত্রিক সাধনা, শক্তিতন্ত্র, যোগ প্রভৃতি এমনি করে তাদের আকৃষ্ট করেছে এবং এভাবেই মিশ্র-দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে।

পরিশেষে প্রাসঙ্গিকক্রমে বলতে হচ্ছে যে, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য' প্রথমে ১৯৬৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের কাছে বিষয়ের গুরুত্ব থাকার

কারণে দু-তিন দশক পূর্বেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং বিষয়ের গুরুত্ব ও চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাংলা একাডেমী বিগত ৩৩ বছরেও গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। সঙ্গতকারণেই বাঙলাদেশে প্রকাশনা শিল্পের মধ্যে অন্যতম রুচীশীল প্রকাশনা সংস্থা 'সময় প্রকাশন' বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে আলোচ্য গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাতে এর সত্ত্বাধিকারী জনাব ফরিদ আহমেদ-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমার অজ্ঞতা ও ব্যস্ততার কারণে পাণ্ডুলিপির সর্বশেষ প্রুফ কপি দেখে দিয়েছেন আমার সুহৃদ, গবেষক ড. ইসরাইল খান। গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে জনাব মাহমুদ করিম-এর উৎসাহ ও এডভোকেট যাহেদ করিম-এর সহযোগিতা লাভ করেছি। গ্রন্থ প্রকাশের শুভ-মুহূর্তে তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

ড. নেহাল করিম
অধ্যাপক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূফীতত্ত্ববিদ্

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক

শ্রদ্ধার্ণরেষু

বাঙলার সূফী সাহিত্য

মীর সৈয়দ সুলতান কৃত– জ্ঞানচৌতিশা
শেখ চাঁদ কৃত– হরগৌরী সম্বাদ ও তালিবনামা
অজ্ঞাত কবি কৃত– যোগ কলন্দর
হাজী মুহম্মদ কৃত– সুরতনামা বা নুরজামাল
মীর মুহম্মদ শফী কৃত– নুরনামা
শেখ মনসুর কৃত– আগম ও জ্ঞান সাগর
আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত– জ্ঞান সাগর

সূচিপত্র

ভূমিকা
[বাঙলার সূফী-সাধনা ও সূফী-সাহিত্য]

১

বাঙলাদেশে সূফীতত্ত্ব ও সূফী সাধনা একটি স্থানিক রূপ লাভ করেছিল। বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈততত্ত্ব ও যোগের প্রত্যক্ষ প্রভাবই এর মুখ্য কারণ; অবশ্য মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রভাবে সিরিয়া, ইরাক ও ইরানে গুরুবাদী, বৈরাগ্য-প্রবণ ও দেহচর্যায় উৎসুক কিছু সাধকের আবির্ভাব বারো শতকের আগেই সম্ভব হয়েছিল। ইরান ও বলখ অঞ্চলের ভাবপ্রবণ লোকমনে বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদের প্রভাবও পরোক্ষ মানসক্ষেত্র রচনায় সহায়তা করেছিল বলে মনে করি।

তাই ভারতে যে-সব সূফী সাধক প্রবেশ করেন, ভারতিক অধ্যাত্ম তত্ত্ব ও সাধনার প্রভাব এড়ানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁদের কাছে দীক্ষিত দেশী জনগণও পূর্ব-ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত অদ্বৈতচেতনা ও যোগপ্রীতি ত্যাগ করতে পারেনি। বিশেষ করে বিলুপ্ত বৌদ্ধ সমাজের 'যৌগিক-কায়-সাধন' তত্ত্ব তখনো জনচিত্তে অম্লান ছিল। ফলে "সূফীমতের ইসলাম সহজেই এদেশের প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করে নিতে সমর্থ হয়েছিল।"[১] একই কারণে ও পরিবেশে পরবর্তীকালে সূফীবাদের সামঞ্জস্য হয়ে সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।[২]

ব্রাহ্মণ্য-শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়ার সমবায়ে গড়ে উঠেছে একটি মিশ্রমত। এর আধুনিক নাম নাথপন্থ। 'অমৃতকুণ্ড' সম্ভবত এদেরই শাস্ত্র ও চর্যাগ্রন্থ। এটি গোরক্ষ-পন্থীর রচনা বলে অনুমিত হয়।[৩]

বামাচার নয়— কায়াসাধন তথা দেহতাত্ত্বিক সাধনই এদের লক্ষ্য। 'হঠ' যোগের মাধ্যমেই এ সাধনা চলে। এক সময় এই নাথপন্থ ও সহজিয়া মতের প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙলায়, চর্যাগীতি ও নাথসাহিত্য তার প্রমাণ। এ দুটো সম্প্রদায়ের লোক পরে ইসলামে ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি বলেই ইসলাম আর বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় থেকেও এরা নিজেদের পুরোনো প্রথায় ধর্মসাধনা করে চলে, এরই ফলে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত বাউল মতের উদ্ভব। অন্যদিকে অদ্বৈতবাদ ও যোগ পদ্ধতিকে সূফীরা নিজদের মতের অসমন্বিত অঙ্গ করে নিয়ে যোগতত্ত্বে গুরুত্ব আরোপ করতে থাকে। এর ফলে মুসলিম সমাজে ও সাহিত্যে যোগের ও যোগসাধনার ব্যাপক প্রভাব ও চর্চা লক্ষ্য করি।

এখানে আমরা এই যোগ-সাহিত্যেরই পরিচয় নেব। এর জন্যে কিছু পূর্বকথার অবতারণা প্রয়োজন।

২

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র সুপ্রাচীন দেশী তত্ত্ব ও শাস্ত্র। Pagan যুগের যাদুবিশ্বাস ও টোটেম স্তরের মৈথুন তত্ত্ব থেকে এর উদ্ভব।[৪] সাংখ্য হচ্ছে তত্ত্ব বা দর্শন আব যোগ ও তন্ত্র-এর দ্বিবিধ আচার শাস্ত্র।[৫] এসব তত্ত্ব ও আচারের জড় রয়েছে আদিম মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার চিন্তায় ও কর্মে।

অতএব, মূলত এক অভিন্ন তত্ত্ব শাস্ত্রই কালে দুই নামে দুই রূপে বিকশিত হয়েছে। প্রভাব হয়েছিল গভীর, ব্যাপক এবং কালজয়ী। বহিরাগত দ্রাবিড়, আর্য এবং উত্তর কালের মুসলিম– এদের কেউ অবহেলা করতে পারেনি এসব, বরং গোড়া থেকেই এর প্রভাবে পড়েছিল সবাই এবং নিজেদের ধর্মমত ও আচারের অসমন্বিত অঙ্গ করে নিয়ে যোগতত্ত্বে বিশেষ গুরুত্ব দিতে থাকে।[৬]

বস্তুবাদী এই নাস্তিক্যতত্ত্বের দেশী স্বাধীন বিকাশও লক্ষণীয়। চার্বাক তথা লোকায়ত মতবাদ এই সাংখ্য-যোগ তত্ত্বের আর আচারের বিশেষ বিকাশ, এবং কালিক বিবর্তন আর স্থানিক রূপান্তরও দেখা যায়।[৭]

আবার মুসলমানরাও এই যোগতত্ত্ব এবং সাধন প্রণালী গ্রহণ করে সূফী মতের এক বাঙালী তথা ভারতিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। কলন্দর ও কবীরই এ ব্যাপারে বিশেষ নেতৃত্ব দিয়েছেন।

৩

ভেলভেলকার ও রানাডে বলেন "যোগ আদিতে অবৈদিক সাধন পদ্ধতি ছিল এবং আদি যাদুবিশ্বাস তথা sympathetic Magic-এর ধারণাও ছিল এর মূলে।"[৮] A. E. Gough ও বলেন– "স্থানীয় অনার্য অধিবাসীদের কাছ থেকেই বৈদেশিক আর্যরা কালক্রমে যোগ সাধন পদ্ধতিটা গ্রহণ করেছিল।"[৯] H. Zimmer বলেন "সাংখ্য ও যোগের মূল ধারণাগুলি অত্যন্ত প্রাচীন ও বেদ-পূর্ব যুগের। সাংখ্য ও যোগ জৈনদের যান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত"।[১০]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন 'কৌটিল্য তিনটি মাত্র দর্শনের উল্লেখ করেন– সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত। সাংখ্য মত সকলের চেয়ে পুরান। উহা মানুষের করা এবং পূর্বদেশের মানুষের করা। উহা আর্যদের মত নহে; –বঙ্গ বগধ ও চেরজাতির কোন আদি বিদ্বানের মত।... ... বৌদ্ধমত সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা অশ্বঘোষ এক প্রকার বলিয়াই গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের গুরু আড়ার কলম, উদ্রক– দু'জনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন।[১১] সি, কুহলান রাজার মতেও সাংখ্যমত অবৈদিক।[১২]

৪

সাংখ্য দর্শন সম্মত ত্রিগুণ (স্বত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) এবং প্রকৃতির অন্ধ প্রবণতা, যোগদর্শন সম্মত ইন্দ্রিয় সংযম এবং চিত্তের অভিনিবেশ-এর উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ করে অথর্ববেদে মেলে। কঠ, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও মৈত্রায়নী উপনিষদে সাংখ্যসম্মত ধারণা লক্ষ্য করা যায়।[১৩] বৃহদারণ্যকে আছে, যে-ব্যক্তি আত্মা ছাড়া অন্য কোন দেবতার আরাধনা করে সে-দেবগণের গৃহপালিত পশু বিশেষ। বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে চরম কথা ঘোষিত হয়েছে : আত্মাই ব্রহ্ম।[১৪]

যোগ ও সাংখ্য মহাভারতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মহাভারতের বিভিন্ন ভাবধারায় প্রাথমিক সাংখ্যের স্বভাববাদী দ্বৈতমত ও প্রাথমিক যোগদর্শনের সাধনার অঙ্গস্বরূপ ঈশ্বরবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। গীতায় সাংখ্য ও যোগকে অভিন্ন বলা হয়েছে। যোগ হচ্ছে সাংখ্যেব ব্যবহারিক প্রয়োগ। যোগ ও সাংখ্যের দার্শনিক ভিত্তি একই। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে ঈশ্বররূপ যে একটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, তার জন্যেই এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য।[১৫]

ছান্দোগ্যে বিরোচন বলছেন– 'এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করিবে। দেহেরই পরিচর্যা করিবে। দেহকে মহীয়ান করিলে এবং দেহেব পরিচর্যা কবিলেই ইহলোক ও পরলোক এই উভয়লোকই লাভ করা যায়।' ৮৮।৪।

৫

তান্ত্রিক আচারগুলোর পূর্বাভাসও বেদে বর্তমান। ঐশীশক্তির স্ত্রীরূপকে উচ্চতর মর্যাদা দান এবং বিষ্ণু আর শিবের শক্তি-মহিমা ও ক্রিয়ার ধারণাও অবৈদিক। আগম শাস্ত্রও অবৈদিক।[১৬] সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্র যথাক্রমে কপিল, হিরণ্যগর্ভ, শিব ও নারায়ণপ্রোক্ত বলে বিশ্বাস করা হয়।[১৭] ছান্দোগ্যে রমণক্রিয়াকে যজ্ঞস্বরূপ এবং আয়ু, পশু (ধন), কীর্তি ও সন্তান লাভের উপায় বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৮] মহাভারতে উদ্দালক ঋষির উক্তিতে আছে, "গাভীগণের মত স্ত্রীগণ শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তারা অধর্মলিপ্ত হয় না। (বরং এরূপ আসক্ত হওয়াই) নিত্য ধর্ম"।[১৯] পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তন্ত্র অতি প্রাচীন। তন্ত্র ধর্মই বাঙলার আদিম ধর্ম এবং ইহা অবৈদিক ও অনার্য।"[২০] শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতেও তন্ত্র 'আদিম অনার্য গুপ্ত শাস্ত্র'।[২১]

৬

ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে গৃহীত হয়ে যেমন সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রেব মিশ্রবিকাশ হয়েছিল, তেমনি এদের অবিমিশ্র বিকাশধারাও অব্যাহত ছিল। বরং সে-ধাবাই জৈন-বৌদ্ধযুগে প্রবল হয়ে গভীর, ব্যাপক ও স্থায়ী হল।

বৃহস্পতিলৌক্য বা ঋগ্বেদের ব্রহ্মণস্পতি সর্বপ্রথম বস্তুকে চরম সত্য বলে ঘোষণা করেন। চার্বাকরা ছিলেন বৃহস্পতির মতানুসারী। এ কারণে তাদেরকে বার্হস্পত্য বা লোকায়তিক বলা হয়। এরা বস্তুবাদী– অধ্যাত্মবাদী হয়, বেদের আমল থেকে অব্যাহত রয়েছে এদের ধারা। তার আগেও যে লোকমনে এর জড় ছিল, তা অনুমান করা যায়, বেদে এ মতের উল্লেখ দেখে। রামায়ণের জাবালিমুনি, হরি বংশের রাজা বেণ, গৌতমবুদ্ধের সমকালীন অজিত কেশ কম্বলী, তাঁর শিষ্য পায়াসি, আর ভাগুরি, পুরন্দর প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে নাস্তি ক্যবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন।[২২] এ ধারার চিন্তার প্রসূন হচ্ছে ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ। দেহের বিনাশে চৈতন্য লুপ্ত হয় এবং দেহের উপাদানগুলো নিজ নিজ ভূতে মিশে যায়, কাজেই কর্মফল ভোগ, আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ ইত্যাদি অর্থহীন। 'জড় পদার্থ থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি'– এই মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেও মেলে এবং দেহাত্মবাদের ইঙ্গিত পাই ছান্দোগ্যের ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যানে।[২৩]

'ব্রহ্মজাল সূত্ত' মতে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বিরোধী সম্প্রদায় ছিল বহু ও বিবিধ। এ সময়ে বিভিন্নপন্থী তীর্থিকগণ (নাস্তিক আচার্য) পুরাণ কস্‌সপ, মকখলি, গোসাল, অজিতকেশকম্বলী প্রভৃতি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তথা 'আজিবক'রা ব্রাহ্মণ্যমতবাদ বিরোধী প্রচারণা চালাতেন।[২৪]

এসব মতের ধারকরা ব্রাহ্মণ্যবাদী জৈন ও বৌদ্ধদের কাছে 'লোকায়তিক' বলে ঘৃণ্য ছিল, যদিও বেদাদি সব শাস্ত্রগ্রন্থেই আমরা এসব মতের অপরিমেয় প্রভাব লক্ষ্য করি।

মৈথুন মাধ্যমে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা মানুষকে নারী-পুরুষ তত্ত্বভাবনায় তথা মৈথুনতত্ত্ব কল্পনায় দিয়েছে প্রেরণা। কিন্তু কালে মৈথুনতত্ত্বের আদি উদ্দেশ্যের বিস্মৃতি ঘটেছে এবং এটি নতুন তাৎপর্য পেয়ে অধ্যাত্ম মাধুর্যে মহৎ এবং তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় অসামান্য হয়ে উঠেছে। এর বিচিত্র বিকাশ আমরা জৈন-বৌদ্ধ সমাজে এবং শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-গাণপত্য-লিঙ্গায়েতে দেখেছি। আবার এর আদি রূপও নিঃশেষে লোপ পায়নি। তার রেশ রয়েছে জয়পুর, পাঞ্জাব, নিলগিরি, ছোট নাগপুর, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে।[২৫]

মৈথুন যেমন আদিতে ফসল উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে, তেমনি আবার রতি বিরোধ সাধনায়ও প্রবর্তনা দিয়েছে। কাজেই বামাচারী ও কামবর্জিত সাধনার উৎস অভিন্ন।[২৬]

বলেছি, সাংখ্য হচ্ছে তত্ত্ব, আর যোগ ও তন্ত্র হচ্ছে সাধনশাস্ত্র। যোগ ও তন্ত্র দুটো ভিন্ন ধারায় যেমন চলেছে, তেমনি আবার যোগতান্ত্রিক মিশ্রধারাও সৃষ্টি করেছে। মুসলমানেরা ধর্মীয় বাধার দরুন তন্ত্রাচার পরিহার করবার চেষ্টায় ছিল। তবু কোন কোন শ্রেণীর সূফী-বাউলে তন্ত্রাচার বিরল ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সৈয়দ মর্তুজা, আউলচাঁদ, মাধব বিবি প্রমুখ সাধক-সাধিকার নামোল্লেখ করা যায়।

৭

তন্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতির আদি মৈথুন থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি।[২৭] সাংখ্যেও তাই।[২৮] তন্ত্রের মতোই সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ও আদিম কৃষিকেন্দ্রী যাদুবিশ্বাস থেকেই জন্ম লাভ করেছে।[২৯] সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র মূলত দেহাত্মবাদী ও নাস্তিকমত। যোগে ও তন্ত্রে ঈশ্বর পরবর্তীকালে ঠাঁই করে নিয়েছেন বটে, কিন্তু এসব সাধনায় ঈশ্বররোপাসনার স্থান অপ্রধান। দেহতত্ত্বই মুখ্য। এই দেহাত্মবাদী নাস্তিক্যমতকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গোড়ার দিকে 'অসুরমত' বলে আখ্যাত করেছে।[৩০] গীতায় বলা হয়েছে, অসুর মতে 'অপরস্পর সম্ভূত কিমন্যং কাম হৈতুকম।' ১৬।৮ অর্থাৎ জগৎ নারীপুরুষের মিলনজাত এবং কামোদ্ভূত। একে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা লোকায়ত মত বলে অবজ্ঞা করেছে। নিঃসন্দেহে আদি অবিমিশ্র তান্ত্রিক, যোগী এবং সাংখ্যমতবাদীরাই লোকায়তিক। তাই শীলাঙ্ক রচিত 'সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্রের ভাষ্যে' সাংখ্য ও লোকায়তিকে বিশেষ পার্থক্য স্বীকৃত হয়নি।[৩১] তিন মতই গীতার আমলেও অভিন্ন ছিল।

৮

যোগতান্ত্রিক সাধনতত্ত্ব : একজন বিদ্বানের ভাষায় সাধন তত্ত্বটি এই "যাহা আছে ভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে—'ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা ঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।' ইহাই সকল তন্ত্রের সিদ্ধান্ত।... তন্ত্র বলিতেছেন যে যখন ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ড একই পদ্ধতি অনুসারে একই রকমের উপাদান সাহায্যে নির্মিত, উভয়ের মধ্যে একই পদ্ধতির খেলা হইতেছে; তখন দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি তোমার অনুকূল হইবে।...এদেশের সিদ্ধগণ বলেন যে মনুষ্যদেহের মতন পূর্ণাবয়ব যন্ত্র আর নাই...অতএব এই যন্ত্রস্থ সকল গুপ্ত এবং সুপ্ত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে অন্য কোন স্বতন্ত্র যন্ত্র ব্যতিরেকে তোমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।[৩২] এখানে বিরোচনের উক্তি স্মর্তব্য : এই পৃথিবীতে দেহের পূজা ও পরিচর্যা করে দেহকে

মহীয়ান করলেই দুই লোকে সাফল্য লাভ ঘটে।[৩৩] বাউলের মুখেও পাই এ তত্ত্ব :

সখি গো জন্ম-মৃত্যু যাহার নাই
তাহার সঙ্গে প্রেমগো চাই
উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্ব সার
তীর্থব্রত যার জন্য
এই দেহে তার সব মিলে।

কেননা, "এই দেহতেই কৈলাস, এই দেহতেই হিমালয়, এই দেহতেই বৃন্দাবন, এই দেহতেই গোবর্ধন, এই দেহাভ্যন্তরেই হরগৌরী বা কৃষ্ণ-রাধিকা নানা লীলা-নাট্য প্রকাশ করিতেছেন।"[৩৪]

অতএব, আদি যোগ ও মৈথুনতত্ত্বকে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মনীষা সূক্ষ্মতর বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগে নতুন ধর্মে ও শাস্ত্রে রূপায়িত করে। তাই "সহজিয়া, বৈষ্ণব, শৈব, কিশোরীভজা, কর্তাভজা, পরকীয়া সাধনা সবই রিরংসার উপর প্রতিষ্ঠিত।"[৩৫] "বাঙলা দেশে এবং তৎসংলগ্ন পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চল সমূহে এই তন্ত্র প্রভাব খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বৌদ্ধ ধর্মকে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল। ...বাঙলা দেশে যত হিন্দু তন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা মোটামোটি ভাবে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত।"[৩৬] অষ্টাদশ শৈব আগমও গুপ্তযুগে রচিত এবং গুপ্তযুগের শেষের দিকে এবং পালযুগে তান্ত্রিক শক্তির পূজার প্রচলন হয়।[৩৭] "এই তন্ত্র সাধনার একটি বিশেষধারা বৌদ্ধ দোঁহাকোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়ারূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতি বাঙলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।...(এবং) সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ করিয়াছে এবং এই নবরূপেই বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতিকে তাহা গভীর প্রভাবান্বিত করিয়াছে"।[৩৮] তান্ত্রিক, যোগী, সহজিয়া, বাউল– সবাই দেহচর্চাকেই মূলব্রত করেছে। তবে তান্ত্রিক ও সহজিয়ারা রতি-প্রয়োগে এবং নাথযোগীরা রতিনিরোধে এ সাধনা করে। দুটো যৌগিক প্রক্রিয়া নির্ভর। একটি বামাচারী অপরটি কামবর্জিত। একটি রমণ-ক্রিয়ার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানানুগ সাধনা, অপরটি কেবল বিন্দুধারণ ও ঊর্ধ্বায়ন প্রণালী নির্ভর চর্যা। এর নাম উল্টা সাধনা। হঠযোগ এর অবলম্বন।

'উজান উর্ধ্বগতি রতি চলিবে যাহার
সেইজন বেদবিধি হইবেক পার।'

মুসলমানেরাও এই সাধনায় আস্থা রাখে। দেহস্থ প্রাণ ও অপান বায়ু নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অর্জনই এর লক্ষ্য। "বৌদ্ধ-যোগাচার মতে যেমন কিছুই থাকে না, বিজ্ঞান মাত্র থাকে, সহজমতে তেমনি কিছু থাকে না আনন্দ মাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনো বা মহাসুখ বলেন। এ সুখ স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ জনিত সুখ"।[৩৯] মানুষের লক্ষ্য হচ্ছে ইহলোকে পরলোকে প্রসারিত জীবনে নিরাপত্তা, সুখ-শান্তি ও আনন্দ-আরাম। পার্থিব জীবনে রমণ-ক্রিয়াতেই মানুষ চরমসুখের আস্বাদ পায়। এ অভিজ্ঞতার ফলেই 'সামরস্য' অধ্যাত্ম তথা স্থায়ী মানস সুখের আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে। তাই পুরুষ-প্রকৃতি, শিব-শিবানী, মায়া-ব্রহ্ম, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতির মৈথুন প্রসূত স্থায়ী সমরসাবস্থাই দিয়েছে চিরন্তন সুখের ধারণা।

এর আর একটি দিকও আছে। সৃষ্টি সম্ভব হয় দেহস্থ শক্তি ব্যয়ে। এই শক্তিই জীবন। কাজেই সৃষ্টি কর্মে নিয়োজিত না হয়ে যদি সংরক্ষিত থাকে, তবে তা স্বাভাবিক ভাবেই আয়ু বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। 'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু ধারণং।' (শিব সংহিতা)। আবার সৃষ্টি থাকলেই ধ্বংস থাকবে, সৃষ্টির পথ রোধ করলে ধ্বংসের পথও রুদ্ধ হবে– এ ধারণাও তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। প্রজ্ঞা-উপায়, শিব-শক্তি কিংবা রাধা কৃষ্ণের চিরন্তন মৈথুনাবস্থার কল্পনা তথা সহস্রদল পদ্মের উপর পুরুষ-প্রকৃতির সামরস্যের ধারণা এ ভাবেই বিকশিত হয়েছে বলে অনুমান করি। কেননা মোটামুটিভাবে এর ধারাবাহিক ইতিহাস মেলে। সাঁওতাল, হো, পাঞ্জা, কোটার প্রভৃতি সমাজে আজো মৈথুনাচার আদিম আকারেই চালু রয়েছে।[৪০] আবার দার্শনিক তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উচ্চতর সমাজেও তার কালিক, স্থানিক আর তাত্ত্বিক বিবর্তনও আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেমন, শুক্রকে শুভ্র, শুদ্ধ, জ্যোতিষ্মান অমৃত, শিব, চন্দ্র ও ব্রহ্ম[৪১] বলে অভিহিত করা হয়েছে। এবং শুক্র আনন্দ স্বরূপ। তাই শুক্র নির্গমকালে আনন্দ অনুভূত হয়। বৈষ্ণবদের মতেও 'ধাতুরূপে সর্বদেহে বৈসে কৃষ্ণশক্তি' (বিবর্তবিলাস)। বৌদ্ধ মতেও 'হেবজ্র (বজ্রসত্ত্ব) নারী যোনিতে শুক্ররূপে বাস করেন'! শুক্র বিনা মহাসুখ লাভ সম্ভব নয়। সেজন্যেই কায়াসাধক বলেন :

নিঅ ঘরিনি জাব ন মজ্জই
তাব কি পঞ্চবণ্ন বিহরিজ্জই।
এণো জপ হোমে মঙ্গল কম্মে
অণু দিন অচ্ছসি বাহিউ ধম্মে।
তে বিণু তরুণি নিরন্তর নেহেঁ
বোহি কি লম্ভই এণ বিদেহেঁ।

বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলদের মধ্যে এ মত আজো অপরিবর্তিত এবং এ সাধনা অব্যাহত রয়েছে :

বাহ্য পরকীয়া এবে শুন ওহে মন
অগ্নিকুণ্ড বিনে নহে দুগ্ধ আবর্তন।
প্রকৃতির সঙ্গে সেই অগ্নিকুণ্ড আছে
অতএব গোস্বামীরা তাহা জপিয়াছে।
...বিষকে অমৃত ভাই যে পারে করিতে
কামরতি বিষ জারি হইবে প্রেমেতে। (বিবর্তবিলাস)

লোকায়ত সমাজে তো এটিই স্থূলরূপে বিদ্যমান ছিল। বার্হস্পত্য সূত্রমে আছে : সর্বথা লোকায়তিকমের শাস্ত্রমর্থ সাধনকালে, কাপালিকমেব কাম সাধনে।

মাধবাচার্য বলেন লোকায়তিকরা কামাচারী– অর্থ ও কামসাধনাই তাদেব লক্ষ্য।

গুণরত্ন বলেছেন– কাপালিক ও লোকায়তিকে কোন তফাৎ নেই। লোকায়তিকেরা গায়ে ভস্ম মাখে, মদ খায়, মাংস খায় এবং তারা মিথুনাসক্ত ও যোগী। বছরের এক নির্দিষ্ট দিনে তারা সবাই একস্থানে মিলিত হয়ে মৈথুনে রত হয়।[৪২] সাঁওতালেরা আজো এমনি উৎসব পালন করে।[৪৩] শৈব-শাক্ত বৈষ্ণব ধর্মেরও ভিত্তি হয়েছে এই শুক্র-রজঃ তত্ত্ব।[৪৪]

ক. বৌদ্ধ দেহতত্ত্ব :

	দেহ স্থান	কায়/চক্র	পদ্ম	দল
১.	নাভি	নির্মাণ	নাভি	৬৪
২.	হৃদয়	ধর্ম	হৃৎ	৩২
৩.	কণ্ঠ	সম্ভোগ	কণ্ঠ	১৬
৪.	মস্তক	সহজ	উষ্ণীষ	৪

বৌদ্ধমতে গ্রাহ্য-গ্রাহকের অস্তিত্বহীনতাই শূন্যতা, এই শূন্যতাই নির্বাণ।

খ. হিন্দু দেহতত্ত্ব :

	দেহস্থান	চক্র	পদ্মদল
১.	গুহ্য ও জনন-ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থ	মূলাধার	৪
২.	জনন-ইন্দ্রিয়ের মূলে সুষুম্নার মধ্যস্থ চিত্রণী নাড়ী	স্বাধিষ্ঠান	৬
৩.	নাভি মূল	মণিপুর	১০
৪.	বক্ষ	অনাহত	১২
৫.	কণ্ঠ	বিশুদ্ধ	১৬
৬.	ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল	আজ্ঞাচক্র	২

এব উপবে আছে সহস্রদল পদ্ম। নাম সহস্রার। মূলাধাবস্থ কুণ্ডলিনী শক্তির সঙ্গে এখানে পরমশিবের মিলন হয়। কুণ্ডলিনী হচ্ছে সাড়ে তিন চক্র করে থাকা মূলাধারস্থ সর্প। এটি বজঃবিষ বা কাম বিষেব প্রতীক। বিষকে অমৃতে পরিণত করে স্থায়ী আনন্দ লাভ করাই সাধ্য।

সাধন প্রণালী :[৪৫]

দেহের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নাড়ী। তার মধ্যে তিনটে প্রধান– ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না বা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী। এ তিনটেকে মহানদী কল্পনা করলে অন্যসব হবে উপনদী বা স্রোতস্বিনী। এগুলো দিয়ে শুক্র, রজঃ, নীর-ক্ষীর রক্ত প্রবহমান। এ প্রবাহ বায়ু চালিত। অতএব, বায়ু নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করলেই দেহের উপর কর্তৃত্ব জন্মায়।

আবার শুক্র, রজঃ ও রক্ত হচ্ছে মিশ্রিত বিষামৃত, জীবনী শক্তি ও বিনাশ বীজ, সৃষ্টি ও ধ্বংস, কাম ও প্রেম, রস ও রতি। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পবনকে নিয়ন্ত্রিত করলে গোটা দেহের উপরই কর্তৃত্ব জন্মায়। প্রশ্বাস হচ্ছে রেচক, শ্বাস হচ্ছে পূরক এবং দম অবরুদ্ধ করে রাখার নাম কুম্ভক। ইড়া নাভিতে পূরক, পিঙ্গলায় রেচক করতে হয়, দম ধরে রাখার সময়ে দৈর্ঘ্যই সাধকের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। এর নাম প্রাণায়াম। এমনি অবস্থায় দেহ হয় ইচ্ছাধীন। তখন যে শুক্রের স্খলনে নতুন জীবন সৃষ্টি হয়, সেই শুক্রকে নাড়ী মাধ্যমে উর্ধ্বে সঞ্চালিত করে তার পতন-স্খলন রোধ করলেই শক্তি হয় সংরক্ষিত। সেই সঞ্চিত শুক্র শরীরে জোয়ারের জলের মতো ইচ্ছানুরূপ প্রবহমান রেখে স্থায়ী রমণ-সুখ অনুভব করাও সম্ভব।

যোগে সিদ্ধিলাভ হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি অর্জন। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে তখন মানুষ অসামান্য শক্তির অধিকারী হয়ে অসাধ্য সাধন করে। শুক্র থাকে লিঙ্গের কাছে। সেটাকে প্রজনন শক্তির প্রতীক স্বরূপ মনে করা হয়েছে। কুণ্ডলীকৃত সুপ্ত সর্পের কল্পনাই নাম পেয়েছে কুণ্ডলিনী। এর মধ্যে রয়েছে কামবিষ। সে কামবিষ সৃষ্টিশীল। শুক্র স্খলনেই সৃষ্টি সম্ভব। শুক্রই জীবনী শক্তি।

কাজেই সৃষ্টির পথ রোধ করা দরকার। ফলে শক্তি ব্যয় হবে না। আর শক্তি থাকলেই জীবনের ধ্বংস নেই। মূলাধার থেকে তাই শুক্রকে নাড়ীর মাধ্যমে উর্ধ্বে উত্তোলন করে ললাটদেশে সঞ্চিত করে রাখলেই ইচ্ছা শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব। এটিই সিদ্ধি। আজকের যুক্তিপ্রবণ মনে এর একটি অনুমিত ব্যাখ্যা এ হতে পারে যে এরূপ অস্বাভাবিক জীবনচর্যার ফলে হয়তো এক প্রকার মাদকতা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে আর তাতেই তারা হয়তো মনে করে যে তারা অতি মানবিক শক্তির অধিকারী হয়েছে এবং আত্মিক অমরত্ব লাভ ঘটেছে।

সাধনার তিনটে স্তর : ১. প্রবর্ত, ২. সাধক ও ৩. সিদ্ধি।

১. প্রবর্তাস্থায় যোগী সুষুম্নামুখে সঞ্চিত শুক্ররাশি ইড়ামার্গে মস্তিষ্কে চালিত করার চেষ্টা পায়। এতে সাফল্য ঘটলে যোগী প্রেমের করুণারূপ অমৃত ধারায় স্নাত হয়।

২. শৃঙ্গারের রতি স্থির করলে তথা বিন্দু ধারণে সমর্থ হলে যোগী সাধক নামে অভিহিত হয়। তখন মস্তিষ্কে সঞ্চিত শুক্ররাশিকে পিঙ্গলা পথে চালিত করে সুষুম্নামুখে আনে। ফলে বিন্দু আজ্ঞচক্র থেকে মূলাধার অবধি স্নায়ুপথে জোয়ারের জলের মতো উচ্ছ্বসিত প্রবাহ পায়। এতে প্রেমানন্দে দেহ প্লাবিত হয়। এর নাম তারুণ্যামৃতধারায় স্নান।

৩. এর ফলে সাধক ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহ-মন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায় এবং ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পথে শুক্র ইচ্ছামত চালু রেখে অজরামরের মতো বোধগত সামরস্যজাত পরমমানন্দ বা সহজানন্দ উপভোগ করতে থাকে। এরই নাম লাবণ্যামৃত পারাবারে স্নান। এতে স্থূল শৃঙ্গারের আনন্দই স্থায়ীভাবে স্বরূপ শৃঙ্গারনন্দ বা সামরস্য লাভ করে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস দ্বারা দেহরূপ দুগ্ধভাণ্ড শৃঙ্গাররূপ মথন দণ্ড সাহায্যে প্রবহমান নবনীতে পরিণত করা হয়। এর ফলে জরা-গ্লানি দূর হয় এবং সজীবতা ও প্রফুল্লতা সদা বিরাজ করে।

সূফীমতের উদ্ভব

১

সূফীমতের উদ্ভব সম্বন্ধে বিদ্বানেরা নানামত পোষণ করেন। Von Kremer ও Dozy-এর মতে বেদান্ত প্রভাবেই ইরানে সূফীমতের উন্মেষ হয়। Merx ও Nicholson-এর ধারণা নিউ প্লাটোনিজম থেকেই এর উদ্ভব। E. G. Brown মনে করতেন, বাস্তববাদী শামীয় (Semitic) আরব ধর্ম ইরানের ভাবপ্রবণ আর্য মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা-ই সূফীতত্ত্বে রূপ লাভ করেছে।

কিন্তু মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অত ঋজুভাবে ঘটে না। কাজেই কোন এক সরল পথে কিংবা কোনো একক মতবাদের প্রভাবে অথবা প্রতিক্রিয়ায় সূফীমত গড়ে উঠেছে বলা যাবে না।

ভাববাদী কৌতূহলী ইরানী মানসে জোরাস্টার, মানী, মজদক, বাইবেল, কোরআন প্রভৃতির বিচিত্র মতবাদ ও তত্ত্ব যেসব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তাতে একদিকে আশারীয়, মোতাজেলা প্রভৃতি মত দেখা দিয়েছে, অপরদিকে ইমাম আবু হানিফাদির নেতৃত্বে কোরআন-হাদিসানুগ ধর্মানুশীলনে নিষ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে। এর পটভূমিকায় ছিল রাজনৈতিক বিপ্লব। ইরানে স্বাধীন তাহেরি (৮২০ খ্রীঃ), সফাবী (৮৬৮ খ্রীঃ) ও সাসানী (৮৭৪ খ্রীঃ) বংশীয়দের

প্রতিপত্তিরও কমবেশী প্রভাব রয়েছে। তবু বলতে হবে গ্রীক দর্শনের সাথে পরিচয় ইরানে ভাববিপ্লব ত্বরান্বিত করেছে। এবং একত্ব-প্রবণ ইরানী মনের উদারতার ছিদ্র পথে মুসলিম ইরানী মনে সর্বেশ্বরবাদও প্রবেশ করেছিল। সূফী ধর্ম হচ্ছে প্রেমবাদ। সে-প্রেম আল্লাহ প্রেম। সাধ্য আল্লাহ বটে, কিন্তু এর মানবিকতাই প্রেমসাধনার প্রথম পাঠ। সৃষ্টি-প্রেমেই স্রষ্টাপ্রেমের বিকাশ। মরণ নদীর এপারে ওপারে ব্যাপ্ত জীবনের নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধিতেই এ সাধনার সিদ্ধি। তাই সূফী বলেন, 'আত্মবিস্মৃত হয়ে সবাইকে প্রীতি দান কর আর পরের কল্যাণ কর্মে আত্মনিয়োগ কর। মানুষের হৃদয় জয় করাই সবচেয়ে বড় হজ। একটি হৃদয় সহস্র কাবার চেয়েও বেশী; কেননা কা'বা আজর-পুত্র ইব্রাহিমের তৈরী একটি ঘর মাত্র। আর মানুষের হৃদয় হচ্ছে আল্লাহর আবাস।' সূফীদের ভাববাদে বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদের প্রভাব থাকলেও বৌদ্ধ নির্বাণবাদও ফানাতত্ত্বের উন্মেষের সহায়ক হয়েছে, সে সঙ্গে গুরুবাদও।[১]

তাত্ত্বিক ও মরমীয়া হলেও সূফীরা ইসলামকে ভোলেনি, কোরআনের সমর্থনকেই সম্বল করে জীবন ও ধর্মকে সমন্বিত করবার চেষ্টা করেছে। এতে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের স্বীকৃতিও সম্ভব করে নিয়েছে এবং তাতেও আবার দোহাই কেড়েছে কোরআনের। ভোগ-পরিমিতিবাদের সূত্র ধরে বৈরাগ্যবাদও প্রশ্রয় পেয়েছে সূফীতত্ত্বে।

মুসলমানদেব সাধারণ বিশ্বাস রসুল ব্যক্তিগত জীবনে তাত্ত্বিক তথা মরমীয়াও ছিলেন। এবং তাঁর প্রিয় সহচর আলি ও আবু বকরকে এই তত্ত্বে দীক্ষাও দিয়েছিলেন তিনি। কোরআনের এক আয়াতে আছে, "যেহেতু আমরা তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে রসুল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে ওহী পাঠ করেন, তোমাদের দোষ মুক্ত করেন, তোমাদেরকে 'কিতাবের' শিক্ষা ও প্রজ্ঞা (wisdom) দান করেন এবং যা তোমরা আগে জানতে না, তাই জানিয়ে দেন।"[২]

এই প্রজ্ঞাকে সূফীরা কোরআনোক্ত ব্যবহার-বিধি বহির্ভূত 'অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞান' বলে ব্যাখ্যা করেন।

আর একটি আয়াতে আছে, "এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে এবং তোমার নিজের মধ্যে তুমি কি তা দেখ না!"[৩] আবার আমরা তার (মানুষের) ঘাড়ের রগ বা শিরার চেয়েও নিকটতর।"[৪] "আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের জ্যোতিঃ স্বরূপ।"[৫] উটের দিকে তাকিয়ে দেখ, কি কৌশলে তা সৃষ্টি হয়েছে। আকাশের মহিমা দেখ, পর্বতগুলো কেমন দৃঢ় করে স্থাপন করেছেন।"[৬] "বল তা হচ্ছে আল্লাহর আদেশ বা শক্তি।"[৭]

কোরআনের এসব আয়াতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপরেই সূফীবাদের ইসলামীরূপ প্রতিষ্ঠিত। আবার জ্যোতিঃতত্ত্বে মানী ও মজদকী দর্শনের এবং আত্মতত্ত্বে সর্বেশ্বরবাদের এবং সৃষ্টির মহিমা ও বৈচিত্র্যতত্ত্বে ভাববাদের আশ্রয়ও মিলেছে।

O' leary'র মতে[৮] "Plotinus এর Enneads, St. Paul-এব শিষ্য Dionysius ও Psendo Dionysius মতের 'on Mystical Theology' এবং 'on the name's of God' প্রভৃতি খ্রীস্টীয় মরমীয়াবাদের উৎস ছিল। Stephen Bar Sudaili alias Hirothens নামে এক সিরীয় Monk-এর (খ্রীঃ ৫ম শতক) রচনাও সূফী মতবাদের উদ্ভবে পরোক্ষ সহায়তা করেছে।"

Akhlaq-i-Jalali থেকে Browne[৯] সূফী আবু সায়ীদ বিন আবুল খায়ের (মৃত্যু ৪৪১ হিঃ–১০৪৯ খ্রীঃ) ও ইবনে সিনার আলাপ সম্বন্ধে যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দার্শনিক ও তাত্ত্বিকের অভিন্ন লক্ষ্যের আভাস মিলে, ইব্‌নে সিনা বলেছেন "What I know he sees, 'সায়ীদ মন্তব্য করেছেন 'What I see he knows."

সূফী মতের প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন মিশরীয় কিংবা নুবীয় (Nubian) লেখক জুন নুন (মৃত্যু ২৪৫–৪৬ হিঃ)। তিনি ছিলেন মালিক বিন আনাসের শিষ্য। জুন নুনের রচনাবলী সুসংকলিত ও সুসম্পাদিত করেন জুনাইদ বাগদাদী (মৃত্যু ২৯৭ হিঃ)। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে O' leary বলেছেন, 'in it appears essential doctrine of sufism, as of all mysticism, the teaching of Tawhid, the final union of the soul with God, a doctrine which is expressed in a way closely resembling the neo-platonic teaching, save that in Sufism the means whereby this Union is to be attained is not by the exercise of the intuitive faculty of reason but by the piety and devotion."[১০] সূফীমতবাদ সর্বেশ্বরবাদের রূপ নেয় ইরানের সূফীদের দ্বারাই।[১১] জুনাইদের পরে তাঁর শিষ্য খোরাসানের আসশিবলীর (মৃত্যু ৩০৯ হিঃ) প্রচারণায় প্রসার লাভ করে এই মত।[১২] সর্বেশ্বরবাদী বা অদ্বৈতবাদী সূফীদের মধ্যে হোসেন বিন মনসুর হাল্লাজ (মৃত্যু ৩০৯ হিঃ), বায়জীদ বিস্তামী (ওর্ফে আবু এযীদ, মৃত্যু ২৬০ হিঃ) প্রভৃতি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। এঁদের মতের সঙ্গে ঐক্য আছে বৈদান্তিক ধারণার। তবে বৌদ্ধ নির্বাণ ও ফানা অভিন্ন নয়। নির্বাণ বিলয় জ্ঞাপক আর ফানা অখণ্ডে মিলন সূচক (বাকা)।

এঁরা হূলুল-এ বিশ্বাসী, অর্থাৎ জীবাত্মা যে পরমাত্মারই অংশ তা এঁদের বিশ্বাসের অঙ্গ। এ বিশ্বাস মূলত বৈদান্তিক। তবু আত্মাপরমাত্মা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারে নব প্ল্যাটোনিক মতেরই প্রভাব বেশী।[১৩] যিক্‌র সূফীদের অবশ্য আচরণীয় চর্যা। এটিতে কোরআনেরও সমর্থন মিলে– আল্লাহ্‌কে ঘন ঘন স্মরণ কর।[১৪]

২

এ সূত্রে 'কাশফ-অল-মাহজুব'-এ আলোচিত সূফী তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার। সূফীমতের পরবর্তী বিকাশ ও বৈচিত্র্যের আলোকে বিচার করলে আলহুজুইরীর গ্রন্থকে কোরআনিক ইসলামের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা গ্রন্থ বলেই অভিহিত করতে হয়।

সূফীমত বলতে আমাদের যে-ধারণা স্বভাবত আসে, তার সঙ্গে হুজুইরী বর্ণিত সূফীমতের রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। কাশফ-অল-মাহজুব গুরুত্ব দিয়েছে Plain living and high thinking আদর্শে। ভগবৎপ্রেম ও আনুগত্যের অনুকূল বলে প্রচার করা হয়েছে দারিদ্র্যকে।[১৫] হুজুইরীর মতে আত্মার পবিত্রতার (সাফা) সাধনাই সূফী সাধনা, কেননা মানুষ অপবিত্র (কদর)। তিনি মনে করেন, পার্থিব বিষয়ে ও ভোগে অনাসক্তি আর সত্যসন্ধ মনই সূফীর বিশেষ লক্ষণ এবং এসব গুণে হযরত আবু বকর সিদ্দিকী সূফী-প্রধান।[১৬] প্রেম ও পবিত্রতা যোগে যখন পার্থিব বন্ধন মুক্ত হয় সূফী, তখন সে যে দিব্যাবস্থা লাভ করে, তার ফলে ফানাফিল্লাহ স্তর প্রাপ্তি ঘটে তার। তখন সোনা ও মাটি দু-ই তার কাছে সমান।[১৭] অতএব যে আল্লাহ-প্রেমের দ্বারা বিশোধিত এবং আল্লাহতে (Beloved এ) যে বিলীন (absorbed) এবং যে সবকিছু ত্যাগ করেছে সে-ই সূফী।[১৮] এবং সূফীর জুনাইদ-প্রদত্ত সংজ্ঞা সমর্থন পেয়েছে উস্‌মান হুজুইরীর। জুনাইদ বলেছেন, "সুফীর আটটি গুণ– ইব্রাহীমের মতো ত্যাগ, ইসমাইলের মতো আনুগত্য, আয়ুবের মতো ধৈর্য, জ্যাকিরিয়ার মতো বাক্‌সংযম, John এর মতো আত্মপীড়ন, ঈসার মতো ভোগবিমুখতা, মুসার মতো পশমী পরিধেয় গ্রহণ এবং হযরত মুহম্মদের মতো দারিদ্র্য বরণ।"[১৯]

অতএব, হুজুইরী ইসলাম সম্মত অধ্যাত্মবাদ তথা মরমীয়াবাদের ভাষ্যকার। আসলে ইসলামেরই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা (spiritual interpretation of Islam) দিয়েছেন তিনি। তাঁর ধারণায় আসহাবে কাহাফ, হযরত মুহম্মদের ভোগবিমুখতা, দারিদ্র্য, আসহাবে সাফ্‌ফার বৈরাগ্য, আবুবকর সিদ্দিকের ত্যাগশীলতা, হারিসের স্রষ্টা-প্রেম, আবু হাশিমের অনাড়ম্বর জীবন, দেহ-মন-আত্মার পবিত্রতা রক্ষার সাধনা প্রভৃতিই সূফীর লক্ষণ। তিনি 'বাকা-বিল্লাহ্'-এ আস্থাবান নন, পক্ষান্তরে 'ফানায়' তথা complete surrender to the will of Allah তে- যা ইসলামেব দ্বৈতবাদী তথা একেশ্বর তত্ত্বে আস্থাবান। তিনি শরীয়ৎ তথা কোরআন হাদিসোক্ত আচারে নিষ্ঠ।[২০] কাজেই হুজুইরীর সূফীতত্ত্ব আসলে শরীয়তী মুসলমানের আল্লাহ্ প্রীতিজাত বৈরাগ্য। এক বিদ্বানের ভাষায় It was an asceticism in the puritanical sense."[২১]

৩

কিন্তু প্রচলিত বিভিন্ন শাখার সূফী মতগুলো ভিন্ন ধরনের। ইসলামের মৌল অঙ্গীকারের সঙ্গেও পার্থক্য কম নয় এগুলোব। এ না হয়ে পারেনি। কেননা সূফীমত একটি মিশ্রদর্শনের সন্তান। তাও আবার একক মত থাকেনি। তাই আজকেব দিনে সূফীমত বলতে মত-সমষ্টিই বোঝায়। ইসলামের উদ্ভবের প্রায় দেড়শ বছর পর থেকে সন্তর্পণে অঙ্কুরিত হতে থাকে এ মত। কুফার আবু হাশিমই (মৃত্যু : ১৬২ হিঃ) প্রথম সূফী বলে পরিচিত। তিনি হুজুইরীর সংজ্ঞানুগ সূফী। আসলে ইব্রাহীম আদহম (মৃত্যু ১৬২ হিঃ), ফজিল আয়াজ (মৃত্যু ১৮৮ হিঃ), মারুফ কর্খী, দাউদ তায়ী (মৃত্যু : ১৬৫ হিঃ) হাসান বসোরী প্রমুখের সাধনা ও বাণী থেকেই বিশিষ্ট হয়ে উঠে সূফী মত।[২২]

খ্রীস্টানদের মধ্যে বৈরাগ্য ছিল, ইহুদীরাও ছিল তত্ত্ব জিজ্ঞাসু। আরবেরা চিরকাল পেয়েছে এদের সান্নিধ্য। স্বয়ং হযরত মুহম্মদ নবুয়ত লাভের পূর্বে মধ্যে মধ্যে নিভৃত চিন্তায় মগ্ন থাকতেন হেবা পর্বতের গুহায়। ভোগবিমুখতা ও বিষয়ে অনাসক্তি তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ইরানে জোরাষ্ট্রীয়রা তত্ত্ববিমুখ হলেও মানী এবং মজদকীদের মধ্যে দুর্লভ ছিল না মরমীয়াভাব ও তত্ত্বচিন্তা। বৌদ্ধ নির্বাণবাদ ও গুরুবাদের সংস্কারও মিশে ছিল অনেকের মজ্জায়।[২৩] আর স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যে অনাড়ম্বর জীবন ছিল রসুল-পার্ষদদের আদর্শ।[২৪] এক সময় এমনি আদর্শ ধার্মিকরা ভোগবিমুখতা ও বিষয় বৈরাগ্যের জন্যে সাধারণ্যে পরিচিত হয় ফকির মানে। একই কারণে কালে ফকির, দরবেশ ও সূফী- শব্দত্রয় হয়ে উঠে অভিন্নার্থক। ইবানে ইসলাম বিস্তৃতির পরে মানী, মজদকী, যিনদিকী (Zindiqi) ও বৌদ্ধসংস্কারের তথা দেশকালের প্রভাব থেকে পুবো মুক্ত হতে পারেনি মুসলমানেরা। আদর্শ মুসলিমের পার্থিব ব্যাপারে অনাসক্তি, পবিত্রতার সাধনা ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র-এর সঙ্গে যেমন মিশে ছিল এই পূর্ব-সংস্কারের উত্তরাধিকার তেমনি আব্বাসীয়দের আমলে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলীয় ও নব প্ল্যাটোনিক মতের প্রভাবও পড়েছিল সুপ্রচুর। অবশ্য ইসলাম পূর্বযুগেও সিরিয়ায় আর ইরানে অনুভূত হত এ্যারিস্টটল ও প্ল্যাটোর দর্শনের প্রভাব।[২৫]

৪

ভারতে বিভিন্ন সূফীমতের উপর স্থানিক প্রভাব পড়েছে প্রচুর। নকশীবন্দিয়া মতবাদে ও সাধনতত্ত্বে ভারতীয় দেহতত্ত্ব ও যোগের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশী। তারাও স্বীকার করে কুণ্ডলিনী শক্তি। ষড়কেন্দ্রী দেহে ষড়রঙের আলো সন্ধান করা এবং সেই ষড়বর্ণের জ্যোতিকে বর্ণহীন জ্যোতিতে পরিণত করাই সাধনার লক্ষ্য। এটি শিব-শক্তি মিলন জাত আনন্দের কিংবা বৌদ্ধ সহজানন্দের আদলে পরিকল্পিত।

বিভিন্ন সূফীমতবাদে আল্লাহর ধারণা তিন প্রকার : আত্মসচেতন ইচ্ছাশক্তি, সৌন্দর্যস্বরূপ এবং ভাব, আলো কিংবা জ্ঞান স্বরূপ। শকীক বলখী, ইব্রাহীম আদ্‌হাম, রাবিয়া বসোরী প্রভৃতির ধারণায় আল্লাহ ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ। সৃষ্টিলীলায় সেই ইচ্ছাশক্তিরই প্রকাশ। একত্ববাদ এর প্রাণ, তাই এটি আরবীয় বা শামীয় (Semitic)। পবিত্রতা, সংসার ধর্মে অনাসক্তি, আল্লাহ্ প্রেম ও পাপভীতিই এমতের সূফীদের বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহকে রূপময়-লীলাময় প্রেমকামী রূপে কল্পনা করেছেন যাঁরা, তাঁদের মতে আল্লাহ নিজের মহিমার মুকুররূপে সৃষ্টি করেছেন জগৎ। তিনি এই সৃষ্টির মুকুরে নিজের রূপ নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন নার্সিসাসের মতো। [তুলনীয় : রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণ হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে; অথবা, রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি অন্যে অন্যে বিলসয় রসাস্বাদন করি]। এ তত্ত্বের প্রেক্ষিতে এ মতবাদী সূফীরা সৃষ্টিকে মনে করে রূপময়-লীলাময় আল্লাহর manifestation বলে। এবং এর ভিত্তি হয়েছে প্রেম। যেখানে রূপ, সেখানেই প্রেম, অথবা প্রেমই দান করে রূপ-দৃষ্টি। কাজেই এই তত্ত্বে বিশ্বাসী সূফীরা প্রেমবাদী, বিশ্বপ্রেম তাদের সাধনার লক্ষ্য ও পাথেয়। জোরাষ্ট্রীয় প্রভাব আছে এরূপ তত্ত্বচিন্তায়। সব রিপু ও বিষয়-চিন্তা পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে যায় এই প্রেমানলে– হৃদয় জুড়ে থাকে কেবল আল্লাহ্। এই বোধের পরিণামে পাই অদ্বৈততত্ত্ব– যার পরিণতি হচ্ছে 'আনলহক' বা 'সোহম' বোধে। এই মতের সূফীদের মধ্যে বায়জিদ বিস্তামী, মনসুর প্রমুখ প্রখ্যাত। অসীম, অনন্ত ও গুণাতীত অনাদি চিরন্তন সত্তার বোধ জন্মায় এই অভেদতত্ত্ব। এই বোধেও বৈদান্তিক প্রভাব সুস্পষ্ট। জীবাত্মা এখানে পরমাত্মারই খণ্ডাংশ মাত্র। এবং সৃষ্টি মাত্রই ব্রহ্মেরই বিকাশ ও প্রকাশ এবং 'একোহম বহুস্যাম' তত্ত্বভিত্তিক। নাসাফি (Nasafi) পষ্ট করেই বলেছেন 'ওহে দরবেশ, তুমি কি মনে কর, তোমার আল্লাহ্‌বিহীন স্বাধীন সত্তা আছে? তা হলে এ তোমার ভুল।'[২৬] আবার শঙ্করের মায়াবাদ'ও অনুপ্রবেশ করেছে এখানে। সৃষ্টি মাত্রই ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেতে লীন। কাজেই বিচ্ছিন্নতাবোধ বা বিরহানুভূতি অবিদ্যাজাত একটি সাময়িক বোধ-বিকৃতি মাত্র। মায়াজাত বিভ্রান্তি থেকে 'অহং' এর উৎপত্তি। অহং বোধ তথা নিঃসহায় নিঃসঙ্গ স্বাধীন সত্তাবোধ থেকেই দুঃখের জন্ম। এ বোধ মুখ্যত বৌদ্ধের। বিবর্তনবাদ তথা জন্মান্তরবাদেও আস্থা রেখেছেন রুমী।[২৭] আমরা একদিকে নব প্ল্যাটোনিক তত্ত্বের এবং অপরদিকে বৌদ্ধ জীবনবোধ ও জন্মান্তরবাদের প্রভাব লক্ষ্য করি এতে।

Neo-Platonism-এ আছে– "As being the cause of all things, it is everywhere, and not also 'nowhere', it would be all things."[২৮]

শেখ শিহাবুদ্দীন সুহরওয়ার্দী ওর্ফে শেখুল ইশরাক মক্তুল (বারো শতকের মধ্যভাগ) মুসলিম জগতে স্বাধীন চিন্তার অন্যতম প্রবর্তক। নতুন তত্ত্ব চিন্তার অপরাধে ইনি ছত্রিশ বছর বয়সে নিহত হন সুলতান সালাহুদ্দীনের আদেশে। তাঁর মতো আল্লাহ হচ্ছেন 'স্বয়ম্ভু জ্যোতি (Nur-I-Qahir)। Manifestation তথা মহিমার অভিব্যক্তি দানই এ জ্যোতির স্বভাব। এতেই তাঁর স্বতোপ্রকাশ। কাজেই আলো-অন্ধকারের মগানীয় দ্বৈততত্ত্ব এখানে অস্বীকৃত। নিজের মধ্যে ও বিশ্বে পরিব্যাপ্ত এই আলো দেখার আকুলতা মানবে সহজাত। আলোর স্বরূপ উপলব্ধির ও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার সাধনাই সূফী ব্রত। এই সিদ্ধির ফলে মানুষ হয় 'ইনসানুল কামেল'। অবশ্য এই 'ইনসানুল কামেল' নীটশের কিংবা বার্নাড শ-এর Superman নয়; প্রথমটি অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে আর শেষোক্তটি পার্থিব সমাজের।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে পাক-ভারতে (ক) চিশতিয়া, (খ) কাদেরিয়া, (গ) সোহরওয়ার্দীয়া ও (ঘ) নকশবন্দিয়া– এর চারটি মতবাদই প্রধান। অন্যান্যগুলো এ চারটির উপমত মাত্র।[২৯]

সুতরাং শাত্তারিয়া, মদারিয়া, কলন্দরিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি উক্ত চারটির যে কোনো একটির উপমত।[৩০]

১. অদ্বৈতবাদ, ২. সর্বেশ্বরবাদ, ৩. দেহতত্ত্ব (কুণ্ডলিনী শক্তি), ৪. বৈরাগ্য, ৫. ফানাতত্ত্ব, ৬. সেবাধর্ম ও মানবপ্রীতি, ৭. গুরু বা পীরবাদ, ৮. পরব্রহ্ম ও মায়াবাদ, ৯. ইনসানুল কামেল তথা সিদ্ধপুরুষবাদ, ১০. স্রষ্টার লীলাময়তা প্রভৃতি ধারণার বীজ বা প্রকাশ ছিল আরব-ইরানের সূফী তত্ত্বে।

ভারতের মাটিতে অনুকূল আবহে এসব প্রবল হতে থাকে সূফীতত্ত্বে। এখানে সূফীমতে স্থানিক প্রভাব লক্ষণীয়। ইসলাম ও সূফী-মতের প্রভাবে ভাবতেও দেখা দেয় চিন্তা-বিপ্লব। আমরা এদেশে ইসলামী প্রভাবের দু'চারটে নমুনা দিয়ে পরে দেশী প্রভাবের পরিচয় নেব মুসলিম জীবনে ও চিন্তায়।

৫

ভারতে "একেশ্বরবাদ, ভক্তিবাদ, বৈষ্ণব ধর্ম ও শৈবধর্মের জন্ম হল দ্রাবিড়দেশে, নবীন ইসলাম ধর্মের সঙ্গে নব্য হিন্দু ধর্মের ঘাত প্রতিঘাতের ফলেই দক্ষিণ ভারতে এই নতুন ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে।...ইসলামের এক দেবতা ও এক ধর্মের বিপুল বন্যর মুখে দাঁড়িয়ে শঙ্কর আপসহীন অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন।...শঙ্করাচার্যের আপসহীন অদ্বৈতবাদ মনে হয় , যেন নবীন আরবী ইসলামেব একেশ্বরবাদের ভারতীয় রূপ। বেদ-উপনিষদ তার উৎস হলেও ইসলামের প্রভাবেই যে সেই উৎস সন্ধানের প্রেরণা এসেছে এবং 'অদ্বৈতবাদের' পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হয়েছে, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। শঙ্করাচার্যের পরে রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবাচার্য ও নিম্বার্কের দর্শনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে, দেখা যায়...ইসলামের আত্মনিবেদন, ইসলামের প্রেম, ইসলামের সমান বিচার ও সাম্যের বাণী, ইসলামের গণতন্ত্রের আদর্শ মুসলমান সাধকরা সহজ ভাষায় সোজাসুজি যখন এদেশে প্রচার করেছেন, রামানুজ ও নিম্বার্ক তখন শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানের স্তর থেকে শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতিব স্তরে নেমে এলেন।[৩১]

এই মতই ব্যক্ত হয়েছে ডক্টর তারাচাঁদের Influence of Islam on Indian Culture গ্রন্থে।[৩২]

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যও বলেন "একেশ্বরবাদ ভারতেও ছিল, বাহির হইতেও আসিযাছিল উভয়ে মিলিয়া দশম একাদশ শতাব্দীতে একটা পরিপুষ্ট আকারে দেখা দেয়।...তাহাদের (মুসলমানদের) একেশ্বরবাদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের একেশ্বরবাদ বিশেষত বৈষ্ণব একেশ্বরবাদ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে নাই এমন কথা বলিতেও আমাদের সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।"[৩৩]

উত্তর ভারতেও সন্ত ধর্মের উদ্ভব হয় মুসলিম প্রভাবে। রামানন্দ, কবির, নানক, দাদু, একলব্য, রামদাস প্রমুখ কমবেশী মরমীয়াবাদই প্রচার করেছেন।

ভারতে এসে এদেশী ধর্ম, আচার ও দর্শনের প্রভাবে পড়েছিল মুসলমানরা। রাম-সীতা ও রাধা-কৃষ্ণের রূপকে বান্দা-আল্লাহর তথা ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক, ভক্তি, প্রেম, বিরহবোধ কিংবা মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন মধ্য-উত্তর ভারতীয় মুসলমানরা। কবির, এয়ারী, রজব, দরিয়া, কায়েম প্রমুখের গান তার প্রমাণ। বাঙলা দেশেও চৈতন্যোত্তরযুগে মুসলমানরা অধ্যাত্মপ্রেমজ হৃদয়াকুতি প্রকাশ করেছেন রাধা-কৃষ্ণ প্রতীকের মাধ্যমে। সৈয়দ মর্তুজার ফারসী গজলে রাধা-কৃষ্ণ নেই, আবার নুর কুতবে আলমের বাঙলা পদে রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের রূপক এতেই বোঝা যায়, অধ্যাত্মজিজ্ঞাসায় দেশী ভাষানুগ রূপকে অবহেলা করেননি তাঁরা। দেশজ

মুসলমানের পূর্ব সংস্কার বশে. চৈতন্যোত্তরযুগে রেওয়াজের প্রভাবে এবং ভাবসাদৃশ্যবশত সূফীতত্ত্বের রূপক হিসেবে রাধা-কৃষ্ণ-প্রতীক মুসলিম মরমীয়ারা গ্রহণ করেছেন বলে অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যও অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁর 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থে।[৩৪] ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তও বলেন, "একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বাংলার মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা কোনও বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় রচিত নহে।...তাঁহারা চৈতন্য প্রবর্তিত একটি সাধারণ প্রেম ধর্মের প্রভাব সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্রেই পাইলেন, কিন্তু পাইলেন না রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে কোন স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি। সুতরাং বাংলার জনসমাজে যে সাধারণ ভক্তিধর্ম ও যোগধর্ম প্রচলিত ছিল, এই সকল কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সেই সকলের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া লইলেন। বাংলা দেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সূফীপন্থী।... রাধার যে পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তি তাহা কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জন্য নিখিল প্রেম সাধকগণের পূর্বরাগ বিরহের আর্তিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং সেই আর্তির ক্ষেত্রে কবি নিজেকে শুধু দর্শক বা আস্বাদকরূপে খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আর্তির সহিত নিজের চিত্তের আর্তিকেও মিলাইয়া দিয়াছেন।...আমরা মুসলমান কবিগণের রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধীয় পদগুলির ভণিতা লক্ষ্য করিলেই এই কবিগণের মূল ভাবদৃষ্টিরও ইঙ্গিত পাইব।[৩]

সূফীমতের আংশিক সাদৃশ্যই রয়েছে রাধা-কৃষ্ণ লীলায়। তাই একেশ্বরবাদী ও অবতারবাদে আস্থাহীন মুসলমান কবিগণের কল্পনায় সাধারণত রাস, মৈথুন, বস্ত্রহরণ, দান, সম্ভোগ, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি প্রশ্রয় পায়নি। কেবল রূপানুরাগ, অনুরাগ, বংশী, অভিসার, মিলন, বিরহ প্রভৃতিকে গ্রহণ করেছেন তাঁরা জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কসূচক ও ব্যঞ্জক বলে। তাঁদের রচনায় অনুরাগ, বিরহবোধ এবং জীবন জিজ্ঞাসাই [আত্মবোধন] বিশেষরূপে প্রকট।

সৃষ্টিলীলা দেখে স্রষ্টার কথা মনে পড়ে– এটিই রূপ; এ সৃষ্টি বৈচিত্র্য দেখে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কবোধ জন্মে– এটিই অনুরাগ; এবং তাঁর প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি জাগে– এটিই বংশী; আর সাধনার আদিস্তরে পাওয়া না-পাওয়ার সংশয়বোধ থাকে– তারই প্রতীক নৌকা। এর পরে ভাবপ্রবণ মনে উপ্ত হয় আত্মসমর্পণ ব্যঞ্জক সাধনার আকাঙ্ক্ষা– এটিই অভিসার। এরপর সাধনায় এগিয়ে গেলে আসে অধ্যাত্ম স্বস্তি– তা-ই মিলন। এরও পরে জাগে পরম আকাঙ্ক্ষা– একাত্ম হওয়ার বাঞ্ছা– যার নাম বাকাবিল্লাহ– এ-ই বিরহ।

পাক-ভারতে সাধারণত ইসলাম প্রচার করেন সূফী-দরবেশরাই। অধিকাংশ মুসলমান এদেশী জনগণেরই বংশধর। পূর্বপুরুষের ধর্ম, দর্শন ও সংস্কার মুছে ফেলাও পুরোপুরি সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। সূফী সাধকের কাছে দীক্ষিত মুসলমানেরা শরীয়তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়নি অশিক্ষার দরুন। কাজেই সূফীতত্ত্বের সঙ্গে যেখানেই সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য দেখা গেছে, সেখানেই অংশগ্রহণ করেছে মুসলমানেরা। বৌদ্ধ নাথপন্থ, সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনা, শাক্ততন্ত্র, যোগ প্রভৃতি এভাবে করেছে তাদেব আকৃষ্ট। এরূপে তারা খাড়া করেছে মিশ্র-দর্শন। ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পীর, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙালী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ...বাঙ্গালা দেশে ইসলামের সূফীমত বেশী প্রসার লাভ করে। সূফীমতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর তেমন বিরোধ নাই। সূফীমতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।"[৩৬] সূফীরা গুরুবাদী। শেখ, পীর কিংবা মুর্শীদই তাঁদের

পথপ্রদর্শক। এতে বৌদ্ধগুরুবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। ফানা ও বাকাবাদী হোসেন বিন মনসুর হল্লাজ, বায়জিদ বিস্তামী কিংবা ইব্রাহিম আদহাম প্রভৃতি সূফীদের কেউ ছিলেন জোরাষ্ট্রীয়ানের, কেউ জিনদিকের কেউবা বৌদ্ধের বংশধর এবং জাতিতে ইরানী।[৩৭] ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পীরপূজা চালু হয় এ ভাবেই। হিন্দুর গুরুবাদও বৌদ্ধ প্রভাবিত।[৩৮]

'কুনফায়াকুন' দ্বৈতবাদের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে 'একোহম বহুস্যাম' অদ্বৈতবাদ নির্দেশক। সূফীবা মুসলমান, তাই দ্বৈতবাদী, কিন্তু অদ্বৈতসত্তার অভিলাষী। বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মবাদের প্রচ্ছায় গড়া তবু তাদের সাধনা চলে দ্বৈতবোধে এবং পরিণামে (রাগাত্মিকা সাধনায়) অদ্বৈতসত্তার প্রয়াসে। সূফী ও বৈষ্ণব উভয়েই পরমের কাঙাল। মানবাত্মার সুপ্তবিরহবোধের উদ্বোধনই সূফী-বৈষ্ণবের প্রধান কাজ। তাই আমরা সূফী গানে এবং বৈষ্ণবপদে মিলন-পিপাসু বিরহী আত্মার করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পাই। মানবাত্মার চিরন্তন Tragedy-র সুর ও বাণী বহন করছে সূফীগজল ও বৈষ্ণবপদ-সাহিত্য।

মুসলমানদের রাধা-কৃষ্ণতত্ত্বে আসক্তির সাধারণ কারণ দুটো ১. সূফীমতবাদের সাথে বৈষ্ণবাদর্শের আত্যন্তিক সাদৃশ্য ও আচারিক মিল এবং ২. জগৎ ও জীবনের চিরাবৃত রহস্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক নির্ণয়ের কৌতূহল প্রভৃতি মানুষের মনে জিজ্ঞাসা জাগায়, তার সদুত্তর সন্ধান-প্রয়াস জাত যে অভিব্যক্তি তাতে দেশে বহুল প্রচলিত রাধাকৃষ্ণরূপকের ব্যবহার। বিশেষ করে বৈষ্ণব চর্যায় ইসলামী প্রভাব তাদের ভেদবুদ্ধি লোপ করেছিল; বৈষ্ণবদের নামকীর্তন, জীবে দয়া, বর্ণভেদ প্রথার বিলোপ সাধন তথা সাম্যবোধ, বিনয়, নামেরুচি, দশা, সখীভাব, ঐশ্বর্যপ্রদর্শন, রাগানুগাভক্তি, তালাকপ্রথা, পুনর্বিবাহ প্রভৃতি সূফীদের যিক্‌ব, খিদমত, সামা, হাল, সদাসোহাগ, কেরামতি, তরিকত, হকিকত, মারফত প্রভৃতির অনুকরণ মাত্র। ফানাফিল্লাহ এবং বাকাবিল্লাহও রাধা-কৃষ্ণের অভেদতত্ত্ব আর যুগলরূপ পরিকল্পনাব উৎস স্বরূপ। এমনকি অদ্বৈতবাদী হিন্দুর দ্বৈতাদ্বৈতবাদও সূফীর দ্বৈতবাদ থেকে উদ্ভূত। অবশ্য বৈদান্তিক তত্ত্ব-প্রভাবে মুসলমান সূফীদের কেউ কেউ আগেই হয়েছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। সুতরাং সূফীমতাসক্ত বাঙালী মুসলমানদের বৈষ্ণবসাধনা অনুপ্রাণিত করবে তাতে আশ্চর্য কি? এ জন্যেই সাধক নুর কুতবে আলম এবং সৈয়দ মর্তুজা ফারসী গজল যেমন লিখেছেন, তেমনি রচনা করেছেন বাঙলায় বাধা-কৃষ্ণপদও। অতএব, দুই তত্ত্বে অভিন্ন রূপ দেখেছেন তাঁরা। রাধাকৃষ্ণ যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, দেহ ও প্রাণ এবং ভক্তভগবানের পরিভাষারূপে গৃহীত হয়েছিল, পাক-ভারতের সর্বত্র এঁদের এবং পাক-ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রাধাকৃষ্ণ কিংবা রামসীতার রূপকে মুসলিম রচিত পদ ও দোহাঁই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিশেষ করে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই জগৎ ও জীবনের রহস্য সম্বন্ধে চিরজিজ্ঞাসু। সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসার রূপ মানুষ অবিশেষে একই। কাজেই চিন্তাধারাও কমবেশী একই রূপ। কেননা, সবারই "চিত্তকাড়া কালার বাঁশি লাগিছে অন্তরে।"

ভারতে এসেই ভারতীয় যোগ, দেহতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাবে পড়েছিলেন ইরানী সুফীরা। সুফীসাধনার সঙ্গে যোগ ও দেহতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেই তাঁরা শুরু করেন নতুন সূফীচর্যা। পাক-ভারতের মুসলিমের অধ্যাত্ম সাধনা যোগ-দেহতত্ত্ব বিহীন নয় এ কারণেই। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব অন্য অধ্যায়ে। অতএব সঙ্গীত, যোগ, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রভৃতিই রচনা করেছে বাঙালী মুসলমানের অধ্যাত্ম তথা মরমীয়া সাধনার ভিত্তি।

মুসলমানদের বিশ্বাস, হযরত মুহম্মদ হযরত আলীকে তত্ত্ব বা গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে যান। হাসান, হোসেন, খাজা কামীল বিন জয়দ ও হাসান বসোরী আলী থেকে প্রাপ্ত হন সে জ্ঞান। এই কিংবদন্তীর কথা বাদ দিলে হাসান বসোরী (মৃঃ ৭২৮ খ্রীঃ), রাবিয়া (মৃঃ ৭৫৩), ইব্রাহীম আদহাম (মৃঃ ৭৭৭), আবু হাশিম (মৃঃ ৭৭৭), দাউদ তায়ী (মৃঃ ৭৮১) মারুফ কর্খী (মৃঃ ৮১৫) প্রমুখই সূফীমতের আদি প্রবক্তা।[৩৯]

পরবর্তী সূফী জুননুন মিসরী (মৃঃ ৮৬০), শিবলী খোরাসানী (মৃঃ ৯৪৬), জুনাইদ বাগদাদী (মৃঃ ৯১০) প্রমুখ সাধকরা সূফীমতকে লিপিবদ্ধ, সুশৃঙ্খলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন।[৪০]

আল্লাহ আকাশ ও মর্ত্যের আলো স্বরূপ।[৪১] আমরা তার (মানুষের) ঘাড়ের শিরা থেকেও কাছে রয়েছি।[৪২] এই প্রকার ইঙ্গিত থেকেই সূফীমত এগিয়ে যায় বিশ্বব্রহ্ম বা সর্বেশ্বরবাদের তথা অদ্বৈতবাদের দিকে। যিক্‌র বা জপ করার নির্দেশ মিলেছে কোরআনের অপর এক আয়াতে : অতএব (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ কর, কেননা, তুমি একজন স্মারক মাত্র।[৪৩] সৃষ্টি ও স্রষ্টার অদৃশ্য লীলা ও অস্তিত্ব বুঝবার জন্যে বোধি তথা ইরফান কিংবা গুহ্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন– এ প্রয়োজনবোধ ও রহস্যচিন্তাই সূফীদের করেছে বিশ্বব্রহ্মবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী। এই চিন্তা বা কল্পনার পরিণতিই হচ্ছে 'হমহ্‌উস্ত' (সবই আল্লাহ) বা বিশ্বব্রহ্মতত্ত্ব তথা 'সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' বাদ। এ-ই হল তৌহিদ-ই-ওজুদী তথা আল্লাহ্‌ সর্বত্র বিরাজমান'– এই অঙ্গীকারে আস্থাস্থাপনের ভিত্তি।

বায়জিদ, জুনাইদ বাগদাদী, আবুল হোসেন ইবনে মনসুর হল্লাজ এবং আবু সৈয়দ বিন আবুল খায়ের খোরাসানী (মৃঃ ১০৪৯ খ্রীঃ) প্রমুখ প্রথম যুগের অদ্বৈতবাদী সূফী। শরীয়ৎ-পন্থ-বিরোধী এসব সূফীদের অনেককেই প্রাণ হারাতে হয় নতুন মত পোষণ ও প্রচারের জন্যে। মনসুর হাল্লাজ, শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল্লাহ প্রমুখ শহীদ হন এ ভাবেই।[৪৪]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন 'ভারতে সূফী প্রভাব পড়িবার পূর্ব হইতে সূফীমতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই ভারতে সূফীমত প্রবেশ করে। তৎপূর্ব সূফীমতেও ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাই'।[৪৫] তাঁর মতে ভারতীয় পুস্তকের আরবী-ফারসী অনুবাদ, ভ্রাম্যমাণ বৌদ্ধভিক্ষুর সান্নিধ্য এবং আল-বিরুনী অনূদিত পাতঞ্জল যোগ আর কপিল সাংখ্য তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ই এ প্রভাবের মুখ্য কারণ।[৪৬] বায়জিদ বিস্তামীর ভারতীয় (সিন্ধুদেশীয়) গুরু বু আলীর প্রভাবও এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়।[৪৭]

তিনি আরো বলেন, "(বাঙলা) দেশে সূফীমত প্রচার ও বহুল বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, ভারতীয় সহজিয়া ও যোগসাধন প্রভৃতি পন্থা, বঙ্গের সূফীমতকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে থাকে। কালক্রমে বঙ্গের সূফীমতবাদের সহিত, এ দেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হইতে থাকে এবং সূফীমতবাদ ও সাধন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগ সাধন প্রভৃতি হিন্দু পদ্ধতির সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে থাকে। চিশতীয়হ ও সুহরবদীয়হ সম্প্রদায়-দ্বয়ের সাধনা ভারতে আগমন করার পূর্ব হইতেই অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; ভারতে আগমনের পর এদেশীয় সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল; ভারতের প্রাণের সহিত আরব ও পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়া গেল। ভারত বিখ্যাত সাধক কবীর (১৩৯৮-১৪৪০ খ্রীঃ) উক্ত প্রাণত্রয়ের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগক্ষেত্রে পরিণত হইলেন। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় যোগ-সাধনা ও সূফীদের "তস্বব্বফ" বা ব্রহ্মবাদ সম্মিলিত হইল। সূফীরা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ভিতর দিয়া ভারতীয়দের আর ভারতীয়েরাও সূফীদের প্রাণের সন্ধান লাভ করিলেন।"[৪৮] চৌদ্দটি সূফী-খান্দান বা মণ্ডলীর উল্লেখ আছে আইন-ই-আকবরীতে।[৪৯]

আবুল ফজল প্রধান সম্প্রদায়গুলোরই নাম করেছেন হয়তো। তখন এক এক পীর-কেন্দ্রী এক এক সম্প্রদায় ছিল বলেই আমাদের অনুমান। পরে তাত্ত্বিক ও আচারিক বিধিবদ্ধ শাস্ত্র গড়ে উঠার ফলে সম্প্রদায় সংখ্যা কমেছে এবং চারটি প্রধান মতবাদী খান্দান প্রসার লাভ করে, আর অপ্রধানগুলো কালে লোপ পায়, অথবা স্থানিক সীমা অতিক্রম করার যোগ্যতা হারায়। আবুল ফজল কথিত চৌদ্দটি খান্দানের অনেকগুলোই লোপ পেয়েছে একারণেই।

চিশতিয়া ও সুহরওয়ার্দীয়া মতই প্রথমে ভারতে তথা বাঙলায় প্রসার লাভ করে।[৫০] এর পরে নকশবন্দীয়া এবং আরো পরে কাদেরিয়া সম্প্রদায় হয় জনপ্রিয়। মনে হয় ষোলশতক অবধি চিশতিয়া মাদারিয়া ও কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবই ছিল বেশী। মদারিয়া ও কলন্দরিয়া মত এক সময় জনপ্রিয়তা হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সূফীর সর্বেশ্বরবাদ আর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ অভিন্নরূপ নিল চৌদ্দ-পনেরো শতকের মধ্যেই। আচার ও চর্যার ক্ষেত্রেও ঐক্য স্থাপিত হল যোগ-পদ্ধতির মাধ্যমে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ অভিন্নতা প্রথম আমরা প্রত্যক্ষ করি কবীরের (১৩৯৮-১৪৪৮) মধ্যেই। এই মিলনের বিরোধী আন্দোলনও গড়ে উঠে শতোর্ধ্ব বছর পরে 'মুজদ্দদই-ই-আলফ-ই-সানী' আহমদ সরহিন্দীর (১৫৬৩–১৬২৪) নেতৃত্বে। কিন্তু সর্বব্যাপী হতে পারেনি সে-সংস্কার আন্দোলন। নকশবন্দীয়া এবং কিছুটা কাদেরিয়া সম্প্রদায়েই প্রধানত সীমিত ছিল এ সংস্কার আন্দোলন। আলফা সানী স্বয়ং একজন নকশবন্দীয়া। দেশী তত্ত্বচিন্তা ও চর্যার সঙ্গে ইসলামের বহিরবয়বের মিলন ঘটানোর চেষ্টায় তা পরিণতিলাভ করে বাঙলায়। সৈয়দ সুলতান ও তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে এই প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করি।

ভারতীয় যোগ-চর্যা ভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনার যা কিছু মুসলিম সূফীরা গ্রহণ করলেন তাকে একটা মুসলিম আবরণ দেবার চেষ্টা হল, তা অবশ্য কার্যত নয়, নামত। কেননা, আরবী-ফারসী পরিভাষা গ্রহণের মধ্যেই সীমিত রইল এর ইসলামী রূপায়ণ। যেমন নির্বাণ হল ফানা, কুণ্ডলিনীশক্তি হল নকশবন্দীয়াদের লতিফা। হিন্দুতন্ত্রের ষড়পদ্ম হল এঁদের ষড় লতিফা বা আলোককেন্দ্র। এঁদেরও অবলম্বন হল দেহচর্যা ও দেহস্থ আলোর উর্ধ্বায়ন। পরম আলো বা মৌল আলোর দ্বারা সাধকের সর্ব শরীর হয়ে উঠে আলোকময়– এ হচ্ছে এক আলোকময় অদ্বয়সত্তা। এর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় "সামরস্য" জাত সহজাবস্থার, সচ্চিদানন্দ বা বোধিচিত্তাবস্থার।[৫১]

ভারতিক প্রভাবে যোগীর ন্যাস, প্রাণায়াম ও জপের রূপ নিল সূফীর যিকর। বর্হিভারতিক বৌদ্ধ প্রভাবে (ইরানে, সমরকন্দে, বোখারায়, বলখে) এ ভারতিক বৌদ্ধ প্রভাবে বৌদ্ধ-গুরুবাদও (যোগ-তান্ত্রিক সাধকদের অনুসৃতি বশে) অপরিহার্য হয়ে উঠল সূফী সাধনায়। সূফী মাত্রই তাই পীর-মুর্শীদ নির্ভর তথা গুরুবাদী। গুরুর আনুগত্যই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ। এটিই কবর পূজারও (দরগাহ বৌদ্ধভিক্ষুর 'স্তুপ' পূজারই মতো হয়ে উঠল) রূপ পেল পরিণামে। আল্লাহর ধ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন হিসাবে পীরের চেহারা ধ্যান করা শুরু করেন সূফীরা। গুরুতে বিলীন হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য যোগ্য হয় আল্লাহতে বিলীন হওয়ার সাধনার। প্রথম অবস্থার নাম 'ফানা ফিশ্‌শেখ' দ্বিতীয় স্তরের নাম 'ফানা ফিল্লাহ'। প্রথমটি রাবিতা (গুরু সংযোগ) দ্বিতীয়টি 'মুরাকিবাহ' (আল্লাহর ধ্যান) এই 'মুরাকিবাহ'য় গৃহীত হয়েছে যৌগিক পদ্ধতি। আসন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি– এই চতুরঙ্গ যোগপদ্ধতি থেকেই পাওয়া।

পীরের খানকা বা আখড়ায় সামা (গান) হালকা (ভাবাবেগে নর্তন) দা'রা (আল্লাহ্‌র নাম কীর্তনের আসর) হাল (মূর্ছা) সাকী, ইশক প্রভৃতি চিশতিয়া খান্দানের সূফীদের সাধনায়

অপরিহার্য হয়ে উঠেছে খাজা মঈনউদ্দীন চিশতির আমল থেকেই। পরবর্তীকালে নিজামিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়েও গৃহীত হয় এই রীতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় রয়েছে এরই অনুসৃতি।[৫২]

সূফীদের দ্বারা দীক্ষিত অজ্ঞজন ভাষার ব্যবধানবশত সাধারণ শরীয়তী ইসলামের সঙ্গে অনেক কাল পরিচিত হতে পারেনি। ফলে "তাহারা ক্রিয়া কলাপে আচারে ব্যবহারে, ভাষায় ও লিখায়, সর্বোপরি সংস্কার ও চিন্তায়, প্রায় পুরোপুরি বাঙ্গালী রহিয়া গেল। হিন্দুত্বকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারিল না;...এমনকি দরবেশদের প্রশ্রয়ও ছিল– তাঁহারা (দরবেশরা) কখনও বাহ্যিক আচার বিচারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ত দেনই নাই; এমন কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও অসাধারণ মহৎ ও উদার ছিলেন।...এখনও পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গীয় 'শায়খ' শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে অনেক হিন্দুভাব, চিন্তা, আচার ও ব্যবহারের বহুল প্রচলন (রহিয়াছে)...সাধারণ বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীয় পিতৃপুরুষ হইতে লব্ধ বা পরবর্তীকালে গৃহীত (যত) হিন্দু ও বৌদ্ধ আচার-ব্যবহার প্রচলিত আছে। এবং চিন্তা ও বিশ্বাস ক্রিয়া করিতেছে।"[৫৩]

মোকাম, মঞ্জিল ও হাল

বর্হিভারতিক সূফীতত্ত্বে মোকাম-মঞ্জিল-এর ধারণা এরূপ : মোকাম হচ্ছে আল্লার পথে স্থিতি। প্রথম মঞ্জিলের নাম শরীয়ৎ। এ শরীয়ৎ হচ্ছে আল্লার প্রতি মানুষ অবিশেষের স্বাভাবিক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার অনুগ চর্যা (তওবা)। এ অঙ্গীকার পালিত হয় নাসুত মোকাম লক্ষ্যে। নাসুত মোকাম হচ্ছে পরিশ্রুত মানবিক গুণের উজ্জীবিত অবস্থা। এর পরে তরিকত তথা আল্লার প্রসন্নদৃষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বিষয়বুদ্ধি ও সংসার-চিন্তা ত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে আল্লার ধ্যানে আত্মনিয়োগ করা (ইনাবাত)। এ চর্যা গৃহীত হয় মলকুত মোকাম লক্ষ্যে। মলকুত মোকাম হচ্ছে ভগবৎ সাধনায় সমর্পিত চিত্ততা। এর পরের স্তর হকিকত। জাগতিক জ্ঞান লোপ করে আল্লাহর সন্ধানে কায়-বাক-চিৎ নিয়োগ করাই হকিকত (যুহ্‌দ)। এর মোকাম হচ্ছে জবরুত– নিশ্চিন্ত নিঃস্বতা। এর পরে পাই মারফত মঞ্জিল। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর দেহ-মন-আত্মা সমর্পণের স্তর (তোয়াক্কল)। এর মোকাম হল লাহুত– তথা অহংবোধ শূন্যতা– লীলাময় আল্লাহ্‌র লীলা নিজ দেহ-মন প্রাণের মধ্যে অনুভব করা। এ ব্যাখ্যাই পাই কাশফ-অল-মাহজুব-এ : "Station (Maqam) denotes anyone's standing in the way of God, and his fulfilment of the obligation appertaining to that station and his keeping it until he comprehends its perfection so far as lies in a man's power. It is not permissible that he should quit his station without fulfilling the obligations there of. Thus the first station is repentance (Tawbat), then comes conversion (Inabat) the renunciation (Zuhd), then trust on God (Tawakkul) and so on, it is not permissible that anyone should pretend to conversion without repentance, or to renunciation without conversion or to trust in God without renunciation.[১] এর পরেও রয়েছে সর্বেশ্বরবাদীদের হাহুত তথা অদ্বৈতসিদ্ধি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, নাসুত হচ্ছে মানবিক, আর মলকুত হচ্ছে ফিরিস্তা সুলভ পবিত্রতার স্তর, এটি অধ্যাত্ম জগতের দ্বার স্বরূপ। জবরুত মোকামে অধ্যাত্মশক্তি অর্জিত হয়, আর লাহুত মোকামে রহিত হয় ফানাভাব তথা অহং-এর ব্যবধান।[২]

হাল

হাল হচ্ছে সাধনার সিদ্ধিস্বরূপ আল্লাহ্‌র দান। মানুষের মোকাম সাধনা যদি অকৃত্রিম ও নিখুঁত হয়, তাহলে আল্লাহ তাকে সাধনানুরূপ ফল দান করেন। অতএব মোকাম হচ্ছে সাধ্যকর্ম আর হাল হল সাধ্যফল। হুজুইরী এ সম্পর্কে বলেন, "State (Hal) on the otherhand, is something that descends from God into man's heart, without his being able to repeal it when it comes, or to attract it when it goes, by his own effort. Accordingly, while the term 'statuion' denotes the way of the seeker and his progress in the field of exertion, and his rank before God in proportion to his merit, and the term 'state' denotes the favour and grace which are god bestows upon the heart of his servant, and which are not connected with any mortification on the latter's part. 'Station' belongs to the catagory of acts, state to the catagory of gifts. Hence the man that has a station stands by his own self mortification, whereas a man that has a 'state' is dead to 'self' and stands by a 'state' which god creats in him ।[৩]

এই হাল দ্বিবিধ : ধ্যান, আল্লাহর সান্নিধ্যবোধ, প্রীতি, ভয়, আশা, বিরহবোধ বা ব্যাকুলতা (উদ্বিগ্নতা) এবং ঘনিষ্ঠতা, শান্তি, সমাধি ও নিশ্চিতভাব। "The states or ahwal' are meditation, nearness to God, love, fear, hope, longing, intimacy, Tranquility, contemplation and certainty."[৪]

সূফীর দেহতত্ত্ব, মোকাম-মঞ্জিল, হাল ও দর্শনের দেশী অবয়ব

বৌদ্ধতন্ত্র ভিত্তি করেই হিন্দুতন্ত্রের উদ্ভব। আবার হিন্দু-বৌদ্ধ তন্ত্রের প্রভাবে বাঙালী সূফীর যৌগিক কায়াসাধনের উদ্ভব। বাঙালী সূফীরা দুইকূল রক্ষার প্রয়াসে দেহতত্ত্ব ও সাধন চর্যার অসমন্বিত মিলন ঘটিয়েছেন। ফলে মোকাম, মঞ্জিল, হাল, সূফীতত্ত্ব প্রভৃতি নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে তাঁদের চিন্তায়। বাঙলাদেশের বাইরে কলন্দর ও কবীরই প্রথম সমন্বয়কারী। তাঁদের শিষ্য-উপশিষ্যের হাতে বাঙলায়ও বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত অধ্যাত্ম সাধনা শুরু হয়। এ প্রভাবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

ক. বৌদ্ধ চর্তুকায়ের আদলে তন লতিফু, তন কসিফু, তন ফানি এবং তন বকাউ কল্পিত।

খ. আবার চার 'দীল'ও পরিকল্পিত হয়েছে : দীল আম্বরী (বক্ষের দক্ষিণাংশে), দীল সনুবরী (বক্ষের বামাংশে), দীল মুজাওয়ারী (মস্তকে), দীল নিলুফারী (উদর ও উরুর সন্ধিস্থলে)। এটিও বৌদ্ধ চার তত্ত্বের– আত্মতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বের অনুকৃতি। আবার হারিস, মারিস, মুকিম ও মুসাফির– এই চার রুহও হয়েছে কল্পিত । [তালিবনামা]

গ. হিন্দুর ষটচক্র এবং ষড়পদ্মও স্বীকৃত। বিশেষ করে মূলাধার মণিপুর, অনাহত ও আজ্ঞাচক্রের বহুল প্রয়োগ সর্বত্র সুলভ।

ঘ. কুণ্ডলিনী ও পরশিবশক্তিকে এঁরা অভিহিত করেছেন জ্যোতি (লতিফা) নামে।

ঙ. আবার ষড়পদ্মের আদলে ষড় 'লতিফা'ও কল্পনা করা হয়েছে : কল্‌ব (হৃদয়, রুহ, আত্মা), সির (গুপ্তহৃদয়) খাফি (গুপ্ত আত্মা) কস্‌ফ (বিবেকী আত্মা) ও নফস (দুষ্প্রবৃত্তি)। এগুলো বিশেষ করে নক্‌শবন্দীয়া খান্দানের পরিকল্পিত।[৫]

রুহও চার প্রকার– ক. নাতকি, খ. সামি, গ. জিসিমি ও ঘ. নাসি। [সির্নামা]

চ. ইড়া (গঙ্গা), পিঙ্গল (যমুনা) ও সুষুম্না (সরস্বতী) নাড়ী এবং প্রাণ-অপান বায়ুর (দমের) নিয়ন্ত্রণ ও উল্টাসাধনা এদের লক্ষ্য।

ছ. চক্রের অধিষ্ঠাত্রী বৌদ্ধদেবতা লোচনা, মামকী, পাণ্ডুরা, তারার মতো কিংবা হিন্দুতন্ত্রের চক্রদেবতা ব্রহ্মা-ডাকিনী, মহাবিষ্ণু-রাকিনী, রুদ্র-লাকিনী, ঈশ-কাকিনী প্রভৃতির মতো চর্তুদ্বারের জন্যে জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল ও আজ্রাইল—এই চার ফিরিস্তা প্রহরীরূপে কল্পিত।

জ. হিন্দুর মন্ত্র-তন্ত্র, সঙ্গীতাদি প্রায় সব শাস্ত্র ও তত্ত্ব যেমন শিবপ্রোক্ত বলে বর্ণিত, তেমনি মুসলমানদের কাছে রসুলের পরেই আলির স্থান এবং সব ইসলামী গৃহ্যতত্ত্বই আলিপ্রোক্ত।

ঝ. শরীয়ৎ-নাসুত, তরিকত-মলকুত, হকিকত-জবরুত, মারফত-লাহুত ও হাহুত প্রভৃতি নাম রক্ষিত হয়েছে বটে, কিন্তু তত্ত্ব ও তাৎপর্যের পরিবর্তন হয়েছে।

ঞ. অদ্বৈততত্ত্ব তথা সর্বেশ্বরবাদ সর্বত্রই স্বীকৃত। এবং বাকাবিল্লাহ লক্ষ্যে সাধনাও দুর্লক্ষ্য নয়।

. 'হমহ্ উস্ত' (সবই আল্লাহ) বিশ্বাসে এবং হাহুত (পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম-অবস্থা) লক্ষ্যের সাধনায় বৌদ্ধ নির্বাণবাদ এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের প্রত্যক্ষ অনুকৃতি লক্ষণীয়।

ট. আসন, ন্যাস, প্রাণায়াম, জপ প্রভৃতিও হয়েছে সূফীদের যিক্‌রের অপরিহার্য অঙ্গ। রেচক, পূরক ও কুম্ভক সূফীদের দম নিয়ন্ত্রণচর্যার অঙ্গ।

ঠ. 'পীরবাদ' চালু হয়েছিল বৌদ্ধগুরুবাদের প্রভাবেই। বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবে সূফী সাধনায় পীরের উপর অপরিমেয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে অধ্যাত্ম-সাধনা মাত্রই গুরুনির্ভর। গুরুর আনুগত্যই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ।

ড. প্রর্বত, সাধক ও সিদ্ধির অনুকরণেই সম্ভবত রাবিতা (গুরু সংযোগ) মুরাকিবাহ্ (আল্লাহ্‌র ধ্যান) তথা 'ফানাফিশ্‌শেখ' ও ফানাফিল্লাহ পরিকল্পিত।

ঢ. আল্লাহ্‌কে বৌদ্ধ 'শূন্য'-এর সঙ্গে অভিন্ন করেও ভেবেছেন কোনো কোনো সূফী সম্প্রদায়:

> দেখিতে না পারি যারে তারে বলি শূন্য
> তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য।
> নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি
> সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
> শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
> যথাতে পরম হংস তথা যোগ ধ্যান।[৬] [জ্ঞান প্রদীপ]

ণ. পরকীয়া প্রেমসাধনা তথা বামাচারী যোগ সাধনাও কারো কারো স্বীকৃতি পেয়েছে :

> স্বকীয়া সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস
> পরকীয়ার সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস।[৭]
>
> [জ্ঞান সাগর]

ত. ঘর্ম থেকেই যে সৃষ্টি পত্তন, তা' সব বাঙালী সূফীই মেনে নিয়েছেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব, যোগ ও দেহচর্যা

১

আগেই বলেছি, জীবচৈতন্যের স্থিতি দেহাধার বিহীন হ'তে পারে না– এ সাধারণ বোধ থেকেই মানুষ দেহ সম্বন্ধে হয়েছে কৌতূহলী। আধেয় চৈতন্যের স্বরূপ দেহাধার বিশ্লেষণ করেই উপলব্ধি করা সম্ভব। তাই গোড়া থেকেই দেহের অন্ধি-সন্ধি বুঝবার প্রয়াস পেয়েছে মানুষ। জীবের জন্ম-রহস্য, গর্ভে দেহ গঠন ও প্রাণের সঞ্চার প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের বিচিত্র চিন্তা ও অনুমান বিধৃত রয়েছে শাস্ত্রে, সাহিত্যে ও লোকশ্রুতিতে।

ঋগ্বেদের কথাই ধরা যাক। নৈষধ সূক্তে আছে, "আদিতে সর্বত্র অন্ধকার ও জল বিরাজ করত। তার মধ্য থেকে তপঃ প্রভাবে পরব্রহ্মের উদ্ভব হল। ইনি হিরণ্যগর্ভ এবং পৃথিবী ও আকাশের কর্তা ও দেবেন্দ্র।"

শামীয় জগতে 'চিরন্তন ভাবসত্তা' স্রষ্টার হুকুমেই গড়ে উঠেছে সৃষ্টি। এই সৃষ্টা জ্যোতিস্বরূপ। চীনাদের প্রাচীন মত এই যে নারী পুরুষের (yin ও yang) সহযোগেই সম্ভব হয়েছে সৃষ্টি। এঁদেরই অদ্বয় রূপ Taikeih, ভারতের অনার্য পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বও এর অনুরূপ। পুরুষ-প্রকৃতি চিন্তাধারার ক্রমবিকাশে শিব-শক্তি, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি তত্ত্ব রূপ নিয়েছে।

বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্ব এরূপ : জলময় অন্ধকার অবস্থা থেকেই অনাদি শক্তি গড়ে উঠে, এবং তাঁর ইচ্ছা থেকে কায়াধারী আদিনাথ ও নিরঞ্জনের উদ্ভব। আদি শক্তির ঘর্ম থেকে জল, জল থেকে কূর্ম, তারপর হংস, তারপর উলুক, তারপর হল বাসুকীয় জন্ম এবং আদিনাথের মন থেকে আদ্যাশক্তির উদ্ভব। এই আদ্যাশক্তিই জন্ম দিলেন শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার। আবার শিব ও শক্তি থেকে দেব-মানবের সৃষ্টি।

অহোমেরা, পলিনেশীয়রা, ধর্মঠাকুরের পূজারীরা ও নাথেরা উক্তরূপ সৃষ্টি পত্তনে বিশ্বাসী। আর্যদের সৃষ্টি তত্ত্বেরও মিশ্রণ ঘটেছে এর সঙ্গে। তাই শূন্য পুরাণ, গোরক্ষবিজয়, আদ্যপরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থে একই তত্ত্ব পাই।

যোগ-তান্ত্রিক সাধনায় সৃষ্টিতত্ত্বের গুরুত্ব কম নয়। বাঙলা দেশের সূফীতত্ত্বেও দেশী প্রভাবে সে ঐতিহ্য অবহেলিত হয়নি। সৃষ্টি রহস্য বিমুগ্ধ মনে জাগিয়েছে বিচিত্র চিন্তা। কেউ ভেবেছে নারী-যোনিই সৃষ্টির উৎস, কেউ জেনেছে পুরুষের লিঙ্গই সৃষ্টির আকর, আবার কেউ কেউ নারী-পুরুষের মিলনেই সৃষ্টি সম্ভব বলে মেনেছে; পুরুষ-প্রকৃতি yin-yang, প্রজ্ঞা-উপায়, শিব-শক্তি, ব্রহ্মা-মায়া, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি তত্ত্বের উন্মেষ এমনি ধারণা থেকেই।

আবার স্রষ্টার হুকুমেই সৃষ্টি– এ তত্ত্বটিও সামীয় গোত্রগুলোর সাধারণ আস্থা অর্জন করেছে। 'একোহম্ বহুস্যাম' তত্ত্বও বিকশিত মননে হয়েছে সম্ভব। এর পরও রয়েছে আলো-অন্ধকার তত্ত্ব সত্ত্ব-রজঃ-তম বাদ আর সুন্দর কুৎসিত, ভাল-মন্দ, মিত্র-অরি এবং কল্যাণ অকল্যাণ তত্ত্ব। অনস্তিত্ব, অসুন্দর ও অকল্যাণই অন্ধকার আর সৃষ্টিশীলতা, আনন্দ, সত্য, শিব ও সুন্দরই আলো। এই জ্যোতিতত্ত্বে বাহ্য অনৈক্য থাকলেও মৌল অর্থে কোথাও কোন অমিল নেই।

জোরাষ্ট্রীয় মতে দেহে রয়েছে : চৈতন্য (Conscience), প্রাণ-শক্তি (Vitalforce), আত্মা (Soul>mind), বিবেক (spirit>reason), আর ফরাবশী (Farawashi ভগবদাসক্তি স্বরূপ),– যদি সৎচিন্তা, সৎকথা ও সৎকর্মের মাধ্যমে পরিচর্যা পায়, এগুলোই তাহলে আদি জ্যোতি (Primal Light) তথা পরব্রহ্মের সঙ্গে অদ্বয় এবং অবিনশ্বর হয়।[১] ভারতিক যোগেও পাই– "Plane of

physical body, Plane of Ethical Double, Plane of Vitality, Plane of Emotional Nature. Plane of thoutht, Plane of Spiritual soul>Reason, the plane of pure Spirit,[২] যোগের আট-বিভূতি;[৩] অনিমা (অণুবৎ হওয়া), মহিমা (বৃহৎ), লঘিমা (light), গরিমা (Heavy), প্রাপ্তি, প্রকাম্য (obtaining pleasure), ঈশত্ব, বশীত্ব।

সূফীরা ভারতিক যোগের আলোকে একে বিভিন্ন মোকামে ও মঞ্জিলে ভাগ করেছেন! World of body নাসুত (দেহলোক), world of pure intelligence মলকুত (বৌদ্ধলোক); world of power জবরুত (শক্তিলোক), the world of negation লাহুত (ফানা বা আত্মবিলোপের জগৎ), the world of Absolute Silence হাহুত (বাকাবিল্লাহ তথা অদ্বয় অবস্থা)।[৪]

২

তেরো শতকের গোড়া থেকেই ভারতিক যোগ ও বেদান্তদর্শনের প্রভাব ইরানী তথা মুসলিম সূফীদের উপর গভীরভাবে পড়তে থাকে। কামরূপের ভোজর ব্রাহ্মণ (ভোজবর্মণ?) নামে এক ব্রাহ্মণ (বৌদ্ধতান্ত্রিক?) যোগীর প্রদত্ত 'অমৃতকুণ্ড' নামে যোগী-তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের এক সংস্কৃত গ্রন্থ লখনৌতীর শাসক আলি মরদানে খলজীর (১২১০-১৩) আমলের লখনৌতীর কাজী রুকনুদ্দীন সমরখন্দী (১২১০-১৮; ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে বোখারায় মৃত্যু হয়) ফারসী ও আরবীতে অনুবাদ করেন।[৫] পরে কামরূপের অপর ব্রাহ্মণ অম্ভব নাথের সাহায্যে আর এক অজ্ঞাত সূফীও আরবীতে তর্জমা করেন এ গ্রন্থ। Brocklemann-এর মতে এই অনুবাদক দামস্কের সূফী ইবনুল আরবী।[৬] শাত্তারিয়া খান্দানের সূফী গোয়ালিয়রের শেখ মুহম্মদ গওসীর (মৃত্যু ১৫৬২) প্রবর্তনায় তাঁর শিষ্য মুহম্মদ খাতিরুদ্দীন 'বহর-অল-হায়াৎ'[৭] নামে পুনরায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করেন ফারসীতে। এবার সহযোগী ছিলেন কামরূপ বাসী কনাম (Kanama)। কাজী রুকনুদ্দীন সমর খন্দীর পুরোনাম ছিল কাজী রুকনুদ্দীন আবু হামিদ মুহম্মদ বিন মুহম্মদ আলি সমরখন্দী। ইনি ছিলেন বোখারা বাসী। বাঙলায় ছিলেন ১২১০ থেকে ১২১৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি। ১২১৯ সনে বোখারায় তিনি দেহত্যাগ করেন।[৮]

এই আরবী অনুবাদ চৌদ্দ শতকের মিশরেও ছিল সুপরিচিত। চৌদ্দ শতকে মিশরের সূফী মুহম্মদ আল্ মিস্‌রী অমৃতকুণ্ডের উল্লেখ করেছেন।[৯] মুসলিম জগতের সর্বত্র জনপ্রিয় হয় এ গ্রন্থ। তাই ভারত থেকে মিশর অবধি সব জায়গায় মিলেছে এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি।

অমৃতকুণ্ড কামরূপের গ্রন্থ কামরূপবাসী ভোজবর্মণ ও অম্ভরানাথের সাহায্যে প্রাপ্ত ও অনূদিত। এতে অনুমান করা চলে যে যোগী ব্রাহ্মণ নুন— বৌদ্ধ। গ্রন্থটি সম্ভবত প্রাকৃতে কিংবা অবহট্টে রচিত ছিল। হিন্দু যোগ-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হলে এটি দেশে অবহেলায় লোপ পেত বলে মনে হয় না। বিশেষ করে অমৃতকুণ্ডে বর্ণিত সৃষ্টিপত্তন ও মানব জন্ম রহস্য যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ ঐতিহ্য ধারার সঙ্গেই মেলে বেশী। তা' ছাড়া আরবী অনুবাদের উপক্রমে 'কামরূপে বিদ্বান ও দার্শনিকদের বাস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে : ... ...Kamrup the extreme territory of Hind where lived its famed men and philosophers and one of them came out to hold discussions with the learned divines of Islam. His name was Bhojar Brahmin etc.[১০] আবার অমৃতকুণ্ড গোরক্ষশিষ্যদের শাস্ত্র গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন মোহসেন ফানী।[১১] সেকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের তথা সমাজের প্রভাব ছিল না কামরূপে। ওটি ছিল বৌদ্ধ বজ্রযান-তান্ত্রিক-সহজিয়া-যোগীর প্রাণকেন্দ্র। আর ব্রাহ্মণ সম্ভবত বর্মণের বিকৃতি। কামরূপের বর্মণরাজারা পূর্ববঙ্গেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[১২]

অমৃতকুণ্ডের সূচীপত্র দেখলেই এর বিষয়বস্তু জানা যাবে। দশ অধ্যায়ে এবং পঞ্চাশটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে বিষয়গুলো :

অধ্যায় ১. জীবসৃষ্টি On the Knowledge of Microcosm.
অধ্যায় ২. জীবসৃষ্টির রহস্য On the Knowledge of the secrets of Microcosm.
অধ্যায় ৩. মন ও তার তাৎপর্য On the Knowledge of mind & its meaning.
অধ্যায় ৪. অনুশীলন ও তার পদ্ধতি of the exercises and how to practise them.
অধ্যায় ৫. শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি of breathing and how it should be done.
অধ্যায় ৬. বিন্দুধারণ On the preservation of semen.
অধ্যায় ৭. চিত্তচাঞ্চল্য On the knowledge of whims-
অধ্যায় ৮ মৃত্যুলক্ষণ On the symptoms of death.
অধ্যায় ৯. ইন্দ্রিয় দমন On the subjugation of spirit.
অধ্যায় ১০. ইন্দ্রিয় ও মানস জগতের বর্ণনা On the continution of the physical and Metaphsical world.

তেরো-চৌদ্দ শতকের সূফী সাধক শরফুদ্দীন বু আলি কলন্দর (মৃত্যু : ১৩২৬ খ্রীঃ কবর পানিপথে) আরবী-ফারসী পরিভাষা সমন্বিত একটি মুসলিম যোগ-পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। 'যোগ কলন্দর' নামে প্রখ্যাত হয় তা। বিশেষ করে, বাঙলা দেশে আজো তা বিরল নয়। 'চণ্ডীমঙ্গলে' মুকুন্দরাম কলন্দরিয়া ফকিরের বাহুল্যের আভাস দিয়েছেন (ঋণ কড়ি নাহি দেও, নহ কলন্দর, কলন্দর হৈয়া কেহ ফিরে দিবারাতি)। আর 'যোগ কলন্দর' পুথির বহুল প্রাপ্তি ও কলন্দরিয়া সূফীমতের অন্তত যোগ-পদ্ধতির বহুল প্রসার প্রমাণ করে।[১৩]

আমবা পূর্বেই বলেছি, পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব ভারতের আদিম তত্ত্ব। এই তত্ত্বের আচারিক দিক হল যোগপদ্ধতি। আর্য ধর্ম এবং সংস্কৃতির চাপেও তা' বিলুপ্ত হয়নি। মহাভারতে এ স্বীকৃতি বযেছে :

সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ সনাতনে দ্বে।
দেবশ্চ সর্বে নিখিলেন রাজন ॥[১৪]

ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও বলেন– Some of the fundamental things in Brahmanical Hinduism, like worship of siva and Uma, Visnu and Sri and Yogo philosophy and practice came from the dravidian speakers.[১৫] তাঁর মতে ব্যাস, কৃষ্ণ বাসুদেব, পূজাপদ্ধতি প্রভৃতিও অনার্য।[১৬] বৌদ্ধ ও জৈন আন্দোলন হচ্ছে আর্য তথা ব্রাহ্মণ্য দেব, দ্বিজ ও বেদদ্রোহী অভ্যুত্থান। যোগ ও তন্ত্র নবজীবন লাভ করে বৌদ্ধ যুগে। বিশেষত তিব্বতী-নেওয়ারী প্রভাবে তা' কাশ্মীর থেকে বাঙলা-আসাম অবধি হিমালয় প্রান্তিক দেশে প্রবল হয়ে উঠে। ফলে এসব অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও অঙ্গ হিসেবে স্থিতি লাভ করে তা।

মুসলিম বিজয়ের পরে ভারতিক সূফীমতেরও অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠে এই যোগ। ফলে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সমাজে যোগ সামান্য আচারিক পার্থক্য নিয়ে সমভাবে গুরুত্ব পেতে থাকে। এক কথায় অধ্যাত্ম সাধনার তথা মরমীয়া বাদের ভিত্তিই হল যোগ-পদ্ধতি। বৌদ্ধ সিদ্ধা, সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া নাথপন্থী, হিন্দু শৈব, শাক্ত, মুসলিম সূফী ও হিন্দু-মুসলিম বাউলদের মধ্যে আজো তা অবিরল। বাঙলা চর্যাপদে, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে, গোর্খসংহিতায়, যোগীকাচে,

চৈতন্যচরিতে, মাধব ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, সহদেব ও লক্ষ্মণের অনিল পুরাণে, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, গোবিন্দ দাসের কালিকা মঙ্গলে, দ্বিজ শত্রুঘ্নের স্বরূপবর্ণনে, আর যোগচিন্তামণি, বাউল গান, প্রভৃতি সব গ্রন্থে ও রচনায় যোগ আর যোগীর কথা পাই।

মুসলমান লেখকদের মধ্যে শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহম্মদ, আলাউল, শেখ জাহিদ, শেখ জেবু, আবদুল হাকিম, শেখচাঁদ, যোগকলন্দরের অজ্ঞাত লেখক, আলিরজা, শুকুর মাহমুদ, রমজান আলী, রহিমুদ্দিন মুন্সী প্রভৃতিকে যোগ-পদ্ধতির মহিমা কীর্তনে মুখর দেখি। আলি রজার 'জ্ঞানসাগরে' আছে :

পিরীতি উলটারীতি না বুঝে চতুরে,
যে না চিনে উল্টা সে না জিয়ে সংসারে।
সমুখ বিমুখ হয়ে বিমুখ সমুখ
পাল্টা নিয়মে সব জগত সংযোগ।
বিমুখে আগম পন্থে রাখিছে গোপতে
চলিলে বিমুখ পন্থে সিদ্ধি সর্বমতে।
সমুখের সব পন্থ বিমুখ করিয়া,
পলটি বিমুখ পন্থে যাইব চলিয়া।[১৭]

গোরক্ষ বিজয়ে পাই 'ষঠচক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান'।[১৮] এরই নাম উল্টা সাধনা।

শিব ও উমা প্রাচীন অনার্য দেবতা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ও সমাজে তাঁরা গোড়া থেকেই প্রাধান্য পান। বৌদ্ধ বিলুপ্তির যুগে শিবগৌরী যোগাচারী বৌদ্ধদের আদিনাথ ও তারার স্থান গ্রহণ করে। এরূপে নাথপন্থ ব্রাহ্মণ্য সমাজের উপশাখা রূপে পরিচিত হতে থাকে। আদিনাথও আদি যোগী। যোগীশিব ও চৌরাশী সিদ্ধার যে ঐতিহ্য রয়েছে[১৯] তাতেই বোঝা যায়, এই যোগী ধর্মের বিস্তৃতি ছিল তিব্বত থেকে আসাম-বাঙলা-বিহার ও উড়িষ্যা অবধি। গুজরাট, পাঞ্জাব, রাজপুতনা থেকে উত্তর বঙ্গ অবধি নিরঞ্জন-পন্থী যে-সব যোগী-সন্ন্যাসী কানফাটা, মচ্ছেন্দ্রী বা মছলন্দী, কানিপা প্রভৃতি নামে পরিচিত[২০], তারাও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ যোগী। জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকরে' (১৪শ শতক) চৌরাশী সিদ্ধার[২১] উল্লেখ আছে। বলেছি মহাদেব ও গৌরীকে কেন্দ্র করে নাথন্থ নতুন করে উৎসারিত হয়েছে :

আদ্যে গুরু মহাদেব পিছে আর সব
সাধন্ত সকল সিধা তুরিবারে ভব।
শিবের ডাহিনে বামে হাড়িফা মিনাই
পৃষ্ঠ ভাগে গৌরী আছে জগতের মাই।[২২]

নানা কারণে 'বঙ্গ-কামরূপে' নাথ মতের বিশেষ বিকাশ হয়েছিল :

হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানফাই
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মিনাই।[২৩]

হাড়িফা ওরফে জালন্ধরী পা'র আদি নিবাস নাকি সিন্ধু দেশে। তিনি পাটিকের রাজ্যভুক্ত জ্বালন ধারা[২৪] তথা আধুনিক চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস করতেন বলে জালন্ধরী নামে পরিচিত। এবং

সেখানে গোবিন্দ চন্দ্র রাজার আমলে ঝাড়ুদারের কাজ করতেন বলে হাড়িফা নামেও হলেন প্রখ্যাত। কাহ্নপাদ বা কানুপা ছিলেন সম্ভবত দক্ষিণ বঙ্গ কিংবা উড়িষ্যায়। তিনিও এসেছিলেন গুরু হাড়িফার উদ্ধারার্থ জ্বালন-ধারায়।[২৫] গোরক্ষনাথের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ছিল গোটা উত্তর ভারতেই। আজো গোরখনাথী সম্প্রদায়ের প্রভাব অম্লান। মীননাথের প্রভাবও সমভাবে পড়েছিল তিব্বত থেকে বাঙলা-আসাম অবধি। কামরূপ অঞ্চলে কদলী নগরও মেলে।

৪

ধর্মমঙ্গল-শূন্যপুরাণের ধর্মঠাকুর আর নাথ-ঐতিহ্যের নিরঞ্জন-আদিনাথ অভিন্ন। এবং ধর্ম ঠাকুরের পুরাণ কথা আর নিরঞ্জনের সৃষ্টি বর্ণনা একই।[২৬] যেমন :
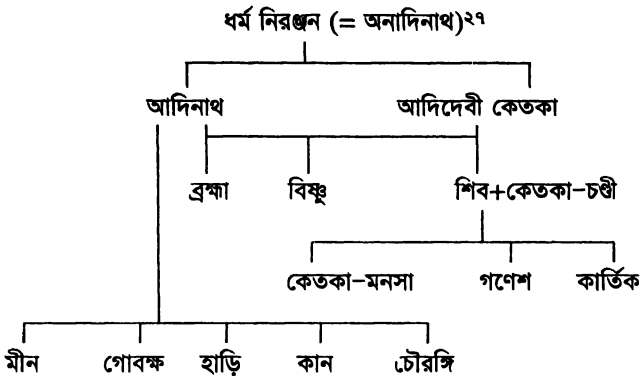
নাথপন্থীদেব সাধ্য হচ্ছে 'মহাজ্ঞান'। এই মহাজ্ঞান লাভ করলে যৌগিক সাধনা বলে মানুষ হয় অমর। বৌদ্ধ চিন্তার জরা-মৃত্যু জয় করে আত্মিক বাঁচার সাধনা করাই তাদের ব্রত।

শিবের থেকে দুর্গা মহাজ্ঞান লাভ করলে, দুর্গা স্বয়ং ও দুর্গার প্রভাবে গোটা সৃষ্টি অমর হবে,– দ্বিজলক্ষ্মণের 'অনিল-পুরাণে' এ তত্ত্ব হেঁয়ালী রূপে বর্ণিত হয়েছে। এ হেঁয়ালী আমরা চর্যাপদ ও দোঁহার কাল থেকে পাচ্ছি :

যতেক জ্ঞান কথা শিব দুর্গাকে কহিব
সকল সংসার দুর্গা অমর করিব।

ধর্মের পরামর্শে উলুক দুর্গাকে মায়ানিদ্রায় অভিভূত করল, আর মীননাথ দুর্গার হয়ে 'হুঁ' 'হুঁ' করে সব তত্ত্ব জেনে নিল। মহাজ্ঞান লাভের ফলে :

শুনিয়া পরম সত্য পাকা চুল হৈল কাঁচা
সরুআ সংকীর্ণ নলে ধরিছে উজান
অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ।

বলেছি প্রজ্ঞা-উপায় ও আদিনাথ-আদ্যাশক্তি এবং ধর্ম ঠাকুর, ধর্ম নিরঞ্জন-কেতকার স্থলে বৌদ্ধ বিলুপ্তির কালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে শিব-শক্তিই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের উপাস্য হয়ে উঠেন।[২৮]

শিব-গৌরী ও মহাজ্ঞানতত্ত্ব থেকে একদিকে গোরক্ষনাথ-মীননাথ কাহিনীর বিকাশ

অপরদিকে হাড়িফা-কানুফা তথা ময়নামতী-গোবিন্দ চন্দ্র গাথার উৎপত্তি। প্রথমটিতে শিষ্য বিকৃত-বুদ্ধি গুরুকে চৈতন্য দান করেছেন। দ্বিতীয়টিতে মাতা পুত্রকে বৈরাগ্য অবলম্বনে প্রবর্তনা দিচ্ছেন। প্রথম কাহিনী পাই গোরক্ষবিজয়ে ও মীন চেতনে, দ্বিতীয় কাহিনী মিলে ময়নামতী-গোপীচাঁদের গাথায়। অপর কাহিনী রূপ পেয়েছে ধর্ম নিরঞ্জন তত্ত্বভিত্তিক হয়ে শূন্যপুরাণে, ধর্মপূজাবিধানে, অনিলপুরাণে ও ধর্মমঙ্গলে। এর একটি শাখার বিকাশ ঘটেছে চর্যাপদে বৈষ্ণব সহজিয়ায় ও বাউল গানে। এ সবগুলোই বৌদ্ধ অবলুপ্তির পরে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রচ্ছায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াস প্রসূত। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই গোরক্ষনাথ-মীননাথ কাহিনীর তত্ত্ব নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশুদ্ধ যোগীর নাথপন্থ। আর হাড়িফ-কানুফার তত্ত্ব ভিত্তি করে রূপ নিয়েছে বামাচারী তান্ত্রিক সাধনা যার ফলে গড়ে উঠেছে সহজিয়া মতবাদী গৃহযোগী সম্প্রদায়। নাথ পন্থীরা বহু উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত; এঁরা অবধুত যোগী। আর 'ফা'-পন্থীরা নানা তান্ত্রিক উপসম্প্রদায়ভুক্ত– এঁরা কাপালিক যোগী। নাথপন্থীদের মূল সাধ্য সংযম, চিত্তস্থৈর্য, বিন্দুধারণ ও আত্মজ্ঞান লাভ। কালজয়, ব্রহ্মচর্য, জ্ঞানযোগ ও ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন তাঁদের ব্রত। শিব তাঁদের আদিগুরু– তাই শৈব হিসেবে তাঁদের পরিচয়। সহজাবস্থা বা সহজানন্দ লাভে অদ্বৈত সিদ্ধি ঘটে, ফলে ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড, মর-অমর, বাস্তব-স্বপ্ন একাকার হয়ে যায়। হঠযোগ (চন্দ্র + সূর্য) মাধ্যমে উল্টা সাধনায় বীর্য উর্ধ্বগ, বায়ুনিরুদ্ধ ও চিত্তনিষ্ক্রিয় হলেই শিব-শক্তির সামরস্য ঘটে। কেননা,

মন থির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির
বিন্দু থির তো কন্ধ থির
বলে গোরখদেব সকল থির।[২৯]

ডক্টর সুকুমার সেন ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে এবং বৃহদারণ্যকে[৩০] ধর্মপন্থী ও নাথপন্থীদের মতবাদের জড় আছে বলে বিশ্বাস করেন।

মহাভারতের শল্য পর্বের যোগীর কাহিনী কিংবা বিদুর, ব্যাসদেব, বিপুল, নারদ, সনৎকুমার প্রমুখের কাহিনীতেও যোগীজীবনের আভাস রয়েছে। চর্যাকার ঢেণ্টন, সরহ প্রভৃতির গানের প্রতিধ্বনি ও আদল মিলে কবীর, কুতবন, মালিক মুহম্মদ জায়সী, দাদূ ও গোরখপন্থীদের রচনায়। কৃষ্ণ দাসের 'ভক্তমালে' মীননাথ-গোরক্ষনাথও ঠাঁই পেয়েছেন। কাজেই নাথপন্থের প্রসার হয়েছিল ভারতময়। নাথদের অমরত্বের স্বরূপ এই :

মূঢ় লোকে দৃষ্ট (বস্তু) নষ্ট হল দেখে কাতর হয়
তরঙ্গ ভঙ্গ কি সাগরে শোষে
মূঢ় অবস্থায় লোকের দৃষ্টি খোলে না।
(যেমন) দুধের মাঝে মাখন থাকে, কিন্তু কেউ দেখে না
এই সংসারে কেউ আসে না, যায়ও না
এই ভাব নিয়ে বিলাস করছেন যোগী কাহ্ন।'[৩১]

এই ধারার রূপান্তর পাই যোগীকাচে। উত্তর বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান যোগীকাচের তত্ত্বে লক্ষ্য রেখেই দেহসাধন করে। কেবল যে বৌদ্ধশাস্ত্রেই এই কায়াসাধন তথা দেহতত্ত্ব বা যোগসাধনা আছে তা নয় জৈন শাস্ত্রেও পাই। যেমন অবহট্‌ঠে দেখি :

প্রশ্ন : কালহিঁ পবনহিঁ রবিসসিহিঁ
চউ একটঠইঁ বসু

হউঁ তুহিঁ পুচ্ছউঁ জোইয়া
পহিলে কাসুবিনাসু?
উত্তর : সসি পোষই রবি পজ্জলই
পবন হলোলে লেই
সত্ত রজ্জু তমু পিল্লি করি
কম্মহঁ কালু গিলেই।৩২

জৈন ধর্মের আদি প্রবর্তন বলে পরিচিতি 'ঋষভ'ও জৈনশাস্ত্রে আদিনাথরূপে অভিহিত। ইনি বৃষধ্বজ এবং নিবাস কৈলাসে। নাথদের আদিনাথ শিব, অতএব জৈনদের আদিনাথও সম্ভবত শিব-ই। মহাবীরও নিগন্থনাথ (>নিগ্রন্থ>বেদবিরোধী)। ইনি জ্ঞাতিগোত্রীয় বলে নাথ পুত্ত (জ্ঞানি>ঞাতি>নাত, পুত্র>পুত্ত) নামেও পরিচিত।

যোগীদের হঠযোগ প্রক্রিয়া আর তান্ত্রিকদের ভূতশক্তি মূলত অভিন্ন। দুটোই যৌগিক প্রক্রিয়া। কাজেই ভারতিক কোনো সাধনাই যোগবিহীন নয়। হঠযোগই কায়াসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় : হ = (সূর্য>অগ্নি) ও ঠ>(চন্দ্র> সোম) যথাক্রমে শুক্র ও রজঃ-এর প্রতীক। প্রথমটি ভোক্তা, দ্বিতীয়টি উপভোগ্য। দুটোর মিলনেই সৃষ্টি সম্ভব।৩

এগারো শতকের জৈন প্রাকৃতে সিদ্ধ হেমচন্দ্রের লেখা 'কুমারপাল চরিত'-এর টীকায় দেহতত্ত্ব সম্পর্কিত পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।৩৪ বাঙলা-বিহারের এক শ্রেণীর লোক 'শবাক' নামে পরিচিত। 'শরাক' 'শ্রাবক'-এর বিকৃতি হওয়াও অসম্ভব নয়।৩৫

৫

'প্রাণ সঙ্কলি' নামে সৃষ্টিপত্তন ও মানব জন্মরহস্য রয়েছে শূন্যপুরাণে, ধর্মপূজাবিধানে, যোগীব গানে, যোগীকাচে, ধর্মঠাকুবের পূজা-পদ্ধতিতে।৩৬ মুসলিম রচিত 'গোরক্ষবিজয়' 'আগম' 'মোকামমঞ্জিল' 'আদ্য পরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থেও 'প্রাণ সঙ্কলি' দেখি। এটি যোগ গ্রন্থের অপরিহার্য অঙ্গ। 'কায়াসম্ভেদ'-এ আছে :

প্রথম মাসেতে গর্ভে বর্ণ যে যব প্রমাণ
দ্বিতীয় মাসেতে গর্ভে বিন্দু বর্ণ আন।
তৃতীয় মাসেতে গর্ভে বিন্দু রক্ত গোলা
চতুর্থ মাসেতে বিন্দু স্থানে স্থানে স্থানা।
পঞ্চম মাসেতে গর্ভে বিন্দু অতি বড় সুখ
ষষ্ঠম মাসেতে গর্ভে বিন্দু অতি বড় দুখ।
সপ্তম মাসেতে গর্ভে বিন্দু সপ্ত ঋতু বসন্তি
অষ্টম মাসেতে গর্ভে বিন্দু গতাগতি।
অষ্ট অঙ্গে জোড় নয় মাসে
গর্ভে বিন্দু উপবায়ু পবন আকাশে
নয় মাসে নির্মল মূরতি
দশ মাসে দশদিক মূরতি।৩৭

শেখ জাহিদের 'আদ্য পরিচয়ে'ও বর্ণিত হয়েছে এমনি গর্ভরহস্য। ধর্মঠাকুর পন্থীদের প্রভাবও পড়েছে এ গ্রন্থে।

এর 'প্রস্তাবনা' ও 'সৃষ্টি পত্তন' অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

গর্ভতন্ত্র যোগতন্ত্র সিদ্ধের কাহিনী
বুঝিলে মুকতি হয় শুনিতে মধুর বাণী।
আউটি বিচার যেবা জানিব নিশ্চয়
জ্ঞান কর্মেতে তাকে সন্দেহ নাহি রয়।
জ্ঞান জন্মিব যেবা করিব **ধেয়ান**
ধ্যান না কৈলে তার কিবা গেয়ান।
দান ধ্যান যেবা করএ **সমরস**
যোগতন্ত্র **সিদ্ধাতন্ত্র** রাখে সব হএ বশ।
লোহ মোহ কাম ক্রোধ কিছু করিতে না পারে
আপনি অনুগ্রহ তারে করেন করতারে।
গর্ভের বিচার জানিলে বাড়িব রঙ্গ
যেমতে সৃষ্ট হয় মনুষ্যের অঙ্গ।
মায়ের যতেক দ্রব্য পিতার যত ধন
অনাদ্য ধর্মের যত বয়স রতন।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কহিমু স্থানে স্থানে
বাত, বরুণ, আনল বেশে যে যেইখানে।
চন্দ্র সূর্য আকাশে যত তারা সাজে
তুলনা দিমু সব শরীরের মাঝে।
নদ নদী আর গঙ্গা ভাগীরথী
শরীরের মাঝে ঢেউ বহিছে দিবারাতি।
কিঞ্চিৎ কহিমু তাহা গুরুর উপদেশ
তাহার প্রসাদে মুঞি জানিলুঁ বিশেষ।
আদ্য অনাদ্য গুরু কহিল শ্রবণে
সেই হইতে মোর জনমিল জ্ঞানে।
কহিল সকল কথা হৃদয়ে উতারি
কিঞ্চিৎ কহিমু সেই কথা অনুসারি।
ব্রহ্মার আনন যত রাবণের করে
শুনিলে যত হয় **সহস্র** উপরে।
এত শাকের মাঝে **করিল** প্রচার
পয়ার প্রবন্ধে কহি **আত্মা বিচার**।
জাহিদে কহে চিত্তে করি আছোঁ সার
সুহৃদ চরণ বিনে গতি নঞি আর।

বাঙলার মুসলমান সুফীদের লক্ষ্য, সাধ্য ও সাধনা এরূপই ছিল। জাহিদ বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্ব:

না ছিল ক্ষিতি জল ই মহি মণ্ডল
শূন্য মধ্যে না ছিল প্রকাশ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সব ছিল অন্ধকার
আউর না ছিল আকাশ।
চন্দ্র সূর্য তারা না ছিল অভিপরা(?)

না ছিল নবীন জলধর
বাউ বরুণ আনল পৃথিবী রসাতল
না ছিল পর্বত শিখর।
নদনদী শূন্যাকার না ছিল পাড় ঝক্কাব
না ছিল সাগর তিখ স্থান
সংসারে না ছিল কিছু সব হৈল তার পিছু
সবেমাত্র ছিল ভগবান।
এক ছিল নিজরূপ কিছু না পাইল সুখ
ভাবিলা প্রভু আপন শরীরে
শূন্যাকার ঘুচাই দৃষ্ট রচিলাত নানা সৃষ্ট
এক খেলা খেলাব সংসারে।
আপনার দিরারতি নিজে লয়ে এক মূর্তি
রাখিল গোসাঞি অলঙ্ঘ্য সাগরে।
মিত্ত সঙ্গে আলাপনে কৌতুক বাড়িল মনে
নির্মাইল একটি হুঙ্কারে।
সৃজন করিয়া মিত্ত হরিষ বাড়িল চিত্ত
জলের উৎপত্তি হইল সংসাবে।...
শীঘ্র কহিতে বচন তাহাতে জন্মিল পবন
আনল জন্মিল ক্রোধ হৈতে।
মিত্তের অঙ্গে মলি নিজ কবে তাহা তুলি
যোগাইল জলের উপরে
মিত্তিকা বাড়য়ে জলে সমুদ্রের উৎতালে
দিনে দিনে হয় প্রসারে।
জন্মিল চাবি রত্ন পাইয়া মহা রত্ন
শ্রধাএ সৃজিল গোসাঞি
সংসারেত জন্মে সব হয় ক্রমে ক্রমে
ওহা বহি অন্য কিছু নাঞি।
যত ছিল ভয়ঙ্কর সব হইল প্রচার
ওঙ্কারে করিল নির্মাণ
রচিল তিন জীব তাহাতে দিয়া শিব
সৈন্য মুখ্য কৈল স্থানে স্থান।
জন্মিল দেব অসুর বলে হইল প্রচুর
বাহু বলে না চিনে অন্যথা
নিরবধি করে রণ না জানে মরণ
কাহো সনে নাহিক মমতা।
ঘোড়া হস্তী প্রখর বাক্ষস ভয়ঙ্কর
বাজত্ব করে চিরকাল
ভুঞ্জিল আপন মনে বিধির বিধানে না চিনে

কেবা সৃজিল সয়াল।
প্রভু করিল মনে আমা কেহো নাহি চিনে
কি কারণে করিলুঁ প্রকাশ
ক্রোধ হইয়া দেও সব করিল খণ্ড
যে কে কে কৈল বংশ নাশ।
নির্মূল করিয়া দেও সংসারে নাঞি কেও
এমন গেল কত দিবস
পুনর্বার করিল মনে মনুষ্য সৃজোঁ ভুবনে
তাহা হৈতে পাইমু হরিষ।
তাহাক করিমু রাজা জীবেরে করিমু প্রজা
পৃথিবী সৃজিয়া দিব মহীতলে।
করিমু প্রবীণ পূজে যেন রাত্রিদিন
তেয়াগিয়া সকল জঞ্জালে।
আর কথা সৃজিল কাহাত সুখ না পাইল
মনুষ্য করিমু সৃজন
আপনার **অঙ্গ ছিল** আর কথ নির্মাইল
কেমন মনুষ্য আকার হয়।
সেবক জাহেদ কএ শুন গুরু মহাশএ
শতে শতে প্রণতি আমার।
ভাবিয়া চরণ তোমার লিখিব আমি পয়ার
যেমতে হএ মনুষ্য আকার।

এরপরে গর্ভে শিশুর গঠন বর্ণিত হয়েছে।

বৌদ্ধ-হিন্দু যোগতান্ত্রিক সাধনার ভিত্তি সম্ভবত এই ধারণায় যে দেহ নিরপেক্ষ চৈতন্য যখন সম্ভব নয়, তখন চৈতন্যের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে চৈতন্যাধার দেহ বিশ্লেষণ করেই। এই চৈতন্যই আত্মা। আর সৃষ্টি আছে বলেই ধ্বংস আছে কিংবা বিনাশ আছে বলেই সৃষ্টি সম্ভব। কাজেই সৃষ্টির পথ রোধ করলেই ধ্বংসের পথও বন্ধ করা সম্ভব হবে। এই সৃষ্টি শক্তি আয়ত্তে এনে সৃষ্টিক্রিয়া বন্ধ করলে সেই সংরক্ষিত শক্তি (Energy) মানুষকে করবে অজর ও অমর। আবার পরম সুখ আনন্দের ধারণাও লাভ হয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই। মৈথুন তথা রমণাবস্থা হচ্ছে জীবনে উপলব্ধ চরম সুখাবস্থা। এই সুখই তাদের কাম্য। তাই মানস রমণাবস্থাই সাধ্য। এরই নাম সামরস্য, শিব-শক্তি বা প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন, তথা অদ্বয়াবস্থা। অতএব রতিনিরোধ তথা বিন্দু ধারণ করে এক চিরন্তন রমণাবস্থা লব্ধ সুখ উপভোগ করাই এ সাধনার সাধারণ লক্ষ্য। দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে রতির উর্ধ্বায়ন দ্বারা ললাটস্থ সহস্রায় প্রতিষ্ঠিত করাই যোগতান্ত্রিক সাধনা।

মুসলমান সাধকগণ ইসলামের প্রচ্ছায় গড়ে উঠেছেন বলে এই তত্ত্বে আস্থা রাখতে পারেননি। তবে চৈতন্য তথা আত্মার আগার এই দেহ তাঁদেরও করেছে কৌতূহলী। ভারতিক যোগাদির প্রভাবে দেহ সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ বেড়েছে, এবং সে-জন্যই যৌগিক প্রক্রিয়ার

বিস্ময়কর প্রভাবকে অবহেলা করতে পারেন নি তাঁরা। কায়া সাধনকে তাঁরা জিক্‌রের অনুকূল করে নেবার প্রয়াসী ছিলেন। এবং ভারতীয় যোগ সাধনার ফারসী-আরবী পরিভাষা সৃষ্টি করে একে ইসলামী রূপ দেবার ব্যর্থ প্রয়াসও করেছেন তাঁরা। ফলে ইসলামী নামের আবরণে এই হিন্দুয়ানী সাধনাই প্রাধান্য লাভ করেছে; এমনকি প্রাকৃতজন এব তাত্ত্বিক প্রভাব থেকেও মুক্ত হতে পারেনি, তাই আমরা আজো দেখতে পাচ্ছি মুসলমান বাউল সম্প্রদায়। অন্য অনেকের মধ্যে আমরা শাহ্ বু আলী কলন্দর, কবীর, দাদু, রজব, দারাশিকোহ প্রমুখ যোগী সাধকের কথা জানি। কলন্দর প্রবর্তিত যোগপদ্ধতি 'যোগ-কলন্দব' নামে বিশেষ জনপ্রিয় হয় বাঙলা দেশে। এই যোগ নির্ভর কায়া সাধনাই শেখ ফয়জুল্লাহ্‌কে 'গোরক্ষবিজয়' এবং সুকুর মাহমুদকে 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে।

যতই মহৎ আর নিখুঁত হোক, কোন আদর্শ, কোন বিধি বা কোন পদ্ধতিই সব যুগের ও সব দেশের মানুষের জীবনের বিচিত্র চাহিদা মেটাতে পারে না। দেশ-কালের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন কিংবা গ্রহণ-বর্জনের প্রয়োজন থাকবেই। জীবন হচ্ছে বহতানদীর স্রোতের মতো। নব নব বাঁকের বাধা স্বীকার করেই এবং সুকৌশলে তাকে অতিক্রম করেই সতেজে ও স্ব-ভাবে চলতে হয়। এ জন্যে কোন বৃহৎ সাফল্যই সরলময়– সর্পিল। নতুনকে বরণ করার মতো সুবুদ্ধি এবং স্বাঙ্গীকরণের মতো শক্তি না থাকলে কেউ বা কোন জাতি দেশকালের যোগ্য হয়ে বাঁচতে পারে না। আত্মবিকাশেব অন্যতম প্রকাশ আত্মবিস্তারে। একদা বিশ্বের মুসলিম জগদ্ব্যাপী আত্মপ্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিল, ব্রতী হয়েছিল মানুষকে ইসলামের প্রচ্ছায় এনে মহান মানবতায় দীক্ষাদানের সাধনায়। ইসলামের বিকাশের ধারা অনুধাবন করলে আমবা দেখতে পাব, দেশ-কালের মননকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়েই মুসলমানেরা জয় করেছিল মানুষের হৃদয়। প্রাণময়তা ও উদারতা থাকলেই মানুষ হয় সৃজনশীল ও গ্রহণশীল। উঠতির যুগে মুসলমানেরা এমনি সহনশীল ও গ্রহণশীল ছিল বলেই কল্যাণবুদ্ধি নিয়ে আরব বহির্ভূত দেশের মানুষের মনন ও জীবনচর্যার সঙ্গে আপোষ করে নিতে সমর্থ হয়েছিল, আব তাই ভারতে ইসলাম হযেছিল সহজেই গ্রহণীয়। এ জনপ্রিয়তাই এদেশে ইসলামেব প্রসারের মুখ্য কারণ। এ আপোষেব নীতি ও পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তা-ই আমরা জানবার-বুঝবার চেষ্টা করেছি এখানে।

আহমদ শরীফ

[১৯৬৮ সালে লিখিত ভূমিকা]

তথ্য কুঞ্জী

১. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃ. ৪১
২. সুশীল কুমার গুপ্ত, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নবজাগরণ, পৃ. ৬
৩. মোহসিন ফানি, দবিরস্তান-অল মজাহিব, বোম্বাই সং, পৃ: ১৪৪
৪. ক. S. N. Dasgupta : History of Indian Philosophy, PP81, 451-52, Vols. I & III.
   খ. Philosophy of the Upanisads and Ancient Indian Philosophy, P. 18.
   গ. Philosophy of India, P. 281.
   [দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত লোকায়ত দর্শন গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ: ৫১৩-১৪।]
   ঘ. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী : ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৪-৮৩
   ঙ. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ: ১৮৬
   চ. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন : (ভারত সরকার প্রকাশিত) ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬
৫. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন : (ভারত সরকার প্রকাশিত) ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪৩, ২৪৬
৬. ক. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪, ৩৬, ৪২
   খ. S. K. Chatterjee : Indo Aryan and Hindi, PP. 31-32
৭. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন : পৃ: ১৩৩, ১৩৫
৮. History of Indian Philosophy, PP 81, 451-52.
৯. Philosophy of the Upanisads and Ancient Indian Philosophy, P. 18.
১০. Philosophy of India : P. 281.
১১. Bauddha Dharma : P. 37
১২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃ: ৩৬
১৩. শ্বেতাশ্বতর : ২/৬-৭, ২/১৫, কঠ : ৬/৩ ইত্যাদি
১৪. বৃহদারণ্যক : স বা ইয়মাত্মা ব্রহ্ম। ৪/৪/৫, ৩/৭/১৪ ছান্দোগ্য : ৬/৮/৭
১৫. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃ: ৮৯, ২৫৬
১৬. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃ: ৩৬, ৪২
১৭. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃ: ৮৯
১৮. ছান্দোগ্য : ২/১৩/২
১৯. মহাভারত, আদি পর্ব, ১২২তম অধ্যায়
২০. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ১ম খণ্ড, পৃ: ২৭৪-৮৩
২১. Obscure Religious Cults as Back Ground for Bengali Literature : S. B. Dasgupta, P. 27.
২২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃ: ১৪৫-৪৬

২৩. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃ: ১৪৮
২৪. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃ: ১৭১-৭২
২৫. ক. James Frazer : Golden Bough, P. 138
খ. দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : লোকায়ত দর্শন, পৃ: ৪৭৯
২৬. Golden Bough : P. 138
২৭. ক. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী : ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৪
খ. গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকাভাষ্য, পৃ: ২১
২৮. উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : ভারত দর্শন সার, পৃ: ১৪৯
২৯. লোকায়ত দর্শন, পৃ: ৪৬৭
৩০. বিষ্ণু পুরাণ, ছান্দোগ্য ও মৈত্রেয়ী উপনিষদ
৩১. S. N. Dasgupta : History of Indian Philosophy, Vol, III. P. 527.
৩২. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী : ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৪, ২৯৪
৩৩. ছান্দোগ্য : ৮/৮/৪
৩৪. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : তদেব, পৃ: ২৮৫-৮৬, ৩২৫
৩৫. তদেব
৩৬. ক. তদেব
খ. S. B. Dasgupta : Obscure Religious Cult, P P. 115-16, 120.
গ. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : শাক্ত সাহিত্য, পৃ: ১১-১২
৩৭. P. C. Bagchi : Studies in Tantras, P. 102
৩৮. পাদটীকা হবে
৩৯. বৌদ্ধধর্ম, পৃ: ৬৯
৪০. ক. S. N. Dasgupta : History of Indian Philosophy, Vol. III. P. 533
খ. Journal of Asiatic Society (Science) Vol. XIX. 1953
(লোকায়ত দর্শনে উদ্ধৃত, পৃ: ১১৭-১৮।)
৪১. য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃত মুচ্যেতে। তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন এতদ্বৈতৎ– অর্থাৎ সুপ্তপ্রাণিজগতে যিনি জাগ্রত থেকে অবিদ্যা দ্বারা কামানুরূপ স্ত্র্যাদ্যর্থ নিস্পন্ন করেন, তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম ও অমৃত স্বরূপ। তিনি সর্বলোকের আশ্রয় তথা কারণ স্বরূপ। কেউ তদ্বাত্মকতা অতিক্রম করতে পারে না।– কঠোপনিষদ।
৪২. S. N. Dasgupta : History of Indian Philosophy, Vol, III, P. 533
৪৩. Journal of Asiatic Society (Science) Vol XIX. 1953 লোকায়ত দর্শনে উদ্ধৃত, পৃ: ১১৭-১৮
৪৪. ক. শাক্ত সাহিত্য, পৃ: ১১-১২
খ. Obscure Religious Cults : PP.115-16, 120.
গ. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : তদেব, পৃ: ৩২৫
৪৫. হঠযোগ দীপিকা প্রভৃতি নানা গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত
১. Sir Muhammad Iqbal : Development of Metaphysics in Persia. P.83.
২. সুরাহ : ২, আয়াত : ১৪৬

৩. সুরাহ : ৫১, আয়াত : ২০-২১
৪. সুরাহ : ৫০, আয়াত : ১৫
৫. সুরাহ : ২৪, আয়াত : ৩৫
৬. সুরাহ : ৮৮, আয়াত : ২০
৭. সুরাহ : ১৭, আয়াত : ৮৭
৮. Arabic thought in Hostory. PP. 188-89.
৯. (ক) Literary History of Persia : Vol. P. 261
(খ) O'. leary : Arabic thought in History : P. 189.
১০. Arabic thought in History. PP. 192-93.
১১. Ibid P. 192
১২. Ibid P. 192
১৩. Ibid PP. 194-95, 201
১৪. সুরাহ : ৩৩, আয়াত ৪১
১৫. Chapter II on Poverty, PP 19-25
১৬. Chapter III on Sufism, PP 31-32
১৭. Ibid P. 33
১৮. Ibid P. 34
১৯. Ibid P. 40
২০. R. A, Nicoolson : Preface : Kashf-al-Mahjub-Translation. P. VIII
২১. O'leary : Arabic thought in History, P 184.
২২. Ibid PP 184-85
২৩. Ibid PP 190-91
২৪. Ibid PP 186-87
২৫. ক. Ibid PP 187-89
খ. Browne : Literary History of Persia. Chapter XIII
গ. R. A. Nicholson : Mystics of Islam.
ঘ. R.A.Nicholson : Selected Poems from the Dewan of Shams-I-Tabriz.
২৬. Dost thou think that thy existence is independent of God? This is a great error", Maqsadi Aqsa, Folio No 8b quoted by M Iqbal in Development of Metaphysics in Persia : P 90
২৭. মসনবী– চতুর্থ খণ্ড।
২৮. Whittaker : Neo-Platonism. P 58
২৯. a. J. A. Sobhan : Sufism, its saints and shrines, (Luknow 1938). P.174
b. H. A. R. Gibb : Mohammadanism, (Oxford University Press 1953) Chapter VII & IX
৩০. Abdul Majid (Azamgarh) : Tasawwuf-I Islam. P. 45
৩১. বিনয়ঘোষ : বাঙলার নবজাগৃতি, পৃঃ ১২১-২৪
৩২. Influence of Islam on Indian Culture : PP. 111-12, 114, 119-20

৩৩. ভারতদর্শনসার, পৃ: ৬৪-৬৭, ২৯২
৩৪. বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি, পৃ: ৯-৩৩
৩৫. শশীভূষণ দাশগুপ্ত : শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে, পৃ: ৩২১-৩০
৩৬. জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য পৃ: ২৫-২৬
৩৭. O'leary : Arabic thoutht in History. PP. 190-91, 194.
৩৮. S. K. Chatterji : Origin and Development of Bengali Language.
৩৯. Arahic thought in History : PP. 191-93
৪০. IbidP. 192
৪১. কোরআন, সূরাহ ২৪/আয়াত ৩৫
৪২. কোরআন, সূরাহ ৫০/আয়াত ১৬
৪৩. কোরআন, সূরাহ ৮৮/আয়াত ২১
৪৪. মুহম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ: ৩৪
৪৫. ঐ, পৃ. ৭৪

৪৬. ঐ, ৭৫-৮০
৪৭. R. A. Nicholoson : The Mystics of Islam, P. 17.
৪৮. তদেব বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ: ৩৮, ৪৫
৪৯. Ain-I-Akbari : Jarret, Vol, III edited by J. N. Sarkar PP 360 ff.
৫০. তদেব বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ: ৫৫
৫১. ক. Dr. M. Iqbal : Development of Metaphysics in Persia, PP.40-11
খ. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ: ৮১ (এই গ্রন্থে উদ্ধৃত : ইরশাদ-ই-খালিকীয়হ- আবদুল করিম, ২য় সং, পৃ: ১১৫-১৩৩)
৫২. ক. তদেব বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ: ১৬৯-৮২
খ. আহমদ শরীফ, মুসলিম কবির পদ সাহিত্য : ভূমিকা
৫৩. তদেব বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ: ১৬৩-৬৪

মোকাম মঞ্জিল ও হাল

১. R, A. Nicholson : Tran. P. 181
২. ক. J. A. Sobhan : Sufism : its saints & Shrines. P. 75
খ. S. Iqbal Ali Shah : Islamic Sufism. P. 294
৩. R. A. Nicholson : Tran. P. 181
৪ R. A. Nicholson : Kilab al-Lumma : Nasr-as-Sarraj : Tran. PP. 55-72
৫. J. A. Sobhan : Sufism : its saints & shrines. PP. 61-62, [149]
৬. সৈয়দ সুলতান : জ্ঞানপ্রদীপ
৭. আলি রজা জ্ঞানসাগর : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত, পৃ: ৮০

সৃষ্টিতত্ত্ব যোগ ও দেহচর্যা

১. ক. Geiger : Civilization of Eastern Iranians. Vol I, P. 124.
খ. Dr. Hang : Essays. P. 205.
গ. Dr. M. Iqbal : Development of Metaphysics. PP. 9-10.

২. ক. Annie Besant : Re-incarntion. P. 30.
খ. Development of Metaphysics : PP. 10-11.

৩. Dr. S. B. Dasgupta : Obscure Religious cult. etc. P. 113.

৪. Civilization of Eastern Iranians : Vol I, P. 105

৫. ক. Journal of the Pakistan Historical Society 1953, Vol I, Pt. I, PP. 45, 51-52.
খ. Islamic Culture : 1947, PP. 190-91.

৬. Brocklemann : Catalogue.

৭. Catalogue of the Persian Mss. in the Library of the India Office : Ethe : No. 2002.

৮. ক. Dr. A. Karim : Social History of the Muslims in Bengal, down to 1538 A. D. PP. 6-7, 62-65.
খ. Dr. A. Rahim : Social History of Bengal. PP. 164-66.

৯. Dr. A. B. M Habibullah : Journal of the Asiatic Society of Pakistan : 1960, P. 213

১০. Journal of the Pakistan Historical Society 1953. Vol I, pt I. PP. 46 ff.

১১. Mohsen Fani : Dabirstan-al-Majahib : Bombay edition. P. 144.

১২. History of Bengal, Vol I, D. U.

১৩. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : পুথি পরিচিতি

১৪. শান্তিপর্ব : ৩৫১ অধ্যায়

১৫. Kirata Jana Krti : JASB 1950, P. 151

১৬. Ibid Sections 11, 14, 41, PP. 151-52, 176.

১৭. পূর্বোক্ত জ্ঞানসাগর : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত, পৃ: ৩৬-৩৮

১৮. শেখ ফয়জুল্লাহ : গোরক্ষবিজয় : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত, পৃ: ১৪০

১৯. Medieval Mysticism and Kabir : Visva Bharati Quaterly 1945, PP. 35-52

২০. গোর্খবিজয় ভূমিকা : সুকুমার সেন পৃঃ ১-ক (পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত)

২১. সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ' সূত্রে জানা যায়, মানুষের দেহ স্ব স্ব আঙুলের পরিমাপে দৈর্ঘ্যে ৮৪ আঙুল পরিমিত। এজন্যে দেহের রূপকার্থক পরিভাষা হচ্ছে চৌরাশী। যিনি এই চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহরতত্ত্বে বা চর্যায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, তিনিই চৌরাশী সিদ্ধা [কায়া সাধনায় সিদ্ধ]। অতএব 'চৌরাশীসিদ্ধা' শব্দটি সিদ্ধপুরুষের সংখ্যাবাচক নয়– বরং কায়াসাধনায় সিদ্ধিজ্ঞাপক। চৌরাশী সিদ্ধাকে সিদ্ধ পুরুষের সংখ্যাবাচক ধরেই গত পাঁচশ' বছর যাবৎ বিদ্বানেরা চৌরাশীজন সিদ্ধার সন্ধানে ও নামের তালিকা নির্মাণে গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়েছেন।

২২. পঞ্চানন মণ্ডল– সম্পাদিত গোর্খবিজয়।

২৩. ঐ

২৪. জ্বালন-ধারা>জ্বালান্ধর– তপ্তজলের ধাবা রয়েছে যেখানে– সীতা-কুণ্ড ও বাড়বকুণ্ড অঞ্চল=চট্টগ্রাম। আরব ভৌগোলিকদের 'সামন্দর'ও এই অর্থবোধক। চট্টগ্রামের ইতিকথা [আদিযুগ]– আহমদ শরীফ।

    ক. বাংলাদেশে মুসলিম আগমনের প্রাথমিক যুগ : সাহিত্য পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, বর্ষা সংখ্যা : ১৩৭০, পৃ: ৯০-৯২।

    খ. Dr. A. Karim : Samandar of the Arab Geographers. JASP. Vol VIII NO. 2, 1963, PP. 13-24

২৫. JASB, 1898, PP 20-34 (Saratchandra Das : On Taranath's History),

২৬. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত গোর্খবিজয় : ভূমিকা : সুকুমার সেন, পৃঃ ১ক-২

২৭. ঐ, ক ১–৪।

২৮. রূপরামের ধর্মমঙ্গল : ভূমিকা, পৃ: ১০। গোর্খবিজয় ভূমিকা, পৃ: ৪, ঘ-২

২৯. হঠযোগদীপিকা, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় : ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ: ১১৮। গোর্খবিজয় ভূমিকা : সুকুমার সেন, পৃ: ১-গ-৩।

৩০. ক. নাসদাসীৎ ন সদাসীতদানম। তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে। স্বধা অধস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ। তপসস্তন্ মহিনা জায়তেকম্ মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। -ঋগ্বেদ।

    খ. হিরন্ময়ঃ পুরুষঃ এক হংসঃ।–বৃহদারণ্যক।

৩১. গোর্খবিজয়ের ভূমিকায় উদ্ধৃত

৩২. ডক্টর হীরালাল জৈন সম্পাদিত ও রাম সিংহ রচিত : পাহুড়া দোঁহা (৮০০ খ্রীস্টাব্দ) : ২১৯, ২২০।

৩৩. Obscure Religious Cults etc : P. 271

৩৪. শঙ্কর পণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত সম্পাদিত : ৮। ২২। ২৫।

৩৫. কবীর– ডক্টর হাজারী প্রসাদ ত্রিবেদী।

৩৬. গোর্খবিজয় : ভূমিকা, পৃ: জ-৩।

৩৭. ঐ (উদ্ধৃত), পৃ: জ-৪।

বাঙলার সূফী সাহিত্য

গ্রন্থপাঠ

জ্ঞানচৌতিশা

মীর সৈয়দ সুলতান

বিরচিত

বিষয় সূচি

ভূমিকা

সূচনা

আজ অবধি আমরা প্রায় বিশটি সূফীশাস্ত্র গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। যথা : ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয়, অজ্ঞাতনাম লেখকের যোগকলন্দর, মীর সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানপ্রদীপ-জ্ঞানচৌতিশা, হাজী মুহম্মদের নুরজামাল, মীর মুহম্মদ সফীর নুরনামা, শেখচান্দের হরগৌরীসম্বাদ ও তালিবনামা, আবদুল হাকিমের চারি মোকাম ভেদ ও সিহাবুদ্দীনপীরনামা, আলি রজার আগম-জ্ঞানসাগর বালক ফকিরের জ্ঞানচৌতিশা, নেয়াজের যোগকলন্দর, মোহসেন আলির মোকাম-মঞ্জিল কথা, শেখ মনসুরের সির্নামা, শেখ জাহিদের আদ্যপরিচয়, শেখ জেবুর আগম, রমজান আলির আদ্যব্যক্ত, রহিমুল্লাহর তনতেলাওত ও সিহাজুল্লাহর যুগীকাচ।

এগুলোর মধ্যে গোরক্ষবিজয় ও জ্ঞানসাগর সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয়ও (১৬১৭ খ্রিঃ) সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এখানে–

১. জ্ঞানচৌতিশা
২. হর-গৌরীসম্বাদ
৩. তালিবনামা বা শাহদৌলাপীর নামা
৪. যোগকলন্দর
৫. নুরজামাল বা সুরতনামা
৬. নুরনামা
৭. সির্নামা
৮. আগম
৯. জ্ঞানসাগর

–এই নয়খানা গ্রন্থ সম্পাদনা করে দিলাম। এতে বাংলার সূফীশাস্ত্রের সব বিবরণ ও তত্ত্ব মিল্‌বে। এগুলোর মধ্যে হর-গৌরীসম্বাদে; আগম-জ্ঞানসাগরে, জ্ঞানচৌতিশায় ও যোগকলন্দর হিন্দু বৌদ্ধ পবিভাষা ও তত্ত্ব বিশেষ প্রকট। আর তালিবনামা, নুরজামাল, নুরনামা ও সির্নামায় মুসলিম পরিভাষাদির আবরণে তা' মুসলিম সূফীতত্ত্বের ও শাস্ত্রের রূপ নিয়েছে। যদিও স্বরূপত দুই শ্রেণীর গ্রন্থই অভিন্ন। এ সবের মধ্যে হাজী মুহম্মদের নুরজামাল সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। হাজী মুহম্মদ যথার্থই দার্শনিক কবি ছিলেন।

মীর সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানচৌতিশা'

পীর মীর সৈয়দ সুলতান ষোল শতকের প্রখ্যাত কবি, পীর, তাত্ত্বিক ও কবিগুরু। পনেরো-বিশজন

পরবর্তী কবি তাঁর প্রভাব স্বীকার করেছেন এবং তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে প্রণাম জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শেখ পরান, হাজী মুহম্মদ, মুত্তালিব, ফতে খান, মঙ্গলচাঁদ, মুহম্মদ মুকিম, মুহম্মদ আলি, নাসিরুদ্দীন, শেখ মনোহর, আবদুল করিম খোন্দকার, মীর মুহম্মদ সফী, শরীফ শাহ, মুজাফ্ফর সেরবাজ চৌধুরী, চুহর প্রভৃতি। প্রত্যক্ষভাবে এঁর অধ্যাত্ম ও কাব্যশিষ্য ছিলেন কবি মুহম্মদ খান, পৌত্র ছিলেন মীর মুহম্মদ সফী ও শরীফ শাহ এবং দৌহিত্র ছিলেন মুজাফ্ফর। সৈয়দ সুলতানের নিবাস ছিল চট্টগ্রামের চক্রশালায়। তাঁর রচিত পদাবলী, নবীবংশ ও জ্ঞানপ্রদীপ আমরা পেয়েছি। নবীবংশে আদম থেকে হযরত মুহম্মদের ওফাত অবধি বর্ণিত হয়েছে। এটিই তাঁর প্রধান রচনা। তিনিও সূফী ছিলেন, তাঁর পীরের নাম সৈয়দ হাসান। জ্ঞানপ্রদীপ তাঁর সূফী-চর্যা গ্রন্থ। জ্ঞানচৌতিশা এরই অংশ বা সংক্ষিপ্তসার। সৈয়দ সুলতান 'গ্রহশত রস যোগে বা যুগে' তাঁর নবীবংশ রচনা শুরু করেন। এটি হিজরী সন বলে অনুমিত। অতএব (৯৯২-৯৪ হিজরী) ১৫৮৪-৮৬ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থ রচনার শুরু। বাংলা সন ধরলে ৮৯৪ + ৫৯৩ = ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ হয়। আর মঘী সনে হিসাব করলে (রস ছয় ধরে) ৯৬৪-৬৩৮ = ১৬০২ খ্রীস্টাব্দ মেলে। তবে প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে রচনা কালটিকে হিজরী সন নির্দেশক বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয় না। যেভাবেই হোক না কেন মুহম্মদ খানের পীরকে ষোল শতকের শেষ দুই দশকে বর্তমান দেখি। মুহম্মদ খানের 'সত্যকলিবিবাদ' রচিত হয় ১৬৩৫ খ্রীস্টাব্দে এবং 'মক্তুল হোসেন' সমাপ্ত হয় ১৬৪৫-৪৬ সনে।

সূফী বা যোগশাস্ত্র গ্রন্থ রচক হিসাবে সৈয়দ সুলতানের স্থান হাজী মুহম্মদের নীচে। হাজী মুহম্মদের গ্রন্থে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে : সাধারণের পক্ষে তা সম্ভবত দুর্বোধ্য ছিল। তাই সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থ অধিক জনপ্রিয় হয়। একারণেই হাজী মুহম্মদের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দুর্লভ আর সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানচৌতিশা আজো সুলভ।

সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ'-এ আলোচিত বিষয় এই ঃ

প্রথম জানিব যত দরবেশী বিচার
দ্বিতীএ জানিব যত এবাদত খোদার।
তৃতীএ জানিব সব তনের বিচার
চতুর্থে জানিব সেই তত্ত্ব আপনার।
পঞ্চম প্রকারে কহে দীনের বিচার
ষষ্ঠ যে প্রকারে কহে জিকির হুঙ্কার।
সপ্তম প্রকারে বুঝে পঞ্চ যথা রহে
অষ্টম প্রকারে কর্ঁ আত্তমা পরিচয়।
নবমে জানিব ব্রহ্ম তত্ত্ব কহি যারে
দশমেত কার্য করিবেক যে প্রকারে।

হর-গৌরীর পরিবর্তে হজরত আলীর ও নবী মুহম্মদের প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে সব তত্ত্ব বর্ণিত। নবী আলীকে বলছেন :

সাধিলে পরম তত্ত্ব হইবা অমর
ভাবিয়া আপনা কর ত্রিদশ ঈশ্বর।

নাড়ী পরিচয় :

শরীর বিচারে যদি ধর্মচিত্ত মন
তবে সে অমর হএ যোগের কারণ।

ইঙ্গলা নাড়ীতে আছে বাউ যে পবন
তিন গাছি নাড়ী আছে তাহাত যতন।
পিঙ্গলা নাড়ীর কথা শুন অতি ভাল
একচল্লিশ নাড়ী আছে তাহাত বিনাল।
সুষুম্না নাড়ীর কথা শুন তত্ত্বসার
যথেক ভক্ষণ কর সকল তাহার।

অদ্বৈত তত্ত্ব :

আহাদ-আহমদ-আদম এহি তিনজন
সাবধানে কর তুহ্মি ভুরু লক্ষ্যণ।

শূন্যতত্ত্ব :

দেখিতে না পারি যারে তারে বুলি শূন্য
তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য। ইত্যাদি।

এর সঙ্গে শেখ চান্দের তালিবনামা, আলি রজার জ্ঞানসাগর ও ফয়জুল্লাহ্‌র গোরক্ষ বিজয়ের শূন্যতত্ত্ব তুলনীয়।

অমরত্বের উপায় :

[আলির জিজ্ঞাসা]

কহ নবী মহাশয় জিয়ে কেমন
কেমতে সাধিব আর কেমত চিন্তন।
অজর অমর হএ জিনি যমরাএ
যম 'পরে যম হএ সাধি নিজ কাএ।

নবীব উত্তব :

আঞ্জির যে তত্ত্ব মুঞি কহিলাম সার
যথ কিছু দেখ আর মর্তের মাঝার।...
আপনে শূন্যকার আছে সৃষ্টিকর্তা
অজর অমর হএ চিন্তি নিরঞ্জন।

এরপর সন্তানের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। তারপর দেয়া হয়েছে দেহের প্রতীকী পরিচয়

শরীরের মধ্যে জান চারি চন্দ্র হএ
আদি সিজ গরল উন্মত নিশ্চএ।
শরীরের মধ্যেত অপূর্ব তিন পুরী
শ্রীহাট, কামরূপ, আর কনকপুরী।
হৃদেত কনকপুরী গ্রীবাএ যে বৈসে
কামরূপ গর্ভে তালুত শ্রীহাট প্রকাশে।
অজুদের চক্রের মধ্যে ঋতুর উদএ
স্বাধিষ্ঠান চক্রের মধ্যে বরিষা নিশ্চএ।
অনাহত চক্রেত শরৎ বৈসএ
বিশুদ্ধ চক্রেত সে শিশির প্রকাশএ।
মণিপুর চক্রেত হেমন্ত ঋতু বৈসে

আজ্ঞা চক্রেত জান বসন্ত প্রকাশে।

ধর্মরাজ, যরাজ, সিদ্ধা, পদ্মাসন প্রভৃতি বৌদ্ধ-হিন্দু ঐতিহ্যের স্মারক। চার বেদের স্থিতি :

মুখ মধ্যে অথর্ব বেদের জ্যোতি।
নাভিমূলে যর্জুবেদ নিশ্চএ প্রকাশ
কণ্ঠদেশে সামবেদ করএ নিবাস।
বক্ষদেশে ঋক্ বেদ সব বেদ সার
এহি চারি বেদ জান হএ অঙ্গ সার।

তারপর, আসন নির্দেশ ও নাড়ী ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে .

ইঙ্গলাত বৈসে গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা
সরস্বতী মধ্যে বৈসে নামেত সুষুম্না।

যোগতত্ত্ব :

সহজে শরীর মধ্যে আঙ্গুল চৌরাশী।
চৌরাশী আঙ্গুল হেন সর্বলোকে ঘোষি।...
উরু হোন্তে শ্রীহাট হএ অষ্টম আঙ্গুল
চক্ষু হোন্তে ভুরু মধ্য অর্ধ আঙ্গুল
এহি স্থানে জানিও যোগের আদি মূল।
নাভি স্থানের অগ্নি যদি সকল হেতু হএ
তালু মূলে দিবা রাত্রি নীর বিন্দু বহে।
তালুমূলে ধেয়াইব পূর্ণসম ইন্দু
নাসিকাত ধেয়াইব দেখিবা প্রাণবন্ধু।

মুদ্রা :

এখনে কহিব শুন মুদ্রা বিবরণ
প্রথমে কহিএ শুন মুদ্রা খেচরী
সর্বসিদ্ধি হএ যে রোগ পরিহরি।
সাপে খাইলে তবে সে নাহি বাহে
নিদ্রাতে না টলে বিন্দু কামিনী পাশএ।
তালুমূলে সুষুম্নার পদ্মের সান্ধন
জিহ্বা তুলি দিব সেই বন্দের বন্দান।
তুলি দিলে জিহ্বাএ অমৃত লাগ পাএ
সে অমৃত পানে সে অজর হএ কাএ।

মহামুদ্রা :

প্রথমে বুক 'পরে চিবুক পড়িব
গুহ্যদ্বারে বামপদ দড় করি দিব।
দক্ষিণ পাও তুলি দুই হাতেত ধরিব
পিঙ্গলাএ পুরি বাউ কোষেত ভরিব।
যথাশক্তি কুম্ভকেত পিঙ্গলা রেচিব
কুম্ভকে পিঙ্গলাএ সমান করিব।

ইঙ্গলা-পিঙ্গলা যদি সমন্বয় হএ
তবে সেই মুদ্রা যেন এড়িতে জুয়াএ।

শবীর সাধনতত্ত্ব :

সপ্তমে ভেদিলে জান পবম পদ্ম পাএ।...
একাদশে অগ্নিজ্বলে নাহিক মরণ।...
পঞ্চবিংশ ভেদিলে সে সর্বসিদ্ধি হএ।
ষষ্ঠবিংশ ভেদিলে সে ব্রহ্মপদ পাএ।

চৌত্রিশ হরফের চৌতিশায় জ্ঞান প্রদীপের সংক্ষিপ্তসার দেয়া হয়েছে। এতে মূল কথাগুলো স্মৃতিতে ধরে রাখার সুবিধে হত। সেজন্যে জ্ঞানচৌতিশা জনপ্রিয় হয়েছিল এবং তা বুঝতে পাবি জ্ঞানচৌতিশার পাণ্ডুলিপির সুলভতায়।

পরমাত্মা :

আজ্ঞি সে পরম গুরু যুগল লোচন
আজ্ঞিরূপে ত্রিখণ্ড বিদিত নিরঞ্জন।
কায়াতে আছএ তত্ত্ব কায়াগুণ নিধি
কায়ালক্ষ্যে লক্ষিলে পাইবা তার শুদ্ধি।
কায়ানলে দহিতে আছএ সেই কায়
কর্মদোষে পাপ ফলে চিনন না যায়।
খরতর স্রোতোধাব কাম পয়োনিধি
ক্ষুদ্রতর শরীরেত ভাসে মহা'দধি।
খণ্ডিলে খণ্ডন নাহি সেই অখণ্ডন
খণ্ড খণ্ড হৈয়া আছএ তে কারণ

হিন্দুর অদ্বৈতবাদ, তন্ত্রের কাম-প্রেম প্রভৃতি এ সূত্রে স্মর্তব্য।

ঘটে ঘটে ব্যাপিত আছএ নৈরাকাব।...
জলকুণ্ড কুম্ভজল একহি মিলন।...
নির্মল উঝল সেই শুদ্ধ সুধাকর
নিশ্চয় সে রূপ বৈসে সভার অন্তর।
ঢেউ-জল জল-ঢেউ নহে ভিন্নাকার
তেলএ-বারিত যেন বৈসে হুতাশন
তনু মধ্যে তেন মতে আছে নিরঞ্জন।
তনু মধ্যে সহস্র দলেত বৈসে নিত
তার দীপ্তি পড়এ যে শরীর বিদিত।
থাবর জঙ্গম যথ বৈসে সর্বঠাম
থির হই রহিয়াছে ভিন্ন মাত্র নাম।
দিশিনিশি রবি শশী নাহি স্থান স্থিত...
দিশি নিশি আপেত আপনা লক্ষণ...
পাইয়া পরম প্রিয়া প্রভু নিরঞ্জন
প্রেম রসে মগ্ন হই করে নিরীক্ষণ।

হরগৌরী সম্বাদ ও তালিবনামা স্মরণীয়।

বিন্দু বিন্দু নাথ বিন্দু নহে ভিন্না ভিন।

'শুক্রই ব্রহ্ম, কৃষ্ণ, হেবজ্র' প্রভৃতি তত্ত্বের প্রতিধ্বনি রয়েছে এই চরণে।

গুরু : ভজহ গুরুর পদ বুঝি আপনার
ভ্রম ভাঙ্গি যেই কহে সেই গুরু সার।

অদ্বৈতসিদ্ধি :

মিলাও জাবেতে জীব তেজি আপনার।
জগত জীবন ব্রহ্মা মহাশিব কর
যত্ন করি রহিয়াছে সবার অন্তর।...
রবির কিরণ কিবা কহিবারে নারি
রবি হোন্তে ভিন্ন তানে বুলিতে না পারি।
লখন অলখ লখ লই তার নাম
লীন হই সর্বত্রে আছএ সর্বঠাম।...
বাউত করহ নর বায়ুর উদ্দেশ।

সহস্রার :

সহস্র দলেত গুরু শতদলে শিষ
ষটচক্র ভেদিয়া তাতে করহ উদ্দেশ।
সহস্র দলেত রঙ্গি দেখি সর্বময়
সূর্যের দৃষ্টেত যেন চন্দ্রের উদয়।

গুরুসাধন :

শ্রুতি নাসা দিঠে জান শিষ্য হেরে তিন
শক্তি বিন্দু ইচ্ছা বাক্য গুরুর অধীন।

বায়ু :

সম্পূর্ণ আছএ বাবি নাভিকুণ্ড পাইয়া
সরএ নাসিকা নালে সরএ দধিয়া

শিব-শক্তি :

শিব-শক্তি দোহ এক ভিন্ন মাত্র নাম
শিব ধরিতে শক্তির লিঙ্গেত বিশ্রাম।

ক্ষেমা (সংযম) :

ক্ষেমা হোন্তে ধিক জান নাহি পৃথিম্বিত
ক্ষেমা তপ জপ কৈলে আত্ম হিতাহিত।

জীবে ব্রহ্ম :

হীনজন দেখিয়া না কর হীন জ্ঞান
হীনেত আছএ জান পুরুষ পুরান।

এই তত্ত্ব, এই আচার, এহেন ধর্মই বাঙলার প্রাচীনতম ধর্ম, আচার ও দর্শন। আমাদের বাউলেরা বাঙলার এই প্রাচীনতম তন্ত্র ধর্মেরই ধারক এবং বাহক।

জ্ঞানচৌতিশা

প্রথমে প্রণামি তত্ত্ব পুরুষ পুরান
ব্রহ্মা ইন্দ্র যার না পাইল সন্ধান।
মহেশ ভাবিয়া অন্ত না পাইল যার
মুনি সবে ধ্যান মর্ম না বুঝিলে তার।
দিগম্বর হই কেন না পাইল উদ্দেশ
না চিনি সন্ন্যাসী সবে ভ্রমে প্রতি দেশ।
তপস্বী ব্রাহ্মণ-শূদ্র রামনারায়ণ
ভাবিয়া না পাইল তান অন্ত লক্ষণ[১]।
সেই তনু প্রণামি, প্রণামি গুরু পদ
যাহাব প্রসাদে পাইলুঁ জ্ঞানের সম্পদ।
জনক জননী দোহো প্রণাম করিআ
কহিব চৌতিশা জ্ঞান মনে বিমর্সিয়া।

আঞি সে পরম তত্ত্ব নৈরূপ আকার
আঞি বৃক্ষ বীজ হোন্তে[২] অক্ষর প্রচার।
আঞি আদি বৃক্ষ নেত্র মায়াএ বর্জিত
আঞি হোন্তে চৌতিশা যে অক্ষর বিদিত।
আঞি যে পরম গুরু যুগল লোচন
আঞি রূপে ত্রিখণ্ড বিদিত নিরঞ্জন।
কায়াতে আছএ তত্ত্ব কায়া গুণনিধি
কায়া লক্ষ্যে লক্ষিলে পাইবা তার শুদ্ধি।
কাযানলে দহিতে আছএ সেই কাএ
কর্মদোষে পাপ ফলে চিনন[৩] না যাএ।
খবতর স্রোতোধার কাম পয়োনিধি
খুদ্রতর শরীরেত ভাসে মহা'দধি।
খণ্ডিলে খণ্ডন নাহি সেই অখণ্ডন
খণ্ড খণ্ড হৈয়া আছএ তেকারণ।[৪]
গহীন সমুদ্রে ঘর ঢেউএ তরঙ্গিত
গুণবন্ত তবিবেক তরিতে উচিত।[৫]
গোপত আছএ তত্ত্ব হৈয়া[৬] বেকত
গোপতে বেকত বেশ বেকতে গোপত।
ঘটে ঘটে রহিয়াছে নিজ রক্ষী সব
ঘট মধ্যে রহিয়াছে পুষ্পের সৌরভ।
ঘুরিয়াছে নিজ রূপ-কিরণ তাহার
ঘটে ঘটে ব্যাপিতে আছএ নৈরাকার।
উঙ্কার অন্তরে জুতি তদন্তরে মন
উনাতে পূরণ হই রহ সর্বক্ষণ।
উঙ্কার স্তাবন করি তবে সে চিনিবা।
চিনিতে চিনহ তত্ত্ব সেই চিনে চিন
চেতাইলে পরম তত্ত্ব[৭] হও তাত লীন।
চিনহ অচিন চিন নিচল নির্মল
চঞ্চল চপল মন রাখিবা নিচল।
ছায়াত কায়ার যথ আছে পরিচিন
ছায়া যেই কায়া সেই নাহি ভিন্ন ভিন্ন।
ছেদিলে ছায়ার দেহ ছেদন না যাএ
ছায়া লক্ষ্যে কায়া ভাঙ্গি রহিবেক কাএ।
জার যেইরূপ জান সেইরূপ সার
জে শরীরে বৈসে প্রভু নৈরাকার।[৮]
জিনিয়াছে কুম্ভের অঙ্গ জলের লক্ষণ
জল কুম্ভ কুম্ভজল একহি মিলন।
ঝিমেত ঝিমহ নিত্য না হৈবা বিমন
ঝারিয়া রাখহ মন ঝিমে অনুক্ষণ।
ঝিম ছাড়ি মন আর কাজেত না যাএ
ঝিমের আলএ শক্তি রাখিবা সদাএ।
নির্মল উঝল সেই শুদ্ধ সুধাকর
নিশ্চএ সেরূপ বৈসে সভার অন্তর।

---

১. অলেখা লক্ষণ–ক।(153 D. U)। ২. আজি হোন্তে চৌতিশায় অক্ষব প্রচাব– ক। ৩.ভাঙ্গন– ক।
৪. খণ্ড খণ্ড হই তনু এহি সে কারণ– ক। ৫. গুরুবন্ত তরী উক্ষ্যে তবিতে উচিত–ক। ৬. তনু হইল– ক।
৭. তনু– ক। ৮. যে সবিয়া বৈসে সেই নৈরূপ আকার– ক।

নিমিখে নির্মল যথ খণ্ড ত্রিভুবন
নৈরাকার নিরূপ নিলক্ষ্য নিরঞ্জন।
টঙ্কার হুঙ্কাব যথ সতত নির্মাণ
টুটা ফুটা নহে সে যে সম সমাধান।
টলমল বর্জি তত্ত্ব ভেদ হুহুঙ্কার
টুটিব মনের যথ ভ্রম আন্ধিয়ার।
ঠেলামারি পঞ্চ বৈরী মাবহ সত্বর
ঠাইত হইবে তত্ত্ব নয়ান গোচর।
ঠাকুর আত্তমা জান ঘটেত আছএ
ঠাইতে থাকিতে তারে কর পরিচএ।
ডিটের উপরে ডিট সে ডিট উঝরি
ডুব দিয়া আমানেত চাহ ধ্যান করি।
ডণ্ডেক আমান মন কার্যেত না যাএ
ডিটের আলয় শ্রুতি রাখিবা সদাএ।
ঢাকিছে কামে তার সুচরিত রূপ
ঢাকন না যাএ তত্ত্ব বেকত স্বরূপ
ঢাকিয়াছে নিজ রূপ কিরণ তাহার
ঢেউ-জল জল-ঢেউ নহে ভিন্নাকার।
আগে আগ রূপ ধরি আগে আগ রীত
আগে মন না হইয়া আনন্দে হেরিত।
আগে মন হইলে সামর্থ্য হএ ভ্রম
আনন্দ করহ নিত্য বুঝি তাব মর্ম।
তেলএ বারিত যেন বৈসে হুতাশন
তনু মধ্যে তেন মতে আছে নিরঞ্জন।
তনু মধ্যে সহস্র দলেত বৈসে নিত
তার দীপ্তি পড়এ যে শরীর বিদিত।
থানে থানে বাখিয়াছে নিজ রক্ষীগণ
থকিত হইয়া ধেয়াও সর্বজন।
থান স্থিতি বর্জিত গুজে সভান স্থান
থান শূন্য নহে জান পুরুষ পুরান।
থাবর জঙ্গম যথ বৈসে সর্বঠাম
থির হই রহিয়াছে ভিন্ন মাত্র নাম।
দক্ষিণ উত্তর পূর্ব পশ্চিম বর্জিত
দিশি নিশি রবি শশী নাহি স্থানস্থিত।
দিশি নিশি আপেত আপনা লক্ষণ
দর্পণ-নির্মল এক করিল সৃজন।

ধ্যান সামর্থ্য হই ধর্ম নৈরাকার
ধন্ধ অন্ধকার হোন্তে ভিন্ন কৈল সার।
ধর্ম অন্ধকার হোন্তে অন্তর্ধান কৈলা
ধীর গম্ভীর 'দধি যেন জীবাত্তমা[৯] পাইলা
ধর অধিপতি সেই কায়ার জনক
নব অন্তরে জুতি গোপত নিলখ।
নব যৌবন তুল পুরুষ পুরান
নব রঙ্গ প্রচারিতে করিল সন্ধান।
পুণ্যবান ধ্যান কৈল অতি অনুপমা
পরম সানন্দ হৈলা পরম আত্তমা।
পাইয়া পরম প্রিয়া প্রভু নিরঞ্জন
প্রেম রসে মগ্ন হই করে নিরীক্ষণ।
ফুটিল বিবিধ পুষ্প মহাতরুবর
ফুলফল শোভিত সামর্থ্য মনোহর।
ফুল সমে অষ্ট তাল গন্ধ সুবাসিত
ফল সমে সপ্ততাল শোভে চারি ভিত।
বিন্দু বিন্দু সহস্রেক বিন্দু বিন্দু জুতি
ব্যূহ করি রহিয়াছে যথেক মূরতি।
বিন্দু বিন্দু নাথ বিন্দু নহে ভিন্না ভিন
বিমর্সিয়া বিরলেত চাহ অনুদিন।
ভকতি মিনতি করি গুরুত বিশেষ
ভক্তি কৈলে গুরু তবে কহিব উদ্দেশ।
ভজহ গুরুর পদ বুঝি আপনার
ভ্রম ভাঙ্গি যেই কহে সেই গুরু সাব।
মিলাও জীবেত জীব তেজি আপনার
মিল হৈলে যথা যাইব চিন্তহ তাহার।
মনেত আমান দিয়া কর পরিচএ
মন ভঙ্গ না হইলে সর্বত্র উদএ।
জগত জীবন ব্রহ্মা মহাশিব কব
যত্ন করি রহিয়াছে সভার অন্তর।
যথ কর্ম ভোগ ভুগি পুরিলে নিধন
যার যেই স্থানে পুনি করিব গমন।
রহিয়া আপনা ভেসে খণ্ডে ত্রিভুবন
রহিয়াছে অলক্ষিতে না যাএ খণ্ডন।[১০]
রবির কিরণ কিবা কহিবারে নারি
রবি হোন্তে ভিন্ন তানে বুলিতে না পারি।

---

৯. বানুমা– ক।
১০. বহিয়াছে অলক্ষিত না যাএ লক্ষণ– ক।

লখন অলখ লখ লই তান নাম
লীন হই সর্বত্রে আছএ সর্বঠাম।
লোভ মোহ কামক্রোধ নিদ্রাএ বর্জিয়া
লোকাচার মধ্যে রহ অধর্ম তেজিয়া।
বাবি অশ্ব আরোহণে হই মনুরাএ
বিবিধ প্রকারে খেলা খেলিএ খেলাএ।
বাউ ভগ্ন হৈলে জান আউ হৈব শেষ
বাউত করহ নর আয়ুর উদ্দেশ।
সহস্র দলেত গুরু শতদলে শিষ
ষটচক্র ভেদিয়া তাতে করহ উদ্দেশ।
সহস্র দলেত রঙ্গি দেখি সর্বমএ
সূর্যের দৃষ্টেত যেন চন্দ্রের উদএ।
শ্রুতি নাসা দিঠে জান শিষ্য হেরে তিন
শক্তি বিন্দু ইচ্ছা বাক্য গুরুর অধীন।
সম্পূর্ণ আছএ বাবি নাভিকুণ্ড পাইয়া
সরএ নাসিকা নালে সরএ দধিযা
শিব-শক্তি দোহো এক ভিন্ন মাত্র নাম
শিব ধবিতে শক্তির লিঙ্গেত বিশ্রাম।
শ্রম যুক্ত কলেবর মলমূত্র ধরে
সেই সে পরম তত্ত্ব জগত প্রচারে।
হাবাই আপনা ভেস হের নৈবাকাব
হবিব যথেক পাপ পুণ্য হৈব সার।
হীন জন দেখিয়া না কর হীন জ্ঞান
হীনেত আছএ জান পুরুষ পুবান।
ক্ষেমা হোন্তে ধিক জান নাহি পৃথিম্বিত
ক্ষেমা তপ জপ কৈলে আত্ম হিতাহিত।
ক্ষীণ অতি শিশু মতি সৈদ সুলতান
ক্ষীণ হীন বুঝি কহে চৌতিশার জ্ঞান।

[ইতি জ্ঞান-চৌতিশা সমাপ্ত]

হর-গৌরী সম্বাদ

শেখ চান্দ বিরচিত

বাঙলাব সূফী সাহিত্য -৫

বিষয় সূচী

ভূমিকা

কবি শেখ চান্দের পিতার নাম ফতে মুহম্মদ। আর পীরের নাম ছিল শাহদৌলা। কুমিল্লা জেলার পাটিকের পরগনায়, কদবা পরগনায় ও হুড়ুয়া গাঁয়ে পীরেব সান্নিধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। কুমিল্লা জেলাব লালমাই বেলস্টেশনেব ৮/১০ মাইল দূরবর্তী বাকসার গাঁয়ে কবিব সমাধি বয়েছে। তিনি 'রসুলবিজয়' নামের এক বিপুল গ্রন্থের রচয়িতা। এত বড় গ্রন্থ বাঙলা দেশে আজ অবধি বচিত হয়নি। এই গ্রন্থেবই শেষ পর্ব 'কেয়ামতনামা'য় দুটো তারিখ মিলেছে :

ক. এক সও বাইস পুস্তক রেচান
সাহাচান্দ ফকিবে বোলে সোন গুনিরগণ।

খ. মুরশিদের আজ্ঞা পাইয়া কহে হিন চান্দ
এগারস বাইস সন রচিল প্রবন্ধ[১]।

ডক্টব মুহম্মদ এনামুল হক প্রকৃত পাঠ 'এক সহস্র বাইশ সন' ধরে নিযে ১০২২ ত্রিপুরাব্দ তথা (১০২২ + ৫৯০) ১৬১২ খ্রীস্টাব্দই রচনাকাল বলে স্থির করেছেন।[২] আর ১১২২ ত্রিপুরাসন ধবলে বচনাকাল দাঁড়ায় ১৭১২ খ্রীস্টাব্দ।

শেখ চান্দের 'হরগৌরী সম্বাদ' ও 'তালিবনামার' বিষয়বস্তু অভিন্ন। পার্থক্য কেবল এই, হব-গৌবী সম্বাদে উমার প্রশ্নের উত্তরে শিব জগৎ সৃষ্টি ও জীবতত্ত্ব তথা মহাজ্ঞান কথা বলছেন, আর তালিবনামায় সে কথাগুলোই শেখ চান্দের জিজ্ঞাসার জবাবে পীর শাহদৌলা একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং কয়েকটা মুসলিম পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন।

শেখ চান্দ 'হরগৌরী সম্বাদে' প্রথমে সৃষ্টি অধিকারীকে প্রণাম করে পবে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিন আদিদেব ও ইন্দ্র-যম-বরুণ-কুবের-হুতাশনাদি ত্রিশকোটি দেবতাকে প্রণাম জানিয়েছেন, তারপরে চন্দ্র, সূর্য, অষ্টলোকপাল, দেবর্ষি, নরঋষি, সিদ্ধা, ব্যাস, বৃহস্পতি, মহামায়া, জাহ্নবী, যমুনা প্রভৃতির বন্দনা কবেছেন।

প্রথমে সৃষ্টিপত্তন তত্ত্ব বর্ণিত :

দেব বোলে আদ্যে নাম 'আদিত্য' আছিল
আদি নাম মহাপ্রভু বিদিত হইল।

---

১. ক ও খ অধ্যাপক আলি আহমদ ও জনাব সুলতান আহমদ ভুঁইয়া-প্রাপ্ত পাঠ।

২. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা-২৫৩।

সকল রঙ্গের জন্ম কালা রঙ্গ হৈতে
ভাঙ্গিয়া সকল রঙ্গ মিশিব কালাতে।
আদ্যেত আছিল প্রভু শূন্যের শরীর
কালা রঙ্গে নিজ অঙ্গে হইলেন স্থির।

দেহ পরিচয় : লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ডাইনে বামে স্থিতি
কণ্ঠেত সুষুম্না নাড়ী ভবানী মূরতি।
বাসত্তর কোঠা তাতে নাভি দেশে ঠাম
অষ্টকলে কণ্ঠ দেশে বাজে নিজ নাম।

তারপর রগ, যোগ, আসন, বায়ু, গুরু, চন্দ্র, মন, সঙ্গম প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে। গুরু পরিচয়:

তনের গুরু মন মনের গুরু পবন
পবনের গুরু শূন্য শূন্যের গুরু নির্গুণ।
ধ্যানের গুরু সাধন, সাধনের গুরু ধর্ম।

এ সব কথা 'মহেশ-গৌরীর বরে ভণে হীন চান্দে।'

তালিব নামা

তালিবনামায় আল্লা, রসুল ও ত্রিশকোটি ফিরিস্তা, চার খলিফা, হাসান হোসেন, ফাতেমা (পাক পাঁচতন) স্বর্গ-মর্ত্য, পীর-ফকির প্রভৃতির বন্দনা আছে।

তাঁর মতে : 'পীর ফকির জান আল্লার নিজ জাত।'

আর শূন্যরূপ নিরঞ্জন বান্দার জীবন
শূন্য গুণে পালে প্রভু এ তিন ভুবন।
চক্ষের উপরে কালা তাত ফুটে জল
মণিতে বসতি নূর জগত উঝল।

উল্টা সাধনা : উজানে উজাএ নৌকা লাহুতেত থানা
আমনা গমনা করে শূন্যে উড়ে মনা।

সৃষ্টি পত্তন : বীর বোলে আদ্যেত প্রভুর নাম আহাদ আছিল
আহাদেরে আহমদে ইয়াদ করিল।
ব্যক্ত হই করিম নাম দিল আপনার
নুর মোহাম্মদ নাম দিলেন সখার।
এ সব রঙ্গের জন্ম ছেহা রঙ্গ হোতে
ভাঙ্গিয়া সকল বঙ্গ মিশিব ছেহাতে।
আদ্যেত আছিল প্রভু শূন্যের শরীর
ছেহা রঙ্গে নিজ অঙ্গে হইলেন্ত স্থির।...
নুর মোহাম্মদ হোন্তে উপজিল সৃষ্টি।...
আপনার দীলতু প্রভু নুর নিকলিলা।

এর সঙ্গে হরগৌরী সম্বাদোক্ত বর্ণনার অভিন্নতা লক্ষণীয়।

কাফ-নুউ– দুই হরফ সৃজন হইল

করিম আপনা নাম জাহেব করিল।
কাফে কল্‌মা নু-এ নুর একে দুইজন
নুরের পিরীতে আল্লা সৃজিলা ভুবন।

ইত্যাদি হর-গৌরী মিলনের অনুরূপ।

তারপরে দেহতত্ত্ব, পাকপঞ্জাতন, রগ, চাব রুহ (হারিস, মাবিস, মুকিম, মুসাফির), চার চিজ, চার ঋতু, চার মোকাম ও চার ফিরিস্তা প্রহরী, জীবদেহে পিতামাতা ও আল্লাহ প্রদত্ত আঠারো উপাদান, চার তন (লতিফু, কসিফু, ফানাউ, বকাউ), চাব কুতুব (সীমান্ত চিহ্ন), মনোগতি, চন্দ্র, সঙ্গম, আজ্ঞি নির্দেশ, বিষু, সপ্তাহ, তালি, দম, মঞ্জিল, দৃষ্টি, নাড়ী, বায়ু, ঋতু, সঙ্গম, মরণ লক্ষণ প্রভৃতি আলোচিত হযেছে।

শুক্র বহস্য : চন্দ্র-সূর্য কামবিন্দু শবীব মাঝাব
অনাহত-পুরুষ পবাণপুবে বাস।

কবিব মতে : শরীযত পোস্ত জান গোস্ত তবিকত
হকিকত যে বাহন চক্ষু মাবফত।

এবং পয়গাম্বর শরীয়ত আউলিয়া তবিকত
হকিকত আদম সফী এলম মাবফত।

শূন্যতত্ত্ব : অষ্টকলে তালি দিয়া বহত আনন্দে।
অনাহত শব্দ উঠে অষ্টকলে সাজে
অষ্টগণ করি মুখ্য মধ্যে মধ্যে বাজে।
শূন্যময় করতার শূন্যে বান্ধা ঘর
শূন্যে উঠে শব্দ, মিশে শূন্যেব ভিতর।
শূন্যে আয়ু শূন্যে বায়ু শূন্যে মোব মন
আকল ফিকি‌ন আব শূন্যেব ত্রিভুবন।
শূন্যে দম শূন্যে খোম শূন্যে মোর বান্দা
শূন্যে জীউ শূন্যে পিউ শূন্যে সব জিন্দা

কবি বলেন, সাধনার দ্বাবা "কায়াসিদ্ধি হৈলে তবে তবিবা যে ভবে।"

হর-গৌরী সম্বাদ

স্তুতি

প্রথমে প্রণাম করি সৃষ্টি অধিকার।*
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আদি সৃজন যাহার।
হস্তপদ নাই তার নাহিক মস্তক
ছায়া নাহি কায়া নাহি পতিত তারক।১
জনম না হইছে তার নাহিক মরণ
ই তিন ভুবনে তার অঘট লিখন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন আদি দেবা
এ তিনে না পাইলে অন্ত আর পাবে কেবা।
ধরিতে না পুরে মুষ্টি ভজিতে নহে অঙ্গ
চিনিতে না পারে সে যে সদাএ থাকে সঙ্গ।
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন
ত্রিশ কোটি দেবগণ বন্দোঁ জনে জন।
চন্দ্র সূর্য প্রণমোহ অষ্ট লোক পাল
আকাশ পৃথিবী বন্দোঁ সপ্ত পাতাল।
দেবঋষি, নরঋষি সিদ্ধা সাধুজন
ব্যাস বৃহস্পতি বন্দোঁ যথ মুনিগণ।
প্রণমোহ মহামায়া জগত জননী
জাহ্নবী যমুনা বন্দোঁ সলিল বাহিনী।
লক্ষ্মী-সরস্বতী বন্দোঁ হরের কুমারী
অষ্টসিদ্ধা প্রণমোহ পুরাণ উয়ারি।
ধরাধর চরাচর সাগর পর্বত
ই আদি বন্দম মুই যতি সতী যত।
ইত্যাদি যতেক দেব করিলাম বন্দন
হর-গৌরী-সম্বাদ কিছু শুনহ শ্রবণ।

হর-গৌরী সম্বাদ

[মর্ত্যলোক দেখি শঙ্কর] উল্লাস বদন
ফুল-বৃষ্টি দিনেক বরিষণে দিলা মন।
[শঙ্করের মনোভাব] বুঝি সে কিঞ্চিত
বৎসর কুশল পাইয়া উল্লসিত চিত।
হেন কালে মহামায়া জুড়ি দুই পাণি
পরম ভকতি ভাবে জিজ্ঞাসে ভবানী।
আদ্য সৃজন না হইছে চিরঞ্জীব
কোন্ জ্ঞানে মৃত্যুপদ কর সদাশিব।
সপ্তবার মৃত্যুপদ পাইলাম আমি
অবশেষে মহাদেব বিভা কৈলা তুমি।
তুমি হইলা চিরঞ্জীব আমি কেনে মরি
হেন জ্ঞান দেঅ যেন যুগে যুগে তরি।

গুরু তত্ত্ব

দেব বোলে শুন দেবী আদ্যের কথন
গুরু বিনে পথ নাই ই তিন ভুবন।
গুরু হৈতে অজ্ঞান পাইল জ্ঞান দান
ই তিন জ্ঞান-চক্ষু পাইলাম দান।
গুরুপদ কৃপা হৈতে অমর পদ পাই
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আদি ভ্রমিয়া বেড়াই।
শ্রীগুরু প্রসাদে আমি হৈল চিরজীবী
গুরু ভজি অমর পদ লঅ তুমি দেবী।
দেবী বোলে তুমি 'হর' জগতের গুরু
জ্ঞান দাতা বর দাতা তুমি কল্পতরু।
কেবা হএ তোমার গুরু কহ যোগেশ্বর
এ কথা শুনিতে মোর বিস্ময় অন্তর।
মহাদেব বোলে ব্রহ্মা মোর গুরুদেব

---

* নম মহেশায় নমঃ। অথ হরগৌরীসম্বাদ লিক্ষ্যতে– লিপিকর।

১. মূলপাঠ : রাখে পতিতরাবক।

ব্রহ্মা নামে মুক্তিপদ ত্রিজগতে সেব।
গুরুর চরণ ভজি অমর হৈল আমি
গুরু ভজি অমরতা লঅ দেবী তুমি।

স্রষ্টাতত্ত্ব

দেবী বোলে ব্রহ্মা ধর্ম তোমার বর
এক নিবেদন আমার শুন মহেশ্বর।
আদি অন্ত যত তত্ত্ব কহেন বিস্তারি
যে তত্ত্ব শুনিতে মুই যুগে যুগে তরি।
আদ্যেত প্রভুর কোন্ নাম আছিল
মুক্ত হৈয়া কোন্ নাম প্রচার হইল।
দেব বোলে আদ্যে নাম আদিত্য আছিল
আদি নাম মহাপ্রভু বিদিত হইল।
আদি হৈতে অনাদি জন্মিল তুরমান
অনাদি নিধান করি নাম ভগবান।
মহাদেব উপজএ হইল পশ্চাতে
জটা শিরে ডণ্ড কমণ্ডলু শোভে তাতে।
মহামায়া দেখি তারে কহিল বচন
স্বতন্ত্র রমণী আর করহ গ্রহণ।
তবে তারে মহাদেবে করিল বরণ
শিব-শক্তি দুইজন হইল মিলন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হৈল উতপন
চারি যুগে ত্রিভুবন করিছে বন্দন।

সৃষ্টিতত্ত্ব

মহাদেব কহিলেন্ত তত্ত্ব বচন
পুনরপি মহামায়া করে নিবেদন।
আদ্যেত আদিত্য ছিল কোন রঙ্গে সার
কোন্ মতে ত্রিভুবন বাড়িল বিস্তার।
সকল রঙ্গের জন্ম কোন রঙ্গ হৈতে
ভাঙ্গিয়া সকল রঙ্গ মিশিব কাহাতে।
কোন ঘরে আছিলেন গোপত সমএ
কার সনে[১] তুষ্টমন ছিল নিদ্রামএ।
কাহার বচনে প্রভু সজাগ হইলা
কতেক বৎসর পরে চেতন পাইলা।
কোন নামে মেলিলেক সে ঘরের দ্বার[২]
কোন্ মতে স্বর্গ মর্ত্য হইল বিস্তার।
কোন আসনে প্রভু জাগিয়া বসিলা
কোন্ ডণ্ডহাতে কোন্ মুখেতে চাহিলা।
সকল জীবের আদ্যে কাহারে সৃজিলা
কাহারে সমুখে রাখি ধ্যান ধরিলা।
এ সকল কথা কহেন বিস্তারি
ঈশ্বর পরিচয় পাই যুগে যুগে তরি।
মহাদেবে বোলে শুন আদ্যের কথন
এক চিত্তে শুনিয়া বুঝিঅ মনে মন।
সকল রঙ্গের জন্ম কালা রঙ্গ হৈতে
ভাঙ্গিয়া সকল রঙ্গ মিশিব কালাতে।
আদ্যেত আছিল প্রভু শূন্যের শরীর
কালা রঙ্গে নিজ অঙ্গে হইলেন স্থির।
শূন্য অঙ্গ আদ্যে হৈতে নিদ্রা যোগী রীত
মৃত্যু ঘরে মহামায়া আছিলা সহিত।
চেতনে চেতাইল তারে বেচেত নিন্দ্রা হনে[৩]
জাগিয়া বসিলা প্রভু জীবন আসনে।
[পূর্বভিতে দৃষ্টি রাখি] ডণ্ড হাতে ধরিয়া
[সয়াল সৃষ্টির প্রতি] প্রেম বাড়াইয়া।
সমুখে দেখিলা এক মোহন মুরতি
[মুরতি হেরিয়া আদ্য] পুরিলা আরতি।
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ হৈল স্থিতি
স্বর্গমর্ত্য পাতাল আদি হৈল বসতি।
সকল জীবের আদ্যে মৃত্যু সৃজিলেন
জ্ঞান হৈতে কল্পনা সৃজিলা নিরঞ্জন।
কল্পনার শেষে প্রভু বিক্রম সৃজিলা
জ্ঞান-কল্পনে সৃষ্টি পালিতে লাগিলা।
প্রভু অংশে চন্দ্র জন্ম আদ্য হৈতে সূর্য
কালা রঙ্গ ধবল রঙ্গ এই দুই বীর্য।
চন্দ্র সূর্য দুই যদি হইল সকল
ই তিন ভুবন জুড়ি করিল উঝল।
যেন মতে মহাপ্রভু কেতকা দর্শিলা
কেতকা হৈতে যত দেব সৃজন হৈলা।
নাভি হৈতে বাউ জন্ম অগ্নিমূলাধারে
কলিজাতে মৃত্তিকা নীর গঙ্গাধারে।

---

১. মূলপাঠ-সবাসন। ২. মূলপাঠ–শিখরে অম্বর। ৩. মূলপাঠ : চেত নিজ স্থানে।

কণ্ঠেতে কল্পনা জন্ম মণি হৈতে মন
মগজেত জ্ঞান জন্ম বিদিত ভুবন।
জিভে শিব মর্মে ব্রহ্মা হৃদে বিষ্ণুদেব
শ্রীগোলাতে ইন্দ্র জন্ম দেবতার সেব।
নাসাএ পবন জন্ম কর্ণে যমরাজ
চক্ষেতে বরুণ জন্ম কুবের ধনরাজ।
ত্রিশকোটি লোমে জন্ম দেবতা ত্রিশকোটি
পরমানন্দে প্রভু সৃজিলেন সৃষ্টি।
তালুতে প্রথম স্বর্গ দ্বিতীয় কপালে
নাসাতে তৃতীয় স্বর্গ চতুর্থ ওষ্ঠ শালে।
পঞ্চম স্বর্গের হৈল কণ্ঠ স্থানে জন্ম
বক্ষস্থানে ষষ্টম স্বর্গ নাভিতে সপ্তম।
কটিতে পৃথিবী জন্ম জানুতে পাতাল
আঁঠুতে ভগবতী পাএ তলাতল
গিরি তলে গিরি বন্দে মহা তলাতল।
চৌদ্দ ভুবন জন্ম হইল চৌদ্দস্থানে
মারিচেরে সৃজিলেন সৃষ্টির কারণে।
বিস্তারিয়া কহি শুন মারিচ সৃজন
গুদ মূলে অগ্নি আগে করিল গঠন।
তিন তিহরী লক্ষ্যে নাভির পত্তন...
ষাইট সহস্র রগ সার পাতে ফুলে।
[তিনশ বাসত্তর রগ পাছে পাড়ে মূলে]
তিনশত বাসত্তরে ষাইট রগ হৈল
ষাইটের প্রধান রগ ত্রিশ গাছ থুইল।
ত্রিশের প্রধান রগ পঞ্চদশ গাছ
পঞ্চদশ রগের যত থুইল পঞ্চগাছ।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাড়ী ত্রিপিনী সরুয়া শঙ্খিনী
পঞ্চ-গাছ রগ এই জীবের পত্তনী।
ইঙ্গলা নাক পিঙ্গলা কর্ণ ত্রিপিনী মুখ
সরুয়া নালি নাড়ী শঙ্খিনী ত্রিমুখ।
ছয় কুড়ি ছয়খান অস্থি গাড়িলেন
ছয়কোটি লোমে ঘর ছাউনি[৪] করিলেন।
শির অস্থি পাই কৈল বত্রিশ খান রুয়া
মারিচেরে সৃজিলেন উর্ধ্বমুখী শুয়া।
বার বুরুজ তাতে বাসত্তর কোঠা
বাসত্তর দিল সঙ্গে মন তাতে ঠেটা।
হস্তপদে দ্বাদশ গাইট বুরুজ বুলি তারে
অষ্ট ডণ্ডে পাই তনু তাত শোভা করে

লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ডাইনে বামে স্থিতি
কণ্ঠে সুষুম্না নাড়ী ভবানী মূরতি।
ফেকসাতে গঙ্গা বএ মুখেত যমুনা
ত্রিপিনী চক্ষেত স্থিতি নাসাতে পবনা।
নাক দুই চক্ষু দুই কর্ণ দুই ছয়
মুখ এক গোর্ধা দুই ছয় তিনে নয়।
মাতাপিতার অষ্ট দিব্য নয় অষ্ট সতর
তালুয়া হএ গুপ্ত পন্থ এহি জান সার।[৫]
বাসত্তর কোঠা তাতে নাভি দেশে ঠাম
অষ্ট কলে[৬] কণ্ঠ দেশে বাজে নিজ নাম।
আসিতে আছএ বোলে যাইতে বোলে ফেলি
অর্ধ অক্ষর ধরি বৈসএ ভবানী।

যোগতত্ত্ব

দেবী বোলে কহ দেব যোগের বর্ণনা
কেমত আসনে বসি পবন সাধনা।
কোন স্থানে স্থিতি করি ঈশ্বর ধেয়াই
কোন্ নাম জপ করি অমর পদ পাই।
মহাদেবে বোলে দেবী আসন বিস্তর
বত্তিশ আসন বন্ধ করিয়াছে ঈশ্বর।
হরণ-পূরণ দুই প্রধান কামাই
হরণ পূরণ সাধি অমর পদ পাই।
যোগাসন ভোগাসন আসনের মূল
এই দুই আসন ছত্তিশের মূল।

গুরু পরিচিতি

শুনিয়া ভবানী দেবী জুড়ি দুই পাণি
মহাদেবের স্থানে তত্ত্ব জিজ্ঞাসে ভবানী।
শরীরেত সব আছে বাউ তার সাক্ষী
মহাপ্রভুর এক অংশ শরীরেত লক্ষি।
কোন্ জন কার গুরু কহেন গোসাঁই
তোমা হতে জ্ঞান সাধি অমর পদ পাই।
মহাদেবে বোলে দেবী শুন দিয়া মন
তনের গুরু মন, মনের গুরু পবন
পবনের গুরু শূন্য শূন্যের গুরু নির্গুণ।

৪. মূলপাঠ–লক্ষ অরছ যেন। ৫. মূল পাঠ : এহি পন্থ আচার। ৬. অষ্টকাল

হৃদয়ের গুরু ভুবন, মনের গুরু লজ্জা
প্রাণের গুরু ভাব ভক্তি, জিহ্বার গুরু সত্যা।
অজ্ঞানের গুরু জ্ঞান জ্ঞানের গুরু ধ্যান
ধ্যানের গুরু সাধন সাধনের গুরু ধর্ম।
ধর্মের গুরু ব্রহ্মা ব্রহ্মার গুরু নাম
নামের গুরু পরম ঈশ্বর নিজ নাম।
জনকের অস্থি, মগজ, মণি রগ এই চারি
জননীর মাংস, চর্ম, লোম, রক্ত এই চাবি।
আউট হস্ত নৌকার প্রবন্ধর কাণ্ডারী
বাসত্তর দেব সঙ্গে মন ইচ্ছায় পাড়ি।[১]
মন যোগী তন ভোগী হুতাশ ভোগাএ
নরনারী সন্তোষি পুরুষে যোগাএ।
যথা মণি তথা মন জানিঅ নিশ্চএ
মণি হতে উতপতি মণিতে প্রলয়।
যোগ সাধন তত্ত্ব শুনহ আনন্দে
মহেশ-গৌরীর বরে ভণে হীন চান্দে।

মনের গতি ও প্রভাব

মন গমন দেবী শুনহ হরিষে
চন্দ্র গমন তত্ত্ব কহিব যে শেষে।
ঢলমল করে মন নাহি তার স্থিতি
সহস্রেক ধারে মন চলে বাউ গতি।
যেই স্থানে মনরাজ যাএ যেইক্ষণ
সেই অনুরূপ কর্ম করএ তখন।
নাভি কুণ্ডলীতে মন যেইক্ষণ যাএ
উল্লাস থাকএ মনে কিছু নহি ভাএ।
মূলাধারে মনরাজা যাএ যেইক্ষণ
ছটফট করে মন ভোগের কারণ।
কলিজাতে গেলে মন আপন ভোলএ
জ্ঞান ধ্যান মূল আপে না ভুলএ।
পিত্তে সামাইলে মন গরল বাণ খাএ
গরলের তেজে মন হরি লই যাএ।
হৃদয়ে সামাইলে মন হএন বিভোল
যেমন ছাওয়ালে নিদ্রা মা বাপের কোল।
যেইক্ষণে মনরাজা পরশএ গঙ্গা
বন্দে বন্দে আসি লাগে অচেতন নিদ্রা।
ফেকসাতে গেলে মন মায়াএ পীড়িত
স্ত্রীপুত্র ধনজন সকলি চিন্তিত।
কণ্ঠদেশে গেলে মন করএ কল্পন
জিহ্বা মূলে অষ্টকলে কহেন বচন।
জিহ্বাতে গেলে মন হএ সাধ ভক্ষণ[১]
কি ভক্ষিব কি ভক্ষিব করএ চেষ্টন।
উর্ধ্ব-ঝোলা জিহ্বাতে যখনে যাএ মন
পূণ্য কর্ম করিবারে চিন্তএ তখন।
শ্রীগোলাতে গেলে মন হএ পুরন্দর
অষ্ট বাদ্যে নৃত্য করে যতেক অমর।
নাসিকাতে প্রবেশিলে অজপা জপএ
কর্ণ মূলে প্রবেশিলে বচন বুঝএ।
নয়নেত প্রবেশিলে দর্শনেব সাধ
মস্তকেত প্রবেশিলে ধ্যানের প্রসাদ।
বাম চক্ষে মনরাজা যাএ যেইক্ষণ
দুষ্ট পাষণ্ডীএ মনরাজা ভুলাএ তখন।
দক্ষিণ চক্ষে মনরাজা যাএ যেইক্ষণ
দবশন করিতে পারে শ্রীগুরু চরণ।
বাম কর্ণে[২] গেলে মন থাকেন উদাস
দক্ষিণ কর্ণেতে[৩] গেলে পুণ্য কর্মে আশ।
হস্তের অঙ্গুলী মধ্যে যেইক্ষণে যাএ
টাকা কড়ি বহুতর সঞ্চিবারে চাএ।
বক্ষ দেশে প্রবেশিলে বুঝিবারে মন
পৃষ্ঠ ভাগে গেলে মন নিদ্রাতে মগন।
কটিদেশে গেলে মন হএ কামবাণ
সত্য জ্ঞান ভণ্ডুল[৪] হএ কামিনীর স্থান।
আঁঠু দেশে গেলে মন বসিতে[৫] বাঞ্ছএ
পদের পাতালে গেলে চলিতে বাঞ্ছএ।
এই মতে মনরাজা ভ্রমে বন্দে বন্দে
মহেশ-গৌরীর বরে ভণে হীন চান্দে।

---

১ মূলপাঠ মনাই চায়ে আরি।

১. মূলপাঠ : সাদ ভক্ষ মন। ২. মূলপাঠ– কান্দে। ৩. মূলপাঠ– চক্ষেতে। ৪. মূলপাঠ–সত্যজ্ঞান ভণ্ডে।
৫. মূলপাঠ– চলিতে।

চন্দ্র সংস্থান ও সঙ্গম ফল

পুনরপি মহামায়া জিজ্ঞাসে বচন
বিস্তারিয়া কহ দেব চন্দ্রের গমন।
পূর্ণিতে উদয় কোথা হএ রস চান্দা
অমাবস্যা দিনে চন্দ্র কোন্ ঘরে বান্ধা।
কোন্ দিন চন্দ্র কোন ঘরেত উদএ
কোন্ ঘরে গেলে চন্দ্র সঙ্গম ভালা হএ।
মহাদেব বোলে দেবী শুনমন দিয়া
যেই দিন চন্দ্র যেই ঘরেত উদয়া।
অমাবস্যাকালে চন্দ্র পদের পাতালি
পুরুষের ডান পদে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি।
প্রতিপদে চন্দ্র উগে পাতার উপরে
দ্বিতীয়ার চন্দ্র উগে ফিনির ভিতরে।
তৃতীয়ার চান্দ উগে পায়ের ভিতর
চতুর্থীর চান্দ উগে আঁঠুর ভিতর
পঞ্চমীর চান্দ উগে জানুর ভিতর।
সপ্তমীর চান্দ উগে নাভি কুণ্ডলে
অষ্টমীর চান্দ উগে কলিজার স্থলে।
নবমীর চান্দ উগে কণ্ঠের ভিতরে
দশমীর চান্দ উগে ওষ্ঠের ভিতরে।
একাদশীর চান্দ উগে নাসিকার উপর
দ্বাদশীর চান্দ উগে চক্ষের ভিতর।
ত্রয়োদশী চান্দ উগে কপালের ভাগে
চতুর্দশীর চান্দ উগে মগজে পূর্ণমাসী লাগে।
পূর্ণিমাএ সঙ্গম কৈলে ভরা খালি তোলে
কামানলে উনাইয়া চন্দ্র গলি গেলে।
ত্রয়োদশী সঙ্গম কৈলে কপালে খাদ পড়ে
দ্বাদশী সঙ্গম কৈলে চক্ষের জ্যোতি হরে।
একাদশী সঙ্গম কৈলে ভাল ন্যাসাতে বৈসএ[১]
দশমে ওষ্ঠেতে চন্দ্র সঙ্গম ভাল হএ।
নবমে কণ্ঠেতে চন্দ্র সঙ্গম উত্তম
কলিজাতে কীট জন্মে অষ্টমী সঙ্গম।
সপ্তমে সঙ্গম ভাল নাভি দেশে স্থিতি
কটি-দরদ উপজএ ষষ্টমের রতি।
পঞ্চমে সঙ্গম ভাল জানুতে চন্দ্র বৈসে
চতুর্থে সঙ্গমে দুঃখ, চন্দ্র আঁঠু দেশে।[২]
তৃতীএ সঙ্গম ভাল পায়ের উপরে
দ্বিতীএ সঙ্গম নহে ফিনির ভিতরে।
প্রতিপদে সঙ্গম কৈলে ভাঙ্গএ কপালে
অমাবস্যা দিনে রতি বিনাশএ মূলে।
রমণীর চন্দ্র উগে বামপদে লাগি
ক্রমে ক্রমে পূর্ণমাসী মগজেত উগি।
আপনার ঠিকে ঠিক[৩] রমণীর চন্দ
বামে চড়ে ডানে নামে এই তার বন্দ।
যথা চন্দ্র থাকে তথা চিনিতে পাইব
রমণীর সে মোকামে হাত বুলাইব।
আনলে সেঁকিলে যেন ঘৃত উথলএ
পুরুষে ছুঁইলে সেই চন্দ্র উথলএ।
কটিতে পাএর চাপ ফিনিতে মর্দন[৪]
পায়ে বুলাইব হাত আঁঠুতে মলন।
যোনিতে[৫] বুলাইব হাত কটিতে কুরকুরি[৬]
নাভিতে বুলাইব হাত কলিজাতে ডুম্বরী?
কণ্ঠেত হস্তের চাপ ওষ্ঠেত চুম্বনে[৭]
হর-গৌরী সম্বাদ শুন এক মনে।

পুষ্পিকা

ইতি হরগৌরী সম্বাদ সমাপ্ত। জথাদিষ্টং তথালিখিতং। লিখোক নাস্তিক দুস। ভিমস্যাপি রণে বঙ্গ। মুণিনঞ্চ মতিভ্রম। সোয়ক্ষর মিদং শ্রীফকির পিং বল্লহানন্দ মিত্র সাং মেটকা, মোং বিবির গঞ্জ। ইতি দ্বিপ্রহর সমএ পুস্তক সমাপ্ত। ১২৩৩ বাং তারিখ ভাদ্র রোজ বৃহস্পতিবার।

---

১. মূলপাঠ : নাস জতে বএ। ২. মূলপাঠ . হএ আঁটু দেশে। অনুমিত অপর পাঠ : হএ আত্মদোষে। তুল: তালিবনামা। ৩. মূলপাঠ : টিকেটিক। ৪. মূলপাঠ : গন্ধন। অনুমিন শুদ্ধ পাঠ : পায়ের পাতাতে চাপ ফিনিতে মর্দন। তুল : তালিবনামা। ৫. মূলপাঠ : জানুতে। ৬. কুড়কুড়ি?
৭. মূলপাঠ : আপনে হস্ত কনই ভিন্ন জনে।

তালিবনামা বা শাহ্‌দৌলাপীরনামা

শেখ চান্দ বিরচিত

বিষয় সূচি

তালিবনামা বা শাহ্‌দৌলাপীর

গুরু-শিষ্য সংবাদ

বন্দনা

। বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম ।
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার ।
ছায়া নাহি কায়া নাহি শূন্যের মাঝার ।[১]
হস্ত নাহি পদ নাহি নাহি তান শির[২]
নীর বীর্য[৩] নাহি রাখে নিলক্ষ্য শরীর ।
চারি চিজের উপরে চিজ হক[৪] নিরঞ্জন
বুঝিতে না পারে কেহ তাহান কারণ ।[৫]
জনম[৬] নাহিক তান নাহিক মরণ ।
আখেরে তাহান পদে হইবা তরণ ।[৭]
আজ্রাইল ইস্রাফিল মিকাইল জিব্রিল
এক নামে জান তানা ফিরিস্তা কামিল ।[৮]
তা সভান প্রণাম করম কায়মনে[৯]
ত্রিশ কোটি ফিরিস্তা বন্দম জনে জনে ।
বন্দন নুর মোহাম্মদ হাবিব আল্লার
চৌদ্দ ভুবনের পীর মহিমা অপার ।
আউযালে আখেরে করি একিদা নুরের
গুনা মাফ করাইব চৌদ্দ ভুবনের ।[১০]
আবদুল্লার ঘরেতে জন্ম জগত কাণ্ডার
আদ্যের পুরুষ তেঞি অতি[১১] অবতার ।
আউলিয়া সকলের পীর[১২] জিব্রিল খাদিম
চৌদ্দ ভুবনের পীব[১৩] মহিমা তা'জিম ।
কেহ তান কহিতে না পারে গুণ সীমা
পৃথিবীতে দিতে নারে তাঁহার মহিমা ।
মৃত্তিকা উপরে নাম এসব খেতাব
যাহার প্রভাবে খণ্ডে জগতের পাপ ।[১৪]
তান চারি সখা প্রতি হাজার প্রণাম
আবুবকর সিদ্দিক আসব্বা অনুপাম ।
সিদ্দিক উমর স্থানে একিদা আজিম
আসব্বা সকল মধ্যে তাহানে তা'জিম ।
দ্বিতীএ উমর নামে সরাইমু ছাপ
তাহান প্রভাবে খণ্ডে জন্মান্তর পাপ ।
বলে মহাবলী তেঞি রুস্তম সমান
হজরত উমর তেঞি[১৫] মহাবলবান ।
তৃতীএ উসমান নামে সমরে সুধীর
জ্ঞানে ধ্যানে বড় তেঞি মহিমা গম্ভীর ।
ফোরকান কোরান আগে খান খান ছিল
হজরত উসমানে একত্র করিল ।
চতুর্থে আমীর আলি মহাবলবান
যাব ভয়ে দেও-পরী ছাড়ে নিজ স্থান ।
ফকিরি পন্থেত তাঞি মুর্শিদ কামিল
শরীয়ত মঞ্জিলে তাঞি বড়ই ফাজিল ।
হাসান হোসেন বন্দম ফাতেমার সুত
চন্দ্র সূর্য দুই ভাই ইমা সর্বযুত ।[১৬]
বন্দম পাঁচতন পাক আসব্বা উম্মত
ধরাধর চরাচর সাগর পর্বত ।
মক্কা মদিনা বন্দম পুণ্যস্থান স্থিত
চন্দ্রসূর্য আসমান জমি স্বর্গমর্ত্য ।
অষ্টাদশ হাজার যথ করিলুঁ বন্দন
আর্শ কোর্শ লোহ কালাম এতিন ভুবন ।

---

১ ছেযার সুবত কেহ নহে যে সংসাব– খ । ২...কায়া হস্তে শির– ক । ৩. নিমরেক– ক । বিরমন– খ, নিমবির্জ– চ । ৪. জান ওই– খ । ৫. তান বিবরণ– খ । ৬. জীবন– খ । ৭. এ তিন ভোবন হএ নিশ্চএ সৃজন– খ । ৮. নিজ নাম জান তানা ফিরিস্তা ফাজিল– ক । ৯. তা সবারে প্রণাম কবিএ মনে মন– খ । ১০. পুরুষের– খ । ১১. নুরনবী হস্তে– খ । ১২. সকল দাস– খ । ১৩. আউলিয়া সকল পীব– খ । ১৪. কেহ তান...জগতেব পাপ–'খ'-এ ধৃত অতিবিক্ত পাঠ । ১৫. জান– খ । ১৬. আলির যে সুত– খ ।

সকল বন্দিলুঁ মুঞি করিয়া যতন[১৭]
কায়মনে বন্দম নিজ মুর্শিদ চরণ।
পীর ফকির জান আল্লার নিজ জাত
ফকিরিত দশ ধরে নুরের সিফাত।
চারি কিতাব চৌদ্দ শাস্ত্র সকল জানন
শরীয়ত প্রভৃতি[১৮] ধারা সকল পালন।[১৯]
শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত
এ চারি মঞ্জিলে তাঞি করে এবাদত।
পরগনে পাইটকরা[২০] স্থানে গোঞাএত সাল*
তালিব তলব শিষ্য পণ্ডিত বিশাল।
আউয়ালে আখেরে আশা পীরের যে পাএ
দিলের ইমান সনে বিকাই যে কাএ।[২১]
দ্বাদশ বৎসর পাছে বাড়িলেক জ্ঞান
মুর্শিদ চরণে মোর একিদা ইমান।
পীর ফকির পাএ তালিব হইয়া
কহিতে লাগিল শিষ্যে একিদা পূরিয়া।*
তোহ্মার চরণে পীর বিকাইল আহ্মি
ভব তরিবারে জ্ঞান মোরে দেও তুহ্মি।[২২]

প্রস্তাবনা

শাহদৌলা বোলে তুহ্মি তালিব হইলা
আগে পাছে মধ্যে মোহরে পাইলা।
আল্লা রসুল দিকে একিদা পিরীত
ইমান আমান হৌক মনে হৌক ভীত।[২৩]
কাম ক্রোধ লোভ মোহ[২৪] হিংসা অহঙ্কার
এ সকল মনেত যেন না হৌক তোহ্মার।[২৫]
আকল ফিকির এশ্‌ক কামনা যে ধ্যান
মোর দোয়া চাহ তুমি আল্লার মস্তান।
নাম গুণ দিলে শুন তনে মনে সাজ
ত্রিশদিন রোজা রাখ পড়হ নামাজ।
পার যদি শরীয়তে মক্কা ভিতে যাও
না পারিলে এথা বসি ধেয়ান ধেয়াও।
আপনার দেহ আগে পাক আছে নি চাহ
সাচা চিত্তে হএ যদি মক্কা ভিতে যাহ।
সত্যভাষ দোষ আছে মক্কাতে কি কাজ
পথে ঘাটে দাগা পাইলে পরিণামে লাজ।
মক্কা মদিনার ফল নিকটেত আছে

১৭. করিলুম ভ্রমণ– খ। ১৮. পুরূএ-ক।
১৯. চারি পির চৌদ্দ খান্দান যেই জনেজনে
পীর পয়গাম্বর বুলি সবে তানে মানে।– খ।
২০. পাইটকরা>পাট্টিকের>পটিকারা। কুমিল্লা জেলাস্থ। ২১. এর পরে অতিরিক্ত পাঠ : (ক) দীনেব ইমান দিয়া আইল চান্দে। জ্ঞান প্রদীপ বুলি বুদ্ধি উৰ্জ্জিলুম।–খ। পাঠান্তর (খ) আশা শাহদৌলা পাদে। দিলের ইমান পাই বিকাইল চান্দে।– মৎ পুথি। ২২. ভবসিন্ধু তরিবারে বুদ্ধি দেও তুমি– খ।
অপর এক পুথির পাঠ :
পরগনা কসবা (কসবা) নাম 'ভুটুকা' গ্রামে ঘর
তালুক ভূমি অল্প তান শিষ্য বহুতর।
সকল শিষ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র একজন
নামে চান্দ শাহা ফতে মোহাম্মদ নন্দন।
মুর্শিদের জ্ঞানে জ্ঞান চক্ষুদান পাইলুম।
জ্ঞান ধ্যান বুঝি তবে উক্তি যুক্তি লইলুম।...
দ্বাদশ বৎসর পাছে বাড়িলেক জ্ঞান
মুর্শিদ চরণে মোর একিদা ইমান।
শাহাদৌলা স্থানে চান্দ মুরিদ হইয়া
কহিতে লাগিল চান্দে একিদা করিয়া।– মৎ পুথি
২৩. ইমানে আমানে মন রাখক কিঞ্চিত– খ। ২৪. মায়া– খ। ২৫. এরপরে আক্কল জিকির এস্ক আর জ্ঞান ধ্যান/...আন্দালা মনিস্য জনে মুণ্ড আছারএ– এই ৪২. চরণ অতিরিক্ত পাঠ আছে। প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়– খ, চ।

ভাবনা জপনা হোন্তে সব পাইবা কাছে।
নুরের দর্পণ ধরি নিজ অঙ্গ চাও
জ্ঞানধ্যান বন্দী করি মস্তক ধেয়াও।
আসন পরিচয় কৈলে না ঘটে আপদ
মুর্শিদে কহিছে যেই নুর মোহাম্মদ।
মস্তক মসজিদ মন মুসল্লি হইব
বাসত্তর জিন্দা সঙ্গে নমাজ করিব।
একমনে জিন্দা সবে ভাবিব সমাজ
আকল ইমান করি পড়িব নমাজ।
মসজিদ চিনি যদি নমাজ পড়এ
মক্কা মদিনার ফল নিকটে মিলএ।
আন্ধল মনিষ্য যেবা মুণ্ড আছাড়এ
মসজিদ না চিনি যদি নমাজ করএ।

সৃষ্টি-রহস্য

পীর ফকিরে যদি এমত কহিলা
তত্ত্বহীন[২৬] সেবকে তবে পুছিতে লাগিলা
মুর্শিদ কহেন[২৭] মোরে স্বরূপ[২৮] বচন
কোন্ নামে তুষ্ট হএ প্রভু নিরঞ্জন।
নিজ নাম নিজ গুণ আর নিজ রঙ্গ
হুজুরে দেখাও মোরে তিনগুণ সঙ্গ।
পীর ফকিরে[২৯] বোলে শুন দিয়া মন
ভাব বিনে লাভ নাহি প্রভুরে সেবন।[৩০]
জননীর গর্ভে তুক্ষি আছিলা যেখন
সে অঙ্গে মগ্নচিত্ত আছিলা তখন।
শূন্যরূপ নিরঞ্জন বান্দার জীবন
শূন্য[৩১] গুণে পালে প্রভু এ তিন ভুবন।
চক্ষের উপরে কালা তাত ফুটে জল
মণিতে বসতি নুর জগত[৩২] উঝল।
নামে মুখে চোখে কর্ণে অষ্টকলে বন্দ[৩৩]
যোগাসনে জান মনে নিলক্ষ চান্দ।[৩৪]
উজানে উজাএ নৌকা লাহুতেত থানা
আমনাগমনা করে শূন্যে উড়ে মনা।[৩৫]
অজপা পরম নাম জপে পঞ্চ ভাই।[৩৬]
যেই নামে প্রভু তুষ্ট তিন গুণে পাই।[৩৭]
একিদা না হৈলে কিছু ফল নাহি ধরে
একিদা হইলে তুষ্ট হএ করতারে।
পীর-ফকিরে যদি এমত কহিলা
তত্ত্বহীন শিষ্যে তবে কহিতে লাগিলা।[৩৮]
আদ্যেত প্রভুর নাম কোন্ নাম ছিল
গোপ্ত হোন্তে কোন্ নাম জাহির হইল।
পীর বোলে আদ্য নাম আহাদ আছিল
আহাদেব আহমদে ইয়াদ করিল।
ব্যক্ত হই 'করিম' নাম দিল আপনার
নুর মোহাম্মদ নাম দিলেন সখার।[৩৯]
পীর ফকিরে যদি এমত কহিলা
তত্ত্বহীন শিষ্যে তবে পুছিতে লাগিলা।
আদ্যেত আছিলা প্রভু[৪০] কোন্ রঙ্গ ধরি
একেত অনন্ত রঙ্গ কোন্ গুণ করি।
সকল রঙ্গের জন্ম কোন্ রঙ্গ হোতে
ভাঙ্গিয়া সকল রঙ্গ মিশিব কাহাতে।
কোন্ ঘরে ছিল প্রভু গোপত সমএ

---

২৬. সব পুথিতে **তনুহীন**, কোথাও **'তত্ত্বহীন'** পাঠ নেই, তবে কি **ফানা-কামী** সাধক 'তনুহীন' বলেই আত্মপরিচয় দিতে চেয়েছেন? অবশ্য বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের পুথিতে 'তত্ত্বহীন' পাঠও আছে। ২৭. কহনা- খ। ২৮. এমত- ক। ২৯. 'খ' পুথির সর্বত্র **'পীর ফকিরে বোলে'** স্থলে **'শাহাদৌলাপীর'** বোলে। পাঠ রয়েছে। ৩০. প্রভু দরশন- খ। প্রভুর সাধন- চ। ৩১. সৈত্য- ক। ৩২. জগতে- খ। ৩৩. অষ্টকালা বন্দম- ক। ৩৪. নিলক্ষ ছান্দম- ক। তান মনে নিলক্ষের চান্দ- খ। ৩৫. আহন জায়ন করে শূন্যে আর মনা- ক। আমনা গমনা করে মনার পবনা- খ। ৩৬. জপা জপে- ক। নাম জপ- খ।
৩৭. কুল চাই- খ। চাঁই? এর পরে অতিরিক্ত পাঠ :

আল্লার নুর মুর্শিদ পীর একিদাতে পাই
ইয়াদ ভিনে কার্য কিছু নাই- খ।

৩৮. তনুহীন চান্দে পুনি ভকতিতে পুছিলা- খ। ৩৯. তাহার- ক। ৪০. আহম্মদ ছিল- খ।

কার সঙ্গে তুষ্ট মনে ছিল নিদ্রামএ।
কাহার বচনে প্রভু সজাগ হইলা[৪১]
কথেক বৎসর পাছে চৈতন্য পাইলা।
কোন্ নামে মেলিলেক সে ঘরের দ্বার
কোন্ নামে ত্রিভুবন করি বিচার।
কোন্ আসনেত প্রভু জাগিয়া বসিল
কোন্ 'আম্বা' হাতে কোন্ মুখীত চাহিল।
কাহারে সমুখে রাখি ধেয়ান করিল
সকল বান্দার আগে কাহারে সৃজিল।[৪২]
এ সকল কথা সাহেব কহেন বিচারি
সাঁচা পরিচয় পাইলে পরলোক তরি।[৪৩]
পীর ফকিরে বোলে আহাদ[৪৪] কথন
একচিত্তে শুনিয়া বুঝিবা মনে মন।
এ সব রঙ্গের জন্ম ছেহা রঙ্গ হোতে
ভাঙ্গিয়া সকল রঙ্গ মিশিব ছেহাতে।[৪৫]
আদ্যেত আছিল প্রভু শূন্যের শরীর
ছেহা রঙ্গে নিজ অঙ্গে[৪৬] হইলেন্ত স্থির।
শূন্য অঙ্গে নূর সঙ্গে নিদ্রাএ পীড়িত
নুর অঙ্গে মওত ঘরে আছিলেন চিত।[৪৭]
চৈতন্যে চেতাইল প্রভু অচৈতন্য হতে
জাগিয়া বসিল প্রভু জীবন আসিতে।[৪৮]
রব্বনুর 'আম্বা' হাতে পূর্ব ভিতে দৃষ্টি
নুর মোহাম্মদ হোন্তে উপজিল সৃষ্টি।
আপনার দীলতু প্রভু নুর নিকালিলা
নুর হোন্তে চারি চিজ আদ্যেত সৃজিলা।[৪৯]
সকল বান্দার আগে মওত সৃজিল
তার পাছে করতাএ চৈতন্য জন্মাইল।
চৈতন্যের পরে প্রভু এশ্‌ক পয়দা কৈলা[৫০]
এশ্‌ক হোন্তে প্রভু আকল সে সৃজিলা।[৫১]
আকল হোন্তে ফিকির সৃজিল করতার
হিম্মত সৃজিল প্রভু ফিকির ব্যবহার।[৫২]
এহি ছয় চিজ নুর মোহাম্মদ হোতে
আদ্যোত সৃজিছে তানে প্রভু দীননাথে।
আকল ফিকির এশ্‌ক চেতাইল যবে
'কুন' বুলি শব্দ প্রভু কহিলেক তবে।[৫৩]
কাফ-নুউ' দুই হরফ সৃজন হইল
করিম আপনা নাম জাহের করিল।
কাফে কমলা 'নু'-এ নুর একে দুইজন[৫৪]
নুরের পিরীতে আল্লা[৫৫] সৃজিল ভুবন।
নুরের রঙ্গেত[৫৬] প্রভু মোহিত হইলা
আশক হইয়া রঙ্গ হেরিয়া রহিলা।[৫৭]
নব্বই হাজার[৫৮] অব্দ[৫৯] ধ্যানেত আছিল
দোহানের রঙ্গে দোহো মোহিত হইল।
প্রভু অঙ্গে চন্দ্র জন্ম নুর অঙ্গে সূর্য[৬০]
ছেহাতে সেফদ জন্ম দুই এক বীর্য[৬১]
তিন লাখ নব্বই হাজার বৎসর[৬২]
নিজ অঙ্গ ছাপাইল প্রভু করতার।
রঙ্গ না দেখিয়া নুর[৬৩] হইল বিয়োগী
কান্দিতে লাগিলা নুর হই মহাযোগী।
এ চৌদ্দ তবক হৈল চৌদ্দ বন্দ হোতে
একে একে কহি শুন সব বান্দা চিতে।
তালুতে প্রথম স্বর্গ দ্বিতীয় কপাল

---

৪১. শুনি সুন্যে জাগাইলা– খ।
৪২. সকলের আগে কন বান্দারে সৃজিল
সৃজন হইয়া সে কথাতে আছিল– খ।
৪৩. প্রলএক তরি– খ। ৪৪. আদম– খ। ৪৫. শূন্য রঙ্গ ছেয়া রঙ্গ ঠাকুর আপনে– ক। ৪৬. রঙ্গে– ক, 'ছেহা' স্থলে 'কালা'– খ। ৪৭. নির্ত্যঘরে নুর বিনে আছিল সহিত– খ।
৪৮. চেতনে চেতাইল তানে বেচেত নিদ্রা হনে
উঠিয়া বসিল প্রভু জীবন আসনে।– ক।
৪৯. সমাইরে বাটিয়া– ক। ৫০. আল্লা আসক সৃজিল– ক। ৫১. জ্ঞান সৃজিলা– খ। ৫২. এই ছয় চিজ প্রভু করিলা প্রচার– খ। ৫৩. বুলিবারে শব্দ প্রভু করিলেন্ত তবে– ক। ৫৪. কাফে নুয়ে এক হন্তে দুই হএ জান– খ। ৫৫. প্রভু– খ। ৫৬. আসেকে– খ। ৫৭. হেরিতে লাগিলা– ক। ৫৮. তিন লাখ– খ। ৫৯. বৎসর– ক। ৬০. করতার অংশ চন্দ্র নুর অংশ সূর্য–খ। ৬১. দোহো হন্তে ছেপদ রঙ্গ দুই এক বীর্য।– ক। ব্রজ-খ। ৬২. অব্দ পরে– খ। ৬৩. নিজ অঙ্গ না দেখিয়া– ক।

নাসিকা তৃতীয় স্বর্গ চতুর্থ ওষ্ঠতল।
পঞ্চ ভেহেস্ত জান হএ যে কণ্ঠাত
বুকস্থানে ষষ্ঠ স্বর্গ সপ্তমে নাভিত।
কটিতে পৃথিবী জন্ম জানুতে পাতাল
আঁঠুতে শক্তি জন্মে পায়ে পাতোয়াল (?)
গিরা তলে গজ বন্দ মহা তলা তল
এ চৌদ্দ ভুবন জন্ম হৈল চৌদ্দ স্থল।
দীলেত আরোহা জন্ম উদরেত নিদ্রা।[৬৪]
ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ সৃজিলেন খোদা।[৬৫]
কলিজাতে খাক জন্ম ফেস্‌কাতে পানি
পিতেত গরল জন্ম তিলিতে নাগিনী।
কর্ণেত কল্পনা জন্ম মণি হতে মন
মগজে আকল জন্ম ফকির বচন।
নাসিকাতে ইস্রাফিল কর্ণেত আজ্রাইল
মুখেতে জিব্রিল জন্ম চক্ষে মিকাইল।
এক এক ফিরিস্তা সঙ্গে সত্তর হাজাব
প্রতি লোমে লোমে জন্ম এক ফিরিস্তার।
ত্রিশকোটি লোমে জন্ম ফিরিস্তা ত্রিশকোটি
নুর মোহাম্মদ হোন্তে উপজিল সৃষ্টি।
বাউতে বসন্তঋত নিদাঘে আতস
খাকেত হেমন্ত জার, কেদারে আবস।
খোসালিতে বেহেস্তে জন্ম শোকেতে নরক
খাস আম আরোহা সৃজিল মল্‌ক।[৬৬]
বন্দে বন্দে গুমরিয়া স্রোত বহে জল
নুর অংশ হতে জন্ম হৈল সকল।
নাভি হতে বাউ জন্ম অগ্নি কর্ণস্থল
কটিতে কাম জন্ম হেমন্ত গুহ্যমূল।[৬৭]
এহি মতে নুর হোন্তে সকল সৃজিল
পয়দা হইয়া বান্দা একত্রে রহিল।[৬৮]

বান্দাগণ স্থানে প্রভু পুছিল তখন
কাহার সৃজন তুহ্মি হও কোন্ জন।[৬৯]
বান্দাগণ বোলে আল্লা সৃজন তোহ্মার
জিউ দিছ লৈবা তুহ্মি সয়াল সংসার।[৭০]
শুনি তুষ্ট করতার কহিল বচন
নুরস্থানে মুরিদ হও তুহ্মি সর্বজন।
আজ্ঞা পাই নুর স্থানে বান্দাগণ গেলা।
কলিমা পড়িয়া[৭১] সব মুরিদ হইলা।
সেই দিন যেইজনে যেইবর পাইলা[৭২]
সেই অনুরূপ কর্ম[৭৩] করিতে লাগিলা।
পীর ফকিরে যদি এমত কহিল
তত্ত্বহীন শিষ্যে তবে[৭৪] পুছিতে লাগিল।

পাক পঞ্চাতন

পাঁচতন পাকের কথা কহত আপনে
পীর ফকিরে কহে শুন সাবধানে।
মোহাম্মদ, আলি, ফাতেমা, হাসান, হোসেন
আউয়ালে আখেরে জান এহি পঞ্চজন।
যেইদিন বান্দাগণ মুরিদ হইল
নুরের অঙ্গেত এহি গহনা দেখিল।[১]
মস্তকেত সেতাবা[২] দেখিল সেইদিন
উত্তর কুতুবে সেই সেতারা যে চিন।[৩]
হাঁসুলি গলাত ছিল[৪] হজরত আলি
ধুক্‌ধুকি কলিজা 'পরে ফতেমা কুমারী।[৫]
দুই কর্ণে দুল জোড়া[৬] হাসান হোসেন
পঞ্চতম পাকের কথা শুন মহাজন।[৭]
যেইজন নুরের দেখিলা যেই রঙ্গ
আগে পাছে মধ্যে তার সেই হৈল সঙ্গ।[৮]

৬৪. গোর্দা হতে নিদ্রা– খ। ৬৫. আবাম ব্যাবাম সব সৃজি আছে খোদা– ক। ৬৬. মএয়ালখ–খ। ৬৭. এ চৌদ্দ তবক হৈল....হেমন্ত গুহ্যমূল– অবধি অধিকাংশ পাঠ 'খ' থেকে গৃহীত। ৬৮. পয়দা কুলীন্দা স্থানে সব স্থির হৈলা– খ। ৬৯. আমাস্থানে স্থান মাগ কিসের কারণ– খ। ৭০. করতাব– খ। ৭১. কালাম কহিয়া– খ। ৭২. যেমত দেখিলা– ক। ৭৩. সেইজনে সেই কর্ম–ক। ৭৪. শুনিয়া আদম চান্দে– 'খ'। 'খ' পুথিতে সর্বত্র কবির নাম আদমচান্দ।

১. তানা জেওর আছিলা– খ। ২. সিরতাজ– ক। ৩. উত্তরে কুতুব তারা এহি তারা এহি চিন– ক! উত্তম কুতুব– খ। ৪. বাহুবন্দে বাজ পবে– খ। ৫. লক্ষ্যপুনি– সুপালি– খ। ৬. নুব– খ। ৭. দিয়া মন– খ। ৮. বহিলেক তার– খ।

কায়মনে সর্বজনে নুর প্রণামিলা
বড়াই করিয়া অগ্নি প্রণাম না কৈলা।
ক্রোধ করি অগ্নি প্রতি কহে করতার
নুর নিন্দা যে করিল নাহিক নিস্তার।[৯]
সেই দোষে এক রগ কাফির হইব
নুর নিন্দা হোন্তে তার দুর্গতি ফলিব।
আতসে শুনিয়া হেন ভয় পাই মনে
আপনে আর্দাশ করে প্রভুর চরণে।
এক রগ কাফির যদি করিলা আক্কার[১০]
আক্কার আচারে নষ্ট হইব সংসার।
এথ শুনি করতার প্রসন্ন হইল
আতসের কাফির রগ নিকালি পেলিল।
সেইত কাফির অংশ মথন করিয়া
মারিচেরে সৃজিলা প্রভু সেই[১১] অংশ দিয়া।
জোড়[১২] দিয়া পাঠাইল পৃথিবী মাঝার
মারিচের পুত্রে পৌত্রে ভরিল সংসার।
ষাইট হাজার অব্দ তারা[১৩] পালিলেন্ত ক্ষিতি
মারিচের গণে পাপ করিলেক অতি।
সেই দোষে[১৪] সংহার করিল নিরঞ্জন
তার পরে সুরগণ[১৫] করিল সৃজন।
ত্রিশ হাজার অব্দ তারা[১৬] আছিল ভুবন।
তার পাছে ঘোড়াগণ কবিল সৃজন[১৭]
দশহাজার অব্দ তারা পালিল ভুবন।[১৮]
পাপহেতু করতার সংহার করিল
বহুত পিরীতে আল্লা আদম সৃজিল।
আদম সৃজন কথা কহিমু এখন
সংসারে আদম পয়দা কৈলা নিরঞ্জন।
ক্ষিতি হোন্তে খাক আনি করিলা মথন
আপনার চারি চিজ দিলা নিরঞ্জন।
নুর হোন্তে চারি চিজ দিলেক তাহানে
চারি অংশ দিলেন্ত ফিরিস্তা চারিজনে।
চারি ফিরিস্তার চারি রুহ্ রাখিলেন
ত্রিশ কোটি ফিরিস্তার সঙ্গে রুপিলেন।[১৯]
রবি শশী দিবানিশি নক্ষত্র শোবিত[২০]
আঠার হাজার যথ আদম সহিত।
আপনার গুণ যথ দিলেন তাহানে
আদম সৃজন করে প্রভু নিরঞ্জনে।[২১]
গুহ্য মূল[২২] অস্থিখান করিল গঠন
অস্থিলক্ষে করিলেন্ত নাভির পত্তন।
ষাট হাজার রগ যথ ডালে ফুল[২৩]
তিন শত বাষেট্ট রগ পাছে পাড়ে মূল[২৪]
তিনশত বাষেট্ট মধ্যে ষাইট রগ হৈল
ষাইটের প্রধান রগ তিরিশ গাছি থুইল।
তিরিশের প্রধান রগ পঞ্চদশ গাছ
পঞ্চদশ রগের থুইল পঞ্চ গাছ।[২৫]
ইঙ্গলা পিঙ্গলা ত্রিপিনী[২৬] সরুয়া শঙ্খিনী
এহি পঞ্চ রগে হএ[২৭] আদম পত্তনি।
ইঙ্গলা নাক পিঙ্গলা কান ত্রিপিনী[২৮] কৈল মুখ
সরুয়া যে ময়নালী শঙ্খিনী ত্রিমুখ[২৯]
ছয়কুড়ি ছয়খান হাড় যে গাড়িল[৩০]
ছয়কুড়ি[৩১] লোমে ঘর ছাউনি করিল।
শির হোন্তে টান কৈল[৩২] বত্তিশখান রূপা

---

৯. জেই শূনহ তাহার– খ। ১০. অঙ্গে মোব– খ। ১১. পযদাএ কৈল নিজ অংশ দিয়া– খ। ১২ যথ– খ। ১৩. বৎসর– ক। ১৪. পাপে– খ। ১৫. স্তুরগণ– খ। ১৬. বৎসব– ক। ১৭. সৃজ্জি নিরঞ্জন– খ। ১৮. এ দশ হাজার বৎসর পালিল সংসার– ক।

১৯. অংশ যে রুপিলা– খ। এর পরে চার চবণ অতিবিক্ত পাঠ পদান্ত মিল নেই। সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত :
আর্শ কোর্শ লোহ কলম ভেহেস্ত দোজখ
স্বর্গমর্ত্য পাতাল আর এই চৌদ্দ ভুবন
আপনাব দিলতুন যথ দিলেক তাহাতে
নুর হোন্তে চারি চিজ আদ্যেত সৃজিল– খ।

২০. সূর্যের যে জোত–খ। ২১. দীননাথ– খ। ২২. উর্ধ্বমুখী– ক। ২৩. জান তাব পরে পোল– খ। ২৪. ছৈছট্ট হাজাব রগ খাছ ধবে মূল– খ। ২৫. বগে জান হৈল রাস– খ। ২৬. তিরমোকা>ত্রিমুখা?– খ। ২৭. পাচগাছ রগ এহি– খ। ২৮. কর্ণমুনি– ক। ২৯. তিরমোকা সঙ্কিনী– খ। ৩০. অঙ্গ গারিলেন– খ। ৩১. কোটি– খ। ৩২. পান কৈল– ক, পাপের কৈলা– খ।

বানাইল আদম মূর্তি ঊর্ধ্বমুখী কুপা।[৩৩]
বাব জোড়া তের বৈঠা বাসত্তর খুঁটা[৩৪]
বাসত্তর জিন্দা লইয়া মন তাত[৩৫] আটা
হস্তে পদে বার গাইট বুরুজ কহি তারে[৩৬]
বাসত্তর জিন্দা লৈয়া মন তাতে চরে।
আঠার হাজার আর এ তিন আলম
এ সকল দিয়া প্রভু সৃজিলা আদম।
চারি ফিরিস্তার চারি রুহ যে রাখিলা
নুর অংশ আরোহা যে তাহাতে রূপিলা।
রুহ হারিস রুহ মারিস রুহ মুসাফির
রুহ মুকিম জান আদমের স্থির।[৩৭]
রুহ মুকিম তেঞি জিব্রিল অংশ[৩৮]
মুসাফির রুহ জান ইস্রাফিল অংশ।
রুহ হারিস তেঞি মিকাইল অংশ
রুহ মারিস জান আজ্রাইল অংশ।
আর্শকোর্শ লোহ কলম[৩৯] দোজখ ভেহেস্ত
চিন্তা মগ্ন দিছে[৪০] প্রভু আদমের সাথ।
সপ্ত আসমান প্রভু রাখিলা মাথাত।
এ সপ্ত জমিন প্রভু স্থাপিলা নামাত।[৪১]
জাহেরেতে নুব হৈল তা' হোন্তে আদম[৪২]
তনু আদমের প্রাণ নুর দমে দম।[৪৩]
চারি চিজ চারি বীর্য সে চারি মোকাম
চাবি ফিবিস্তার চারি স্বতান্তর নাম।
চারি রঙ্গ চারি জিকির অনুপাম[৪৪]
বড় মান্যে চারি চিজ অতি অনুপাম।
চারি চিজ নেক আর চারি চিজ বুরা
বাপ মায়ের অষ্ট চিজে এহি তন পুরা।
চারি তন থুইল আর চারি নাম তার[৪৫]
দিল কুতুব তারা পরী ষোল জনার।[৪৬]
হায়াত মওত আর রিজিক দৌলত
এ চারি চিজের তত্ত্ব জানিব কেমত।

বামেতে আপদ আর দক্ষিণে দৌলত
সমুখে রিজিক আর পিছে কেয়ামত।
জামিনদার বামে গেলে আপদ হৈব
দক্ষিণেত গেলে জান দৌলত বাড়িব।
পিছু ভাগে গেলে জান নিশ্চএ মরিব।
জামিনদার সঙ্গে থাকে তনের নিগাহমান
মওতের সাক্ষি দিব হৈব বিদ্যমান।
কেরামিন খাতেমিন মন্‌কীর নকির
কেরামিন খাতেমিন ডানে বামে স্থির।
নকির সমুখে থাকে মনকির থাকে পিছে
ত্রিভুবনে যথ কিছু আদমেরে দিছে।[৪৭]
নবনাড়ী ব্যক্ত আছে একনাড়ী গুপ্ত
আঠার মোকামে নাম বাজেয়াপ্ত।[৪৮]
কর্ণ দুই চক্ষু দুই নাক দুই ছয়
মুখ এক নীচে দুই ছয় তিনে নয়।
তালু দিয়া গোপ্ত পন্থ এহি জান সার
এহি পন্থে প্রভু যাইব না দেখি নিস্তার।
বাসত্তর জিন্দা জিউ নাভি দেশে ঠাম
অষ্ট কলে তালি দিলে[৪৯] বাজে নিজ নাম।
বসন্ত নাভিতে খাটে নিদাঘ খাটে আঁতে
ফেস্‌কাতে কেদার হেমন্ত কলিজাতে।
বসন্ত নিদাঘ আর কেদার হেমন্ত
এহি চারি ঋতে তনু সদাএ পালন্ত।
ধন জন সুখ ভোগ সম্ভোগ করিয়া
আদম সৃজিলা প্রভু সব রস দিয়া
পীর ফকিরে যদি এমত কহিলা
তত্ত্বহীন শিষ্যে তবে পুছিতে লাগিলা।[৫০]

---

৩৩. কয়া, কুযা– ক মূর্তি স্থলে 'ছোপি'-খ। ৩৪. এবাব বুকজ তাত বাসত্তর কোঠা–ক। ৩৫. লইয়া মনা তাও ছোঠা– ক, জিউ তাতে মন থেটা– খ। ৩৬. গাচি অষ্ট গুক জান তারে– খ। ৩৭. ভুগিত ন দিছে আদমেব– খ। ৩৮. বংশ– খ, অংশী– ক। ৩৯. চন্দ্র সূর্য– ক। ৪০. গম দিচে জান–খ। ৪১. আমাত– খ। ৪২. জবকতেত......নুরের আদম– খ। ৪৩. আদম প্রণাম নুর এহি দমে দম– ক। ৪৪. চারি চিজ সে চারি জিকির- নিজ নাম-ক। ৪৫. তুরমন– ক। ৪৬. চাবিদিগে চারি কুতুব পরী ষোলজন– ক। ৪৭. এ সকল জথ ইতি আদমেরে দিছে– ক। ৪৮. বাজে আপ্ত– ক, তপ্তে– খ। ৪৯. অকালেত কর্ণদেশে– খ। ৫০. শুনিয়া আদমচান্দে পুনি জিজ্ঞাসিলা– খ।

জিন্দার হিসাব

আর কিছু কহ গুরু[১] মধুর বচন
পীর ফকিরে কহে জিন্দার কখন।
বাসত্তর জিন্দার হিসাব কহিবাম[২]
যার যথ কাম কহি যার যথ নাম।
আব আতস জান খাক আর বাউ
পানির প্রাণ[৩] খাকের ঘর বায়ু হোন্তে আউ।
বাতাসের ঘর নাভি আতসের আঁত
পানি রহে ফেস্‌কাতে খাক কলিজাত।
চা'রি চন্দ্র চারি বীজ পুনি সে আদম[৪]
আদ'চন্দ্র মগজ আর নিজ চন্দ্র দম।
অনুম্য্য চন্দ্র, লহু, তনু, রুহানি আদম[৫]
স্থাপন করিছে তাত এ চারি মোকাম।
নাসুত মোকাম কর্ণ নাসিকা মলকুত
জবরুত চক্ষু হএ মুখ যে লাহুত।[৬]
লাহুত মোকামে বৈসে নামে ইস্রাফিল
নুরী-ফিরিস্তা তাঞি বড়হি কামিল।
হকে তাঞি জিকির করএ নিরন্তর
খেদমত দিয়াছে তানে বাতাস উপর।
সবুজ ঘোড়া সবুজ জোড়া সবুজ তান রঙ্গ
সত্তর হাজার দূত আছে তান সঙ্গ।
জবরুত মোকামে বৈসে মেহেতর আজ্রাইল
দোন জাহানের কাজি ফিরিস্তা কামিল।
ব্যাঘ্রের শরীর তান আতসের ধার[৭]
নুরী ফিরিস্তা তাঞি হজরত সংসার।
ইল্‌লল্লা জিকির করএ বারেবার
নুরের মুরিদ তাঞি আতসের দ্বার।[৮]
ছেহা ঘোড়া ছেহা জোড়া ছেহা তান রঙ্গ[৯]
সত্তর হাজার দূত আছে তান সঙ্গ।
জনম মরণ ভেদ আজ্রাইলে জানে
দোন জাহানের কাজি সবে তানে মানে।
মলকুত মোকামে বৈসে মেহতর জিব্রিল
খাকের নিগামান তাঞি নুরের উকিল।
নুরী ফিরিস্তা তাঞি ময়ূরে সোয়ার
আল্লা আল্লা জিকির স্মরএ করতার।
জরদ ঘোড়া জরদ জোড়া জরদ তার রঙ্গ[১০]
সত্তর হাজার দূত আছে তান সঙ্গ।
লাহুত মোকামে বৈসে মেহেতর মিকাইল
সর্পের শরীর তান জলের উকিল।
নুরী ফিরিস্তা তাঞি পানির সর্দার
আল্লা আল্লা জিকিব স্মরএ করতার।
সফেদ ঘোড়া সফেদ জোড়া সফেদ তান রঙ্গ
সত্তর হাজার দূত আছে তান সঙ্গ।

চার চিজ

এবে শুন এ চারি চিজের কথা কহি
এশ্‌ক, আকল, হিম্মত, ফিকির– চারি এহি।
এশক পয়দা কৈল আ'কল-তুন হরি'[১১]
ফিকিরে কারবার করে হিম্মত নাম ধরি।
এহি চারি চিজ নুর-মোহাম্মদ হোতে
রসুলেহ মান্য তাক করিছে নিশ্চিতে।
ক্ষমা দয়া শান্ত ধৈর্য– এহি চারিজন
দীল উজীর তানা অতি মহাজন[১২]
কাম ক্রোধ লোভ মোহ– এহি চারি জন
ইব্লিসের পাত্র তার বড়হি দুর্জন।[১৩]
কামবাণ সংহারিব সবরের হাতে[১৪]
ক্রোধ সংহারিব জন ক্ষেমা দিব চিতে।
লোভ সংহারিব জান পরচর্চা। যে এড়িয়া
মোহ সংহারিব জান চৈতন্য সেবিয়া।[১৫]

১. সাহেব– ক। ২. জিন্দাসব কহি শুন নাম - খ। ৩. পুনি পুনি– ক। ৪. আদমের প্রাণ সম হৈল– খ। বীজে স্থলে বীর্য। ৫. উলামর্ত– খ। রুহিনি–ক।
৬. নাসুত নাক আর জবরুত হএ কান
মলকুত মুখ হএ লাহুত নয়ান– ক।
৭. আগুনে সঙ্গাব– ক। ৮. চাদর আতসের– খ। ৯. 'ছেহা' স্থলে 'কালা'– খ। ১০. জঙ্গ– ক, বজা– খ। ১১. আকল সতোয়ারি– ক. ১২.এই চারি জন– খ। ১৩. ইব্লিস উজির তার এ চারি দুর্জন– খ। ১৪. চর্চা বাক্য হতে– খ। ১৫. চেতাইয়া– খ।

জনকের চারি চিজ শুন দিয়া মন
হাড়-রগ-মণি-মগজ আদম পত্তন।
হাড়ে ঠুনি রগে বান্ধ মগজে যে জুতি
মণি মধ্যে মন-ঘোড়া চরে দিবারাতি।

জননীর চারি চিজ আদমের বেড়া
লহুএ বল চামে ছাউনি লোমে হেরা।[১৬]
আর কোন্ চারি তন শুন তার নাম
তন লতিফা হেরি চাও তন কাসি দম।
তন বকাউ আরও তন ফানা ধর
এহি চারি তন জান আদম উমর।
ছনওয়ারি দম জান দমওয়ারি দিল মদর
নীল পতাকা আকল যে ক্রোধ অহঙ্কার।[১৭]
আরোহার থরে থরে দিল[১৮] মহাজন
চারি কুতুব তারার কথা শুনহ বচন।[১৯]
পশ্চিমে কুতুব নাম আবদুল করিম
উত্তরে কুতুব নাম আবদুল রহিম।
পূর্বেত কুতুব নাম আবদুল জলিল।[২০]
দক্ষিণে কুতুব নাম আবদুল খলিল।[২১]
চারি কুতুব ষোল পরী বিংশ অঙ্গুলি
আদমের স্থানে প্রভু দিল এ সকলি।[২২]

গুরু তত্ত্ব

পীর ফকিরে যদি এমত কহিলা
তত্ত্ব হীন শিষ্যে তরে পুছিতে লাগিলা।
কাহার মুর্শিদ[২৩] কেবা কি করে ভক্ষণ
পীরে বোলে শুন কহি তার বিবরণ।[২৪]
তনের[২৫] গুরু মন মনের গুরু পবন
পবনের গুরু শূন্য শূন্যের গুরু নিরঞ্জন।
আউটি[২৬] নায়ের গাএ আকল কাণ্ডারী
বাসত্তর জিন্দা লই মায়ার আসরি।
তাল দিয়া উঠে ধুয়াঁ তালুতে যে লাগে[২৭]
যার লাগি পুছে[২৮] সেই কাম কর আগে।
আঠার মোকাম মাঝে মণি কণ্ঠ স্থল[২৯]
নুর মোহাম্মদ নাম জপ পলে পল।[৩০]

মনতত্ত্ব

পীর ফকিরে যদি এমত কহিলা
তত্ত্বহীন শিষ্যে তবে পুছিতে লাগিলা।[৩১]
কোন ঘরে গেলে মন কোন্ কাম করে
মনের গমন গুরু কহত আম্কারে।
পীর ফকিরে বোলে শুন দিয়া মন
বিচারিয়া[৩২] কহি শুন মনের গমন।
টলমল করে মন নাহি তার স্থিতি
সহস্রেক ধারে মন চলে বায়ুর গতি।
যেই মোকামেতে মন যাএ যেইক্ষণ
সেই অনুরূপ কর্ম করএ তখন।
নাভির কুণ্ডেতে মন যেই ক্ষণে যাএ
ছটফট করে মন ভুখেত নিশ্চএ।
মলদ্বারে মনুরা যেই ক্ষণে যাএ

---

১৬. লোম চর্ম চানি ঘোরা আর খমহেরা– খ। ১৭. আব কোন্ চারি...ক্রোধ অহঙ্কার– 'খ'-এর অতিরিক্ত পাঠ। ১৮. আবেত আবিদিন অতি মহাজন– ক। ১৯. চাইর কুতুব আর পরি সোলজন– খ। ২০. রসিদ–ক। ২১. জলিল– ক। ২২. বাসতৈর জিন্দার হিসাব তাহা বুলি– ক। ২৩. মুরিদ– ক, খ। ২৪. পীর ফকিরে বোলে শুন দিআ মন– ক। 'খ' এর অতিরিক্ত পাঠ ঃ

দিলের মুর্শিদ হএ আসক আক্কল
নয়নের মুর্শিদ হএ সরম ভরম
ইমানের মুর্শিদ হএ আক্কব গোপ্তম
জবানের মুর্শিদ হএ মনুরা গোপ্তম।

২৫. আয়ুর– ক। ২৬. আউট হাত– ক। আট হাতের– খ। সম্ভবতঃ অষ্টাঙ্গ থেকে আউটি। ২৭. তেহরিতে উদহ মাতা দিয়া লাগে– খ। ২৮. কান্দিবা– খ। ২৯. যথ মদিনা কৈল স্থল-ক। ৩০. দোয়া তাত জপে ভাল– ক। ৩১. শুনিয়া আদম চাঁদে কৈল জিজ্ঞাসন– খ। ৩২. বিস্তাবিয়া– খ।

উদ্দাম থাকএ চিত্ত কিছু নাহি ভএ।
কলিজাত গেলে মন ছন্ন ভাব হএ
আপনার শুভ বুদ্ধি[১] কিছু নাহি রহে।
পিতেত সামাইলে মন গরল বাণ খাএ
গরলের তেজে সব জ্ঞান হরি যাএ।
দীলেত[২] সামাইলে মন হৈব বিভোলা।
যেন ছাবালে করে নিদ্রা মাঝে খেলা।[৩]
ফেকসাতে গেলে মন মায়ায় ফিরাএ[৪]
স্ত্রী পুত্র ধন জন সকল চিন্তএ।
কণ্ঠদেশে গেলে মন করএ কল্পন[৫]
জিহ্বামূলে অষ্টকলে কহেন বচন[৬]
জিহ্বা আগে মন গেলে সদাএ ভক্ষণ[৭]
কি খাইব কি খাইব করি করএ চেষ্টন।[৮]
আলা-জিহ্বাতে মন যাএ যেখনে।
নেকি কর্ম করিবারে চিন্তএ তখনে।
শ্রীগোলাতে গেলে মন হএ পুরন্দর।
অষ্টকলে বাদ্য বাজে শুনি নিরন্তর।[৯]
নাসিকাতে গেলে মন অজপা জপএ
কর্ণমূলে গেলে মন বচন বুঝএ।
নয়নেত গেলে মন দিদার দেখএ
মগজেত গেলে মন প্রভুক ভাবএ।
বাম চক্ষে মনরাজা যাএ যেইক্ষণ
ইব্‌লিসে দাগা দিয়া ভোলাএ তখন।
দক্ষিণ নয়ানে মন যাএ যেইক্ষণ
দিদার করিতে পাএ আপনা দর্শন।
বাম কর্ণে মন গেলে করেন উদাস
দক্ষিণ কর্ণেত গেলে নেকি কর্মে আশ।
হস্তের অঙ্গুলি মধ্যে যেই ক্ষণে যাএ
তঙ্কা কড়ি বহু ধন সঞ্চিবাবে চাহে।
বক্ষেতে গেলে মন বুঝিবারে রণ
পিল্লি[১০] ভাগে গেলে মন নিদ্রাতে মগন।
কটি দেশে গেলে মন হএ কাম বাণ
মন্ত্রজ্ঞান ভস্ম হএ কামিনীর স্থান।
আঁঠুদেশে গেলে মন বসিবারে চাহে
পদের পাতালে গেলে চলিতে বাঞ্ছএ।
এহি মতে মন রাজা ভ্রমে বন্দে বন্দ[১১]
শাহদৌলা পীরের কথা রচিলেক চান্দ।

মঞ্জিল তত্ত্ব

কোন্ কোন্ মঞ্জিলেতে আমল কাহার[১২]
এহি বাক্য কহ পীর করিয়া বিচার।
শাহদৌলাপীর বোলে শুন দিয়া মন
যেই যেই মঞ্জিল আমলে যে যে করন।
শরীয়ত পোস্ত জান গোস্ত তরিকত
হকিকত যে বাহন চক্ষু[১৩] মারফত।
শরীয়ত জমিন জান[১৪] তরিকত দম
হকিকত লহু মারফত আকল তম।
শরীয়ত জমিন জান বায়ু তরিকত
হকিকত পানি আসমান মারফত।
পয়গাম্বর শরীয়ত আউলিয়া তরিকত
হকিকত আদম সফি এলম মারফত।

চন্দ্র তত্ত্ব

পুছিএ উদয় কথা রমণীর চান্দা
অমাবস্যাকালে চান্দ কোন ঘরে বান্ধা।
কোন্ দিন চন্দ্র কোন্ ঘরেত জ্বলএ
কোন্ ঘরে গেলে চান্দ সঙ্গম ভাল হএ।
পীর ফকিরে বোলে শুন দিয়া মন
অমাবস্যাকালে চন্দ্র পদের পাতালে
পুরুষের ডাইন পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলে।
প্রতিপদে চন্দ্র উঠে পাতার উপরে

---

১. সোদবোধ– ক। সোতবোধ? ২. হৃদে– খ। ৩. যেমত ছাওয়াল থাকে মাবাপের কোল– ক। ৪. ব্যাপিত যে হএ– ক। ৫. সর্পন– খ। ৬. রাষ্ট্র করি কহ যে বচন– খ। ৭. জিহ্বামূলে গেলে শ্রধা হয় এ ভক্ষণ– ক। ৮. যতন– ক। ৯. অষ্টবন্দ নিত্য করে জথেক উমর– খ। ১০. পিষ্ঠ– খ। ১১. পীর ফকির আজ্ঞা চলিতে আনন্দ– ক। ১২. কোন মন মাএল আমল করে কনকার– খ। ১৩. জোবানি জান চর্ম– খ। ১৪. এ চারি তন– খ।

দ্বিতীয়ার চন্দ্র উগে পিল্লির[১] ভিতরে।
তৃতীয়ার চন্দ্র উগে আঁঠুর উপরে
চতুর্থীর চন্দ্র উগে জানুর উপরে।
পঞ্চমীর চন্দ্র থাকে নাভির[২] ভিতরে
ষষ্ঠমীর চন্দ্র থাকে কটির[৩] উপরে।
সপ্তমীর চন্দ্র থাকে ওঠের[৪] উপর
অষ্টমীর চন্দ্র থাকে কলিজার[৫] উপর
নবমীর চন্দ্র উলে অস্থির উপর[৬]
দশমীর চন্দ্র থাকে নাসিকা উপর।[৭]
একাদশীর চন্দ্র থাকে চক্ষুর ধারে
দ্বাদশীর চন্দ্র থাকে কপাল উপরে
ত্রয়োদশীর চন্দ্র থাকে মূলাধারে।[৮]
চতুর্দশী মগজেত[৯] পূর্ণমাসী লাগে
পূর্ণিমার সঙ্গম ভাল নহে কোন যোগে।
ত্রয়োদশীর রতি ভোগে কপালে খাদ পড়ে
দ্বাদশীর সঙ্গম কৈলে চক্ষের জোত হরে।
একাদশীর সঙ্গম ভাল নাসাতে বৈসএ
দশমীর সঙ্গম রতি চন্দ্র ভাল নহে।[১০]
নবমীর চন্দ্র ভাল সঙ্গম উত্তম
কলিজাত কিরা লাগে অষ্টমী সঙ্গম।
সপ্তমীব সঙ্গম ভাল চন্দ্র নাভিদেশে স্থিতি
কটি দরদ উপজএ ষষ্টমী সুরতি।
পঞ্চমীতে ভাল জানুদেশে চন্দ্র বৈসে
চতুর্থে সঙ্গম ভাল নএ আঁঠুদেশে বৈসে[১১]
তৃতীয়া সঙ্গম ভাল পাএর[১২] উপরে
দ্বিতীএ সঙ্গম নহে পিল্লির[১৩] ভিতরে।
প্রতিপদে রতি[১৪] কৈলে ভাঙ্গএ কপাল
অমাবস্যা দিনে রতি বিনাশএ সাল[১৫]।
রমণীর চন্দ্র উগে বামপদে লাগি
ক্রমে ক্রমে পূর্ণমাসী মগজেত উগি।
আপনার ঠিকে ঠিক রমণীর চান্দ
বামে চড়ে ডাইনে নামে এহি সে নির্বন্ধ।
যথা চন্দ্রে থাকে তথা ঠিকেত পাইব
রমণীর সে মোকামে হস্ত বুলাইব।
আগুন দেখিতে যেন ঘৃত যে উনাএ
পুরুষে ছুঁইতে সেই চন্দ্র উথলএ।
পাতালে পায়ের চাপা হৃদেতে মথন[১৬]
পাএ বুলাইব হস্ত আঁঠুতে মলন।
জানুতে[১৭] বুলাইব হস্ত কটিতে কুরকুরি
নাভিতে বুলাইব হস্ত কলিজা চুরাচুরি[১৮]
কণ্ঠেত হস্তের চাপা ওঠেত চুম্বন[১৯]
কপালে[২০] দিবেক চুম্ব মস্তকে মর্দন।
এহি মতে জান চন্দ্র যে পুরুষ হএ হরি[২১]
অর্ধ কিবা এক ভাগ জের করে নারী
শাহদৌলা পীরে বোলে এই ভেদ রতি
আত্মরক্ষা রতি শিক্ষা যার লয় মতি।
যোনির অন্তরে দিয়া রহিব চাপিয়া
নরম হইলে সেই নাড়িব গাড়িয়া।
নাড়িয়া গাড়িলে যদি টনক হইব
দশ পঞ্চ খুচি দিয়া সে ঠুনি গাড়িব।
গোড়া আগা গাড়া যদি গেল সেই ঠুনি
চাহিয়া নারীর মুখ রহিব সে ক্ষণি।
তন মন সুন্দর দেখি ভুঞ্জিবেক চিত
রমণী দুষ্ট জন কঠিন চরিত।
শীতল পুরিয়া হস্ত বুলাইব স্তনে
রমণীর রস আগে পুরাইতে কারণে।
পূরিয়া নিজ দিকে নারী হইব যখন
শীতল হইব অঙ্গ উল্লসিত মন।
অনুক্রম পরতেক নাহি কদাচন
পুরুষ হই নারী রস পুরিতে কারণ।
অন্য পরতেক হএ দুই পরতেকে
কামের শরণ কেনে ভঙ্গ দিতে রাখে।

---

১. গোটাব– খ। 'উগে' স্থলে 'থাকে'– ক। ২. কটির– খ। ৩. নাভির– খ। ৪. কলিজার– খ। ৫. কন্দব মোকান– খ। ৬. প্রেখ মূলধারে– ক। ৭. ওষ্ঠের– নাসিকার-চক্ষুর কপালের-যথাক্রমে 'ক' ও চ–এর পাঠ। ৮. পূর্ণিমার– খ। ৯. পরে ভাই– ক। ১০. দশমে অষ্ট চান্দ রাত ভাল হএ– খ। ১১. কৈলে দুঃখ আপ্ত দোষে– ক। ১২. পাকের– খ। ১৩. গোটার– খ। ১৪. সঙ্গম– খ। ১৫. মূল– খ। সঙ্গম কৈলে বিনাশএ মূল্য– মৎপুথি। ১৬. পাএর পাতাতে চাপা পিল্লিতে মর্দন– ক। ১৭. যোনিতে– ক। ১৮. কলিজারে ছরি– ক। ১৯. কণ্ঠ হার চাপিবেক অষ্ট চম্পন– খ। ২০. নাসাতে– ক। ২১. জান চন্দ্র যেন হরে নারী– ক।

উল্লসি অগ্নির তেজ ধূম্রকার শৈত্য
কামক্রমে করপদে ধাওয়া করে সত্য।
ভাটি টানি উজান টানি মধ্যস্থল
তবে শৃঙ্গার কর সার নিজ বল।
দিন প্রতি তোলা রস যদি বহি যাএ
কহ দেখি সে জনের কি হবে উপাএ।
শাহদৌলা পীরে বোলে শুন দিয়া মন
বুঝিয়া চলিলে পাইবা অমূল্য রত্তন।
শাহদৌলা পীরে যদি এমত কহিলা
শুনিয়া অধম চান্দে পুনি জিজ্ঞাসিলা।*

রোগতত্ত্ব

পীর-ফকিরে বোলে শুন দিয়া মন
কোন স্থানে বিমারে পড়িলে কোন জন।
আচম্বিত কেহ যদি খবর আসি কহে
কোনদিকে থাকি কহে জানিবা নিশ্চএ।
ডাইনে থাকি খবর কহে দম চলে বাঁএ
মরণ নাহিক তার দুঃখ হএ গাএ।[১]
বামে থাকি খবর কহে দক্ষিণে চলে দম
ইবার মরণ[২] নাহি কুশল উত্তম।
পিছে থাকি খবর কহে ফিরি না দেখিবা
সমুখে খবব কহে লড়খবি পাইবা।

আঞ্জিতত্ত্ব

পীর-ফকিরে বোলে শুন দিয়া মন
এবে কহি শুন আক্ষি আঞ্জির কথন।
প্রভাতেত ধ্যান করি আঞ্জি নিরক্ষিবা
কোন্ দিকে বাউ বহে তাহাকে জানিবা।[৩]
ডানে বামে আইসে যাএ পস্থক দেখিবা
মস্তক উপরে গেলে গুরুর[৪] দেখা পাইবা।
পদের পাতালে গেলে শিষ্যগণ[৫] আসিব
বুকেত লাগিলে জান দোস্ত যে মিলিব।

বিষুতত্ত্ব

কোন দিকে যাইতে বুঝিবা পরতেক
এবে কহি শুন কথা বিষুর যথেক।
এ চারি বিষুর ভেদ শুনহ শ্রবণে
বিচারিয়া কহ গুরু বুঝিতে আপনে।
জল বিষু স্থল বিষু বিষু উত্তর দক্ষিণ
এ চারি বিষুর ভেদ শুন দিয়া মন।
জল বিষু চৈত্র গেলে বৈশাখের আগে*৬
হাড় বিষু আদি করি বুঝ তিন যোগে।
প্রতিদিন ঘরে ঘরে করিবা বিচার
*৭ডানে বামে সমসয়ে পাএ যদি ধার।
বাপ মাও ঘরে বার পাইলে কুশল
এক ধাবে পাএ যদি নাহিক মঙ্গল।
আষাঢ় যাএ শ্রাবণ আইসে দক্ষিণ বিষু এহি
জল বিষু দক্ষিণ বিষু দুই বিষু কহি।
একদিনে না আসিলে বাপ ভাই চাপে
দ্বিতীয়াতে না আসিলে স্ত্রীপুত্র ব্যাপে।
এক দুই তিন দিন হইলে ঘটন
কায়াকে না পাই তাহা আপনা মরণ।

---

* 'শাহদৌলা পীরে বোলে এই ভেদ বতি' থেকে 'শুনিযা আদম [অধম] চান্দে পুনি জিজ্ঞাসিলা'– এই ২৮ চবণ 'খ' পুথিতে প্রাপ্ত। এটি সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত পাঠ। পাঠও অশুদ্ধিপূর্ণ।

১. জীবন উপায়– ক। ২. জাযন– ক। ৩. কোনদিকে হালে ঢলে নিবক্ষি চাহিবা– ক। ৪. গরু– ক। ৫. শিশু যে মিলি– ক।

*৬. জল বিষু চক্ষু পরে বৈশাখে আগে
বিষুভেদ বুঝিয়া চলিবা অনুরাগে।– মৎপুথি

*৭. একধারা তিন দিন যেই জনে পাএ
আপদ নাহিক তান কুশল সর্বথাএ
এক ধারা মধ্যে যদি বহে দুই ধার
নিশ্চয় জানিও তাব মৃত্যু নর সার।– মৎপুথি

সপ্তদিনের শুভাশুভ

পীর-ফকিরে যদি এমত কহিলা
তত্ত্বহীন সেবকে তবে পুছিতে লাগিলা
সাত দিনের ভালমন্দ কহেন বিচারি
জানিয়া বুঝিয়া আত্ম চলিবারে পারি।
পীর ফকিরে যদি কহিলা বচন
সাত দিনের সাত কথা যেমত লক্ষণ।
শনিবারে আজ্ঞা দিলে যেই দিকে পাএ
সেই যাত্রা ভাল হএ যে দিকে যে যাএ।
এক ধারা দম যদি ডাইনে বহে ভাল
দোধারা বহিলে দম বড়হি জঞ্জাল।
বামে যদি একধারা পাএ শনিবারে
তাহাতে অযাত্রা হেন কহে গুরুবরে।
রবি মঙ্গল বৃহস্পতি ডানে বায়ু ভালা
সোম-শুক্র-বুধে দম বামে বহে আলা।
এহি তিন দিনে যদি দক্ষিণে দম বহে
বাপের ঘরে মায়ে গেলে বিবাদ ঘটএ।
বাম ভিতে সাত দিন দম পুরি আইলে
ভালা নহে তাহাব জঞ্জাল বড় মিলে।

যাত্রাতত্ত্ব

পীর-ফকিরে যদি এমত কহিলা
তত্ত্বহীন সেবকে তবে পুছিতে লাগিলা।
এ মহাযাত্রার কথা কহত বিচারি
মরণ সময় যে হৈতে খবরদারি।
পীরে বোলে মহাযাত্রা হএ যেই দিন
সাত দিন পরে মৃত্যু হএ তার চিন।
চক্ষুর জল হাঁচি হাসি মল বিন্দু পঞ্চ।
একত্রে করিলে যাত্রা মৃত্যু হএ সঞ্চ।
বর্হিদেশ মণি যদি একত্রে চলএ
সাতদিন পবে তার মরন নিশ্চএ।
এহি যদি এক চিজ নিকলিয়া যাএ
মরণ নাহিক তার দুঃখ হৈব গাএ।
চক্ষুর জলে যাত্রা কৈলে ব্যাধি শোচ-তাপ
হাঁচি যাত্রা কৈলে হএ বায়ুর ভাব লাভ।
হাসি যাত্রা কৈলে হএ আজার কুপিত
শুনহ মুমীন ভাই রহ সমাহিত।
হায়াত মওত আর রিজিক দৌলত
কেমতে জানিব মুঞি কোন্ দিল তত্ত্ব।
পীর বোলে বৈশাখের প্রথম দিবসে
দুই প্রহরের বেলা পদ্ম শিরে পশে।
সেই বেলা উত্তর মুখী হৈয়া ডাণ্ডাইব
কোন্দিকে ছায়া পড়ে নিরক্ষি চাহিব।
ডানেত দৌলত জান বামেত আপদ
সমুখে রিজিক আর পিছেত মওত।

তালিতত্ত্ব

পীর ফকিরে বোলে শুন দিয়া মন
অষ্ট কলে তালি দিলে আখেরে তরণ।
বাসত্তব কোঠা আর তিন শত নাড়ী
অষ্ট মোকামেত মুর্শিদে দিছে বাবি।
নাকেত লাগএ তালি উজানে চলে দম
মুখেত লাগএ তালি কথা কহে কম।
কর্ণেত লাগএ তালি পরচর্চা না শুনিবা
চক্ষেত লাগএ তালি নিরক্ষি চাহিবা।
গুহ্যেত লাগএ তালি টিপ দিবা ঘন
সরুয়া ময়নালী তবে ঋতু আপেক্ষণ।
নাভিত লাগএ তালি সাঞিের জপন।
পীরে বোলে শুন তুহ্মি মনের প্রবন্ধে
অষ্টকলে তালি দিয়া রহত আনন্দে।
অনাহত শব্দ উঠে[১] অষ্টকলে সাজে
অষ্টগণ কবি মুখ্য[২] মধ্যে মধ্যে বাজে।
শূন্যময় করতার শূন্যে বান্ধা ঘর
শূন্যে উঠে শব্দ মিশে শূন্যের ভিতর।
শূন্যে আয়ু শূন্যে বায়ু শূন্যে মোর মন[৩]
আকল ফিকির আর শূন্যেব ত্রিভুবন।[৪]
শূন্যে দম শূন্যে খোম শূন্যে মোরা বান্দা
শূন্যে জীউ শূন্যে পিউ শূন্যে সব জিন্দা।

---

১. নানা শব্দে বাদ্য বাজে– গ। ২. অষ্ট কল্পন কবে মুখ মধ্যে বাজে– ক।
৩. মরণ– গ। ৪. মধ্যে শূন্য ত্রিভুবন– ক।

কিবা ছোট কিবা বড় জ্ঞান যেবা ধরে।
আকল করিয়া সবে বুঝিবা সত্বরে।
যত্ন করি ধরিবেক্ত রসুলের পাএ
আখেরে উঠাই দিব[১] আজাবের দাএ।

দরবেশী মহল

কহিবারে না পারিএ মহিমা সকল
মন দিয়া শুন কহি দরবেশী মহল।
যে জন মুমীন হএ নেকিতে আমল
সেই যে জানিতে পারে দরবেশী মহল।
আউয়াল দরবেশী যেই কাম করিব
জাহিরে বাতিনে সেই পাকিজা হইব।
পাকিজা হইলে হএ রহম[২] খোদার
গুনা হোন্তে পাক হএ আজাব নাহি তার।
তন পাকিজা হইলে দীলের রোসন
তনের আদল হএ[৩] প্রসন্ন বদন।
প্রথমে জানিবা যথ দরবেশী[৪] বিচার
দ্বিতীএ জানিবা যথ এবাদত খোদার।
তৃতীএ দরবেশী শুন তনের বিচার
চতুর্থ দরবেশী জান হিম্মত[৫] আপনার
পঞ্চম দরবেশী শুন দীলেরে[৬] দেখন
ষষ্টম দরবেশী শুন বাবির লক্ষণ।
সপ্তম দরবেশী শুন বিন্দু যথা রহে
অষ্টম দরবেশী শুন আত্তমা পরিচএ।
নবম দরবেশী শুন কার্য করিবার
পরকার্য করিবা যেই সামর্থ্য প্রকার।[৭]
প্রথম প্রকার কহি[৮] জানিবা দরবেশী
আপনার কায়া আগে রাখিব পরামিশি(?)[৯]
এ চারি মঞ্জিলে জান খোদার এবাদত
শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত।
এহি চারি মঞ্জিলের যার যেই নাম
তার কথা কহি শুন অতি অনুপাম।
আউয়াল মঞ্জিল শরীয়ত নাম ধরে
ইমা দড় করিয়া কলিমা যেবা পড়ে।
নামাজ গুজারিব তবে হই সাবধান[১০]
তিরিশ রোজা রাখিবা যে চান্দে রমজান।
হজ গুজারিবা, দিবা মালের জাকাত
হালাল হারাম যে জানিবা দড় বাত।[১১]
আপনার 'হক' পরে জানিবা আপনে
পাকিজা হৈয়া সব থাকিবা সাবধানে।
মুমীনের আচার কার্য জানিবা এমত
শরীয়ত মঞ্জিলে জান নাসুত নাম তত্ত্ব।
তরিকত মঞ্জিলে মলকুত নিশ্চএ
শয়তানের বাসা নাহি তথাত নিশ্চএ।[১২]
আল্লা সে আপনে পাক পরওয়ার দেগার
যে জন পাকিজা থাকে দোস্ত হএ খোদার।
তরিকত মঞ্জিলে ডুবিব যেই নর
মায়া পাসরিব সব দুনিয়া ভিতর।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এহি চারিজনা
ক্ষেমা দিবা যার যথ বদির ভাবনা।
সকল আচার যদি পার এড়িবার
হকিকত মঞ্জিলে তবে পার বন্দিবার।
হকিকত মঞ্জিলে জবরুত নাম ধরে
একিদা হইয়া আপ থাকিব সবরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব হতে সবরি থাকিব
আপনে জানিয়া[১৩] বান্দা আপনে মিশিব।
মারফত মঞ্জিলে তবে একিদা করিবা
একমন হৈয়া তবে কোরান পড়িবা।[১৪]

১. উরাইবা যদি– গ। ২. পাইবা রহমত– গ। ৩. অধিক হএ–ক। ৪. তনের– গ। ৫. শক্তি– গ। ৬. দিদারে– গ। ৭. যে কার্য করিবা যেই যেমত প্রকার– ক। ৮. প্রথমেত কহি শুন– ক। ৯. আপনার আপনে করিবা পরামিশি– ক। পোমাসি– গ। ১০. নামাজ পড়িবা সবে হইয়া এক ধরান– গ। ১১. জানিবেক তাত– গ। ১২. শয়তানেব দাগা-নাই তাহার তনয়– গ। ১৩. কান্দিয়া– গ। ১৪. এক মন চিন্তা পড়িবা কোরান– গ। কোরান পড়িবা তবে এক মন হৈয়া...ক।

এবাদত তত্ত্ব

কর্ণের এবাদত শুন দিয়া মন
তাহার বৃত্তান্ত কহি সব বিবরণ।
যথ ধ্বনি উঠে সব গগনের মাঝ
পঞ্চজন লৈয়া হৈল মনুরার সাজ।[১]
সেই ধ্বনি যদি থাকে আরোহার স্থানে।[২]
শরীর নিরোগী হএ শুন পরিমাণে।
নজরের এবাদত শুনহ এখন[৩]
এক খেয়ালের দৃষ্টি রাখিবা সর্বক্ষণ।[৪]
'হক' বিনে কথা ভাই[৫] আর না কহিবা
খোদার রহমতে বান্দা আমানে থাকিবা।
নাসিকার এবাদত শুন সর্বজন[৬]
যে দ্বারে বাবি করে আমনগমন।
এহি রীতে সহজে বাবি টানিয়া তুলিব
যথ ধ্বনি উঠে তাত আবাজ শুনিব।[৭]
বিল্লা[৮] এবাদত কিছু না করিবা ভএ
অর্ধ প্রহর এবাদত করিবা নিশ্চএ।

তন বিচার

এবে কহি শুন যথ তনের বিচার
এক তনে চারি তন শরীর মাঝার।
এ চারি তনের কথা শুন দিয়া মন
যেইরূপে[৯] পয়দা হইল সাহেবের ধন।
বাপের বিন্দু মায়ের রক্ত সাহেবের বাই
এহি তিন মিলি গিয়া হএ এক ঠাঁই।
পবনের তেজে তার আতস জন্মিল
আতসের তেজে তবে[১০] বিন্দু পাক হৈল।
এক পাকে চল্লিশ জিন হৈল পূরণ[১১]
নারী তবে গর্ভবতী হইল তখন।
হায়নে হায়নে (?)[১২] হইল চারি ভাগ
আব-আতস-খাক-বাত-চারি করে পাক[১৩]
বাপের চারি মায়ের চারি সাহেবের দশ[১৪]
আঠার মোকাম মধ্যে চলে মহারস।[১৫]
আল্লার দশ চিজের শুনহ বাখান
একিদা হইয়া শুন হই সাবধান।
চন্দ্র সূর্য কাম বিন্দু শরীর মাঝার[১৬]
চিত্ত দিয়া শুন কহি তাহার বিচার।
অনাহত পুরুষ পরাণপুরে বাস[১৭]
এক ঘরে দশ দুয়ার করিল প্রকাশ।
আছে আছিব মিশিব কোন জায়গাএ[১৮]
তপ খুরের (?) মঞ্জিল কহত কোথাএ।
খোদারে বোলে কোন্ আপনি তুমি কোন্
কায়াতে কাহার সনে খেলা করে মন।[১৯]
আপনে চিনিয়া লও নাসিকার ধ্বনি
জ্ঞানে[২০] চিনিয়া লও গুরুর বচন খানি।

নাড়ী তত্ত্ব

এবে কহিব শুন নাড়ীর বিচার
চৌষট্টী নাড়ী জান শরীর মাঝার।
তার মধ্যে দশ নাড়ী যার যেই নাম
তার কথা কহি শুন অতি অনুপাম।
যথ নাড়ী তথ দম বহে শত শত[২১]
যথ নাড়ী তাথু ধিক করে এবাদত।[২২]

---

১. পঞ্চজন লই আইসে মনুরায় সাজে– গ। ২. আববাউ স্থানে– ক, গ। ৩. শুন দিয়া মন– গ। ৪. নিরীক্ষণ– গ। ৫. হক ঋজু কথা জেই– ক। ৬. শুন দিয়া মন– গ। ৭. সেই জেই খাছির উপরে যে তুলিবা– ক। উঠে মনে– ক। আত্তমা শুনিব– গ।৮. বিন্দুর– ক। ৯. যে বাপে– গ। ১০. বীর্য– ক। ১১. স্থাপন– ক। ১২. হারল ভুবন– গ। ১৩. কাব চারি লাগি– গ। ১৪. আল্লাপুরাদশ– ক। ১৫. জ্বালএ মহরফ্র– ক। ১৬. মণির– গ। ১৭. পানহেতু পুরুষ পরাণে দরবেশ– গ। আনাহেতু পুরুষ পুরান পুরবাস– ক। ১৮. ভূমি সির কোন জাএ– গ। ১৯. কামরসে থাক তুমি খেলা কর মন– গ। ২০. প্রভাবে চিনিয়া লও গুরুর নামখানি– ক। ২১. করে এবাদত– গ। ২২. মায়ের গর্ভে জন্ম হৈল কেমত– গ।

জন্ম বিচার

জনমের[1] কথা কহি শুন দিয়া মন
যখন গর্ভের মাঝে হএ উতপন।
গর্ভের মাঝারে শিশু পঞ্চমাস হৈল
বিধাতাএ যথ[2] কিছু ললাটে লেখিল
হায়াত মওত আর রিজিক দৌলত
আপন সহিতে পঞ্চ লেখিল পঞ্চমত।
দশ মাস দশ দিন হৈল উপসম
গর্ভ পূরিল যদি বন্দী হইল দম।
গর্ভের ভিতর যদি[3] দিবস পূরিল
ফাফর হৈয়া শিশু ভূমিতে পড়িল।
ক্ষিতি পরশিয়া ধন্ধ দেখিলেক যবে
পরলোক যথ কথা পাসরিল তবে।
নির্ণয় করিতে নারে ধরিতে আকল
তেকারণে ঘোর বুদ্ধি থাকে শিশুকাল।
অল্পে অল্পে দুনিয়াতে হৈল পরিচএ
আপনার হেতু বুদ্ধি আকল বাড়এ
মাতাপিতা আদি করি[4] যথ সহোদব
আকল হইতে চিনে সব আত্ম পর[5]
জন্মের বিচার জান কহিলাম এহি।
এক তনে চারি তন শরীরেত কহি।
তন লতিফু তন কসিফু তন বকাউ তন ফানি
গুরুমুখে লইবা যে তাহার মাহিনি।[6]

পুত্র সে জন্মিব হেন বোলে মহাজন।
বামেত পবন রাখি ঋতু আপক্ষণ·
কন্যা সে জন্মিব জান শাস্ত্রের বচন।
সপ্তম দিবসের মধ্যে ঋতু আপক্ষএ
সামান্য জন্ম সে যে বিশেষ না হএ।
অষ্টম নবম দিবসে জন্মএ ছাওয়াল
দুষ্টকৃতি দরিদ্র, না হএ অতি ভাল।
দশম দিবসে যদি জন্মএ ছাওয়াল
রাজ কার্য, রাজ পাত্র করে ঠাকুরাল।
প্রথম প্রহরে যদি ঋতু আপক্ষএ
দুষ্টকৃতি জন্ম হএ জানিও নিশ্চএ।
দ্বিতীয় প্রহরে যদি ঋতু আপক্ষএ
রোগ পীড়া বহু তার হইব নিশ্চএ
তৃতীয় প্রহরে যদি করে আপক্ষণ
ভাগ্যবন্ত হৈব সে যে অতি সুলক্ষণ।
চতুর্থ প্রহরে যদি করে আপক্ষণ
বাজকার্য রাজভোগ অতি সুভাজন।
শরীর মাঝারে জান আত্তমা হএ রাজা
আর যথ সকল জান তার প্রজা।
তনের সারথি সব[7] রায়ত সকল
শরীরের মধ্যে জান উজির আকল।
ক্ষেমা তাতে কোতোয়াল করে হুশিয়ার
ফিকির শরার কাজী[8] করএ বিচার।
সুবা সাহেব জান বিলাতের মন
বান্ধিয়া রাখিও ভাই[9] করিয়া যত্তন।

শৃঙ্গার তত্ত্ব

প্রতিপদ দ্বিতীয়া অমাবস্যা একাদশী
শৃঙ্গার না কর সবে তৃতীয়া পাই নিশি।
শনি মঙ্গল রবি গুরু এ চারি দিবসে
তাহাতে শৃঙ্গার কৈলে আয়ু-বুদ্ধি নাশে·
ঋতুবতী হৈল নারী আপক্ষএ যবে
দক্ষিণে পবন রাখি আপক্ষিব তবে।
এমত প্রকারে ঋতু কৈলে আপক্ষণ

মৃত্যু লক্ষণ

[এবে কিছু কহি শুন মরণ লক্ষণ
বুঝিলে পাইবা সবে মরণের চিন।]
ছায়া নিরক্ষিয়া চাহিবা নিশ্চএ
আপনার ছায়া যদি উদয় না হএ।
চাহিতে মস্তক যদি নহে দরশন
এসব লক্ষণে তিন মাসেতে মরণ।

---

১. জননের– গ। ২. বিদ্যাপঞ্চ– গ। ৩. গর্ভ প্রকাশ হৈল– গ। ৪. বন্ধুজন– ক। ৫. আপনা সত্বর– ক। ৬. মাইনি– গ। মানে (অর্থ) <মাইনি (মাহিনি)। ৭. তন মন যথ– ক। ৮. কাজি ফিকির বন্দে– ক। ৯. বাঁচিয়া বাখল তাই– গ।

আকাশে নির্মল বর পুরুষ উদএ
চাহিতে মস্তক তার যদি না দেখএ।
চাহিতে যথেক ফল শুন দিয়া মন
হজ হোন্তে পুণ্য তার হএ শতগুণ।
মসজিদ সাক্ষো দিলে যথ পুণ্য পাএ
ততোধিক পুণ্য পাএ জান সর্বথাএ।
একাধারে দুই বাহু সমানে কাঁপএ
নিশ্চয় মরিব যদি ব্রহ্মাও হএ।
আপনার গায়ের বর্ণ জলেতে দেখএ
আকাশেতে কায়া যদি প্রত্যক্ষ করএ।
নাক কর্ণ রক্তবর্ণ কিবা জরদ বরণ
স্বপ্ন দেখে বিস্তর আইসএ মহাজন।
তার মাঝে দেখে এক জরদ বরণ
মহাবেগে দক্ষিণেতে করিছে গমন
এসব লক্ষণ যার আয়ু হএ শেষ
নিশ্চয় মরণ তার হএ এক মাস।
গোসল করিলে হস্তপদ যে শুকাএ
রাত্রিতে ইন্দ্রধনু যে জন দেখএ।
ক্রোধ করি দন্ত যে জন চিবাএ।
উপাএ না ধরে অহঙ্কার করএ।
এসব লক্ষণে এক মাসেত মরএ
মুখ রাতা জিহ্বা কালা বরণ যদি হএ
এক কালে বাহু নাভি হৃদএ কম্পএ
এসব শবীর মধ্যে যাহার ঘটএ।
পদ ধুইলে পদ অর্ধ যে শুকাএ
এহার অধিক আর কহন না যাএ।
এসব লক্ষণ যার উপসন্ন হএ
পঞ্চদশ দিনে মৃত্যু জানিও নিশ্চএ।
অর্ধ গায়ে উষ্ণ করে অর্ধ গায়ে শীত
এইমতে কারো যদি হএ বিপরীত।
চোখের পোতলি যার রাতুল বর্ণ হএ
সপ্ত দিনে মৃত্যু তার জানিও নিশ্চএ।
ডান হস্ত কপালে দিয়া করিব নিরীক্ষণ
ছায়া মস্ত দেখিলে দুই দিবসে মরণ।
আপনার ছায়া না দেখে জমিনেত
সেই দিনে মরণ তার জান অখণ্ডিত।
যেই দিকে প্রদীপ সেই দিকে যাএ ছায়া
সেই দিনে জান প্রাণ ছাড়িবেক কায়া।
যে-দিকে শিয়র তার সেই দিকে যাএ
নতু কিবা কিছু পাছে আগুআএ।
এই মতে যেই জনে উপসন্ন হএ
সেদিন মরণ তার জানিও নিশ্চএ।
হস্তের অঙ্গুল চাপিয়া পৃথিম্বিত
যদি চাপা অঙ্গুলি উঠএ তুরিত।
দুই অণ্ডকোষ লুকাএ কদাচন
নিশ্চএ জানিও তার সে দিন মরণ।
নাকে কুটা দিলে যদি হাঁচি না আইসএ
সেদিন মরণ তার জানিও নিশ্চএ।
সর্বথাএ কহি ভজি গুরুর চরণ[১]
কহিছেন্ত মহাগুরু কালান্ত লক্ষণ[২]
যার যেই নিয়মে চলে পশুগণ
পশু হোন্তে ধিক পশু জানিও সে-জন।
ভজ গুরুর পদে এক মন ভাবে
কায়া সিদ্ধি হৈলে তবে তরিবা যে ভবে।

---

১. সাহা যে হোছেন- ঙ।

২. কহিলেন্ত ছোলতানে কালান্ত লক্ষণ- ঙ। কালন্দ- খ। সৈয়দ সুলতানেব জ্ঞান-প্রদীপ গ্রন্থের ছায়া পড়েছে।....বায়ুগতি বুঝিলে তাহা বুঝিবার পাবে। এথ জানি জ্ঞানী সবে বায়ু দর্শন কবে।

যোগ কলন্দর

[লেখক অজ্ঞাত]

বিষয় সূচি

যোগ কলন্দর

জনপ্রিয় "যোগকলন্দর" গ্রন্থটি অজ্ঞাতনাম কবির। এটিই সম্ভবত আদি সূফী শাস্ত্র গ্রন্থ। লোকসাহিত্যের মতো এটিও গণ-রচনা অর্থাৎ আদিতে হয়তো কোনো ব্যক্তি-বিশেষ একটি পদবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা লোকশ্রুতিতে রক্ষিত হয়ে পরে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মূলাধার হচ্ছে তিন তিহরী [তিন মাথা বিশিষ্ট উনুন মেরুদণ্ড ও নিতম্বের হাড়ের সন্ধিস্থলকে তিন তিহরী বলে।] আজ্রাইল তার প্রহরী।

নাসুত মোকাম ঃ অরুণ উদিত জান সেই মূলাধার
জীবাত্তমা স্বামী হেন জানিঅ তাহার।...
অধর কমল তথা গৃহস্বামী বৈসে
অনুদিন আনল জ্বালিও সেই দেশে।...
শরীর অমর হএ সে আনল হোন্তে
সাবধানে থাকিবা না নিবে যেন মতে।..
পশুএ লাদিলে যেন টিপ দিয়া তোলে
তেনমত টিপ জান দিব গুহ্যমূলে।
কামার শালেত যেন আনল জ্বালন
তেনমত টিপ তথা দিব ঘন ঘন।

তারপর ঃ পিতস্থানে বহে বায়ু বসন্ত বিশাল।
অনুদিন তথা দৃষ্টি করিবা যতনে
একগাছি দীপ তথা দেখিবা নয়নে।
সে দীপের পসরে উজ্জ্বল হৈব জ্যোতি
সে জোতের মধ্যেত যে দেখিবা মূরতি।
সে জোতের মধ্যে তুমি দৃষ্টি নিযোজিবা
ভূত ভবিষ্যৎ রূপ সকল দেখিবা।
যদি সে করিতে পার দরশন নিত
শরীর তোমার ধ্বংস নহে কদাঞ্চিত।

মলকুত মোকাম ঃ মলকুত মোকাম জান হএ নাভিদেশ
সে স্থানে বাবি বহে জানিবা বিশেষ।
যোগেত কহএ তারে মণিপুর নাম
তথাত হেমন্ত ঋতু বহে অবিশ্রাম।...
ঘট মধ্যে রাখ বাবি যেনমতে রহে।

যাবত পবন আছে তাবত জীবন
পবন ঘুচিলে হএ অবশ্য মরণ।...
নাসিকাত দৃষ্টি দিয়া পবন হেরিবা
কণ্ঠেত চিবুক দিয়া নিয়মে রহিবা।
বাম উরু উপরে দক্ষিণ পদ তুলি
নাসাত হেরিব জান যুগ আঁখি মেলি।
তবে ঘট হন্তে শ্বাস বাহির না হৈব
যেহেন কচুর পত্র বরণ দেখিব।
তার মধ্যে মূর্তি এক হৈব দরশন
সে মূর্তি আত্তমার জানিঅ বরণ।
জবরুত মোকাম ঃ নির্জন খাছাল জান কলিজার স্থান।...
বসন্তের ঋতু বহে তাহার অন্তরে।
সেই যে অমৃত কুণ্ড মহা সরোবর
সেই জল খাইলে হএ অক্ষয় অমর।
তথাত উদয় হএ আকাশের শশী
শরীর পসর হএ শশীর যে রশ্মি।
সে জলেত আত্তমার বসতি প্রধান
সদাএ নিরক্ষি চাও করিয়া ধেয়ান।
পুনি যদি ধেয়ানেতে হই গেল দেখা
হেতুবুদ্ধি জন্মে মনে দেখি প্রেমসখা।
পরম আত্তমা আছে জীবাত্তমা সনে
ধেয়ান করিয়া তথা দেখিবা নয়নে
অন্যে অন্যে দোহানের এক অঙ্গে খেলা
জলমধ্যে সদপ, সদপ মধ্যে মুতি
মুতি মধ্যে মুহম্মদ নুরের ছুরতি।
যদি সে হইল দেখা মুহম্মদ সনে
আনন্দ করহ নিত্য বসিয়া বাহনে।
লাহুত মোকাম ঃ কদলীর থোর জান দীলের আকার
সেই নিজাশ্রম করি বৈস করতার।
মাহমুদা মোকাম জান তাহার যে নাম
সিংহাসন প্রভুর জানিও সেই ঠাম।
অনাহত চক্র তারে দেশান্তরে বোলে
শরতের ঋতু তথা বৈসে সর্বকালে।
সহস্র দলের মধ্যে আত্তমা বৈসএ
তার জোতে সকল শরীর পসর হএ।
দীপ এক স্থানে জ্বলে জ্যোতি সব ঠাম
এইরূপে সহস্র দলে প্রভুর মোকাম।
হৃদয় মুকুর যদি হইল মার্জন

তবে দরশন পাইব প্রভু নিরঞ্জন।
অনাহত শব্দ তথা উঠে প্রতিনিত
নিরন্তর শুন তথা নিযোজিয়া চিত।
অজপা জপনা কর স্থির করি মন
ঘটমধ্যে চিনি লও প্রভু নিরঞ্জন।

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল। কিন্তু চার স্তরের সাধনার পরিচয় দেবার জন্যে এর প্রয়োজন ছিল। প্রথমে দেহের সাধন– মূলাধার থেকে শক্তির (অনলের) উর্ধ্বায়ন ও লতিফা তথা জ্যোতির উন্মেষ সাধন।

দ্বিতীয়স্তরে মণিপুরে তথা নাভিদেশে বায়ুর নিয়ন্ত্রণ ও নাসিকা লক্ষ্যে ধ্যান। এই স্তরে আত্মার দর্শন ঘটে। তৃতীয়স্তরে, কলিজাস্থিত অমৃতরূপ জলকুণ্ডে শশী দর্শন। এখানে আত্মা ও নুর-মুহম্মদের মিলন। নুরমুহম্মদ পরমাত্মার প্রতীক। চতুর্থস্তরে দেহস্থ সহস্রদল পদ্মের উপর জ্যোতির্ময় আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এভাবে ঘটের মধ্যে (দেহের মধ্যে) চিনে নিতে হয় 'প্রভুনিরঞ্জন।'

এর পরের অধ্যায় 'তনের বিচার'। তন চার প্রকার :

'তন কসিফু তন লতিফু তন ফানি তন বকাউ।'

এর মধ্যে রয়েছে গিরি ঃ উদয়গিরি, অস্তগিরি, মণিগিরি, কুটগিরি, মলয়গিরি, হেমগিরি, আর সুমেরু।

তারপর আছে 'মোকাম পরিচয়'।

'নাসুত মোকাম জান এতিন তিহরী।' তিহরী অর্থ চুলী বা উনুন। মূলাধার চক্রের নিবাস হচ্ছে তিন তিহরী। মেরুদণ্ড ও নিতম্বের হাড়ের সন্ধিস্থলকে তিন তিহরী বলা হয়েছে।

'আজ্রাইল ফিরিস্তা আছে তথাত প্রহরী', এবং বাঘের আকার সেই ধরএ মূরতি'।– এর মঞ্জিল হচ্ছে শরীয়ত। এর দ্বার দুই কর্ণ। পিতের দিকে দৃষ্টি রেখে ধ্যান করতে হয়।

মলকুত নাভিস্থানে বাবির (বায়ুর) মোকাম
তথাত ফিরিস্তা আছে ইস্রাফিল নাম।
সর্পের লক্ষণ সেই ধরএ আকার।

–এর মঞ্জিলের নাম তরিকত। দ্বার নাসিকা। ফেসকাতে (ফুস্‌ফুস) দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ধ্যান করাই বিধেয়।

জবরুত তালুস্থানে আবের মোকাম
তথাত ফিরিস্তা আছে মিকাইল নাম।
হস্তীর আকার সেই ধরএ মূরতি।

– এর মঞ্জিল হকিকত। দ্বার নয়ন। কলিজা লক্ষ্যে ধ্যান নির্দিষ্ট।

লাহুত মোকাম জান খাকের মোকাম
তথাত ফিরিস্তা আছে জিব্রাইল নাম।
ময়ূর আকার সেই ধরএ মূরতি।

– এর মঞ্জিলের নাম মারফত। এর দরজা বদনকমল। এ মঞ্জিলে 'নিরঞ্জন, জিব্রাইল ও ইব্লিস' থাকেন। যদি অরি ইব্লিসকে দমন করে জিব্রাইলের সহায়তায় নিরঞ্জনকে লাভ করা যায়, তবেই সিদ্ধি। এরপর বিভিন্ন মঞ্জিলে নিত্যকৃত্য চর্যার বর্ণনা আছে। তারপর আসনের কথা বর্ণিত হয়েছে :

ত্রিপিনীর ঘাটে যেবা নিতি স্নান করে
কোটি কোটি পাপে তারে কি করিতে পারে।

আসনে বসে ধ্যান করলে ক্রমে মাণিক্যবর্ণ, গোশৃঙ্গে শস্য, মুক্তার কণা, লাল-জরদ-ছেহা-সফেদবর্ণ, পুরুষমূর্তি, লাল রঙের মধ্যে ছেহা বর্ণ প্রভৃতি দৃষ্টি গোচর হয়। এভাবে একসময় পরম জ্যোতি দর্শন সম্ভব হবে, তাতেই আসবে সিদ্ধি।

এর পর বর্ণিত হয়েছে মৃত্যুর লক্ষণ। একটি লক্ষণ এরূপ :

নিদ্রাকালে ময়ূর স্বপনে দেখা পাএ
স্নান কৈলে হস্তপদ তুরিতে শুকাএ।
দিবারাত্রি যাহার হৃদয় কাম্পএ
দশদিনে মৃত্যু হএ জানিঅ নিশ্চএ।

অপর একটি : দুই অণ্ডকোষ লুকে দৈবের ঘটন
নিশ্চয় জানিঅ সেই দণ্ডেত মরণ।

এ গ্রন্থ সূফী-বাউলের সাধনশাস্ত্র।

যোগ কলন্দর

স্তুতি

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন
তার পাছে প্রণামিএ নবীর চরণ।
করিম রহিম আল্লা পরওয়ার দেগার
আঠার হাজার আলম সৃজন যাহার।[১]
ভুবন লাগিয়া জান নবী বেআকুল
বহুল ভাবনা কৈলা আল্লার রসুল।
তবে বিবি ফাতেমা জান রসুল নন্দিনী
হযবত আলীর রামা জগত জননী।
আসব্বা সবার পদে প্রণাম করিযা
ভেদাভেদ সব কহি শুন মন দিয়া।

মোকাম তত্ত্ব

নাসুত মোকাম জান এ তিন তিহরী
আজ্রাইল ফিরিস্তা আছে তথাত প্রহরী
সে সব পাতাল জান আনলের স্থান
সদাএ আনল জ্বলে নাহিক নির্বাণ।
অরুণ উদিত জান সেই মূলাধার
জীবত্তমা স্বামী হেন জানিঅ তাহার।
কর্ণ আঁখি মুদি তথা করহ জিকির[২]
মুর্শিদ ভজিয়া কর তাহার ফিকির।
ধব কমল তথা গৃহস্বামী[৩] বৈসে
অনুদিন আনল জ্বালিও সেই দেশে।
সে আনল-যাবতে নিবি নহি যাএ
জ্বালিবা আনল যত্নে জান সর্বথাএ।
শরীর অমর হএ সে আনল হন্তে
সাবধানে থাকিবা না নিবে যেন মতে।
সদাএ আনল নিত্য জানিবা তিহরী
দশমী দুয়ারে তবে লাগাইব তালি।
পশুএ লাদিলে যেন টিপ দিয়া তোলে
তেনমত টিপ জান দিব গুহ্যমূলে।
কামাব শালেত[৪] যেন অনল জ্বালন
তেনমত টিপ তথা দিব ঘন ঘন।
এই কর্ম অনুদিন করিতে যদি পার
শরীব বেযাধি যথ খণ্ডিবেক দড়।[৫]
শরীরেব আত্তমা প্রধান কর্ণ জানি[৬]
অনাহত শব্দ তথা উঠে বাদ্যধ্বনি।[৭]
আত্তমাব প্রধান দুয়ার দুই কান[৮]
যথ সব মুলুকের খবর পাএ জান।
এ তিন তিহবী জান প্রধান খাছাল
পিত স্থানে বহে বায়ু বসন্ত বিশাল।
অনুদিত তথা দৃষ্টি করিবা যতনে
এক গাছি দীপ তথা দেখিবা নয়নে।
সে দীপের পসরে উজ্জ্বল হৈব জ্যোতি
সে জোতের মধ্যেত যে দেখিবা মূরতি।[৯]
সে জোতের মধ্যে তুমি দৃষ্টি নিয়োজিবা
ভূত ভবিষ্যৎ রূপ সকল দেখিবা।
যদি সে করিতে পার দরশন নিত
শরীর তোমার ধ্বংস নহে কদাঞ্চিত।[১০]

---

১. এতিন ভুবন প্রেমে সৃজিল যাহাব
বিস্তব মহব্বতে কৈল আখেব বসুল
নিজ অংশে সৃজিয়াছে মহিমা অতুল– ঙ।

২. বসুলের কলেমা জান তথাত জিকির– ক। ৩. গৃয়রিতু, আনলরিতু– ঙ, ঘ। ৪. চুলাত– ক। ৫. তাব– ক। ৬. শবীরের দ্বার জান প্রধান কর্ণ জানি– গ। ৭. পরিমানি– গ। ৮. চতুরা দুই কান– ক। ৯. মোহাম্মদ মূবতি– ঘ। ১০. শরীর তাহার খেত নাহি কদাচন– ঙ।

এক অব্দ রহিতে আপনা পরমাই
সে মূরতি না দেখিব রহিব ছাপাই।[১]
তবে তার বল শক্তি না থাকে সর্বথাএ
ভোজন করিতে শ্রদ্ধা না হএ সদাএ।
শৃঙ্গার করিতে পুরুষাঙ্গ হএ অচেতন।[২]
তবেত জানিবা তার নিকটে মরণ।
এক দুই দিনে যার হইব মরণ
লিঙ্গেতে[৩] তাহার বিন্দু না থাকে তখন।
যুগ অণ্ডকোষ তার লুকাই রহএ
মৃত্যুকালে পুরুষাঙ্গ অতি খাট হএ।
নাসুত মোকাম যদি করিলা সাধন
তবে সে মলকুত সাধিবারে কর মন।
মলকুত মোকাম জান হএ নাভিদেশ
সে স্থানে বাবি বহে জানিবা বিশেষ।
যোগেত কহএ তারে মণিপুর নাম
থাত হেমন্ত ঋতু বহে অবিশ্রাম।
ইস্রাফিল ফিরিস্তা জান তাত অধিকার
নাসিকা নিশ্চয় জান দুয়ার তাহার।
নাভির খাটাল জান ফেস্কার যে ধাম[৪]
নিশ্বাস সম্বরে নিত্য রহি অবিশ্রাম।
দিবা রাত্রি চল্লিশ হাজার শ্বাস বহে।
ঘট মধ্যে রাখ বাবি যেন মতে রহে।
যাবত পবন আছে তাবত জীবন
পবন ঘুচিলে হএ অবশ্য মরণ।
নাসিকাত দৃষ্টি দিয়া পবন হেরিবা[৫]
কণ্ঠেত চিবুক দিয়া নিয়মে রহিবা।
বাম উরু 'পরে যে দক্ষিণ পদ তুলি
নাসাতে হেরিব জান যুগ আঁখি মেলি।
তবে ঘট হন্তে শ্বাস বাহির না হৈব
যেহেন কচুর পত্র বরণ দেখিব।
তার মধ্যে মূর্তি এক হৈব দরশন
সেই মূর্তি আত্তমার জানিঅ বরণ।
সেই মূর্তি সদাএ যে হেরিবারে পারে[৬]
হইব না হৈব কর্ম পারে কহিবারে।
এমত তোমার যদি হইল সাধন
তবে মণিপুরে দৃষ্টি করিবা সঘন।
বৈসএ নক্ষত্র এক মণিপুর দেশ
যুগ আঁখি[৭] দৃষ্টি করি দেখিবা বিশেষ।
সে পুরীর[৮] অন্তরে ফিরিস্তা দেখা পাইবা
সুরাসুর যথ কিছু[৯] সকল দেখিবা।
মলকুত মোকাম সাধন হৈল যবে
জবরুত মোকাম সাধন কর তবে।
জবরুত মোকাম জানিঅ তালুমূল[১০]
তথাত মগজ আর আছএ বহুল।
মিকাইল ফিরিস্তা তথাত অধিকারী
মোকাম নাসিরা নাম জানিঅ তাহারি।
তাহার দুয়ার জান যুগল নয়ান
নির্জন খাটাল[১১] জান কলিজার স্থান।
সেখানের মাঝারে জল অবিরত বহে
সেই জল হন্তে জান শরীর স্থির রহে।
হেতুবুদ্ধি চেতন চেতাএ করি কএ
গুরুর আজ্ঞাএ সেই চিনিবারে পাএ।
সাধক সকলে বোলে অমৃতকুণ্ড[১২] তারে
বসন্তের ঋতু বহে তাহার অন্তরে।
সেই সে অমৃতকুণ্ড মহা সরোবর
সেই জল খাইলে হএ অক্ষয় অমর।
তথাত উদয় হএ আকাশের শশী
শরীর পসর হএ শরীর যে রশ্মি।

---

১. এক দুই বৎসর থাকিতে পরমাই
সেই মূলাধারে দীপ বহিব নিফাই- ঙ।
আগে এক বৎসর থাকিতে পরমাই
সেই অমূল্য ধড়ে দীপ রহিব লুকাই- গ।

২. শৃঙ্গার করিতে অঙ্গ না হএ চেতন- গ। ৩. লঘ্যি- ক, লঘ্যিতে- গ. লগ্নিতে ডিম্ব- খ। ৪. নাম- ক।

৫. নাসিকাতে কর দৃষ্টি আঁখি মেলি- গ।

৬. ...হেরিতে যদি পাব
...পাইবেক দড়- ঙ।

৭. দিব্য আঁখি- গ, ঙ। ৮. সে জ্যোতের অন্তরে ক। ৯. ভূত ভবিষ্যৎ রূপ- ক। বহুত বিশদরূপ- খ।
১০. ব্রহ্মতালু মূল- ঙ। ১১. *নির্মল মন্দির*- গ। ১২. অর্ধচক্র- গ।

সে জলেত আত্মার বসতি প্রধান
সদাএ নিরক্ষি চাও করিয়া ধেয়ান।
পুনি যদি ধেয়ানেতে হই গেল দেখা
হেতু বুদ্ধি জন্মে মনে দেখি প্রেম সখা।
ইব্লিস পাপিষ্ঠ তারে নারে ভুলাইতে
স্থির বুদ্ধি ভাবি মনে রহএ নিশ্চিন্তে।
পরম আত্তমা আছে জীবাত্তমা সনে
ধেয়ান করিয়া তথা দেখিবা নয়নে।
জলমধ্যে আত্তমা আত্তমা মধ্যে জল
মহা জ্যোতির্ময় তথা দেখিবা নির্মল।[১]
জীবাত্তমা পরাত্তমা হই আছে মেলা
অন্যে অন্যে দোহানের এক অঙ্গে খেলা।[২]
সেই সরোবরে ডুব দিয়া সর্বক্ষণ
ধেয়ানে ধেয়াই রহ নিযোজিয়া মন।
প্রভুর পরম সখা নবীর মূরতি[৩]
নুর মুহম্মদ জান তথাত বসতি।
হেতু বুদ্ধি চেতাএ চৈতন্য সঙ্গে লৈয়া[৪]
শীতল মন্দির মধ্যে আছন্ত ছাপাইয়া।
জল মধ্যে সদপ সদপ[৫] মধ্যে মুতি
মুতি মধ্যে মুহম্মদ নুরের ছুরতি।[৬]
যদি সে হইল দেখা মুহম্মদ সনে
আনন্দ করহ নিত্য বসিয়া গহনে।
জবরুত মোকাম যদি করিলা সাধন
লাহুত মোকাম সাধিবারে কর মন।
এ দীল লাহুত জান খাকের মোকাম
তাহাত ফিরিস্তা আছে জিব্রাইল নাম।
কদলীর থোর জান দীলের আকার
সেই নিজাশ্রম করি বৈসে করতার।
মাহ্মুদা মোকাম জান তাহার যে নাম
সিংহাসন প্রভুর[৭] জানিঅ সেই ঠাম।
অনাহত চক্র তারে দেশান্তরে বোলে
শরতের ঋতু তথা বৈসে সর্বকালে।
তিলি দেশে জানিঅ দীলের নিজ স্থান
সমুদিত মুখ[৮] জান দ্বারেত তাহান।
দীলের অন্তরে জীবাত্তমা মহা'দধি
গুরুমুখে চিনি লও তাহার যে শুদ্ধি।[৯]
কাচের ভাণ্ডেতে যেন ক্ষীর ভরি লৈলে
দোহ জোত এক হই জোতে জ্যোতি মিলে।
লাহুত মোকামে আছে প্রভু নিরঞ্জন
অন্যে অন্যে দোহানে দোহানে দরশন।
সেইক্ষণে দোহানে দোহানে দেখা পাই।
ভোরবুদ্ধি হই রহে একসর পাই।[১০]
ফটিকের 'কন্দিল'[১১] জিনিয়া সেই জোত
মন দিয়া[১২] ধ্যান করি দেখহ অদ্ভুত।
জীবাত্তমা পরাত্তমা এ দুই মূরতি
উদয় হইছে তথা জোতে মিলি জ্যোতি।[১৩]
দিবাকর যেন মত আকাশে উগিছে
পৃথিবীত তাহার কিরণ প্রচারিছে।[১৪]
সহস্র দলের মধ্যে[১৫] আত্তমা বৈসএ
তার জোতে সকল শরীর পসর হএ[১৬]
দীপ একস্থানে জ্বলে জ্যোতি সব ধাম।[১৭]
এইরূপে সহস্র দলে প্রভুর মোকাম।[১৮]
প্রভু সনে দরশন করিতে শ্রদ্ধা যার
সদাএ দর্শন কর দীলের মাঝার।[১৯]
দিব্য আঁখি গুপ্তরূপ করি নিরীক্ষণ[২০]
সেই সিংহাসনে পাইবা প্রভু দরশন।
পশু বুদ্ধি জীবাত্তমা বসে সেই ঠাম
রুহু হায়ওয়ানি[২১] করি থুইল তার নাম।
বাম পাশে পাপিষ্ঠ ইব্লিস বসি আছে
কুযুক্তি শিখাএ নিত্য বসি তার পাছে।

---

১. মহা জোতি মুখ তথা দেখিবা উজ্জ্বল– ক।
,, ,, ,, ,, নির্মল– খ।

২. পরাত্তমা আছে জান জীবাত্তমা সন। অন্যে অন্যে দোহানে দোহানে দরশন– ঙ। ৩. জ্ঞানবন্ত অতি– ঙ। ৪. হেতুবুদ্ধি কহে তারে চেতন সঙ্গে লইয়া– ক, খ। ৫. পুষ্প– ক, খ। ৬. নুর মুহম্মদের বসতি– ঙ। ৭. আত্তমাব– ঙ। ৮. সমুদ্রের মুখ– ক সমুদি সমুখ– ঙ। ৯. সন্ধি– ক। ১০. যাএ– ক, যাই– গ। ১১. কুণ্ডল– গ। ১২. মুদিয়া– ক। ১৩. অন্ধকারে জ্যোতি– ঙ। ১৪. লামিয়াছে– ঙ। লাগিয়াছে– গ। ১৫. শতদল কমল মধ্যে– ঘ। পরাত্তমা– ঙ। ১৬. বেয়াপএ– গ। ১৭. দিব্য...সেই ঠাম– ক। ১৮. এরূপ সহস্রদল প্রভুর বিশ্রাম– গ। ১৯. সদাএ করিব দৃষ্টি দিলের মাঝার– ঙ। ২০. গুপ্ত আঁখি দড় চক্ষে করি নিরক্ষণ– ক...দিব্য চক্ষু করিব মর্জন– ঙ। ২১. রুহ-মাণিক্য– গ।

সদাএ বৈসএ সেই দীলের অন্তর
কাম ক্রোধ লোভ মায়া তার অনুচর।
দীল হোন্তে বাহির করিতে যদি পার
তবে সে প্রভুর দেখা পাইবেক দড়।
হৃদয়-মুকুর যদি হইল মার্জন[১]
তবে দরশন পাইব প্রভু নিরঞ্জন
অনাহত শব্দ তথা উঠে প্রতিনিত
নিরন্তন শুন তথা[২] নিযোজিয়া চিত।
অজপা জপন কর স্থির করি মন
ঘটমধ্যে চিনি লও প্রভু নিরঞ্জন।
বহু জ্ঞান বাড়িব বাড়িব পরমাই
নিরন্তরে মন যদি রহে সেই ঠাঁই।[৩]

তনের বিচার

তনের বিচার কিছু কহি এবে সার
এক তনে চারি তন শুন নাম আর।
তন কসিফু,তন লতিফু, তন বকাউ, তন ফানি
গুরু মুখে শুনি বুঝ তার পরমাণি।
সপ্ত গোটা পর্বত আছএ অনুপাম
বৈসএ শরীর মধ্যে শুন তার নাম।
উদয়গিরি অস্তগিরি মণিগিরি সার
কুটগিরি, মলয়গিরি হেমগিরি আর।
পাতাল কহিল শুন সুমেরুর সমে
দশমী দ্বারের কথা শুন একাক্রমে[৪]
যুগ চক্ষু যুগ কর্ণ এ চারি দুয়ার
নাসিকা বদন মুখ সমুদ্র হএ[৫] সার।
গুহ্য লিঙ্গ নাভি জান হএ এই তিন
দশমী দ্বারের খবর জান ভিন্ন ভিন।
একে মণি, দৈয়ম রগ, ছৈয়ম হএ হাড়
চাহারম মগজ আর বাপের বিচার।
একে হএ লোম, দ্বিতীএ হএ চামড়া
তৃতীএ রক্ত হএ, চতুর্থে হএ হেরা।
এ চারি চিজ হএ মায়ের গর্ভদেশ
বাপের চারি মায়ের চারি আল্লার হএ দশ।
পঞ্চমাসের বান্দা যদি হএ গর্ভএ
পঞ্চকিছু লেখে তার ললাটে নিশ্চএ।
হায়াত, মউত, রিজিক, দৌলত, আপদ
এ পঞ্চ চিজ জান পৃথিবী সম্পদ।[৬]

মোকাম ও সাধনতত্ত্ব

এবে কহি শুন কিছু মোকাম লক্ষণ
যেইমতে ঘটমধ্যে প্রভু নিরঞ্জন।
আব আতস খাক বাত এ চারি মোকাম
মন দিয়া শুন কহি যার যেই নাম।
নাসুত মোকাম জান এ তিন তিহরী
আজ্রাইল ফিরিস্তা আছে তথাত প্রহরী।[৭]
বাঘের আকার সেই ধরএ মূরতি
শরীয়ত মঞ্জিলে বসি জিকির কহন্তি।
দরজা আছএ তার এ দুই শ্রবণ
নিদ্রাতে পিতের ঘরে[৮] শীতল শয়ন।
তথাত করিয়া দৃষ্টি সাধিতে পারএ
শরীয়ত মঞ্জিল হেন জানিঅ নিশ্চএ।
মলকুত নাভি স্থানে বাবির[৯] মোকাম
তথাত ফিরিস্তা আছে ইস্রাফিল নাম।
সর্পের লক্ষণ সেই ধরএ আকার
তরিকত মঞ্জিলে জিকির সবাকার।[১০]
দরজা তাহার হএ নাসিকার স্থান
নিদ্রাতে ফেস্‌কার ঘরে শীতল শয়ন।
সেই স্থানে দৃষ্টি রাখি ধ্যান যে করএ
তরিকত মঞ্জিলে সিদ্ধি জানিঅ নিশ্চএ।

---

১. দিলের মুখের যদি হইল মজ্জন– চ। ২. নিরলে বসিয়া শুন– ক। নিরন্তব শুন রোল– গ।
৩. অতিরিক্তপাঠ ঃ দরশন করিতে যদি সে চাহ করিবার
পঞ্চম দিদারে গেলে পাইবা দিদার...।
...ক্ষমার প্রভাবে এমত লাগে ডর
শতদল কমল মধ্যে ক্ষমার জিকির।–ঙ।
৪. সহস্র কহিমু শুন তনের বিচার। দশদ্বাবের কথা করিমু পুজার-ক। ৫. সাত হইল– গ। [সমুদ্র– ৭।
৬. হায়াত...দৌলত এ চারি...সম্পদ।– গ। ৭. পসরি– গ। ৮. ফিরএ গৃহে– গ,ঘ। ৯. নাভির– গ।
১০. শোভাকার– গ।

জবরুত তালু স্থানে আবের মোকাম
তথাত ফিরিস্তা আছে মিকাইল নাম।
হস্তীর[১] আকার সেই ধরএ মূরতি
হকিকত মঞ্জিলে বসি জিকির কহন্তি।
দরজা আছএ তার এ দুই নয়ান
নিদ্রাতে কলিজাঘরে করন্ত পরাণ।
তথাতে নজর দিয়া সাধিতে পারএ
হকিকত মঞ্জিলে রূপ দেখিবা নিশ্চএ।
লাহুত মোকাম জান খাকের মোকাম
তথাতে ফিরিস্তা আছে জিব্রাইল নাম।
ময়ূর আকর[২] সেই ধরএ মূরতি
মারফত মোকামে বসি জিকির কহন্তি।
নিরঞ্জন জিব্রাইল ইব্লিস দুর্জন
এই নেত্র[৩] দীলের মধ্যে রহে সর্বক্ষণ।
এই তিন জন যদি সাধিতে পারএ
সে-রূপ ধেয়ানে সিদ্ধি পাইবা নিশ্চএ।
দরজা আছএ তার বদন কমল
নিদ্রাতে দীলের মধ্যে শয়ন শীতল।
যার যে মঞ্জিলে যেই করিবেক কাম
তার কথা কহি শুন অতি অনুপাম।
শরীয়ত আগে জান পাছে তরিকত
হকিকত মাঝে জান শেষে মারফত।
শরীয়ত মঞ্জিলে নাসুত মোকাম হএ
তরিকত মঞ্জিলে সে মলকুত নিশ্চএ।
হকিকত মঞ্জিলে জান মোকাম জবরুত
মারফত মঞ্জিলে আছে মোকাম লাহুত।
আতস মঞ্জিলে শরীয়ত কাম করিবা
ইমান যে দড় করি কলেমা পড়িবা।
মুখেত বুলিবা আল্লা দীলেত মানিবা
দীলে মুখে এক আল্লা স্বরূপে জানিবা।
ধন যে হইলে দিবা মালের জাকাত[৪]
হারাম হালাল চিনিবেক জাতে জাত।
মুসলমানি পঞ্চকর্ম বোলে শরীয়ত
রোজা নামাজ হজ কলেমা জাকাত।
তবিকত মঞ্জিলেত ছাড়িব জঞ্জাল
মায়া মোহ যত[৫] ইতি দুনিয়ার হাল।

ক্ষেমা দিবা যত আছে বদির ভাবনা
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এই চারিজন।
ছোট বড় সকলেরে ঘৃণা না করিবা[৬]
ছোট বড় সনে জান পিরীতি বাড়াইবা।
ছোট বড় সকলেরে যন্ত্রণা না দিবা
দুঃখিত দেখিলে তাকে অন্নবস্ত্র দিবা।
গুরুজন সকলেরে ভক্তিএ সম্ভাষিবা[৭]
আপনাকে ছোট হেন আপনে জানিবা।
এ সকল কর্ম যেবা পারে করিবার
তরিকত মঞ্জিলে দোস্ত জানিবা আল্লার।
হকিকত মঞ্জিলের কথা শুনহ খবর
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাতে যে করিব সবর।
প্রভুভাবে মগ্ন হই রহ পৃথিবীত
অল্প খাই অল্প শুই রহ প্রতিনিত।
পড়শীর হিংসা ছাড়ি হিতকারীজন
সদাএ ভাবিয়া রহ প্রভু নিরঞ্জন।
দ্বন্দ্ব মন্দ ছাড়ি যেবা হএ উপকারী
প্রভুতে মজিব মন প্রেমের ভিখারী।
আপনা চিনিয়া আপে যেহেন দর্পণে
মারফত মঞ্জিলে বসি রহ সর্বক্ষণে।[৮]
কোবান পড়িবা নিত্য এক মন কাএ
লোক সঙ্গে পিরীত রাখিবা সর্বথাএ।
মিথ্যা কথা না কহিবা কর্ণে না শুনিবা
সভাত বসিলে নীতি[৯] শাস্ত্র বুঝাইবা।
কৌতুক করিবা[১০] যেন লোকে ভাল বোলে
কহিব উত্তম কথা সভাত বসিলে।
অহঙ্কার বড়াই না বোল আপে ভালা
দুঃখিত নির্বলী দেখি না করিঅ হেলা।
এ চারি মঞ্জিলে এবাদত করে যেইজন
আল্লাব গোচরে সেই হৈব মহাজন।[১১]
মঞ্জিল মোকাম কথা[১২] কে সাধিতে পারে
অল্প কিছু কহিল শুন মোখতাসারে।
চারিশত চৌচল্লিশ হাড় তনের মাঝাব
নেত্র শত ষাট রগ করিছে সঞ্চার।
বাপের বীর্য মায়েব খুন জন্ম যে এই
মৃৎ মাংস[১৩] মিশাইয়া কৈল এক ঠাঁই।

---

১. ফিলের– গ। ২. শিখীর আকৃতি– গ। ৩. তিন– গ। ৪. ইদ গুজাবিযা দিবা মালের জাকাত– গ। ৫. আছে– ক। ৬. দ্বন্দ্ব না করিব– গ। ৭. গুরুজন কবি সব সম্ভাষিব– গ। ৮. সর্বজন– ক। ৯. নিত্য– ক। নীতিশাস্ত্র কহিব বসিয়া সভাস্থানে– গ। ১০. কৌতুকে কহিব– গ। ১১. এ চাবি মঞ্জিলে যেবা কবিল সাধন। আল্লার গোচরে যে থাকিবা সর্বক্ষণ– গ। ১২. জান– গ। ১৩. মৃত্যু মটি– ক।

আব আতস খাক বাত চারি চিজ হএ
নুরের সহিত পঞ্চ শরীর মধ্যএ।
এই পঞ্চ চিজ জান চল্লিশ লক্ষণ
আরোহা মিশাই তারে করিতে চেতন।

আসন ধ্যান

এবে কিছু কহি শুন আসন লক্ষণ
যে আসনে ধেয়াইলে পাএ নিরঞ্জন।
গর্ভ আসনে মন আমানে রাখিব
দড় চক্ষে এক মনে ললাট হেরিব[১]।
ললাট নয়ান তিন নাসিকার সন্ধি
চারি মধ্যে ধেয়াইয়া রূপ করে বন্দী।
তিন নাড়ী জড় হৈয়া রহে ভুরু বাট
জ্ঞানী সবে বোলে সেই ত্রিপিনীর ঘাট।
ত্রিপিনীর ঘাটে যেবা নিতি স্নান করে
কোটি কোটি পাপে তারে কি করিতে পারে।
ময়ূর আসনে রহে ধেয়াই মুকুর[২]
তথাত দেখিবা রূপ আপনা ঠাকুর।
সেইরূপ এক করি চিনিতে পারিলে
মাণিক্যের বর্ণ রূপ তথা আসি মিলে।
পদ্মাসনে হই মন নাসিকাতে দিবা
গোশৃঙ্গ[৩] উপরে শস্য তখনে দেখিবা।
আঁখির নিমেষে যদি করে নিরীক্ষণ
সে-রূপ[৪] চিনিলে হএ পাপ বিমোচন।
যোগাসন করি তবে সংযোগে বসিব
বসন্ত লইয়া বারি শোয়াসে[৫] টানিব।
তিহরীতে টিপ দিয়া ত্রিপিনী টিপিব
এক মন হই ধ্যান গহনে যাইব।[৬]
জিকির ফিকির মন একত্র রাখিবা
মুকুতার কণা যেন সাক্ষাতে দেখিবা।
সেরূপ চিনিয়া[৭] যদি কৈলা নিরীক্ষণ
জন্মান্তের পাপ তার হইব মোচন।
প্রদীপ জ্বালিয়া নিশি[৮] তথা ধেয়াইবা
মহাজোতের মধ্যে রূপ সাক্ষাতে দেখিবা।
লাল জরদ ছেহা সফেদ আকার[৯]
চারি রূপে এক রূপ হইব প্রচার।
চিনিয়া সে রূপ[১০] যদি কৈলা নিরীক্ষণ
সর্বথাএ পাপ তার হইব মোচন।
সূর্যোদয়কালে যদি করে নিরীক্ষণ
অনন্ত অলেখা রূপ দেখিবা তখন।
তার মধ্যে একরূপ ধেয়াই চাহিবা
জন্মান্তের পাপ তার লীলাএ খণ্ডাইবা।[১১]
সূর্য অস্তকালে জান ছায়ার উপর
তন লতিফের জ্যোতি দেখিবা সুন্দর।
সেইস্থানে দড় যদি করিলা নয়ান[১২]
ছায়া লক্ষ্যে কায়ারূপ দেখিবা তখন।
সেরূপ[১৩] চিনিয়া যদি কৈলা মনস্থির
পাপ যত নাশ হৈব নির্মল শরীর।
নিশিকালে চন্দ্রেত করিলে নিরীক্ষণ
তথাত পুরুষ এক দেখিবা তখন।
আত্তমার এক জ্যোতি দেখিবা সে ক্ষণ
লাল ছেয়া তার মধ্যে দেখিবা তখন।
লাল মধ্যে ছেয়া দেখা ছেয়া মধ্যে লাল
সে রূপ চিনিলে পাপ খণ্ডিব তৎকাল।
বামপদ উপরে দক্ষিণ পদ তুলি
মুর্শীদের রূপ দেখ ললাট যে ভেদি।
শুদ্ধ ফটিকের মধ্যে করে ঝলমল
মুকুতার হার জিনি দেখিতে উঝল।
শুদ্ধ ফটিকের মধ্যে মাণিক্যের কণা
সেই যে পরম তত্ত্ব ভেদ মুনি জনা।
সোনার পুতলী মন[১৪] আগুনের কায়া
রূপার পুতলী মন[১৫] দর্পণের ছায়া।
সূর্যের কিরণ মন আঁধারের শলা
মেঘের বিজুলি মন চন্দ্র চারিকলা।[১৬]
হেটে উপরে সমুখে ডানে আর বাম
বুঝিয়া লওরে রূপ যার যেই নাম।[১৭]

---

১. ধীর দৃষ্টি চাহ এক ললাটেত দিব– গ। ২. ধেয়াই আকার– গ। ৩. গরুশৃঙ্গ– ক। ৪. স্বরূপ– ক। ৫. সমস্ত– গ। ৬. গগন ধেয়াইব– ক। ৭. স্বরূপ দেখিয়া– ক। ৮. নিত্য তথাত– গ। ৯. আনল যদি সে জান জবরুত আকার– গ। ১০. স্বরূপ– গ। ১১. জন্মান্তের পাপ জথ নিলাএ হরিব– গ। ১২. সেই স্থানে যদি করিলা নিরক্ষণ– গ। ১৩. স্বরূপ দেখিয়া– ক। ১৪. ময়না– ক। ১৫. মেঘের পুতলী যেন– গ। ১৬. সূর্যের কিরণ মন চন্দ্রের যে কলা। বিজুলির মত মন আঁধারের সলা– গ। ১৭. ঠাম– গ।

ডানের রূপ জান আত্তমা নিরঞ্জন[১]
বামের মূরতি[২] জান ইব্লিস দুর্জন।
প্রথমে ডানের যদি মিলএ আকার
হেরিতে হেরিঅ তারে নয়ান মাঝার।
প্রথমে বামের জ্যোতি না কর হেরন
জ্যোতি লক্ষ্যে মিলে আসি ইব্লিস দুর্জন।[৩]
প্রথমে সমুখে জোত চিন নিরঞ্জন[৪]
যেই রূপ কল্প সেই মিলিব তখন।
জিকির ফিকির টিপ সাধিতে পারিলে
অনন্ত অলেখা রূপ তথা আসি মিলে।
স্বর্গ হন্তে নামিব রূপ জিব্রাইল নাম
জোতেত মিলিব জোত অতি অনুপাম।
পাতালেথু উঠি জোত মিলিব তখন
সেই আজ্রাইল রূপ জানিঅ সে-ক্ষণ।
ডানের যে জোতে জান মিকাইল আসিব
ধরিয়া আপনা রূপ জোতেত মিলিব।
বামেথু আসিব জোত ইস্রাফিল জান[৫]
ধরিব আপনার রূপ মিলিব সে-ক্ষণ।
এ চারি ফিরিস্তা আছে শরীরে বান্দার
এ সব কথা না বুঝে যেবা মূর্খ গোঞার।
কেরাবিন কাতেবিন সঙ্গে এই ছয়জন
জীবাত্তমা পরাত্তমা অমূল্য রতন।
দোহান আত্তমা[৬] সনে জান অষ্টজন
আল্লা আর মোহাম্মদ নুরের দুই তন।[৭]
তথা আর নুর– তজল্লীর তার নাম
হরিষ জন্মএ দেখি সখা অনুপাম।[৮]
সখা নুর মুহম্মদ যদি সে দেখিলে
নানা হেতু দেখ না সাক্ষাতে আসি মিলে।[৯]
না দেখিলে প্রাণসখা আপনা গোচর
বিরস চরিত্র শান্ত নহে কলেবর।[১০]

এ সকল রূপ চিনি ভাঙ্গিতে পারে ধন্ধ
চিনিলে অক্ষয় অমর হএ খণ্ড।[১১]
ভিন্ন ভিন্ন এ সবেরে চিনিতে[১২] পারিলে
অনন্ত অলেখা রূপ সাক্ষাতে আসি মিলে।
গোশৃঙ্গ[১৩] উপরে শস্য রহে যতক্ষণ
ততক্ষণ দেখিলে সে পাপ বিমোচন।[১৪]
গোবধ স্ত্রীবধ ব্রহ্মবধ সুরাপান[১৫]
লীলাএ খণ্ডিব তার এ চারি তখন।[১৬]
শতদল কমল আছএ শ্রীগোলানগর
তথা হন্তে কেলিরস ত্রিপিনী পসর।
ত্রিপিনীর ঘাটে পঞ্চ ক্রিয়া[১৭] আচরিয়া
অভয়া নির্জন স্থানে রহন্ত ছাপাইয়া[১৮]
অবিনাশ আনল জ্বাল দুই স্থান[১৯]
গুরুমুখে শুনি বুঝ সে দুই বাখান।
মুই ক্ষুদ্রে কি কহিব তাহার মহিমা
ভাঙ্গিলে না[২০] ভাঙ্গে ঘর অতি অনুপামা।
অমাবস্যা অষ্টমী নবমী দশমী পূর্ণিমা।
এ সব তিথিতে না যাইব নারী সীমা।

মৃত্যু লক্ষণ

কুশলে শুনহ বান্দা যোগকলন্দর
বুঝিলে পাইবা সবে মরণ খবর।[২১]
সদাএ মস্তকে যদি ঘর্ম দরশন
চাপিয়া ধরিলে ধ্বনি না শুনে শ্রবণ।
এককালে দুই কর্ণ ভগ্ন মত হএ
নাসিকা চাপিলে ইন্দু[২২] ব্যক্ত না দেখএ।[২৩]
আগে ক্রোধ নাছিলেক পাছে ক্রোধ মন
অবিরত ভ্রম যে হএ যেইজন
নিজ হন্তে মূত্র যদি বারমাস সরএ
এ সব লক্ষণে মৃত্যু বৎসরে যে হএ।

---

১. আপনা নিরঞ্জন– গ। ২. বামের যে রূপ– গ। ৩. অতিবিক্ত পাঠ : এই দুই প্রকাবে বুঝ দুই পবস্তাব। ভাবিলে সে অপচয় চিন্তিলেক লাভ– গ। ৪. আর জোত নিবঞ্জন– ক। জ্যোতি প্রভু নিরঞ্জন– গ। ৫. রূপ ইস্রাফিল নাম। মিলিব জোতেত জোত বরণ ধেয়ান– গ। ৬. পবাত্তমা– ক. ৭. খেমাতুন মোহাম্মদ নুরের যে তন– গ। ৮. তথা আর রূপ নুর আল্লার যে নাম। হরিষ আল্লাএ দেখি সখা অনুপাম– গ। ৯. নানা হোতে প্রধান রূপ সাক্ষাতে আসি মিলে– গ। ১০. বিরস বদন শান্ত নহে প্রাণবর– ক। ১১. কন্দ– গ। ১২. ভাবিতে– ক। ১৩. গরুশৃঙ্গ– ক। ১৪. খনে দেখিলে কোটি শাপ বিমোচন– গ। ১৫. গোপ্ত নারী বদির আর সুরাপান– ক। ১৬. ...পুণ্য পাতক নাশন– গ। ১৭. কথা– ক। ১৮. ভাবিয়া যে নিজ স্থানে আছন্ত ছাপাইয়া– ক। ১৯. অবিনাশ অলেখা নিজ্জল দুই স্থান– ক। ২০. সে– ক। ২১. কুশলে যে ধেয়াইয়া মহাকালান্তর/ জানিলে পাইবা জান নিবন্ধ খবর।– গ ২২. বিন্দু– ঘ। ২৩. অতিরিক্ত পাঠ : কৃষিস্থানে আচম্বিত দেখি স্থল করে। স্থল করে আচম্বিত দেখি কৃষি করে– গ, ঘ।

বৃক্ষ উপরে পৃথিবী দেখএ সর্বক্ষণ
স্বর্গ নিরীক্ষণে দেখে ভানুর লক্ষণ ।[১]
গৃধিনী শৃগাল স্বপ্নে দেখা মাংস খাএ
গাড়ীর[২] বলদ স্বপ্নে যদি দেখা পাএ।
পাছে কেহ না থাকে মনুষ্য শব্দ পাএ
সপ্ত তারা না দেখন্ত তালুকা শুকাএ।
অরুণ দর্শনে মর্ম না হএ বেকত
চন্দ্রের রেখা না দেখে মহাপথ।
নাসিকা না দেখে যদি অগ্র বেঁকা হএ
শৃঙ্গার করিতে যদি বাদ না শুনএ।
দিবসেত উল্‌কাপাত যদি সে দেখএ
আচম্বিত কার গাএ ঘুরিয়া পড়এ।
এ সব লক্ষণ যদি দেখএ বিশেষে
নিশ্চয় মরণ তার হএ ছয়মাসে।
দিবসেতে উর্ধ্বমুখী যদি সে হএ
আপনার সমান এক পুরুষ দেখএ।
চাহিতে মস্তক যদি নহে দরশন
এ সব লক্ষণে হএ মাসেতে মরণ।
আকাশেত পুরুষ লক্ষণ দেখা হএ
চাহিতে তার যদি মুণ্ড না দেখএ।
দীপ নিবাইলে গন্ধ না পাএ যেইজন
অকস্মাৎ মরা গন্ধ হইব গ্রহণ।
চক্ষেতে অঙ্গুলি দিলে জ্যোতি না দেখএ
কপালেত হস্ত দিলে ডাঙ্গর লাগএ।
এ সব লক্ষণ যদি জানিলে বিশেষে
নিশ্চয় মরণ তার হএ ছয়মাসে।
বিনি মেঘে যেইজনে বিদ্যুৎ দেখএ
হংস কাক শিখী সর্প নিত্য দেখা পাএ।
রাত্রি কালে ইন্দ্র ধনু[৩] যেজনে দেখএ
ক্রোধ হলে যেবা দন্ত কিড়মিড়াএ।
এ সব লক্ষণে এক মাসে মৃত্যু হএ
দিনে শীত করএ, রাত্রিতে অল্প হএ।
অর্ধ দেহ গ্রীষ্ম হএ অর্ধ দেহ শীত
হেন মত হৈলে জান হএ বিপরীত।
জলে বা দর্পণে যা'ক ছায়া না দেখএ
নিদ্রাকালে ময়ূর স্বপনে দেখা পাএ।
স্নান কৈলে হস্তপদ তুরিতে শুকাএ
দিবারাত্রি যাহার হৃদয় কাম্পএ।
দশদিনে মৃত্যু হএ জানিঅ নিশ্চএ
আঁখির পুতলী যদি বটুল[৪] বর্ণ হএ।
সপ্তদিনে মৃত্যু হএ জানিঅ নিশ্চএ।
আপনার ছায়া যদি দক্ষিণে দেখএ।
সেইদিনে মৃত্যু হএ জানিঅ নিশ্চএ।
মধ্যাঙ্গুলি ভূমি হস্তে চাপিয়া দেখিতে[৫]
অমৃত[৬] অঙ্গুলি যদি উঠে কদাঞ্চিতে।
বিংশ দণ্ড থাকিতে ছায়া খাটো যে হৈব
সপ্ত দণ্ড থাকিতে যুগ শ্বাস একত্র বহিব
কুড়ি দণ্ড থাকিতে দুই শ্বাস বহএ
ছয় দণ্ড থাকিতে ছায়া পদতলে হৈব
প্রহর থাকিতে ছায়া দক্ষিণে যাইব।
মাঘের সংক্রান্তি[৭] জান হএ পঞ্চদিন
দক্ষিণে দেখিলে বাবি মরণ হএ চিন।
দুই অণ্ডকোষ লুকে দৈবের ঘটন
নিশ্চয়ই জানিঅ সেই দণ্ডেত মরণ।
তথা বিচারিয়া দেখ যার যেই রীত
হেমন্ত বসন্ত বুঝ যে হঅ পণ্ডিত।
যেই দিকে প্রদীপ সেইদিকে ছায়া
সেইক্ষণে আত্তমা ছাড়ি যাইব কায়া।

রঙ্গ তত্ত্ব

আব আতস, খাক বাত এই চারি জন
কার কোন্ রঙ্গ হএ কহিবা এখন।
বাত রঙ্গ নবীন পত্র আতস বরণ কালা
সূর্য রঙ্গ লালবর্ণ, আব রঙ্গ ধলা।
খাক রঙ্গ জরদা বর্ণ জানিঅ নিশ্চএ
যার যে খেচাল মতে তার রঙ্গ হএ।
কহিছন্ত পয়গাম্বর হাদিস মাঝার
শরীয়ত যত বোলে কহন আমার।
তরিকত বুঝিবেক মোহর খেচাল
হকিকত জান নিষ্ঠা যত মোহর হাল।
মারফত ভেদ মোর জানিঅ নিশ্চএ
এই মতে চারি কথা হাদিসে কহএ।
কুশলে শুন বান্দা যোগ কলন্দর
বুঝিলে পাইবা সব মরণ খবর।*

---

১. খর্গ– ঘ। ভালুক লক্ষণ– গ। ২. গাভীর– ঘ। ৩. বাত্রি ইন্দু বন্ধু বান্ধব– গ। ৪. ঘোব– গ। বটুল– খ। ৫. মধ্যাঙ্গুলি লুটি যদি চাপিযা খেতিত– গ। ৬. অবমবিত– ঘ। য়সিক্ত– গ। অমৃত– খ। ৭. সঙ্গতি– খ।
* মুদ্রিত বর্তমান গ্রন্থেব প্রথম সংস্করণে আহমদ শরীফ জীবিতকালে একটি মন্তব্য লেখেন : "মুকুলচরিত 'শাহজালাল-মধুমালাব' পুথির আদ্যে লিপিবদ্ধ 'যোগকলন্দব' অশুদ্ধি ও বিকৃতিপূর্ণ।" -প্রকাশক

সুরতনামা বা নুর জামাল

হাজী মুহম্মদ বিরচিত

[আনুঃ ১৫৬৫–১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ]

বিষয় সূচি

ভূমিকা

[নুরজামাল বা সুরতনামা]

মধ্যযুগের মুসলিম রচিত বাঙলা সাহিত্য বিষয়-বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল। অন্যান্য শাখার মতো অধ্যাত্ম-সাধনতত্ত্ব বিষয়েও বাঙলা ভাষায় নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ জাতের গ্রন্থে সাধারণত যোগ ও সুফী সাধনতত্ত্বের মিশ্রণ ঘটেছে। সমাজ ও ধর্মের আচারগত প্রভেদ সত্ত্বেও শাসক-শাসিত সম্পর্কের অন্ত রালে দুটো ভিন্নাদর্শ জাতির কি নিবিড় প্রাণের যোগ গড়ে উঠেছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলে এ ধরনের রচনায়। জীবনের যে চিরন্তন প্রশ্নে আত্মার আকুলতা– উদার পটভূমিকায় ও বিস্তৃত পরিসরে তার সমাধান খুঁজতে চাইলে জাত ধর্ম ও সমাজ-চেতনার উর্ধ্বে উঠতেই হয়। মানস-সংস্কৃতির এরূপ লেন-দেন, এমনি আত্মিক যোগাযোগ চিরকালই মানুষের চিত্ত-প্রসারের, ও আত্মবিকাশের সহায়ক হয়েছে। ফলে, মানবতা বোধ এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিও এগিয়ে গেছে এমনি ভাবে এবং এ পথেই।

যে কোন ধর্মে দৈহিক শুচিতাকে মানস-শুচিতার সহায়ক বলে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ জন্যে উপাসনাকালে দৈহিক পবিত্রতা আবশ্যক হয়। বাহ্য শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতা যে পবিত্রতাবোধ জাগায় ও চিত্তে প্রসন্নতা দান করে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মনে হয়, এ বোধেরই চরম পরিণতি ঘটেছে দেহাত্মবাদে ও দেহতত্ত্বে। যোগ, সাংখ্য, বৌদ্ধ দর্শন ও সূফী সাধনতত্ত্বে দেহকে বিশেষ মূল্য দেয়া হয়েছে। দেহের আধারে যে চৈতন্য সে-ই তো আত্মা! এ অরূপ নিরাকার আত্মার স্বরূপ-জিজ্ঞাসা শারীরতত্ত্বে মানুষকে করেছে কৌতূহলী। এ থেকে মানুষ বুঝতে চেয়েছে: দেহ-যন্ত্র নিরপেক্ষ আত্মার অনুভূতি যখন সম্ভব নয়, তখন আত্মার রহস্য ও স্বরূপ জানতে হবে দেহ-যন্ত্র বিশ্লেষণ করেই। এভাবে সাধনতত্ত্বে যৌগিক প্রক্রিয়াব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে অসামান্য। তাই এদেশের অধ্যাত্মসাধনায় যোগাভ্যাস একটি আবশ্যক আচাব।

পাক-ভারতের সূফীসাধনায় শাহ বু-আলি কলন্দর (মৃত্যু–১৩২৪ খ্রীস্টাব্দ) প্রবর্তিত হিন্দু-ইবানী মিশ্রযোগ পদ্ধতি 'যোগ কলন্দর' নামে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে, বাঙলা ভাষায়ও এ বিষয়ে নানা গ্রন্থ বচিত হয়েছে। সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ', অ-জানা কবির 'যোগ কলন্দর', আবদুল হাকিমের 'চারি মোকাম ভেদ', শেখচান্দের 'হর-গৌবী সংবাদ', মোহ্‌সীন আলীর 'মোকাম মঞ্জিলের কথা', আলী রজার 'ষটচক্রভেদ' এ বিষয়ক গ্রন্থ। চর্যাগীতি, সহজিয়াপদ, বাউল, মুর্শিদী ও মারফতী গানগুলো এ শ্রেণীর সাধকদেরই ভজন-গীতি।

সাধনের জন্যে দেহ-চর্যা ও ভজনের জন্যে গান যেমন প্রয়োজন, তেমনি বোধের জন্যে তত্ত্ববিশ্লেষণও আবশ্যক। তাই তত্ত্ববিশ্লেষক গ্রন্থও হয়েছে রচিত। হাজী মুহম্মদের 'নুরজামাল', শেখচান্দের 'শাহ্‌দৌলাপীর নামা' বা 'তালিবনামা', আবদুল হাকিমের 'শিহাবুদ্দিন নামা', আলী রজার 'আগম ও জ্ঞানসাগর', অ-জানা কবির 'পুরাণ জরীপ (হোরান জরীপ?)', শেখ জেবের

'আগম', শেখ জাহেদের 'আদ্য পরিচয়', কাজী শেখ মনসুরের 'সির্নামা' সৈয়দ নুরুদ্দীনের 'বুরহানুল আরেফিন' প্রভৃতি এ বিষয়ক গ্রন্থ।

এখানে আমরা তত্ত্বসাহিত্যের একজন শক্তিমান লেখক সাধক কবি হাজী মুহম্মদ ও তাঁর রচনাবলীর পরিচয় নেব। হাজী মুহম্মদ সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা পাই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'একটি ঝরা ফুলের কথা' নামক প্রবন্ধে।[১] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকও তাঁর 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে কবির পরিচয় দিয়েছেন।[২] 'পুথিপরিচিতি'তেও তাঁর কাব্য-পরিচয় রয়েছে[৩]। এখন পরিচয়ের পরিসর বিস্তৃত হয়েছে বটে, কিন্তু কবির সব রচনা আবিষ্কৃত না হলে পুরো পরিচয় পাওয়া যাবে না। মারফতী সাধনতত্ত্বের একখানি আদ্যে খণ্ডিত সঙ্কলন গ্রন্থে হাজী মুহম্মদের একটি রচনার খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে[৪]। এতে কবির গ্রন্থসংখ্যা বা প্রাপ্ত রচনার পরিমাণ বাড়ল।

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

ক। পুথির[৫] কোন নাম নাই। আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়বস্তুর আলোকে এর 'মোকাম মঞ্জিলের কথা' নাম দেওয়া যায়। এটি ৮´´×৬´´ পরিমিতি কাগজের বই। আদ্যে খণ্ডিত। ৭-৮ সংখ্যর পত্র নেই। ৩-৬, ৯-৩৬ পত্রে সমাপ্ত। এটি একটি সংকলন গ্রন্থ। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশে (৩-৬ক) সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান চৌতিশা; দ্বিতীয়াংশে (৬ক, ৯-১০ক,) 'আসন লক্ষণ'– এ অংশে ভণিতায় নেই। তৃতীয়াংশে (১০খ-২২ক) কলন্ত (কলন্দর)-এর 'দরবেশীমহল' (শরীয়ৎ-আদি চার মঞ্জিলের কথা ও তনের বিচার); চতুর্থাংশে (২২ক-২৬খ) 'শাহ্ মিছা'র বীর্য কথা'; পঞ্চমাংশে (২৬খ-৩২খ) হাজী মুহম্মদের 'তনের বিচার' (আত্মতত্ত্ব) এবং ষষ্ঠাংশে রয়েছে সাত পৃষ্ঠাব্যাপী (৩২খ-৩৬ক) একটি অশুদ্ধিপূর্ণ আত্মজিজ্ঞাসামূলক পদবন্ধ।

এ সূত্রে কলন্দর ও শাহ্ মিছা নামের দুজন কবির এবং তাঁদের রচনার সন্ধানও পাওয়া গেল।

(অ) প্রথমাংশের আরম্ভ :

ডণ্ডেক আমান মন রাখহ নিশ্চএ
ডিড ভরি ভ্রম ছারি কর পরিচএ।

শেষ :

ক্ষিণ অতি শিশু মতি ছৈদ ছোলতান
ক্ষিণ হিন বুদ্ধি কহে চৌতিসার জান।

(আ) দ্বিতীয়াংশের আরম্ভ :

ইতি আসন লক্ষণ
এবে কহি সুন কীচু আসন লক্ষণ
জে আসনে ধ্যাআইলে পাএ নিরঞ্জন।

শেষ :

সতদলে কমলে আচে শৃগোলার হাট

---

১. মাহেনও, জানুয়ারী-১৯৫২। ২. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ১৬৬-৭০। ৩. পুথিপরিচিতি, পৃঃ ৩০১-০৬। ৪. প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, আবদুল করিম, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১ম খণ্ড, প্রথম সংখ্য', ৩৬৬ সংখ্যক বিবরণ, পৃঃ ২২৩-২৪। ৫. ঐ

তথা হোস্তে কেলিরস ত্রিপিনির ঘাট।
এ সকল। আসন। সমাপ্ত।

(ই) তৃতীয়াংশের শুরু :

আউয়ালে আল্লার নাম করম শ্মোরণ
অষ্টদস আলাম জে জাহার শৃজ্জন।...
কহন ন জাএ তান মুহিমা সকল
মন দিআ সুন কিচু দুর্বেসী মহল।

ভণিতা :

১. ডাইনে বহিলে হএ মরণ নিশ্চএ
ছএ মাসে মরণ সে কহে **কালন্তএ**।
২. এ তিন দিবস জদি বাম ধারে বহে
পক্ষক ভিতরে মরণ কহে **কালন্তএ**।
৩. তিন ভাগ বহে জদি মুলে হএ নাস
কালন্ত কহএ জান বাবির প্রকাস।

শেষ :

জেইরূপে কহিল এই ডানের জে কথা
বামের উচিত তাহলে জানিবা বারতা।
এসব জানিবা তর্থ বাবি পরিচএ।

(ঈ) চতুর্থাংশের শুরু :

সপ্তম দরর্ব্বেসি জান বির্জ্জ্য জথা রহে।

ভণিতা :

এমত কবিল জদি কন্যা জনমএ
তবে জানিবা হেন **সাহা মিছা** কহে।

শেষ :

নারিরে জিঙ্গাসে জদি এসব কহএ
সরুপে রহিল গর্ভে জানিঅ নিশ্চএ।

(উ) আর পঞ্চমাংশের অর্থাৎ হাজী মুহম্মদের 'তনের বিচার' তথা 'চার মোকামের কথা'ব পুবো পাঠ সঙ্কলন করে দিয়েছি। কাজেই পরিচিতি অনাবশ্যক।

(ঊ) ষষ্ঠাংশের আবম্ভ :

কথা থাক মনুরা কথা থানথিতি
কএ বাত্রি চন্দ্র মাসা তুমার উৎপতি।

শেষ :

দিগে চাহিআ আহারের প্রভু কি কৈ
আল্লা মোরে ঘানোহানির বিস মোছনে।

এ পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকা :

শ্রীমাং আরপং সাং জএকৃষ্ণনগর পীং সুয়াবর খেলিফা দাদা আলী মাং ফকির বরবাবধন বর সাহা। ইতি সন ১১৯৪ মঘি তারিখ ২৭ বৈসাগ রোজ রবিবার ছে পহরি পুস্তক আদাএ সমাপ্ত হইলেন।

লিপিকরের 'মঙআরপখঙ' নাম দেখে মনে হয়, পাণ্ডুলিপিখানি আরাকানী মুসলমানের দ্বারা আরাকানেই (অন্তত আরাকান সীমান্তস্থিত চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল রামু এলাকায়) লেখা। শুনেছি আরাকানে ও ব্রহ্মদেশের অন্যত্র দেশজ মুসলমানেরা দুটো করে নাম রাখে একটা ইসলামী, অপরটা দেশী। আরাকানী মুসলমানেরা সাধারণ ভাবে আরাকান-প্রবাসী চট্টগ্রামী মুসলমানেরই বংশধর। এসব প্রবাসীদের যারা সে-দেশী মেয়ে বিয়ে করে তাদের সন্তানেরা 'জেরবাদী' নামে পরিচিত হয় এবং তাদের মধ্যে বাঙলা ভাষা চালু আছে। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির লিপিকাল ১১৯৪ মঘী বা ১৮৩২ খ্রীঃ।

অতএব, দেখা গেল বিভিন্ন কবির রচনার বিশেষ বিশেষ অংশই আলোচ্য পুথিতে সংকলিত হয়েছে। এতে সহজেই অনুমান করা যায় যে প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রচনা রয়েছে এবং সেগুলো পৃথক পৃথক গ্রন্থরূপে এক সময় চালু ছিল। আমাদের এ অনুমানের নিঃসংশয় ভিত্তি হচ্ছে সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানচৌতিশা'। এটি কবির 'জ্ঞানপ্রদীপ' গ্রন্থের উপসংহার এবং এক সময় পৃথক পুথি হিসাবেও চলত।

খ। নুরজামাল[১] : ১৯″×৬.৫″ পরিমিত কাগজে লেখা। অন্ত্যে খণ্ডিত। ১-৫ পত্র বিদ্যমান। পুথিখানি বড় ছিল বলে মনে হয় না। হয়তো শেষে আর দুচার পাতা মাত্র ছিল। সত্যকলি বিবাদ সংবাদের লিপিকর গোলাম আলীর হাতের লেখা বলে মনে হয়। তাহলে ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের কিছু আগের বা পরের অনুলিপি বলে অনুমান করা করা চলে।

গ। অপর একখানি পুথিতে মঞ্জিল অংশের পুরো পাঠ মিলেছে তবে মোকাম অংশ এটাতেও নেই। পাণ্ডুলিপিটি ৮″×৫″ কাগজে লেখা। এটি এখন বাঙলা একাডেমীতে রক্ষিত আছে।

কবি পরিচিতি

কবি হাজী মুহম্মদের কোন 'আত্মপরিচিতি' পাওয়া যায়নি। কাজেই প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য পরোক্ষ তথ্য রয়েছে।

১. শেখ মুতালিব 'কিফায়তুল মুসল্লিন' নামের জনপ্রিয় গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি ভণিতায় 'পরান তনয়' ও 'পরান নন্দন' বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। যেমন :

(ক) কিফায়তুল মুসল্লিন শুন দিয়া মন
বঙ্গভাষে কহে শেখ পরান নন্দন।
সব মসায়েল তিনি [আনি?] করি একত্তর
কহিয়াছে কায়দানি কেতাব ভিতর[২]

(খ) পীর পদে প্রণামিএ সৈয়দ হাসান
মীর মুহম্মদ সফী তাহান নন্দন[৩]।

(গ) সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পরান সুজন
তাহান নন্দন হীন মুতালিব ভাণ[৪]।

পিতা খ্যাতিমান না হলে পুত্র আত্মপরিচয়ে পিতার নামোল্লেখ করতেন না; আর কবি-খ্যাতির চেয়ে অন্য কোন খ্যাতিই বেশী প্রসার লাভ করে না। তাই আমরা মুতালিবকে কবি

১. পুথি পবিচিতি, পৃঃ ৩০১-২। ২. পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৭০।
৩. ঐ, পৃঃ ৬৩। ৪. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ২০০।

পরানের পুত্র বলেই মনে করি। বিশেষ করে মুতালিবের 'ক' ভণিতার শেষ পংক্তিগুলি আমাদের অনুমানের স্বপক্ষে ইঙ্গিত দেয়। 'খ' ভণিতায় মীর মুহম্মদ সফীর পিতা সৈয়দ হাসানকে তাঁর পীর বলে উল্লেখ করেছেন। 'গ' ভণিতায় কবির পিতা শেখ পরানের ও স্বগ্রাম সীতাকুণ্ডের নাম আছে। শেখ মুতালিব আরবী 'আবজদ' রীতিতে তাঁর গ্রন্থ রচনার নির্দেশ করেছেন :

(ক) ইসলাম এবাদত নামাজ সমাপ্ত
সেই অনুবন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত।
সপ্তমে হইল পুনি **এবাদতনাম**
যেই দিলে সাঙ্গ হৈল পুস্তক **তামাম**।

(খ) পুস্তক সমাপ্ত হৈল দীন ইসলাম
কিফায়তুল মুসল্লিন রাখিলাম নাম

এ থেকে যথাক্রমে ১০৪৮ ও ১০৪৯ হিজরী তথা ১৬৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়[১]। মৌলবী রহমতুল্লাহর হাতে লালিত শেখ মুতালিব শিশুকালে হয়তো পিতৃহীন হয়ে ছিলেন। ১৬৩৮ সনে মুতালিবকে ৩৫ বছর বয়স্ক এবং পিতা পুত্রের বয়সের তফাৎ ২৫ বছর ধরে নিয়ে হিসাব করলে মুতালিবের জন্ম সন ১৬০৩ এবং তাঁর পিতার জন্ম সন ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দ বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। শেখ মুতালিব যদি দশ বছর বয়সে পিতৃহীন হন, তা হলে পরানের মৃত্যু সন ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দ। অতএব, পরানের জীবৎকাল মোটামুটি ১৫৭৫-১৬১৫ খ্রীস্টাব্দ বলে মনে করা যাক।

২. শেখ পরান দুখানি গ্রন্থের রচয়িতা : নুরনামা ও কায়দানি কেতাব। শেখ পরান তাঁর নুরনামায়[২] সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' এর উল্লেখ করেছেন :

শাস্ত্রনীতি কথা কহি কর অবধান।
ফাতেমাক বিভা কৈল আলি মতিমান
নবী বংশে রচিছন্ত সৈদ সুলতান।

কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'নবীবংশ' রচনা শুরু করেন ১৫৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে[৩]।

আবার, এই শেখ পরানই তাঁর কায়দানি কেতাবে[৪] হাজী মুহম্মদ ও তাঁর একখানি পুথির নামোল্লেখ করেছেন :

যদি বোল গোর হোন্তে না উঠিব পুনি
কাফির হৈয়া যাইব নরকেত জানি।
সুরতনামার মধ্যে ইমার সিফত
কহিছন্ত হাজী মুহম্মদ ভাল মত।
তে কারণে এথা মুঞি না কৈলুঁ সমস্ত
কিঞ্চি কহিলুঁ মুঞি ইঙ্গিতে বুঝিত।

এতে মনে হয়, সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ শেখ পরানের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। অতএব, আমাদের আগের অনুমান অনুসারে শেখ পরান ১৬১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন বলে ধরে নিলে হাজী মুহম্মদ ষোল শতকের শেষ দশকে 'নুরজামান বা সুরতনামা' রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করতে হয়।

---

১. (ক) পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৫৮। (খ) মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ১৯৯। ২. পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৯২। ৩. সত্যকলি বিবাদ সংবাদ, পৃঃ ১১১ এবং ২১৮। ৪. ঐ পৃঃ ৯১।

৩। এদিকে সৈয়দ সুলতানের পৌত্র, শেখ মুতালিবের পীর সৈয়দ হাসানের পুত্র ও নুরনামা রচয়িতা শাহ মীর মুহম্মদ সফী হাজী মুহম্মদকে তাঁর পীর বলে উল্লেখ করেছেন[১] :

ক.　কহে নীর শাহ সফী আমি দুঃখমতি
　　এই লোক পরলোক সেই দুরগতি।
　　পিতামহ শাহ সৈয়দ জানহ দরবেশ
　　কিঞ্চিৎ জানাইলুঁ সেই পন্থের নির্দেশ।

খ.　বলি পীর কহি দেও আদ্য সমাচার
　　কিরূপে হইল নুর আল্লার দিদার।
　　কোন্‌মতে হৈল স্বর্গ ক্ষেতি উৎপন
　　কেমতে হইল বোল জীবের সৃজন।

গ.　কহে মোহাম্মদ সফী হৃদে মনে তানে জপি
　　　　যার ঘর্মে সৃষ্টি উৎপন।
　　পীর হাজী মোহাম্মদ শিরে বন্দী তান পদে
　　　　পাইতে সে নুরের দরশন।

শেখ মুতালিব মীর মুহম্মদ সফীর পিতা সৈয়দ হাসানের শিষ্য ছিলেন। কাজেই মীর মুহম্মদ সফী ও শেখ মুতালিব প্রায় সমবয়সী ছিলেন বলে অনুমান কবা যায়। অতএব, ছকে ফেলে দেখলে এরূপ দাঁড়ায় :

'নবীবংশ' এর কবি
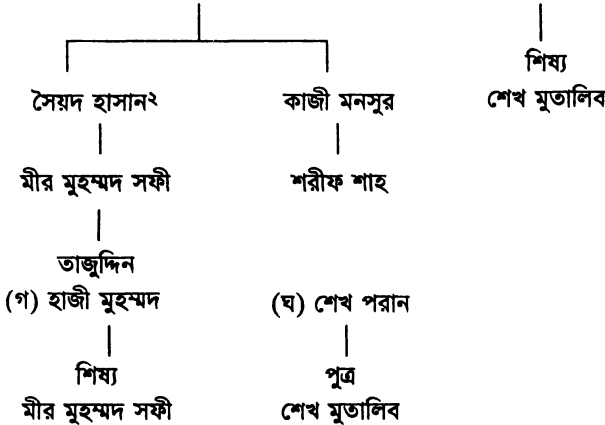
আমরা আগেই দেখেছি, সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ শেখ পরানের পূর্বসূরি ছিলেন। হাজী মুহম্মদকে সৈয়দ হাসানের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সৈয়দ সুলতানের বয়ঃকনিষ্ঠ রূপে কল্পনা

---

১. পুথি পরিচিতি, পৃঃ ৯৩-৯৪।

২. সত্যকলি বিবাদ সংবাদের বংশ-পিঠীকায় সৈয়দ হাসানেব নাম নেই। তখন শেখ মুতালিবের গ্রন্থটির কথা মনে ছিল না।

করলে তাঁর আবির্ভাব কাল ১৫৬৫-১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ বলে অনুমান করা সম্ভব। বলা বাহুল্য, ইনি চট্টগ্রামবাসী ছিলেন।

সম্প্রতি 'কিফায়েত-উল মুসল্লীন' রচয়িতা শেখ মুত্তালিবের 'সময় নিরূপণ' নামে এক প্রবন্ধে (সাহিত্য পত্রিকা ঃ শীত সংখ্যা, ১৩৭৪ সন) আঠারো শতকের তৃতীয় পাদের কবি মুহম্মদ মুকিমের 'গুলে বকাউলির প্রমাদপূর্ণ পাঠ ও উনিশ শতকের হামিদুল্লাহ খান রচিত চট্টগ্রামের শ্রুতিস্মৃতিমূলক ইতিকথা 'আহাদিসুল খওয়ানীন' (১৮৭১ সনে প্রকাশিত) গ্রন্থ অবলম্বন করে হাজী মুহম্মদ, শেখ পরান. আবদুল নবী, মুজাম্মিল প্রভৃতি চট্টগ্রামী কবিদের সময় নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন ডক্টর আবদুল করিম। উক্ত কবিগণ আঠারো শতকে বর্তমান ছিলেন বলেই তাঁর ধারণা। কিন্তু তাঁর অবলম্বিত তথ্য নির্ভরযোগ্য নয় বলেই তাঁর সিদ্ধান্তও গ্রহণীয় নয়। পুথি পরিচিতিতে উদ্ধৃত লিপিকর প্রমাদযুক্ত অসংশোধিত পাঠে এবং লোকশ্রুতি নির্ভর 'আহাদিসুল খওয়ানীন' গ্রন্থোক্ত বিবৃতিতে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েই তিনি নিজে হয়েছেন প্রতারিত এবং পাঠককে করেছেন বিভ্রান্ত। 'বৃদ্ধ'-এর বিশুদ্ধ পাঠ 'বুধ'।

'সপ্তমে হৈল পুনি এবাদত নাম
'যেই দিনে সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম'

এতেই 'আবজদ' রীতির আভাস রয়েছে। 'শামসের গাজী নামা' রচয়িতা শেখ মনোহরের মতে সৈয়দ গদা হোসেন কবি পীর মীর সৈয়দ সুলতানের বংশধর এবং শমসের গাজীর জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক। হামিদুল্লাহ খান তাঁর গ্রন্থে তথ্য প্রমাণ ব্যবহার করেন নি, কালিক পৌর্বাপর্য রক্ষার গুরুত্বও স্বীকার করেছেন বলে মনে হয় না। আমাদের পরিবেশিত তথ্যগুলো আলোচনার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ডক্টর করিমের সিদ্ধান্ত চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সতেরো শতক অবধি মুসলমান লেখকেরা শাস্ত্রকথা বাঙলায় লেখা বৈধ কি না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না। আমরা শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম প্রমুখ অনেক কবির উক্তিতেই এ দ্বিধার আভাস পেয়েছি। সুতরাং যাঁরা বাঙলায় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা দ্বিধা ও পাপের ঝুঁকি নিয়েই করেছেন। এতে তাঁদের মনোবল, সাহস ও যুক্তি-প্রবণতার পরিচয় মিলে।

শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪১০ খ্রীস্টাব্দ) বলেন :

নানা কাব্য কথা রসে মজে নরগণ
যার যেই শ্রধাএ সন্তোষ করে মন।
না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ
দূষিব সকল তাক ইহ না জুয়াএ।
গুণিয়া দেখিলুঁ আহ্মি হই ভয় মিছা
না হএ ভাষাএ কিছু হএ কথা সাঁচা।

সৈয়দ সুলতান বলেছেন :

কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন।
ফলে আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা।
কিন্তু যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষ হএ তার অমূল্য রতন।
তবু যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে

পঞ্চালি রচিলুঁ করি আছএ দূষিতে।
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেত পড়ি
কিতাবের কথা দিলুঁ হিন্দুয়ানি করি।
অবশ্য মোহোর মনের ভাব জানে করতারে
যথেক মনের কথা কহিমু কাহারে।

আমাদের হাজী মুহম্মদও নিঃসংশয় নন, তাই দ্বিধামুক্ত হতে পারেননি তিনিও :

যে কিছু করিছে মানা না করিঅ তারে
ফরমান না মানিলে আজাব আখেরে।
হিন্দুয়ানি লেখা তারে না পারি লিখিতে
কিঞ্চিৎ কহিলুঁ কিছু লোকে জ্ঞান পাইতে।

মনের দিক দিয়ে নিঃসংশয় না হলেও যৌক্তিক বিচারে এতে পাপের কিছু নেই বলেই কবির বিশ্বাস। তাই তিনি পাঠক সাধারণকে বলছেন :

হিন্দুয়ানি অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা।
বাঙ্গলা অক্ষর 'পরে 'আঞ্জি' মহাধন
তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ।
যে আঞ্জি পীর সবে করিছে বাখান
কিঞ্চিৎ যে তাহা হোন্তে জ্ঞানের প্রমাণ।
যেন তেন মনে যে জানৌক রাত্রদিন
দেশী ভাষা দেখি মনে না করিঅ ঘীণ।

এঁর পরবর্তী কবি মুতালিবেরও এ ভয় :

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ।
মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে।
মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ ক্ষেমিবেক।

'আমীর হামজা' (১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে) রচয়িতা আবদুল নবীরও সেই ভয় :

মুসলমানি কথা দেখি মনেহ ডরাই
রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই
লোক উপকার হেতু ত্যজি সেই ভয়
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিলুঁ হৃদয়।

রাজ্জাক-নন্দন আবদুল হাকিমের মনে কিন্তু কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব তো নেই-ই, পরন্তু যারা এ সব গোঁড়ামি দেখায়, তাদের প্রতি তাঁর বিরক্তি তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

যেই দেশে যেই বাক্যে কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।...
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন

হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ।
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়াএ
নিজদেশ ত্যাগী কেন বিদেশে না যাএ।
এবং মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।

হিন্দুয়ানি মাতৃভাষার প্রতি এতখানি অনুরাগ সে যুগের আর কোন মুসলিম কবির দেখা যাবে না।

ইরানী সূফীসাধনা যৌগিক প্রক্রিয়া নির্ভর। পাক-ভারতের যোগ-সাধনার সঙ্গে পরিচয়ের পরে সূফীদের দেহচর্যায় যোগশাস্ত্রের প্রচুর প্রভাব পড়ে। সূফী দেহতত্ত্বের সঙ্গে যোগশাস্ত্রের সার্থক মিশ্রণ ঘটিয়ে উভয় প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে যিনি পাক-ভারতের মুসলিম সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁর নাম শেখ শরফুদ্দীন বু আলি কলন্দর শাহ (মৃত্যু– ১৩২৪ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁর প্রবর্তিত সাধন-পদ্ধতির বাঙলা নাম 'যোগ কলন্দর'। বাঙলায় তাঁর মতাবলম্বী বৈরাগ্যবাদী সূফীর সংখ্যা এত বেশী ছিল যে কলন্দর বলতে মুসলিম বৈরাগীই বোঝাত। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আছে :

কলন্দর হৈয়া কেহ ফিরে দিবারাতি
অথবা
ঋণ-কড়ি নাহি দাও, নহ কলন্দর।

পানিপথে বু আলি কলন্দরের সমাধি আছে। সাধক হিসাবেও বু আলি কলন্দর উত্তর ভারতে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। তাঁর খ্যাতি আজো ম্লান হয়নি। আমাদের আলোচ্য কবি হাজী মুহম্মদ যোগ-কলন্দরের বাঙালী ব্যাখ্যাতার অন্যতম। তিনি যে তত্ত্বজ্ঞ সাধক ও পীর ছিলেন, সে-খবর আমরা তাঁর মুরীদ কবি মীর মুহম্মদ সফীর কাছেই পেয়েছি। আগেই বলেছি, এ বিষয়ে আরো কয়েকজন গ্রন্থ রচনা করেছেন; কিন্তু হাজী মুহম্মদের মতো এমন নৈপুণ্য তাঁরা দেখাতে পারেন নি। জটিল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা প্রাঞ্জল ও সরস করে বলার স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা ছিল তাঁর। এ ব্যাপারে তিনি চৈতন্যচরিতামৃতের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে তুলিত হবার যোগ্যতা রাখেন। হাজী মুহম্মদের সুরতনামা মুসলিম সূফী-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাঁর সঙ্গে তুলিত হতে পারেন কেবল আলিরজা ও বিবর্তবিলাস-এর কবি অকিঞ্চন দাস।

সূফী অধ্যাত্মতত্ত্বে কিংবা যোগমার্গে আমরা অভিজ্ঞ নই। তবু কবির বক্তব্য কবির অনুসরণে বুঝবার চেষ্টা কবা যাক।

কবি বলেন : পাপ থেকে দূরে থাকবার উপায় হচ্ছে শরীয়ৎ-দুর্গের আশ্রয় নেওয়া। কিন্তু মানুষের এতেই চলে না। বৃহতের আকাঙ্ক্ষায়, মহত্তর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে তাকে। তাব গন্তব্য সুদূরে, দুস্তর বাধা অতিক্রম করে তাকে পৌছুতে হবে অভীষ্ট মঞ্জিলে। এ জন্যে তার চাই পটু দিশারী। কিন্তু শরীয়তের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এটিই সব উন্নততর সাধনাব ভিত্তি।

তাই বিনি শরিয়তে যদি তরিকতে চলে
না চিনিয়া পন্থ যেন তোকাএ আন্ধলে।
কেননা সকল মঞ্জিল শরীয়ৎ ঢাকি আছে।
এবং সকল মঞ্জিল আছে শরীয়ৎ ভিতর।

যথা শরীয়ৎ চাপনি সলিতা তরিকত
হকিকত তৈল যেন অগ্নি মারফত।
এক না থাকিলে তিনে কাম নাহি চলে
চারি একত্তর হৈলে সেই দীপ জ্বলে।

এবার তরীকতের কথা :

তরিকত মঞ্জিলের মোকাম মলকুত।
এবং মলকুত মোকাম জান ফিরিস্তার মঞ্জিল।
এ স্তরে ক্ষুধা তৃষ্ণা এক তার মনেত না ভাএ।
হিংসা পিশুন কিছু মনেত না রাখে
কাম ক্রোধ লোভ মোহ সকল উপেক্ষে।
এবং এবাদত পরে কিছু মনেত না ভাএ
ফিরিস্তার সনে তার মুলাকাত হএ।

এ সময় সাধক কেবল :

নুর জামালে দেখে বাতিনে অনুক্ষণ
আল্লা 'পরে আর কিছু না কল্পএ মন।
ফলে মলকুত হাসিল তবে হইব তাহার।
তাতে ফিরিস্তার সিফৎ তবে হইব জাহির
এবং নুর তজল্লাএ হ'এ এ দিব্য শরীর।

এর পরে হকিকতের এলাকা। হকিকত মঞ্জিলের মোকাম হচ্ছে জবরুৎ। এ স্তরে কঠিনতর সাধনার প্রয়োজন। কেননা :

হকিকত মঞ্জিলেত 'আরোহা' চিনিব
আপনা জানিয়া ফানি 'হকে'ত মিশিব।

কিন্তু এ 'আরোহা' (রূহসমূহ) বর্ণনাতীত। বলা যায় অবাঙ্মনসগোচর:

কেহো যদি জিজ্ঞাসিল 'আরোহা' কি হএ
বুলিতে না পারি তারে নিশানি নির্ণএ

তবে আভাসে বলা যায় ঃ

হকিকত মঞ্জিলে বুলি আত্মা পরিচয়
আত্মা কি বস্তু তাক্কে কহিব নিশ্চয়।
আরোহারে আল্লা বুলি আমর খোদার
যে আমর হোন্তে পয়দা সকল সংসার।
হকিকত মঞ্জিলে সে ঘনান মঞ্জিল
দেখিব আরোহা যদি তথা আমরিল।
আরোহার লগে যদি হৈল পরিচয়
আরোহার নুর সে রওশন অতিশয়।

তখন (সাধকের)– বাহিরে ভিতরে তার হএ একাকার
আত্ম পর ভেদ কিছু নাহি রহে তার।

আল্লাহর স্বরূপ জানা সহজ নয় ঃ

অনন্ত মহিমা আল্লা আকার বহুল

কিরূপ কি বস্তু আল্লা কহিবারে নারে
কিছু গুরু দেখাইলে দেখিবারে পারে।
তাই, দেব পশু নর কিবা গন্ধর্ব সকল
সকলে ফাঁফর আছে আরোহা উপর
তবে মুরর্শিদ, বেনিশানি আরোহার দেখাইলে দেখে।

তারপরে মারফতের কথা। এতে তৌহীদে অজুদী এবং তৌহীদে শহুদী তত্ত্ব আছে ঃ

লাহুত মোকাম মারফতের মঞ্জিল।
আর লাহুত মোকাম কিছু পাইলেক যবে
বাক্যসিদ্ধি কেরামত হএ তার তবে।
কিন্তু কেরামতে ভোলা হৈয়া সুখী হৈল যবে
মারিফতে আল্লার দিদার না পাএ তবে।
শেষে এহ্ কেরামত যাএ তার হোন্তে
দীন-দুনিয়া দোঁহো হারাএ এই মতে।...
বিস্তর ফকির সবে জবরুতে গিয়া
ফিরিয়া বসিছে সব কেরামত পাইয়া।
কাজেই মোহাম্মদ মোস্তফারে সহায় করিয়া
মারিফত পন্থে চল একি কোসা লৈয়া।
কারণ মারিফত বুলি জান আল্লার দিদার।

এবার কবি সৃষ্টিতত্ত্বের আভাস দিয়েছেন। এতে দ্বৈত ও অদ্বৈততত্ত্ব সহজ ও সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে ঃ

জাত সিফত ছিল গোপন ভাণ্ডার
জাত হোন্তে সিফত হইল পরচার।
বীজ হো.ন্ত বৃক্ষ যেন হইল জাহির।
জাত সিফতে সেই নুর অনুপাম
নুর মুহম্মদ তার রাখিলেন নাম।
আপনার দোস্ত হেন তাহারে বুলিলা
সেই নুর হোন্তে আল্লা সকল সৃজিলা
এক হোন্তে হৈল দুই দুই হোন্তে সকল।
আল্লা হোন্তে বান্দা সব হৈছে পয়দাএ
এথেকে সে বান্দা সব সুরত আল্লার।

মূলতঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন ঃ

বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল।
ফল বৃক্ষ বীজ এই তিন নাম হএ
একে হএ তিন জান তিনে এক হএ
বীজ বৃক্ষ ফল হোন্তে কেহো ভিন্ন নহে।

কিন্তু তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যাএ।
তেন মত জানিঅ যে আল্লা আর বান্দা

আল্লা হোন্তে বান্দা সব হইয়াছে পয়দা।
ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কায়
তেন রূপে জানিঅ যে বান্দা আর খোদায়।
দরিয়ার পানি যেন গোরস উথলে
গোরসে দরিয়া কেহ কভু নাহি বোলে।
সিন্ধু ঢেউ সিন্ধু হোন্তে কেহ ভিন্ন নহে
সেই সিন্ধু উথলিলে গোর [কী] নাম হএ।
তেন রূপে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ
আল্লা হোন্তে বান্দা সব কেহ ভিন্ন নহে।
বান্দা হীন নামমাত্র আপনে সকলে
গোর [কী] হেন নামমাত্র হএ সর্ব জল।

কাজেই তুহ্মি আহ্মি নামমাত্র সকল সেই সে
নানারূপে করে কেলি নানান যে বেশে।...
ব্যক্ত অব্যক্ত আপে ব্যাপিত সর্বঠাম
বাসনা করিয়া মাত্র রাখিয়াছে নাম।...
এবং জলস্থল অন্তরীক্ষে যথ চলাচল
আপনে করন্তি খেলা সৃজিয়া সকল।...
পুষ্পের মধ্যেত গন্ধ গন্ধেত স্বরূপ
বেকত গোপত বেশ গোপত স্বরূপ।

যদি 'আল্লা হোন্তে বান্দা জান কভু ভিন্ন নহে।' তবে কেন 'বান্দাব পীড়নে সে আল্লারে না পীড়এ।'– এ প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেন ঃ

ঢেউ আর সাগর একই পানি হএ
কিন্তু ঢেউ মৈলে কভু সাগর না মরএ
তেন মত জানিঅ বান্দা আর খোদাএ।
কিংবা গাছ আর ফল যেন হএ এক কায়
তথাপি ফলের দুঃখে গাছ দুঃখী নহে।
তেন রূপে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ
বান্দার দুঃখেত কভু খোদা দুঃখী নহে।
বান্দার আজারে কভু খোদা না পীড়এ
বান্দার মরণে কভু খোদা না মরএ।

খোদা আর বান্দা অভিন্ন হয়েও ভিন্ন।

তাই আছিল আছিব সে যে আছে সর্বক্ষণ
জন্ম মৃত্যু নাহি তার আওনা গমন।

কাব্যের বর্ণিত বিষয় কবির ভাষাতেই তুলে ধরেছি। এর উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের ভার সুধীজনের হাতেই রইল।

সুরতনামা বা নুরজামাল

স্তুতি

আউয়ালে আল্লার নাম আগাচ করিলুঁ
দীলেমুখে এক আল্লা স্বরূপে জানিলুঁ।
আঠার হাজার আলম যাহার সৃজন
অহোনিশি আল্লা নাম করহ স্মরণ।
মালেক তাহান নাম সৃজন যাহার
বিনি হস্তে সৃজিয়াছে সয়াল সংসার।
রজ্জাক তাহান নাম ভক্ষণ আনিয়া
সর্বজীবের ভক্ষ্য দেঅন্ত জানিয়া।
সমিউন নাম তান সকল দেঅন্ত
বিনি কর্ণে শব্দ যথ শুনে আদি অন্ত।
বসির তাহান নাম দেখন্ত সকল
বিনি চক্ষে দেখে সবার ভিতর।
দীলে মুখে এক আল্লা বোল সর্বস্থান
আল্লা নাম স্মরণে হএ পাপ বিমোচন।
যথ ইতি পাপ হএ শরীর উপরে
আল্লা নাম স্মরণে সকল পাপ হরে।
আল্লার দোস্ত নবী মোহাম্মদ পয়গাম্বর
বঁহুল দরুদ হৈল যাহার উপর।
সেফায়েত করিবারে যথ গুণাগার
তরিবারে আশা কর সাফাতে যাহার।
আল্লার দোস্ত সে মোস্তফা মোহাম্মদ
যাহারে সেবিলে হএ ভিহিস্ত সম্পদ।
উদ্দেশে তাহানঃ পদে বহু মোর সেবা
আউয়ালে আখেরে নবী সাফাত করিবা।
আবুবকর উমর উসমান আর আলি
এ চারি নবীর দোস্ত আছিলেক মিলি।
এহি সব পদে মোর বহুল প্রণাম
আর যথ রসুলের দোস্ত ধরে নাম।
নবীর উম্মত আর মুসলমান আর
সব লোক মোহোর সালাম পরিহার।

গুণাগার মুঞি পাপী করিবা উদ্ধার
আল্লাস্থানে মোহোর সাফাত কহিবার।
তবেত বন্দম মুঞি পীরের চরণ
যাহার প্রসাদে মুক্ত হএ পাপীগণ।
সমূলে বিকাইল মুঞি পীরের দুই পাএ
যাহার প্রসাদে হএ তহ্কিত খোদাএ।
যত্নে করহ পীর মুর্শিদ সহাএ
যাহার কবুলে আল্লা কবুল যে হএ
পীর পদে স্থির মতি হোক অনুক্ষণ
অন্তরে মনেত থাউক পীরের বদন।
যে জনের পীর স্থির নাহিক সংসারে
আজাজিল নিব তারে দোজখ মাঝারে।
পীর পদ ছায়া যার শিরের উপর
তেজিল সকল জান ইব্লিসের ডর।
এহি বর মাগোঁ মুঞি আল্লার গোচরে
পীর মূর্তি ধ্যান হোক মনের ভিতরে।
হাজী মুহম্মদে কহে সয়াল সংসার
তরিতে ভরসা কর পীর পদে ভার।
সংসারেতে দুইবার জনম বান্দার
মা ও বাপ হোন্তে এক মুর্শিদ হোন্তে আর।
মা ও বাপ জন্ম হোন্তে দেখি এ সংসার
মুর্শিদের জন্ম হোন্তে আখেরে উদ্ধার।
আছিলা যথা তথা যাও আরবার
তথাত পাইবা গিয়া আল্লার দিদার।
মুর্শিদের জন্ম হোন্তে সেই পন্থ পাই
বাপ মাও জন্ম হোন্তে দেখি দুনিয়াই।
অসার সংসার জান আল্লা সে জীবন
জাবিদা জীবন তথা নাহিক মরণ।
মুর্শিদের হোন্তে পাই জাবিদ জীবন
বাপ হোন্তে মুর্শিদ বড় হএ তেকারণ।
মুর্শিদ বন্দম আগে বাপ বন্দম শেষ
শাস্ত্রের বচন এহি শুনহ বিশেষ।

প্রস্তাবনা

যেন রূপে মুর্শিদ করএ অঙ্গীকার
তেন মতে কর বান্দা বন্দেগী আল্লার।
এ চারি মঞ্জিলে কর আল্লার এবাদত
শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত।
প্রথমেত শরীয়ত নাসুত মোকাম
মন দিয়া শুন করিবা কোন্ কাম।
মুসলমানি পঞ্চ কিছু আদি কহি ইমা
রোজা নামাজ হজ জাকাত কলিমা।
মুসলমান হএ এহি পঞ্চ কর্ম কৈলে
রোজা নামাজ হজ আর জাকাত দিলে।
কলিমার লাগা হএ এহি পঞ্চ কাম
এক চিত্তে কৈলে পাএ নাসুত মোকাম।
শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত
এ চারি মঞ্জিলেত কর আল্লার এবাদত।
শরীয়ত মঞ্জিলেত কর এবাদত
যেন রূপে পীর সবে দিছে মারফত।
শরীয়ত আগে হএ পরে তরিকত
হকিকত তার শেষে হএ মারফত।
এ চারি মঞ্জিলে হএ কোন্ কোন্ কাম
এ সব জানিলে তবে করিব কৌতুক।

ইমান

আগে ইমা আল্লা এক জানিবেক বড়
মনেত মানিবেক মুখে করিবেক দৃঢ়।
মুখেত করিব দৃঢ় দীলেত রাখিব
দীলে মুখ এক আল্লা স্বরূপে জানিব।
আপে এহি একসর সৃজিয়া সকল
এক বৃক্ষে যেহেন বহুল ধরে ফল।
যথ জীব সকলের আহার যোগাএ
যার যেই অনুরূপ দেন্ত সেই ভাএ।
জল স্থল অন্তরীক্ষে যথ চলাচল
সর্ব স্থানে ব্যাপিত যে আপনে সকল।
সৃজিয়া সকল রূপ আপনে সকল
আপে আপে করে কেলি জগত উঝল।
যদি সে সৃষ্টি কর্তা হইত দুইজন
এইরূপে সৃষ্টি না হইত কদাচন।
কেহ না রাখিত তবে কাহার বচন
ঠেলা ঠেলি কলহ বাধিত জনে জন।
একহি রাজ্যেত যদি হৈত দুই রাজা
হিংসা পিশুন হৈত নষ্ট হৈত প্রজা।
এক স্ত্রী দুই স্বামী করি থাকে যার
হুড়াহুড়ি ঠেঙ্গাঠেঙ্গি নিত্য বাঝে তার।
একাএকি সিদ্ধি হএ জান সর্বকাজ
এক আল্লা সৃষ্টি কর্তা এক নৃপ রাজ।
নিশ্চএ জানিঅ দৃঢ় একহি আল্লাএ
গঠনিয়া এক পরে আর কেহ নহে।
আছিল আছএ সে যে আছে সর্বক্ষণ
জন্ম মৃত্যু নাহি তান আমনা গমন
হাজী মুহম্মদ কহে ইমা দৃঢ় যার
এক আল্লা তহ্কিত জানিঅ যে সার।
প্রথম ইমার এহি কহিল বয়ান
দ্বিতীয় ইমার এবে শুনহ ধরান।
দ্বিতীএ আনিব ইমা ফিরিস্তার উপর
ফিরিস্তা থাকএ জান আল্লার গোচর।
ফিরিস্তা সকল খাস বান্দা যে আল্লার
কদাচিত তান সেবা নহে গুনাগার।
বিনি ফরমানে কিছু না করন্ত কাম
আল্লার ফরমান তারা পালে অবিশ্রাম।
মিত্র হেন জানিও ফিরিস্তা যথ সব
তাহান মধ্যেত যে ফিরিস্তা মকরব
জিব্রাইল মিকাইল আর ইস্রাফিল
এহি তিন ফিরিস্তা চতুর্থে আজ্রাইল।
এহি চারি ফিরিস্তা জানিঅ মকবব
এহি চারি প্রধান ফিরিস্তা আর সব।
আজ্রাইল যথ জীব সংহার করএ
জিব্রাইলে ফরমান সংসারে আনএ।
আল্লার ফরমান হএ নবীর উপর
জিব্রাইল আনিয়া বার্তা যো-গাএ নিরন্তর।
ইস্রাফিল চালায়ন্ত বাতাস সকল
মিকাইল ফিরিস্তাএ বরিষন্ত জল।
এ চাবি ফিরিস্তা হৈল যে কেহ না জান
সে সকল দোজখেত য'ও ততক্ষণ।
ফিরিস্তা বৈরী জানি কাফির যে হএ

এহি মতে চিরকাল দোজখে থাকএ।
দ্বিতীয় ইমার এহি কহিল স্বরূপ
তৃতীএ ইমার কহি শুনহ স্বরূপ
তৃতীয় যে ইমা সাঁচা কিতাব কোরান
যথ কিতাব উতরিছে রসুলের স্থান
কিতাব জানিঅ সাঁচা আল্লার ফরমান।
তার মধ্যে এহি চারি কিতাব প্রধান
তওরাত ইঞ্জিল আর জবুর কোরান।
ইঞ্জিল নামিছে ইসা পয়গাম্বর তরে
তওরাত পাইলেক মুসা পয়গাম্বরে।
জবুর কিতাব জান দাউদ নবী পর
ফোরকান মোহাম্মদ মোস্তফা উপর।
কিতাব কোরান যথ আল্লার ফরমান
নামিছে যথেক কিতাব রসুলের স্থান।
হক ফরমান এহি জানিঅ নিশ্চএ
এ সব জানিলে তত্ত্ব মুসলমান হএ।
তৃতীয় ইমার এহি কহিল খবর
চতুর্থ ইমা যথ পয়গাম্বর 'পর।
আল্লার যে খাস বান্দা রসুল সকল।
কেহত মোর্সল কেহ গয়ের মোর্সল।
জিব্রাইলে যাহারে ফরমান আনি দিলা
সে সকল পয়গাম্বর মোর্সল হইলা।
আল্লার ফরমান না পাইল যে সকলে
সেই পয়গাম্বর জান গয়ের মোর্সল।
আদম আদি করি রসুল সকল
আখেরেত মোহাম্মদ মোস্তফা মোর্সল।
আদমের আগে না আছিল পয়গাম্বর
মোহাম্মদ পাছে আর না আইল খবর।
যাবত হএ জান রোজ হাসর
পয়গাম্বর না হৈব মোহাম্মদ পর।
নবী বুলি যারে আম্বিয়া বুলি তারে
পয়গাম্বর বুলি যে রসুল নাম ধরে।
প্রথমে আদম সফী আল্লার খলিফা
আখেরের পয়গাম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা।
এই দুই মধ্যেত যে আর যথ নবী
সর্বত্র আনিব ইমান দৃঢ় মনে ভাবি।
এহার মধ্যেত এক বৈরী হেন জানে
সে জন কাফির জান হএ ততক্ষণে।

সেইত কাফির হোন্তে পাইতে নিস্তার
ধরিলুম যত্ন করি চরণ পীরের।
চতুর্থ ইমার এই কহিল বাখান
পঞ্চম ইমার এই শুনহ বয়ান।
পঞ্চমে জানিঅ তত্ত্ব রোজ কেয়ামত
যে দিনে উঠিব জী'য়া যথেক মাইয়াত।
নর কীট আদি পশু পক্ষী দেও পরী যথ
মৃত্যুপদ পাইয়াছে পৃথিবীত যথ।
সকল তুলিয়া প্রভু হিসাবত নিব
জোর জুলুম যথ আদালত করিব।
নির্বলীরে বলী যদি বল করি থাকে
তাহার হিসাব লই দিবেক তাহাকে।
যে কর্ম করিছে বান্দা সংসারে আসিয়া
বুঝিবেন্ত পাপপুণ্য তরাজু ধরিয়া।
তিল পবিমাণ যেই দিকে হালে কাঁটা
সেই অনুরূপে দুখ সুখ হইবেক বাঁটা।
পুণ্যজন হইবেক ভিহিস্তে গমন
পাপবন্ত জন হএ দোজখে দাহন।
পুলসিরাত হক সাঁকো শুন কহিয়ারে
সভানের পন্থ হৈব তাহার উপরে।
চুলে-তু অধিক সরু কেশের প্রমাণ
খাড়া'তু অধিক তেজ ভয় লাগে মন।
দোজখের পিঠে তবে সে সাঁকো পাতিব
তাহার উপর দিয়া সকল যাইব।
নেকিজন পার হৈব পাইব নিস্তার
বদিজন পড়িবেক দোজখ মাঝার।
ভিহিস্ত দোজখ প্রভু করিছে সৃজন
স্বরূপ জানিঅ সব বান্দার কারণ।
ভিহিস্তের আশা যদি কিছু থাকে মনে
জীয়তে করহ পুণ্য অধিক যত্তনে।
নহে পাপ কৈলে যাইবা দোজখ ভিতব
নানান আজাব আছে শরীর উপর।
পঞ্চম ইমার এই কহিল বাখান
ষষ্টম ইমার এই শুনহ বয়ান।
ষষ্টমেত জানিবেক তক্‌দীর আল্লার
নেকি বদি যথ কিছু নসিবে বান্দার।
নেকি বদি দুই কর্ম লেখিছে আল্লাএ
যার কওত সেই লিখন করাএ।

যাহার নসিবে প্রভু ভাল লেখিয়াছে
কাহার নসিবে মন্দ যদি বা লেখিছে।
নেকি বদি দুই জান খোয়াস্তা আল্লার
কিছু নসিবের স্থান কওত বান্দার।
খাইবার 'দানা' জান খোয়াস্তা আল্লার
যার যেই নসিবে সেই ভক্ষণ তাহার।

নসিব তত্ত্ব

দীর্ঘ ছন্দ

যার যে নসিবে বাঁটা কভু নাহি বাড়া-টুটা
অবশ্য যে তাহার ভক্ষণ
সেই দানা বৃথা নহে ভক্ষ্যদানা যথা তথা চলি যাএ
[ভেহেস্ত দোজখ দুই জান]
দোজখেত যাএ যে গুণাগার হইব সে
তার মনে নেকি নাহি ভাএ
ডাকা চুরি পরদার অনুক্ষণ হএ তার
যে যে কর্মে দোজখেত যাএ।
ভিহিস্ত নসিবে যার নেকি ভিতে ম[illegible] তার
বদি ভিতে কভু নাহি যাএ।
রোজা নামাজ তেলাওত করে নিতি এবাদত
যে যে কার্যে ভিহিস্তেত যাএ।
হাজী মোহাম্মদ কহে যার যে নসিবে হএ
সেই মত হএ তার কাম
ভিহিস্ত দোজখ কিবা লেখিয়াছে যার যেবা
যার যেই পাএ সেই ঠাম।

পাপ-পুণ্য

কবির প্রার্থনা

খর্বছন্দ

নেকি বদি দুই পন্থ সৃজিছে আল্লাএ
বুঝিয়া চলহ বান্দা উচিত যে হএ।
নেকি যে ভিহিস্তে যাএ বদি রসাতল
হিতাহিত চিন্ত বান্দা বুঝি বলাবল।
বদি পন্থে রাজি নাহি পরওয়ারদিগার
বদি জন যাইবেক দোজখ মাঝার।

কেহ যদি বোলে বদিএ রাজি আল্লাএ
সে জন কাফির জান ততক্ষণে হএ।
হাজী মোহাম্মদে কহে সব পুণ্যবন্ত
মুঞি পাপবন্ত অতি পাপ নাহি অন্ত।
নেকি না করিলুঁ কিছু বদিতে গেল মন
না জানি নসিবে মোর কি আছে লিখন।
নেকি ন করিলুঁ মুঞি বদি সে করিলুঁ
নরকেত যাইব মুঞি নিশ্চএ জানিলুঁ।
গুনাগার করি মোরে করিলা সৃজন
অতিশয় গুনা যে করিলুঁ তেকারণ
কদাপি কোন দিন না করিলুঁ নেকি
না জানি কি করে প্রভু ভিহিস্তী-দোজখী।
গুনাগার যেই হএ দোজখে গমন
তবে স্বর্গ আশা প্রভু রহম কারণ।
কিঞ্চিত রহম যদি হইব আল্লার
পাপ হোন্তে মুক্ত হৈয়া পাইতে নিস্তার।
এহি যে ভরসা আছে মুঞি হীন অতি
তোমার রহম 'পরে, আর নাহি গতি।
রহমান নাম হৈল বুলিছ আপনে
সেই নাম দৃঢ় করি রাখিছম মনে।
গুনাগার করি মোরে করিছ সৃজন
করিলুঁ অসংখ্য পাপ যাবত জীবন।
অবশেষে লইলুঁ শরণ তোমার
তুমি বিনে উদ্ধারিতে কেহ নাহি আর।
তোমার দ্বারের কুত্তা মুঞি হীন মতি
তোমার রহম 'পরে, আর নাহি গতি।
না জানিয়া হএ যদি বড় গুনাগার
তোমার রহম হৈলে সে হইব পার।
মোর মনে আশা আছে আল্লা সে উপাএ
আল্লা নাম স্মরণে সকল পাপ যাএ।
এই আশা আছে মোর প্রভুর দুয়ারে
কিঞ্চিত রহম দৃষ্টি হৌক মোর' পরে।
বাঞ্ছাসিদ্ধি কর প্রভু না কর নৈরাশ
কিঞ্চিত রহম হৌক যাউক হতাশ।
যদি প্রভু না করিত গুনার মর্যাদা
গুনাগার করি কেনে করিয়াছে পয়দা।
মর্যাদা করিয়া আল্লা সৃজিয়াছে গুনা
গফফার করিয়া নাম কহিছে আপনা।
অধিক ভরসা আছে মোর এহি মতি
আল্লা নাম বিনে আর মোর নাহি গতি।
এহি মোর বাঞ্ছা আল্লা মনে স্মরউক
মৃত্যু কালে আল্লা নাম মুখে নিকলৌক।
আল্লা নাম স্মরণে যদি সে প্রাণ যাএ
এড়ায় সকল জান শমনের ভএ।
আল্লা নাম স্মরণে শরীর তেয়াগিয়া
ভুঞ্জিব নানান সুখ ভিহিস্তে যাইয়া।
সকল বান্দাতু ধিক মুঞি গুনাগার
তেকারণে ধরি আছি শরণ আল্লার।
কিবা দয়া হৌক না হৌক মোর প্রতি
আল্লা সে আছএ মোর রক্ষীদার পতি।
হাজী মোহাম্মদ কহে আল্লা পদে ভার
না করিলুঁ দান ধর্ম স্বর্গে যাইবার।
নিষ্ফলেত গেল মোর জনম বহিয়া
আপনার গতি কহি বিষাদ ভাবিয়া।

কবির অনুশোচনা

দীর্ঘছন্দ

হাসি বসি গেল কাল জন্মিয়া না কৈল ভাল
নহি জানি কি নসিবে আছে
যথ কিছু গুনা কৈলুম পর বস্তু হরি নিলুম
তার ফলে কোন গতি পাছে।
এহ জন্ম গেল বৈয়া মনুষ্য কুলেত গিয়া
না করিলুঁ পুণ্য এক খান
আল্লার বিদিত গিয়া কি উত্তর দিমু যাইয়া
সেই ডরে কাম্পে মোর প্রাণ।
যখন মরণ হৈব আজ্রাইল প্রাণ নিব
না জানম কথ দুঃখ দিয়া
এহিত শরীর হোন্তে প্রাণ কাড়ে কোন মতে
ইমা সমে কাফির করিয়া।
যার রক্তে আছে যেই অন্তকালে পাএ সেই
কেহ মুমীন কেহ কাফির
সে-কালে মোহোর তরে না জানি কি প্রভু করে
সেই ডরে প্রাণ নহে স্থির।
মৃত্যু হৈলে গোরে গেলে মনকীর নকীব আইলে
জিজ্ঞাসিব দীলেব খবর
জানিলে জবাব দিব আত্তমা ভিহিস্তে নিব
নহে নিব দোজখ ভিতব।

মুমীনের প্রতি নসিহত

পয়ার ছন্দ

শুনহ মুমীন ভাই এক চিত্ত মনে
আল্লা বিনে গতি নাহি এ তিন ভুবনে।
এক আল্লা জানি ভাব দড় করি মতি
উপায় চিন্তহ যেন ভাল হএ গতি।
সংসারের দয়া মায়া কিছু নহে সার
মিছা কাজে বোলে সে সংসার আপনার।
কিবা মাতা কিবা পিতা কিবা পুত্র নাতি
মৃত্যুকালে কেহ কার না যাএ সংহতি
বাপে পুণ্য যথ করে সংসার মাঝার
তার ফল কিছু নহে সঙ্গে আপনার।
বাপে সে করএ পুণ্য পুত্রে সে না পাএ

পুত্রে যে করিলে ধর্ম ভিহিস্তেত যাএ।
এথেক জানিয়া হিত চিন্ত আপনার
হেন কর্ম করহ আখেরে তরিবার।
সংসারের মধ্যে জান ইমা অপরূপ
ইমা হোন্তে পার হইব জানিঅ স্বরূপ।
করিলাম এই ছয় ইমার বাখান
ধরিবেক যত্ন করি যেই মুসলমান।
নারী পুরুষের মধ্যে ইমা না জানএ
ঘর তার পাক নহে হারাম বোলএ।
যে নারী না জানএ ইমার খবর
সে নারী হারাম হএ লই কৈলে ঘর।
চার কলেমা সিফত-ই-ইমা যত্নে জানাইব
তবে সে পত্নী লইয়া বসতি করিব।
নহেত হারাম হএ তাহার উপর
আখেরে আজাব যদি লৈয়া কবে ঘর।
দাসী যদি নাহি জানে ইমার খবর
সে দাসী হারাম হএ তাহার উপর।
ইমার খবর আগে জানাইব তারে
তবে সেই পারে তার গৃহ করিবারে।
নহে দাসী হারাম হএ সাহেব উপর
কিতাবেত আছে এহি নিশ্চয় খবর।
কশাইএ যদি এহি ইমা না জানে
জবেহ হারাম তার জান সাবধানে।
যদি জবেহ করে জান খাইবারে নাই
ফতবাত সকল খবর আছে এই।
নারীলোক ঠাই যদি ইমা জিজ্ঞাসিল
না জানম হেন যদি সে নারী বুলিল।
নিজ স্বামী হোন্তে সেই ভিন হএ তবে
না জানিয়া যদি সেই জানি বোলে যবে।
তবে লেখা যাএ সেই মুসলমান ধরে
এ থেকে নারীর চাহি ইমা জানাইবারে।
হুকুম ইমার সব চাহি জানাইবার
দীলে মুখে একিন যে ইমা বুলিবার।
মুখেতে বুলিব আল্লা দীলের অন্তর
দীলেত রাখিব দড় মনে করি সার।
মোহাম্মদী দীনে যথ ফরমান আছএ
দীলে মুখে সাঁচা তারে জানিব নিশ্চএ
কেহ যদি জিজ্ঞাসিল ইমা বুলিবারে
বুলিবেক দীলে মুখে একিন বুলি যারে।
কোরান কিতাব জান ফরমান আল্লার
সকলে করহ সঙ্গী হুকুম ইমার।
স্বামীর উপরে এহি ওয়াজিব হএ
মুসলমানি শরীয়তে নারীরে জানাএ।
যদি না সে জানাএ তবে হএ পয়গাম্বর
এ কারণে আখেরে আজাব বহুতর।
না জানএ যদি সে স্বামী আপনার
নারীকে না দিবেক তবে পুরুষে বিভা'র
গুরুকে সেবিয়া নারী শাস্ত্র শিখিবেক
নহে ত দোজখে পড়ি দুঃখ পাইবেক।
কহিলাম এই ছয় ইমার বাখান
অখনে শুনহ এবাদতের ধরান।

এবাদত

আখেরে সম্পদ যদি চাহ আপনার
যত্তনে করহ তবে বন্দেগী আল্লার।
এ চারি মঞ্জিলে বুঝি কর এবাদত
পীর সবে যেন কহিছন্ত মারফত।
প্রথমেত শরীয়ত দ্বিতীএ তরিকত
তৃতীএত হকিকত চতুর্থে মারফত।
শরীয়ত মঞ্জিলের নাসুত মোকাম
তরিকত মঞ্জিলের মলকুত যে নাম।
হকিকত মঞ্জিলের মোকাম জবরুত
মারফত মঞ্জিলের মোকাম লাহুত।
শরীয়ত মঞ্জিলের কহি এহি কাজ
রোজা রাখিব আর করিব নামাজ।
বৎসরেত একমাস রোজা রাখিবেক
রমজান চান্দ যদি আইল পরতেক।
রাত্রিদিনে পঞ্চ ওক্ত করিব নামাজ
আখেরে দীনের ঠুনি এহি বড় কাজ।
হজ জারিব যদি সে আয়ু থাকে
মালের জাকাত দিব রূপাইয়া যে রাখে।
কলেমা পড়িব মুখে হৃদে দড় জানি
এহি পঞ্চ কিছু যে বোলএ মুসলমানি।

জাকাত

এবেত কহিএ শুন জাকাত ধরান
যেন মতে জাকাত করিব মুখ্যজন।
ভূমির উপরে যদি শস্য উপৰ্জিব
দশ অংশের এক অংশ জাকাত করিব।
চৌপাইয়া থাকে যথ আদি সব আর
হিসাব করিয়া যে জাকাত দিব তার।
তিরিশ পূরণ গরু যার ঘরে হএ
প্রতি তিরিশেত এক দিব জাকাতএ।
যদি সে ষাইট গরু যার ঘরে হএ
দুই গোট দিব তাত জাকাত নিশ্চএ।
এহার অধিক গরু যথ যথ হৈব
প্রতি তিরিশেত এক জাকাত করিব।
নিজ গৃহে যদি সে চল্লিশ অজ হএ
এক অজা দিব তবে জাকাত নিশ্চএ।
এহার অধিক প্রতি চল্লিশেত এক
এহি রূপে ছাগলের জাকাত দিবেক।
উটের জাকাত জান যেই রূপে হৈব
পঞ্চ উট প্রতি এক ছাগল যে দিব।
বিংশতি চারি অজা পাঁচ প্রতি এক
এইরূপে উষ্ট্রের যে জাকাত দিবেক।
পঁচিশ উটেত এক উট দান হএ
প্রতি পঞ্চাশেত দুই দিবেক নিশ্চএ।
মূলের ধরনে দিব অশ্বের জাকাত
চড়িবারে যদি সে বহুল থাকে তাত।
অশ্ব কিনিব যেবা বাণিজ্য করিবার
প্রতি এক অশ্ব দিব সুবর্ণ দিনার।
বাণিজ্য করিতে যদি থাকে বস্ত্র জাত
মূল ধরনেত তার দিবেক জাকাত।
দুই শত মাড়ুয়া মালিক যদি হৈলে
পঞ্চ দিবহাম জাকাত দিব পাইলে
আর বারশ মাড়ুয়া কিবা ধিক হএ
এ ধরনের মাড়ুয়ার জাকাত নিশ্চএ।
সিদ্ধাল ধরনে দিবা সোনার জাকাত
কুড়ি সিদ্ধালেত অর্ধ সিদ্ধাল দিব তাত।
কাপড় পাথর যথ মুকুতা প্রবাল
মূলের ধরনে দিব জাকাত ততকাল।
এ ধরনে যদি জাকাত দিতে পারে
এড়াইল দোজখের আজাব আখেরে।
এ সকল কহিলাম জাকাত ব্যরস্থা
কি ধরনে দিব তার শুন কহি কথা।
কাহারে জাকাত দিব না দিবেক কারে
এ সকল কহি শুন সভার গোচরে।
বৎসর পুরিয়া যদি বার মাস গেল
একত্র করিব সব জাকাতের মাল।
দুইভাগ বরাবর করিবা সমান
অর্ধভাগ দরবেশেরে দিবেক ততকাল।
বহু দুঃখী থাকে যদি গোষ্ঠীর ভিতরে
চারি ভাগের এক ভাগ দিবেক সত্বর।
আর এক ভাগ দিব ভিক্ষুক সবেরে
ভিক্ষা মাগে যে সকলে আসিয়া দুয়ারে।
দুনিয়াদারেরে কভু না দিব জাকাত
যদি বা দিয়া থাকে না জানি সহসাত।
সেই মাল ফিরাইয়া তা হোন্তে লইব।
ফকির পাইয়া পুনি দুঃখিতেরে দিব।

গোসল

জাকাতেব যত কিছু কহিল ধরান
অখনে শুনহ তন পাকের বয়ান।
অজু সে করিয়া তন পাকিজা রাখিব
গোসলের শ্রধা হৈলে গোসল করিব।
বান্দার উপরে চৌদ্দ গোসল যে সার
চারি ফর্জ গোসল সুন্নত চারি আর।
মুস্তাহাব চারি গোসল যে হএ আর
দুই গোসল ওয়াজিব কহিল যে সার।
এবে কহি চারি গোসল ফর্জ কোন্ কোন্
তাহার উত্তর কহি শুন শুন দিয়া মন।
পহিল গোসল ফর্জ জনাবত হএ
পত্নীর সহিতে যদি সম্ভোগ করএ।
দ্বিতীয় গোসল ফর্জ হএ জান যবে
নিদ্রা যাইতে বিন্দু যদি টলিলেক তবে।
তৃতীয় গোসল ফর্জ শুন দিয়া মন
নারী রজঃস্বলা পাক হএ যেই জন।
পাত্রে যাইতে যদি সে লহু ঠেকিল।

আহার উপরে ফর্জ গোসল হইল।
চতুর্থ গোসল ফর্জ শুন কহি তবে
নারী লোক ছাওয়াল প্রসবিল যবে।
দশদিন পর্যন্ত যাবত লহু ঠেকে
গোসল করিয়া সেই তন পাক রাখে।
এ সব গোসল জান ফর্জ নিয়োজিল
নারীর উপরে ফর্জ গোসল হইল।
স্ত্রীর চারি গোসল মধ্যে দুই হএ
সকল মিলিয়া ষষ্ট গোসল নিশ্চএ।
ফর্জ চারি গোসলের কহিল খবর
সুন্নত চারি গোসলের শুন কহি দড়।
দুই ঈদে দুই গোসল জমা'তে এক
হজের দিনেত যে গোসল করিবেক।
এ চারি গোসল হএ সুন্নত নিশ্চএ
আর দুই গোসল যে ওয়াজিব হএ।
ওয়াজিব দুই গোসল তারে কহি শুন
মওতারে গোসল দান ওয়াজিব জান।
আব এক গোসল যে সুন্নত জানিবা
কাফির যে মুসলমান হৈলে করিবা।
জুলুম না থাকে যদি হৈব মুসলমান
গোসল করাই তারে আনিব ইমান।
এ দুই গোসল জান ওয়াজিব হএ
এ দশ গোসল এহি কহিল নিশ্চএ।
ফর্জ ওয়াজিব এহি কহিল সকল
অখনে শুনহ চারি মুস্তাহাব গোসল।
সেই হিন্দু মুসলমান হএ যেইক্ষণ
যুলুম না থাকে যদি তাহান যে তন।
গোসল করাইলে তারে মুস্তাহাব হএ
আর এক গোসল মুস্তাহাব কহএ।
ছাবালের পাঁচদিনে গোসল করান
মুস্তাহাব কহে তারে শুন সর্বজন।
সফর চাঁদের আখেরি বুধবারে
গোসল করিলে মুস্তাহাব বুলি তাবে।
শবে বরাত দিনে গোসল করন
এ সকল মুস্তাহাব শুন সর্বজন।
দশ আব চারি চৌদ্দ গোসল যে হএ
এ সব গোসল কিন্তু কিতাবেতে কহে।
ফর্জ ওয়াজিব সুন্নত মুস্তাহাব
একে একে কহি শুনহ তার সব।
আল্লার ফরমান যেই হৈছে বারেবার
সেই সব ফর্জ হএ বান্দার উপর।
দীলে মুখে মানি লও আল্লার ফরমান
উচিত কহিব তারে ফর্জ করি জান।
বারেক ক্ষেণেক যেই হৈছে ফরমান
ওয়াজিব কহি তারে ফর্জের ধরান।
পয়গাম্বরে যে কিছু কহিছে অনুক্ষণ
বারেক ক্ষেণেকে যে কহিল কদাচন।
সুন্নত তাহারে কহি জানিও নিশ্চএ
বারেক ক্ষেণেকে কহি মুস্তাহাব হএ।
ফর্জ না পালিলে জান দোরস্ত নাহি তার
গোসল ওজুর ফর্জ কহিলাম সার।
ফর্জ না মানিয়া যদি সে কাম উপেক্ষে
চিরকাল থাকিবেক জাবিদ দোজখে।
ওয়াজিব না মানিলে আজাব অতিশএ
আখেরে উদ্ধার আছে কাফির না হএ।
না মানিলে সুন্নত আখেবে বড় দুখ
শরম পাইবা গিয়া নবীর সমুখ।
ভিহিস্তে সেকালে সে থাকিব অল্পসুখে
পৃথিবীতে ফকির থাকিব যেন দুখে।
মুস্তাহাব না মানি দোজখী না হএ
ভিহিস্তেত গেলে সে সম্পদ ধিক নহে।
ফর্জ সুন্নত ওয়াজিব মুস্তাহাব
একে একে বয়ান করিলাম সব।
ফর্জ আল্লার ফরমান দীলে মুখে জান
প্রতি যে কর্মের ফর্জ ভিন্নে ভিন্নে শুন।

ফরজ

অজু গোসলের ফর্জ শুন কহি আগে
যথেক ফর্জের কথা শুন ভাগে ভাগে।
ওজু মধ্যে আগে ফর্জ দাড়ী আছে যার
চারি ফর্জ হএ দাড়ী নাহিক যাহার।
প্রথমে ধুইব মুখ ললাট সীমাএ
দাড়ীর হেটেত জান কর্ণ লতিকায়।
দুই হাত ধূইবেক কিহ্বনি সমান

গিরা সমান পাও ধুইবেক জান।
চারিভাগের একভাগ মুছিবেক মাথা
এহি চারি ফর্জ হএ ওজুর সর্বথা।
দাড়ী মুছিবেক জান দাড়ী আছে যার
চারি ফর্জ হএ দাড়ী নাহিক যাহার।
হস্ত পদ শির জান মুখে পানি আর
এহি চারি ফর্জ দাড়ী নাহিক যাহার।
গোসলের ফর্জ এবে কহি যেই হএ
তিন ফর্জ গোসলের কহিব নিশ্চএ।
মুখে পানি নাকে পানি অঙ্গ পাখালন
এহি তনি ফর্জ হএ গোসল করন।
তিনব'র মুখে পানি করিব কুলকুলি
নাকে 'ানি দিয়া তাতে ফিরাইব অঙ্গুলি।
শিরের উপর চাহি চালাইব পানি
সর্বাঙ্গ ধুইব না এড়িব খানি।
এক লোম গোড়া যদি শুকনা যে থাকে
শরীর রাখিব তার সকল নাপাকে।
ফর্জের ভিতরে ডর নাহিক যাহার
ওজু আর গোসল দোরস্ত নাই তার।
যদিও নাপাকে নাহি বন্দেগী আল্লার
বিনি বন্দেগী নারে স্বর্গে যাইবার।
এথেক জানিয়া চাহি ফর্জ করিবার
বিনি ফর্জ পালিলে পাক নাহি তার।
গোসলের ফর্জ কহিলেক জান যথা
নামাজের ফর্জ এবে শুন কহি কথা।
চতুর্দশ ফর্জ এই নামাজের মাজ
নামে নামে কহি শুন ফর্জ যে যে কাজ।
তন পাক পানি পাক যত্তনে রাখিব
নিয়ত কিব্‌লা মুখী ওক্ত পচানিব।
জায় পাক বস্ত্র পাক রহি দুই আর
এহি অষ্ট ফর্জ হএ নামাজ যাহার।
একামত কেরাত রুকুহ সজুদ
তকবীর আহলে জান আখের কউদ।
কউদ বৈঠন জান শুনহ খবর।
ছয় ফর্জ হএ এহি নামাজ ভিতর।
অষ্ট ফর্জ বাহিরে ভিতরে এহি ছয়
সকল মিলিয়া এহি চৌদ্দ ফর্জ হএ।
অষ্ট ফর্জ যে যে হএ নামাজ বাহিরে

একে একে নাম কহি শুনহ তাহারে।
প্রথমেত তন পাক করিব যত্তনে
দ্বিতীএত পানি পাক অজু করণে।
তৃতীএ কাপড় পাক যত্তনে রাখিব
চতুর্থেত নাভি আঁঠু পর্যন্ত ঢাকিব।
পঞ্চমে নামাজের নিয়ত বান্ধিব
ষষ্ঠমেত নামাজের ওক্ত পচানিব।
সপ্তমেত নামাজের পাকিজা রাখিব
অষ্টমেত মক্কামুখী নামাজ পড়িব।
এহি অষ্ট ফর্জ হএ নামাজ বাহিরে
ভিতরে ছয় ফর্জ শুন কহি তারে।
প্রথমেত খাড়া হই নামাজ করণ
দ্বিতীএত নামাজের কেরা'ত পড়ন।
তৃতীএত নামাজের রুকুহ ফর্জ হএ
চতুর্থে সজিদা ফর্জ জানিও নিশ্চএ।
পঞ্চমেত নামাজের তকবীর বোলন
ষষ্টমেত ফর্জ হএ আঁঠুর বৈঠন।
আগে কহি ঐহি অষ্ট পাছে কহি ছয়
এথেকে সে চৌদ্দ ফর্জ জানিও নিশ্চএ।
এহি চৌদ্দ ফর্জ যদি দড় নাহি করে
নামাজ দোরস্ত নহে আজাব আখেরে।
ওয়াজিব সুন্নত যে নামাজেত আর
হিন্দুয়ানি অক্ষরে তারে নারি লিখিবার।
নামাজ দীনের ঠুনি করিঅ যত্তনে
ঠুনি না থাকিলে ঘর পড়ে ততক্ষণে।
আপনা দীনের ঠুনি না করিল যবে
আখেরে সম্পদ সুখ উপেক্ষিল তবে।
পাক-পাকিজা হই নামাজ করিব
অজু যদি ভাঙ্গে অজু যত্তনে করিব।
মুমীনের অসি অজু জানিঅ নিশ্চএ
ইব্লিসের দাগা নাহি তাহার নিশ্চয়।
আল্লা আপনে পাক পরওয়ার দিগার
যে জন পাকিজা রহে সে দোস্ত আল্লার।
এথেক জানিয়া পাক হামিসা থাকিব
তন পাক দীল পাক যত্তনে রাখিব।
কথ ভাবে অজু ভাঙ্গে শুন তারে কহি
এ সকল না জানিলে অজু নহে সহি।
ষোল ভাবে অজু ভাঙ্গে জানিঅ নিশ্চয়

একে একে কহিতে আঠার বার হএ।
ষোল ভাবে অজু ভাঙ্গে শুন কহি আগে
অষ্ট অষ্ট করিয়া কহিমু ভাগে ভাগে।
মণি, পেসাব, অঝি, মঝি, শৃঙ্গার
মূত্রের দ্বারেত এহি পঞ্চ জান সার।
গুহ্য দ্বারে তিন হএ শুন দিয়া মন
নজসেত চির, কাল পোক, বাউ নিকলন।
লিঙ্গ দ্বারে ঐহি পাঁচ তিন গুহ্য দ্বারে
লিঙ্গ দ্বারে পাঁচ এহি হএ যে বাহিরে।
দুই দ্বারে অষ্ট যে কহিল ভিন্ন ভিন
তাহার যথেক কথা শুন দিয়া মন।
এক 'অষ্ট' নিশ্চএ কহিল কহি জান
আর অষ্ট দুই ভাগ কহি তারে শুন।
এক চারি দেখিএ না দেখি আর চারি
দেখিএ যে চারি তারে কহিমু বিস্তারি।
শোণিত, মন্দ-বাঞ্ছিত কষানিয়া পানি(?)
এহি চারি বহিলে সে অজু ভাঙ্গে জানি।
না দেখিএ যেই চারি কহি শুন তারে
হাস্য, নিদ্রা, মাতৃ আর পাগলামি করি।
এহি চারি না দেখিএ দেখি ঐহি চারি
এহি অষ্ট ঐহি অষ্ট গুহ্যলিঙ্গ দ্বারি।
দুই অষ্ট জান এহি ষোলবার হএ
এহি ষোল বার হোন্তে অজু ভাঙ্গা যাএ।
আর দুই যেন হএ কহি শুন তারে
আঠার যে বার হেন কেহ বোলে যারে।
স্ত্রীলোকে রজঃস্বলা গোসল করিলে
দশদিন পর্যন্ত যে শোণিত ভাঙ্গিলে।
গোসল না করি সেই অজু যে করিবে
আর একবার শুন অজু যে ভাঙ্গিব।
লিঙ্গ যোনি দুই যদি হএ একত্তর
বিন্দু না টলএ লিঙ্গ না যাএ অন্তর।
অজু ভাঙ্গে, গোসলের নাহি তার দাএ
এহিত আঠার বারে অজু ভাঙ্গা যাএ।
এহি যে আঠার বারে এক যদি হএ
অজু করি নামাজ যে গুজার নিশ্চএ।
'অঝি মঝি' শৃঙ্গার যে মণি বুলি কারে
তার যথ কথা শুন জানিবার তরে।
বিন্দুরে যে মণি বোলে নিশ্চএ কহি জান
'অঝি মঝি' শৃঙ্গার যে কহি তারে শুন।
নারীর সহিতে মস্কারি করএ
মনেত কল্পিলে তার কাম ভাব হএ।
কষানিয়া পানি যদি অল্প ব্যক্ত হএ
'অঝি' তারে বুলি মণি পেসাব না হএ।
অজু সে করিয়া তবে নামাজ করিব
বিন্দু সে টলএ যদি গোসল করিব।
পেসাবের পাছে শ্বেত ফোটা ফোটা ঝরে
বিন্দু পেসাব নহে মঝি বুলি তারে।
শৃঙ্গার যাহারে বুলি কহিল বিস্তারি
নাফর দ্বাবেত হএ ঘাঘরি আসিয়ারি।
সে ঘাঘরিব পানি বাহিব হএ যবে
ছঙ্গরেজা বুলি তারে অজু ভাঙ্গে তবে।
যেনমতে অজু ভাঙ্গে কহিল সকল
অজু টুটে অজু কর জুনুব গোসল।
এ সব জানিব আপে নারীক জানাইব
দুই মিলি এবাদত যত্তনে করিব।

তওবা

তওবা কবিব আগে পাছে এবাদত
বিনি তওবাএ এবাদত নহে তত।
এবাদত কর হেন জানহ আপনে
বিনি তওবাএ ফল নহে কদাচনে।
যে করিলা গুনাহ তওবা কর তারে
আশা না করিঅ আর তওবা করিবারে।
তওবা না করিলে গুনা বকসিব আল্লাএ
যদি আর সে গুনা না করে বান্দাএ।
অপকর্ম না করিঅ আপনি জানিতে
লোক সঙ্গে অনুক্ষণ না থাকিঅ পড়িতে।
উচিত করিতে কেহ না করিঅ তম।
সকল জানিঅ বেশ আপনে সে কম।
কদাচিত কারে আপে না পাড়িঅ গালি
থাকিঅ লোকের সঙ্গে হই এক মিলি।
পাড়া পড়শীরে কভু মন্দ না বুলিঅ
অপকর্ম করিলেহ গালি না পাড়িঅ।
যদি গালি পাড় দুঃখে কাররে আপনে

তোহ্মার যথেক নেকি দিবা সেই জনে।
অগোচরে কার মন্দ চর্চা না করিঅ
পাপ করি থাকে যদি পুণ্য প্রচারিঅ।
কার অগোচরে চর্চা কেহ্ যদি করে
তার যথ পাপ আল্লাএ দিবেক তাহারে।
তার যথ পুণ্য লই ভিহিস্তে যাইব সে
পুণ্য না করিয়া হেন পুণ্য পাইল সে।
এথেক উচিত তারে দোআ করিবারে
যার হোন্তে এথ পুণ্য পাইবা আখেরে।
পুণ্য বহু করি থাকে অল্প চর্চা করে
ক্ষুদ্র দোষ হোন্তে তবে বহু পুণ্য হরে।
পরমন্দ চর্চা করি কিবা ভালা লাগে
চর্চা না করিঅ পুণ্য যাইব চর্চা ভাগে।
আপনে না চাহি তারে মন্দ বুলিবার
আপনার পুণ্য যেন নহে ছারখার।
অগোচবে বা গোচরে কারে দেও গালি
পাপ পুণ্য যথ হএ বদলা বদলি।
মন্দ যেবা বোলে তোহ্মা ভাল বোল তারে
যথ পুণ্য করে সেই পাইবা আখেরে।
তার যথ পাপ লৈয়া যাইবা দোজখে
হেন ছার বোল কভু না বুলিবা মুখে।
আপনার গুনার লাগি চিন্ত অনুক্ষণ
না করিঅ পরেয়ার[১] চর্চা কদাচন।
স্ত্রী পুত্রেরে কভু না পাড়িঅ গালি
শুদ্ধভাবে অনুক্ষণ থাকিঅ যে মিলি।
স্ত্রী পুত্রের সনে কভু না করিঅ মন্দ
জানাইবা তা সভারে শাস্ত্রের প্রবন্ধ।
যথ শক্তি পার কব পর উপকার
সর্বথা কবিবা সেই যেন মতে পার।
বান্দী গোলাম থাকে গৌরব[২] করিঅ
এক মন চিত্ত ভাবে সাহেব সেবিঅ।
হারাম হালাল দুই করিঅ ফরক
আপনার হক কিবা পরেয়ার হক।
যত কিছু ফরমান কহিছে আল্লাএ
সেই ফরমান কর্ম কবিবা বান্দাএ।
যে কিছু করিছে মানা না করিঅ তাবে

১. পবেয়ার (পবেবকাব)– অপরের, অন্যেব
২. গৌরব– স্নেহা।

ফরমান না মানিলে আজাব আখেরে।
হিন্দুয়ানি লেখা তারে না পারি লেখিতে
কিঞ্চিত কহিল কিছু লোকে জ্ঞান পাইতে।
যদি কেহ শুনিয়া দীনের কাম করে
গাফেলি ঘুচিয়ে মন এবাদত পড়ে।
এবাদত বন্দেগী কৈলে কিবা মুক্তি পাএ
আল্লার ফরমানে কিবা ভিহিস্তেত যাএ।
এথেক যে রচিয়াছি পঞ্চালির ছন্দে
ডোরেত গুন্থিয়া যেন মণি মুক্তা পিন্দে।
ডোরেতে সঞ্চারি পিন্দে পুষ্প দিব্য মালা
হিন্দুয়ানি অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা।
বাঙ্গালা অক্ষর'পরে আঞ্জি মহাধন
তাকে হেলা করিবেক কিসের কারণ।
যে আঞ্জিক পীর সবে করিছে বাখান
কিঞ্চিত যে তাহা হোন্তে জ্ঞানের প্রমাণ।
যেন তেন মতে সে জানৌক রাত্র দিন
দেশী ভাষা দেখি মনে না করিঅ ঘিণ।
পড়িবারে কিতাব না পারে সর্বজন
শবীয়ৎ ফরমান জানিতে কারণ।
তেকারণে সকলে জানিতে শরিয়ৎ
কহিলাম পঞ্চালি রচিয়া সহসাৎ।
বিনি শবীয়তে নারে যাইতে তরিকতে
এথেকে চাহিঅ আগে শরীয়ৎ জানিতে।

চার মঞ্জিল

শরীয়ত

শরীয়ৎ মঞ্জিলেত দৃঢ় হৈল যবে
তরিকত পন্থে পাও বাড়াইবা তবে।
বিনি শরীয়তে যদি তরিকতে চলে
না চিনিয়া পন্থ যেন তোকাএ আন্ধলে।
শরীয়ৎ সরসোস (ষড়রস?) মুস্তফা কহিছে
সকল মঞ্জিল শরীয়ৎ ঢাকি আছে।
শরীয়ৎ আগে দৃঢ় কৈলা পয়গাম্বর
সকল মঞ্জিল আছে শরীয়ৎ ভিতর।

শরীয়ৎ চাপনি[১] সলিতা তরিকত
হকিকত তৈল যেন অগ্নি মারিফত
এক না থাকিলে তিনে কাম নাহি চলে
চারি একত্তর হৈলে সেই দীপ জ্বলে।
চাপনির পরে যেন তৈল-অগ্নি-বাতি
তিন কাম চলে তবে চাপনি সঙ্গতি।
বিনি চাপনিএ নাহি হএ কোন কাম
শরীয়ৎ তেন তিন মঞ্জিলের ঠাম।
শরীয়ৎ মঞ্জিলে যদি কর এবাদত
তবে পাএ আল্লার সে দিদাবের পথ।
শরীয়ৎ মতিঞ্জেল দৃঢ় হৈল যবে
তরিকত মঞ্জিলেত আগু হৈল তবে।

তরিকত

শরীয়ৎ মঞ্জিলের কহিল বাখান
অখনে শুনহ তরিকতের বয়ান।
তরিকত মঞ্জিলের শুন কহি কথা
যেন মতে পীর সবে দিছেন ব্যবস্থা।
তরিকত মঞ্জিলের মোকাম মলকুত
সে নুরের দীপ্ত তথা উদএ বহুত।
মলকুত মোকাম জান ফিরিস্তার মঞ্জিল
ফিরিস্তার হএ সে তথায় আমরিল।
শরীয়ৎ হোন্তে যদি তরিকতে যাএ
ক্ষুধা তৃষ্ণা এক তার মনেত না ভাএ।
হিংসা পিশুন কিছু মনেত না রাখে
কাম ক্রোধ লোভ মোহ সকল উপেক্ষে
এসব তেজিলে কায়া হইব নির্মল
যেহেন নির্মল যথ ফিরিস্তা সকল।
এবাদত 'পরে কিছু মনেত না ভাএ
ফিরিস্তার সনে তার মুলাকাত হএ।
নুরজামালে[২] দেখে বাতিনে অনুক্ষণ
আল্লা 'পরে আর কিছু না কল্পএ মন।
দুনিয়ার সুখে ভোগে মন নহে ভোলা
হামিসা সাহেব সনে কর ওলা মেলা।

'হকে'ত ডুবিয়া মন থাকে অনুক্ষণ
আপনারে আপনে হারাএ ততক্ষণ।
বাতিনেত মন থাকে শরীর বেকতে
অনুক্ষণ মন তার থাকে এবাদতে।
এই রূপ হাল যদি হৈল বান্দার
মলকুত হাসিল তবে হৈব তাহার।
মলকুত মোকাম যদি হইল স্থির
মনুষ্য আচার হোন্তে হইল বাহির।
মনুষ্য সিফৎ হোন্তে হইল বাহির
ফিরিস্তা সিফৎ তবে হইল জাহির।
ফিরিস্তার সিফতেত হইল স্থির
নুর তজল্লা[৩]-এ হএ এ দিব্য শরীর।
না রহিব স্থির হই পাইলে মলকুত
হকিকতে চলিল পাইতে জবরুত।

হকিকত

হকিকত মঞ্জিলত আরোহা চিনিব
আপনা জানিয়া ফানি হকেতে মিশিব।
হকিকত মঞ্জিলে বুলি আত্মা পরিচএ
আত্মা কি বস্তু তাকে কহিব নিশ্চএ।
আরোহারে আল্লা বুলি আমর খোদার
যে আমর হোন্তে পয়দা সকল সংসার।
হকিকত মঞ্জিলে সে ঘনান মঞ্জিল
দেখিব আরোহা যদি তথা আমরিল।
আরোহার লগে যদি হইল পরিচএ
আরোহার নুর সে রওসন অতিশএ।
বাহিরে ভিতরে তার হএ একাকার
আত্মপর ভেদ কিছু নহি রহে তার।
হাদী আপেত আপে হএ একমিশ
সাগরেত ফোটা যেন যেন পড়ে অনুদ্দিশ
আরোহা দেখিল যদি হারাএ আপনা
হেতু বুদ্ধি তাহার না রহে এক কণা।
কেহ যদি জিজ্ঞাসিল আরোহ কি হএ
বুলিতে না পারি তারে নিশানি নির্ণএ।

১. চাপনি– কুপি, দীপাধার। ২. নুরজামাল– সুন্দব জ্যোতি, এখানে আল্লাহ। ৩. তজল্লা– দীপ্তি।

শূন্য নহে পূর্ণ নহে নহেত আকাশ
চন্দ্র নহে সূর্য নহে রবির প্রকাশ।
অধেঃ নহে উর্ধ্বে নহে নহে মধ্য দেশ
বাম দক্ষিণ নহে সম্মুখ নহে শেষ।
হেতু নহে বুদ্ধি নহে নহে কাম বেশ
দুঃখ নহে সুখ নহে নহে চিন্তা ক্লেশ।
আর্শ নহে কোর্স নহে লোহ্ কালাম
ভিহিস্ত নহে দোজখ নহে নহে উত্তম অধম।
নাম নহে গ্রাম নহে সাধে নাহি যোগ
রোগ নহে মৃত নহে নহে পরলোক।
স্ত্রী নহে পুরুষ নহে নহে বৃদ্ধ বালক
মাস পক্ষ বরিষ নহে নহে কাল অকাল।
ষষ্ঠ ঋতু নহে সে যে রাশি নক্ষত্র
তিথি গ্রহ লগ্ন নহে বর্গ কোষ্ঠপত্র।
আব আতস খাক বাত নহে রঙ্গ বিরঙ্গ
পশুপক্ষী কীট নহে পতঙ্গ ভুজঙ্গ।
স্থাবর জঙ্গম নহে পর্বত বৃক্ষ লতা
অস্ত্র নহে শাস্ত্র নহে উপদেশ কথা।
গোচর অগোচর নহে বাহির ভিতর
ঠাঠা বিজুলি নহে মূর্তি ভয়ঙ্কর।
হীরা মণি মাণিক্য নহে নহে মূল্য ধন
প্রবাল মুকুতা নহে রজত কাঞ্চন।
লোহা তিহা তামা নহে পিতল খাবর
সীসা রাঙ বস নহে কাচ ততঃপর।
তন্ত্র মন্ত্র ঔষধ নহে বৈদ্যহ ব্যবস্থা
বিদ্যা সিদ্ধি বাক্য সিদ্ধি নহে কোন কথা।
দান পুণ্য ধ্যান নহে তপ জপ দীক্ষা
বাজী উপাধিক সঙ্কেতা যে ব্যাখ্যা।
সর্বভুত কিছু নহে তুল অতুল
অনন্ত মহিমা আল্লা আকার বহুল।
কিরূপ কি বস্তু আল্লা কহিবারে নারে
কিছু গুরু দেখাইলে দেখিবার পারে।
দেব পশু নর কিবা গন্ধর্ব সকল
সকলে ফাঁফর আছে আরোহা উপর।
পয়গাম্বরে আরোহারে করিয়া বিচার।
আল্লার আরোহা হেন করিলেক সার।
সাহেবের জাত সব বেনিশানি জানি
আমার আদম তার সাহেব নিশানি।
জানিয়া মুরশিদ যাহার দৃঢ় থাকে
বেনিশানি আরোহারে দেখাইলে দেখে।
বেনিশানি পন্থে চলে একি কোসা লইয়া
বেনিশানি সাহেব তা সব দেখে গিয়া।
হকিকত মঞ্জিল মোকাম জবরুত
বিনি জবরুতে নারে যাইতে লাহুত।

মারফত

লাহুত মোকাম মারফতের মঞ্জিল
সাহেব দিদার যদি তথা আবরিল।
লাহুত মোকাম কিছু পাইবেক যবে
বাক্যসিদ্ধি কেরামত হএ তার তবে।
এক আল্লা আছিলেক না আছিল আর
একসব আছিলেক গোপত ভাণ্ডার।
যদি বা সংসার সুখ পাএত প্রচুর
ঠেলা দিয়া দুই পাএ ফেলাইব দূর।
নহে যদি ভুলাইব কেরামত পাইয়া
না পায় দিদার তবে লাহুতেত গিয়া।
বিস্তর ফকির সবে জবরুতে গিয়া
ফিরিয়া বসিছে সব কেরামত পাইয়া।
কেরামত ভোলা হৈয়া সুখী হৈল যবে
মাবিফতে আল্লার দিদার না পাএ তবে।
শেষে এই কেরামত যাএ তার হোন্তে
দীন দুনিয়া দোঁহো হারাএ এই মতে।
শকুন উড়িয়া যেন আকাশেতে যাএ
মবা গরু দেখি নামে বুঝি অভিপ্রাএ
কেবামতে হকিকত জানিঅ নিশ্চএ
কেরামতে মন হৈলে আল্লারে না পাএ।
সংসার অসার যে জাবিদা নহে সুখ
দিন কথ রঙ্গচঙ্গ শেষে বড় দুখ।
কেরামতে ভুলিয়া ফিরএ যদি মন
আল্লা হোন্তে মুখ সে ফিরএ ততক্ষণ।
দূর কবিল বড়াই কেরামত সনে
মুরশিদের অঙ্গীকার করিয়া মনে।
মোহাম্মদ মোস্তফারে সহায় করিয়া
মারিফত পন্থে চল একি কোসা লইয়া।

মারিফত বুলি জান আল্লার দিদার
উৎপত্তি প্রলয় আছে পরচার।
জাতে আর সিফতে আছিল এক কাএ
পশ্চাতে জাহের আপে হৈল ভাল ভাএ।
ডিম্বের ভিতর যেন পক্ষীর শরীর
তেন মতে ছিল শেষে হইল বাহির।
লাল কুসুম মধ্যে পাখ ফৈর জাতে
ঠোঁট নখ নিরমাণ আছিল সমাপ্তে।
যে কারণে ডিম্ব মধ্যে আছিল শরীর
তে কারণে তেন রূপে হইল বাহির।
কুসুম জানিঅ জাত লালাহ চিত
লালা সিফত লগে আছিল এই মত।
জাত হোন্তে সিফত লগে জাত
জাত সিফতে ভিন্ন নহে পরমাত্ম।
জাত সিফত ছিল গোপত ভাণ্ডার।
জাত হোন্তে সিফত হইল পরচার।
আপনা খোয়াস্ত আল্লা করিলা যেখন
আপনারে আপে ব্যক্ত করিতে কারণ।
জাত হোন্তে করিলেক সিফত বাহির
বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন হইল জাহির।
জাত সিফতে সেই নুর অনুপাম
নুর মোহাম্মদ তান রাখিলেক নাম।
আপনার দোস্ত হেন তাহারে বুলিলা
সেই নুর হোন্তে আল্লা সকল সৃজিলা।
এক হোন্তে হৈল দুই দুই হোন্তে সকল
বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল।
ফল বৃক্ষ বীজ এই তিন নাম হএ
একে হএ তিন জাত তিনে এক হএ।
বীজ বৃক্ষ ফল হোন্তে কেহ ভিন্ন নহে
তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যাএ।
তেন মত জানিঅ যে আল্লা আর বান্দা
আল্লা হোন্তে বান্দা সব হৈয়াছে পয়দা।
ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কাএ
তেন রূপে জানিঅ সে বান্দা আর খোদাএ।
খোদা আর বান্দা জান কিছু ভিন্ন নহে
তথাপি বান্দারে জান না বোলে খোদাএ।
দরিয়ার পানি যেন গৌর[১] সে উথলে
গৌররে দরিয়া কেহ কভু নাহি বোলে।
সিন্ধু ঢেউ বিন্দু হোন্তে কেহ ভিন্ন নহে
সেই বিন্দু উথলিলে গৌর[২] নাম হএ।
তেন রূপে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ
আল্লা হোন্তে বান্দা সব কেহ ভিন্ন নহে।
বান্দা হীন নাম মাত্র হএ সর্বজল।
সর্ব রূপে ধরি আপে রাখিয়াছে নাম
আপে মূর্তি ধরি করে আপনার কাম।
আপনে করেন সব নাম সে বান্দার
মিছা কাজ করিয়াছে সকল সংসার!
তুহ্মি আহ্মি নাম মাত্র সকল সেই সে
নানা রূপে করে কেলি নানান যে বেশে।
শূন্য আপে স্থূল আপে যথেক কারণ
স্বর্গ আপে মর্ত্য আপে পাতাল ভুবন।
ব্যক্ত অব্যক্ত আপে ব্যাপিত সর্বঠাম
বাসনা করিয়া মাত্র রাখিয়াছে নাম।
উকারে আকারে সে সকল বাসনা
আপনে করেন সব কর্তৃত্ব আপনা।
আপে ফুল আপে গন্ধ আপনে ভ্রমর
আপে কীট আপে মধু আপে সর্বকর।
আপে দুগ্ধ আপে লনী আপে মথন
আপে গোপ রক্ষা করে আপনে গোধন।
আপে ফুল আপে গন্ধ মধু আপে আপ
[আপে বৃক্ষ আপে লতা আপনে পল্লব।]
আপে স্ত্রী আপে পুরুষ আপে নপুংসক
আপে বৃদ্ধ আপে যুবা আপে বালক।
আপে ভাব কর তবে আপে যোগী যোগ
আপে রোগী আপে ভোগী আপে তুমি ভোগ
আপে ভক্ষ্য ভক্ষক সে আপনে রক্ষক
আপে নাট নাটুয়া আপনে বিদূষক।
স্থাবর জঙ্গম আপে উৎপত্তি যথাতথা
পর্বত পাষাণ আপে আপে বৃক্ষ লতা।
চন্দ্র আপে সূর্য আপে আপে তারাগণ
ঠাঠা বিজুলি আপে আপে বরিষণ
জলস্থল অন্তরীক্ষে যথ চলাচল
আপনে করন্তি খেলা সৃজিয়া সকল।
আব আতস খাক বাত ধরিত্রী সংসার

১. গোবস?
২. গৌব [গৌবকী] জলোচ্ছ্বাস, জলস্ফীতি।

চারি রূপ ধরি সৃজিছে সৃষ্টি আপনার।
দোজখীর রূপ ধরি দোজখী ভুঞ্জাএ
ভিহিস্তী রূপ ধরি সুখ ভোগাএ।
ভিহিস্ত দোজখ দুই আপে রূপ ধরি
সুখ দুখ করাএ আপনে অধিকারী।
আপে আর্শ আপে কুর্সী আপে লোহ কলম
কাক বক চিল আপে আপনে নির্গম।
একে আজ্রাইল আর দ্বিতীএ জিব্রাইল
ইস্রাফিল তৃতীএ আর চতুর্থে মিকাইল।
এই চারি ফিরিস্তাএ রাখিয়া চারি নাম
চারি মূর্তি ধরিয়া করন্ত চারি কাম।
আজ্রাইল রূপ ধরি জিউ সব হরে
জীব্রাইল ফরমান জানাএ নবীরে।
মিকাইল ফিরিস্তাএ চালায়ন্ত জল
ইস্রাফিলে চালায়ন্ত পবন সকল।
আপনা আকলে করে ফিরিস্তার নাম
নাম রাখি আপে করে আপনার কাম।
দেও পরী ফিরিস্তা আদম যথ আর
পশু কীট যথ জীব সকল সংসার।
কুফুর কাফির ইসলাম আদি নাহি গন্ধ
দুই হেন বোলএ শুনিতে লাগে ধন্ধ।
এক জানিঅ তনু এক কোর কৈল সে
পাপধিক বন্ধন হোন্তে মুক্ত হইল সে।
এথেকে মিশিয়া সে আপনে পাসরিল
মারফত মঞ্জিলেত ওয়াসিল হৈল।
মারিফত মঞ্জিলেত লাহুত মোকাম
এক 'পরে তথাত দ্বিতীয় নাহি নাম।
সকল সুগন্ধি যেন হই একত্তর
আরগাজা নাম তার হএ ততঃপর।
সকল নাম ঘুচিয়া হএ এক নাম
তেন মত জানিও যে লাহুত মোকাম।
লাহুত মোকাম যদি ওয়াসিল হৈল
আল্লার পরে আর যথ সব পাসরিল।
গোচর অগোচর যথ কিছু যেন থাকে
আল্লা পরে আর কিছু না দেখএ চোখে।
বাহিরে ভিতরে দেখে সব আল্লাএ
আল্লা পরে আর কিছু না দেখএ তাএ।
আছিল আছিব আছে জাবিদা খোদাএ
মোহাম্মদ নিরঞ্জন হিন্দু সবে কহে।
ব্রহ্ম ভাবিতে সে যে আপনে ব্রহ্মা হএ
বেদ পুরাণেত এহি কহিছে নিশ্চএ।
কিতাবেত এহি মত ফরমান আছএ
অহি মূর্তি দূর হৈলে খোদা এক রএ।
বাহিরে ভিতরে শূন্য করিলেক এক
কেহ নাহি খোদা সে দেখএ পরতেক।
যেই আল্লা সেই খোদা গোসাঞি তার নাম
আপনে অনন্ত রূপ চালায়ন্ত সব কাম।
সেই সে সকল যথ সকল সেই সে
দূর নিকট নহে সর্বঠাম বৈসে।
কহিলাম চারি মঞ্জিলের কথা
যেন মতে পীর সবে দিছে ব্যবস্থা।
এহি চারি মঞ্জিলে করিয়া এবাদত
আমরিছে পীর সব আল্লার রাহা'ত।
এক মঞ্জিল তবে ছাড়িয়া যদি রহে
দিদারের পন্থ তবে কভু মুক্ত নহে।
এথ শুনি বুলিলেক এক মহাশএ
অপরূপ ধন্ধ মোর লাগিল হৃদএ।
জন্ম মৃত্যু নাহি তার বোল কদাচন
সুখ দুঃখ নাহি তার আওনা গমন।
আপে ধরিছিল যদি সকল মূরতি
দুঃখে পীড়ে তবে বুঝি সম প্রতি।
আপে দুঃখে সৃজিয়া আপনে দুঃখী কেনে
এ সুখ সম্পদ সৃজি মারে কি কারণে।
তবে কেনে বোল দুঃখ সুখ নাহি তান
এহার সঙ্কেত কথা মনে পাতিয়ান[১]।
সর্বঘটে তাঞি যদি আপে ব্যাপিত।
তাঁহি 'পরে আর কেহো নাহিক কদাচিত।
জনমে মরণ সকলের বিদ্যমান
তবে কেনে জন্ম মৃত্যু বোল নাহি তান।
সভাকের জনমে তাহান জন্ম হএ
সভাকর মরণে কেনে তাঞি না মরএ।
সর্বঘটে প্রদীপ দিয়া আপনি ব্যাপিত
জনমে মরণে জান সেই সে পিরীত।
তবে কেনে বোল তান নাহি জন্ম নাশ
এহার সঙ্কেত কিছু কহ ইতিহাস।
আর বোল সর্বস্থান তাঞি ব্যাপিত

১. পাতিয়ান– প্রত্যয়

তবে কেনে বোল সর্বস্থানে বিবর্জিত।
যদি বোল সর্বস্থানে তাঞি ব্যাপিত
তবে বুঝি তাঞি সব পাকিত না পাকিত।
পাকিত ব্যাপিত সে বুলিতে পারি ভাল
না পাকিত ব্যাপিত যে বুলি জঞ্জাল।
তহ্ (<তবু) বোল সর্বস্থানে আপনে বর্জিত
না পাকে বর্জিত অতি শোণিতে সুশোভিত।
সর্ব ব্যাপিত সর্ব বিবর্জিত তাহা
এহার সঙ্কেত কি নিশ্চএ আগে কাহা।
সর্ব ঠাঁই ব্যাপিত বিবর্জিত সর্ব ঠাঁই
তার নিদর্শন কহ কথা গেলে পাই।
কহিলেন্ত সূর্যতাপ সর্বস্থানে পাএ
কিবা পাক না পাকিয়া কিছু না এড়াএ।
না পাকিত সূর্যতাপ লাগিলেক যবে
ভাবিয়া বুঝহ তাপ নষ্ট নহে তবে।
সূর্যের সিফত রৌদ্র যথাতথা লাগে
তেকারণে সূর্য নষ্ট নহে কোন পাকে।
আল্লার পয়দা সূর্য এক বীজ হএ
এমত মহিমা তান জানিঅ নিশ্চএ।
আল্লা ও সাহেব সেই করতা ভুবনে
স্থানের নাপাক দোষ পীড়িতে নারে তানে।
আর যেবা বোল তাঞি সর্ব অর্থ ধারে
জনমে মরণে কেনে পীড়িতে তানে নারে।
আল্লা হোন্তে বান্দা জান কভু ভিন্ন নহে
বান্দার পীড়নে সে আল্লার না পীড়এ।
তাহার দর্শন কহি শুন দিয়া মন
পৃথিবীত ব্যক্ত যেন দেখে সর্বজন।
সাগরের পানি যেন বাতাসে উথলিল
সাগরের পানি তবে ঢেউ নাম হৈল।
ঢেউ আর পানি ভিন্ন নাহি কদাচন
সাগরের পানি তাহা বোলে সর্বজন।
ঢেউরে সাগর হেন বোলন না যাএ
ঢেউ আর সাগর একই পানি হএ।
সাগরের হোন্তে সর্ব ঢেউ জনমএ
ঢেউ মৈলে কভু সাগর না মরএ।
ঢেউ সাগর যেন কিছু ভিন্ন নহে
তেন মতে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ।

আল্লা হোতে বান্দা হৈছে উৎপন
খোদা আর বান্দা ভিন্ন নহে কদাচন।
আল্লার বান্দা জানিঅ বান্দা খোদাএ
গাছ আর ফল যেন হএ এক কাএ।
তথাপি ফলের দুঃখে গাছ দুঃখী নহে
ফল মৈলে কভু জান গাছ না মরএ।
তেনরূপে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ
বান্দার দুঃখতে কভু খোদা দুঃখী নহে।
বান্দার আজারে[১] কভু খোদা না পীড়এ
বান্দার মরণে কভু খোদা না মরএ।
আছিল আছিব সে যে আছে সর্বক্ষণ
জন্মমৃত্যু নাহি তান আওনা গমন।
জন্ম মৃত্যু দুখ সুখ সৃজন আল্লার
সকল কর্তৃত্ব তান যথ আপনার।
এথেক কহিএ যদি হাজী মোহাম্মদ
প্রবোধ পাইয়া সেই হইল নিঃশব্দ।
আব আতস যে আপে খাক বাত
পর্বতের রূপ ধরি সেহ আপ সাধ।
বিনি ঠুনি রাখিয়াছে গগন মণ্ডল
বিনি লক্ষ্যে রাখিয়াছে পৃথিবী সকল।
সপ্ত স্বর্গ সপ্ত দ্বীপ এ সপ্ত পাতাল
এ সপ্ত সাগর যথ তাহান খেয়াল।
আপনা খেয়াল আপে গঠিয়াছে যথ
গোপতে আছিল আপে হইলা বেকত।
যেই সুরতের নাম রাখিলা আদম
লুকাইলা আপনারে করাই ভরম।
আল্লার মকরে স্থির হইতে পাবে কে
আল্লাএ ছাপাই রৈছে আদমের লক্ষ্যে।
আব আতস খাক বাত সুরত গঠিলা
আপনে আমর আল্লা তাত সঞ্চারিলা।
খাক পানি মথিয়া যে গঠিলেক তন
বায়ু আতস দিয়া করিলা চেতন।
নুর দিয়া সুরতেত করিলা ভূষণ
আপনা সিফত তাত দিলা অনুক্ষণ।
সকল সিফত দিয়া খলিফা বোলন্ত
যেখানে যে যে গুণের সিফত দিলেন্ত।
কোমরে কুয়ত দিলা স্ত্রী হইবার

১. আজার– ব্যাধি, পীড়া, ফোঁড়া।

চোখতে দেখনি দিলা সব দেখিবার।
কর্ণেত শুননি দিলা সকল শুনিতে
হৃদএ আকল দিলা সকল বুঝিতে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ দিলা শরীরেত
আরোহা দিলেন্ত তাত নিজে পরমাত্মে।
দুই হাতে বল দিলা কুয়ত করিতে
দুই পাও নির্মিলা হাঁটিয়া চরিতে।
মুখে দুই সিফত দিলেক ততক্ষণ
খাইবার তরে আর কহিতে বচন।
আর দুই সিফত দিলা নাসিকার দ্বারে
শ্বাস বহিতে আর গন্ধ লইবারে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দিলা দুই খাইতে আর পিতে
গুহ্য লিঙ্গ দিলা মলমূত্র নিকলিতে।
নিদ্রা আলস্য দিলা শরীরের ভার
ব্যাধি আর রোগ দিলা শরীরে ত তার।
আপনার জাত হোন্তে সিফত সব দিয়া
জিয়াইলা বান্দাক আদম নাম থুইয়া।
আপনার সিফতে চালাএ আদমরে
বাজি পোতলা যেন খেলে বাজীগরে।
আপনে বেকত হইলা সুরত ধরিয়া
খাকের কি শক্তি আছে চলিতে হাঁটিয়া।
সামর্থ্য পাই আদম বসিলেক যবে
মুখ হোন্তে হাঁচি জান নিঃসরিল তবে।
হাঁচিয়া সিফত বহু করিল আল্লার
আছিলুঁ খাক মুঞি হইলুঁ জিউদার।
ফরমান আল্লার হইল ফিরিস্তারে
তুহ্মি সবে সজিদা করহ আদমেরে।
এথকাল অবধি পয়দা তুহ্মি সবে
এমত সিফত কেহ নহি বোল তবে।
এইক্ষণে পয়দা করিলুঁ আদমেরে
সকল সিফত কহিলেক একবারে।
সজিদা করহ হুকুম হৈল মোর দৃঢ়
তোহ্মা হোন্তে আদম কৈলুঁ মুঞি বড়।
আল্লার ফরমানে সব সজিদা করিলা
আজাজিল ফিরিস্তাএ খাড়া হইয়া রৈলা।
আত্ম বড়াই করি সজিদা না কৈলা
আল্লার ফরমান কিছু বুঝিতে নারিলা।
ফরমান হইল কেনে আজ্ঞা না মানিলা
আদমেরে তুহ্মি কেনে সজিদা না কৈলা।

আজাজিলে আল্লাত কহিলা আর বার
আদমে-থু আমি বয়সে হইছি বহুতর।
আর শুনি ফরমান কহিয়াছ পূর্বে
তুহ্মি পরে সজিদা কার নাহি শোভে।
এইক্ষণ আদম হইয়াছে পয়দা
তানে কেনে বোল আল্লা করিতে সজিদা।
নিশ্চএ কহিল আহ্মি কাট আর মার
তুহ্মি পরে সজিদা আমি না করিব কার।
ফরমান হৈল ভাল কহিয়াছ কথা
আহ্মারে সজিদা পরে নাহিক সর্বথা।
এ বুঝিয়া সজিদা না কৈলা পুনি তুহ্মি
না জানিলা যেই আদম সেই হৈল আহ্মি।
না মানিলা ফরমান হৈল অধঃগতি
জাবিদা দোজখে হৈল তোহ্মার বসতি।
আজাজিল আদম সে দুই তান বান্দা
[ফরক করিয়া তবে লাগাইল ধান্ধা]
এথেক ভাবিয়া চাহ কেহ কিছু নহে
যারে যেই করে আল্লা সেই তবে হএ।
কিবা আদম আজাজিল সকল বাসনা
আপনে আপনা করে তামাসা আপনা।
হৈলে মুরশিদের সেই নুর বিদ্যমান
দেখএ আল্লা নহে দূর ব্যবধান।
হাজী মোহাম্মদ কহে এই আল্লা সার
ধরিছে অনন্ত রূপ সংসার মাঝার।
হাটের ভিতরে সর্বজনে কথা কহে
নানাবিধ নানা বুলি শুনিতে আছএ।
দূরেত থাকিয়া যদি বুঝে কোন জন
সকল মিলিয়া ধ্বনি এক শব্দ শুন।
এরূপে জানিঅ যথ তত্ত্ব পরিচএ
একে অনন্ত রূপে অনন্তে এক হএ।
এ বুঝিয়া যেবা মারফতে মগ্ন হএ
আল্লা পরে সেই আর কিছু না দেখএ।
সেই সে সকল জান সকল সে হএ
এথেকে না দেখে যেই সেই অন্ধ হএ।
অন্ধলেহ দেখে সেই ভিতরে নয়ানে
বাহিরে ভিতরে প্রভু সকল আপনে।
তবে যদি না দেখএ কর্ম দোষে তার
নসিবেত নাহি তার সাহেব দিদার।
দেখিবারে চাহে যদি বেকত নয়ানে

উপদেশ কহি তার শুন সাবধানে।
পূর্বকালে আল্লাএ আছিল একসর
না ছিল শরীর তান না ছিল দোসর।
আপনার জাত হোন্তে নিকালি নুর
সে নুরে সকল জোত বুঝিবা প্রসর।
সেই নুর মোহাম্মদ পথের নিশান
সে বিনে না পাএ কেহ পন্থ পরিমাণ।
কভু নিত্য পন্থ নাহি বিনে মোহাম্মদ
মোহাম্মদ হোন্তে পাইবা অক্ষয় সম্পদ।
আল্লা আর মোহাম্মদ ভিন্ন কেহ নাই
মোহাম্মদ নুর যেই আল্লার নুর সেই।
সেই নুরে আদমক সৃজিয়া প্রচুর
এথেক জানিলা সবে মুর্শিদের নুর।
যেই নুর আল্লার মুর্শিদ সেই নুর
বিদ্যমানে দেখি লও আল্লা নহে দূর।
হাজী মোহাম্মদ কহে এই দুই সার
মুর্শিদের যেই রূপ সুরত আল্লার।
আল্লার নুরেত মোহাম্মদ নুর সব
সে সকল নুর মিলি সে নুরেত সব।
মুর্শিদের রঙ্গ যেই সুরত আল্লার
তার বান্দা জানিঅ আখেরে হৈব পার।
মুর্শিদের রঙ্গ দেখ বেকত নয়ানে
সুরত আল্লার হেন দড় জান মনে।
এই মতে জানি লও সব তত্ত্ব সার
যথ কিছু দেখ সব আল্লার দিদার।
যদি বোল আল্লার দিদার যে মিছিল
পৃথিবীত তবে তানে দেখিতে মুস্কিল।
তাহার এসব কিছু শুন তারে কহি
বেমিছিলে দিদার যে সব স্থানে পাই।
আল্লা বেমিছিল যে শুনিতে লাগে ধান্ধা
ধাউক আল্লার কাজ বেমিছিলে বান্দা।
বেমিছিল বান্দা দেখ বিদিত সংসার
কার রূপ কেহ নহে একহি আকার।
বেমিছিলে সিন্ধু ঢেউ বেমিছিলে উঠে।
নানা শব্দ বেমিছিলে শুনি যেন হাটে।
আল্লা বেমিছিলে যেন বান্দা বেমিছিল
এখনেহ একরূপ পূর্বে না আছিল।
আল্লা আর বান্দা জান কেহ ভিন্ন নহে
আল্লা হোন্তে বান্দা সব হইছে পয়দাএ।

এথেকে সে বান্দা সব সুরত আল্লার
আল্লা 'পরে আর কেহ নহে অধিকার।
তেকারণে কহি শুন সুরত তাহার
মুর্শিদ সুরত যেই সুরত আল্লার।
নিশ্চএ জানিঅ তবে সে বর্ণ তাহার
সকল সৃজিত জান সুরত আল্লার।
মুর্শিদ সুরত দেখ দিলের ভিতর
আল্লার সুরত হেন জানহ তৎপর।
মুর্শিদ সুরত নহি পাইয়াছে কোথা
আল্লার সুরত হেন জানিঅ সর্বথা।
রূপ সুরত ভরিয়া মিশিল যদি গত
হক্কেত মিশিল তবে জান পরমার্থ।
এহি রূপে হক্কেত মিশিল যেই জন
জাবিদ জীবন সে পাইল ততক্ষণ।
বকা তনে মিশিয়া আপনে বকা হৈলা
সাগরের ফোটা যেন সাগরে মিশিলা।
যথা হোন্তে আসিয়াছি যাইতে চাহি তথা
এড়াএড়ি নাহি কভু মরণ সর্বথা।
চিরদিন না থাকিব সংসার মাঝার
এথেকেহ মহাজনে শ্রদ্ধা মরিবার।
এহি রূপে জিয়তে মরএ যেই জন
যে রূপ জীবন তার সে রূপ মরণ।
মরিবার দুঃখ তার নাহি কদাচন
একছায়া হৈল তার জীবন মরণ।
কিছু মরণের শ্রধা তার মনে হএ
ফানি মোকাম ছাড়ি 'বকা'ত গিয়া রহে।
বৈদেশীর শ্রধা যেন যাইতে স্বদেশ
পরবাস ছাড়িয়া আপনা গৃহবাস।
অসার সংসারে সব ছাড়িয়া জঞ্জাল
অক্ষয় সম্পদে গিয়া রহি চিরকাল।
ভিহিস্তে সম্পদ পাএ আল্লার দিদার
কোন দিনে কোন কালে খণ্ডিতে নাহি তার
রোগ শোক নাহি তথা নাহিক মরণ
বৃদ্ধ না হৈব তথা থাকিব যৌবন।
নানা ভোগে ভুগিবা পাইবা নানা সুখ
যেই চাহ সেই পাইবা ন পাইবা দুখ।
এহি মতে ভিহিস্তেত রহিবেক গিয়া
হুর সঙ্গে থাকিবেক অমর হইয়া।
কহিলেক মারিফত মঞ্জিলের কথা

এ খাত দেখিলে যে দেখিতে পারি তথা।
এহি চারি মঞ্জিলে করিলে এবাদত
আল্লার দিদার তবে পাইব তথাত।
এহি চারি মঞ্জিলের কহিল ধরন
এ হতে অধিক আছে এহার বয়ান।

জন্মতত্ত্ব ও দেহরহস্য

এখনে কহিব কিছু জন্মের বাখান
শুনিব যত্তন করি মুমীন গণ।
যেন মতে বান্দাসব জন্মএ সংসারে
যেন মতে মাতৃ গর্ভেত সঞ্চারে।
এসব কহিব আর নসিবের ভার
পঞ্চ কিছু লেখা গেছে নসিবে বান্দার।
বাপ বীর্য মাতৃ লহু সাহেবের বাই
এ তিন মিলি যদি হৈল এক ঠাঁই।
যাইতে যে বীর্য গর্ভে তথা সকল
পাকে রাতে যে তথা লাওস জন্মিল।
শ্বেতসের তেজে বীর্য হইল গরম
শ্বেতসে মাতৃ রক্ত করিল নরম।
নরমে গরমে যদি হৈল একত্তর
এই দুই মিলি উম জন্মিল তৎপর।
যেন 'উমে' জন্মে ছাও পক্ষীর ডিম্বেতে
তেন উমে কাল বুদ জন্মএ গর্ভেতে।
রক্ত বীর্য বাউ যদি হৈল একত্তর
একমাস স্থানে হৈল গর্ভের ভিতর।
আর এক মাসে হএ শরীর আকার
হাড়ের নিশান হয় সুতের সর্প ছা'র।
তিনমাসে ছাওয়াল গর্ভেত হএ যবে
মোকাম নিশান যথ হইলেক তবে।
চারি মাসে আকার সুরত লয় তবে
পঞ্চমাসে আরোহা সঞ্চার জান সবে।
যে কালে আদমে আল্লা করিলা সৃজন
পাছে কিছু দিয়া পয়দা করিলেক তন।
আব আতশ খাক বাত এহি চারি চিজ
নুরের সহিতে পাঁচ শরীরের নিজ।
এহি পাঁচে পাঁচ সাজ শরীরেত হৈল
এহি পাঁচ চিজ তান ফরজন্দে পাইল।

এক চিজে পঞ্চ কর্ম চলএ শরীরে
মন দিয়া শুন কেবা কোন কর্ম করে।
খাক হোন্তে এহি পঞ্চ শরীরেত হএ
নাম কহি আগে তার শুনহ নিশ্চএ।
অস্থি চর্ম রগ লোম আর হএ মাংস
এহি পাঁচ চিজ হয় খাক নিজ অংশ।
এক চিজ হএ হাড়ে দ্বিতীএ চামড়া
তৃতীয় চিজ লোম হএ চতুর্থ চিজ হাড়া।
পঞ্চম যে চিজ জান রগ আর যথ
খাক হোন্তে এহি পাঁচ বৈসে শরীরেত।
খাকের যে পাঁচ চিজ কহিলাম সার
আব হোন্তে পাঁচ চিজ শুন কহি তার।
মল মূত্র ঘাম সত্ত্ব আর যে শোণিত
আব হোন্তে এহি পঞ্চ জানিঅ নিশ্চিত।
এক চিজ মূত্র যে পেসাব তার নাম
দ্বিতীয় চিজ মল যে তৃতীয় চিজ ঘাম।
চতুর্থ চিজ শোণিত জানিঅ নিশ্চএ
পঞ্চম চিজ সত্ত্ব জান বিন্দু যারে কএ।
আব হোন্তে এহি পঞ্চ কহিল বারতা
অগ্নি হোন্তে পঞ্চ যে যে শুন তার কথা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আলস্য আর জান কান্তি
অগ্নি হোন্তে এহি পঞ্চ শরীরে বসতি।
এক চিজ ক্ষুধা দ্বিতীয় তৃষ্ণা আর
তৃতীয় চিজ নিদ্রা কহিলাম সার।
চতুর্থেত আলস্য পঞ্চমে কান্তি আর
অগ্নি হোন্তে এহি পঞ্চ শরীরে বেভার।
আতশের পঞ্চ চিজ কহিলাম সার।
বাউ হোন্তে পঞ্চ যে যে নাম শুন তার
উদগার বচন হাস্য কুঞ্চ-প্রসারণ
এহি পাঁচ চিজ হএ বাউর লক্ষণ।
একচিজ উদগার দ্বিতীয় আকুঞ্চন
তৃতীয়ত হাস জান চতুর্থ প্রসারণ।
পঞ্চম বচন আর জানিঅ নিশ্চএ
বাউ হোন্তে পঞ্চ চিজ শরীরেত হএ।
নুর হোন্তে পঞ্চ চিজ শরীরেত আর
একে একে কহি সব নাম শুন তার।
ভয়, মোহ, লজ্জা, রাগ আর হয় ত্যাগ
নুর হোন্তে শরীরেত এহি পঞ্চ ভাগ।

এক চিজ ভয় যে দ্বিতীয় চিজ রাগ
তৃতীয় চিজ লজ্জা চতুর্থ ত্যাগ।
পঞ্চম চিজ মোহ হয় জানিঅ নিশ্চএ
এহি পঞ্চ চিজ জান নুর হোন্তে হএ।
আব আতশ খাক বাত পঞ্চ নুর সম
প্রভুর নিয়ম এহি এক নাহি কম।
এহি পাঁচ পেটিসে শরীর বান্ধা যাএ
আঠার চিজ পয়দা করিল আল্লাএ।
এহি যে আঠার চিজ শরীর মাঝার
কোন্ কোন্ আঠার চিজ নাম কহি তার।
বাপের মায়ের অষ্ট আল্লার কিছু দশ
এহিত আঠার চিজ অনেক সর্বস্ব।
আগে কহি আল্লার যে দশের বয়ান
শুনহ যত্তন করি হই সাবধান।
এক চিজ দিদম যে দেখিএ নয়ান
দ্বিতীয়ত চিজ যথ শুনিএ শ্রবণ।
তৃতীয়ত বাক্ সে ত জান যত কথা কহি
চতুর্থত বএলম গন্ধ যথ পাই।
পঞ্চমেতে আরোহা জান আল্লা বুলি যারে
আল্লার আমর সেই ব্যাপিত শরীরে।
ষষ্টমেত চিজ লোভ শরীর মাঝার
কাম ক্রোধ লোভ মোহ শরীর এহি সব আর
সপ্তমেত দীল জান এহি যে বৈসএ
তথা দৃষ্টি কৈলে পাএ আত্মপরিচএ।
অষ্টম চিজ আকল যে বুদ্ধি যারে কহে
যে ভাণ্ডার হোন্তে নানা যুক্তি জনমএ।
নবমেত বাত আগে যথ ইতি বহে
সে বাত আতশ জান দিয়াছে আল্লাহএ।
দশমেত চিজ সত্য ইমা কহি যারে
সাহেবের দশ চিজ বান্দার উপরে।
মা বাপের অষ্ট এবে শুন সাবধানে
মাবাপের যেই চিজ হয় কহি ভিন্না ভিনে।
জাত সিফাত আল্লা আদমেরে দিলা
আদমের হোন্তে সব ফর্জন্দে পাইলা।
আল্লার সিফাতে চলে আদমের ধড়
বাজির পোতলা যেন খেলে বাজিগর।
বাপের যে চারি মায়ের যে চারি
একে একে কহি শুন তাহাকে বিস্তারি।
জনকের চারি চিজ কহিবাম আগে
চারি চিজ মায়ের কহিমু পিছু ভাগে।
বাপের যে চারি চিজ শুন অনুক্রমে
হাড় রগ, মগজ যে চারি বিন্দু সমে।
এক চিজ হাড় সে দ্বিতীয় রগ আর
তৃতীয় মগজ সে চতুর্থ বিন্দু আর।
এখনে শুনহ মাএর চারি অংশ
লোম, চর্ম, রক্ত, আর চতুর্থেত মাংস।
এক চিজ লোম হএ দ্বিতীয় চামড়া
তৃতীয়ত রক্ত আর চতুর্থ চিজ হেরা।
মা-বাপের অষ্ট চিজ দশ সাহেবের
এহিত আঠার চিজ নিজ শরীরের।
আল্লাএ করন্ত জান মা বাপে বাসনা
গোপ্ত রূপে সৃষ্টি করে আপনে আপনা।
মাতাপিতা হোন্তে পুনি শিশু ব্যক্ত করে
বিনি মাও বাপ হোন্তে সৃজিতে না পারে।
গর্ভের ভিতরে কুদরুতে পয়দা করে
মা-বাপের শক্তি কিবা গঠিতে তাহারে।
সাহেবে করন্ত সাহেবের কাম
বাজিগরে খেলে যেন পুতলার নাম।
হাত পাও চক্ষু কর্ণ নির্মিত সকল
গর্ভেত পূরাএ যেন বৃক্ষ 'পরে ফল।
এহি রূপে গর্ভে যদি হৈল তিনমাস
মোকাম নিশান কিছু হএ পরকাশ।
চারিমাস গর্ভেত যদি হৈল ফরজন্দ
যার যেই অনুরূপ সুরত নিবন্ধ।
পঞ্চমাস শিশু যদি হৈল গর্ভেত
পাছে কিছু লেখা যাএ তার নসিবেত।
হায়াত মওত আধি রিজিক দৌলত
পৃথিবীতে থাকে বান্দা এই পাঁচ সাথ।
এহি পাছে কিছু হৈব বকশিলে খোদার
যার যেই অনুরূপ নসিব বান্দার।
যাহার নসিবে যেই হায়াত লেখিয়াছে
সেই দিন গঞ্জিলে মৃত্যু হএ পাছে।
আউ থাকিতে কভু নাহিক মরণ
আউ সে গেলে নাহি তিলেক জীবন।
ব্যাঘ্রে মারিবেক কিবা ডংশিবেক সাপে
অতিশারে কিবা কিবা মরে তাপে।
জ্বলিয়া মরিব কিবা পানিতে ডুবিব
যার যে নসিবে লেখা তেমতে মরিব।

গর্ভপাত হএ কিবা ছোঁএ কালে মরে
যার যে নসিবে লেখা খণ্ডাইতে নারে।
যেখানে যে মরিবেক তথা চলি যাএ
সেই স্থানে গেলে সে মরণ তার হএ।
যেই মতে মরে কিবা কিবা কাটা যাএ
তীরে গুলি মরে কিবা কিবা খুন হএ।
বিষ খাই মরে কিবা আত্মবধী হএ
নসিবেত আছে যেই মরে সেই ভাএ।
মরণের যার যেই নসিবে আছএ
বাড়া-টুটা নহে তার তেমত ঘটএ।
এখনে কহিব শুন রিজিকের কথা
রিজিক থাকিতে মৃত্যু নাহিক সর্বথা।
রিজিক খাইল যদি তামাম সকল
তবে সে জানিঅ হএ তাহার মরণ।
এক রতি ঊন যদি কার থাকে বাকি
তবেত মরণ নাহি তাহার উপেক্ষি।
সে রিজিক তাহার খাইল যদি সব
তবে সে সাহেব তারে করিব তলব।
দৌলতের কথা কিছু কহি শুন তারে
যার যেই দৌলত বক্শিছে নৈরাকারে।
ধন জন হাতী ঘোড়া ভূম বাড়ি জাত
আর যত দৌলত যে উৎপন্ন সমেত।
যাবতে দৌলত সুখ ভোগ নাহি করে
তাবৎ মরণ নাহি থাকিব সংসারে।
যে কিছু দৌলত ভোগ হইল তামাম
চলিবেন্ত যা হোন্তে না রহিব নাম।
এখানে শুনহ কহি আপদের কথা
যথ কিছু দুঃখ বান্দা পাইবেক এথা।
রোগ শোক ভোগ যথ লেখিছে নসিবে
সকল করিলে ভোগ তবে সে চলিবে।
এহি পাছে যত কিছু লেখিছে কপালে
সকল করিলে ভোগ তবে বান্দা চলে।
এহি সব চিজ লৈয়া শরীর সহিতে
আল্লার ফরমানে বান্দা আছে পৃথিবীতে
সোনারূপা যেহেন আউটি ভরে সাজে
তেন মতে গর্ভেত পূরাএ দশমাসে।
ফল যেন বৃক্ষ 'পরে লাগিয়া থাকএ
বৃক্ষের শোণিতে যে সে ফল পূরাএ।
মাএর ভৈক্ষাভৈক্ষ সমস্ত ভৈক্ষণ
মাএর সঙ্গের সঙ্গী যাবৎ পেটএ।
দশমাস হৈল কিবা যদি বেশ কম
নাভিত গিরুয়া পড়ে বন্ধ হয় দম।
তবে হএ তথা জান পস্রাবের কাল
ফাফর হৈয়া পড়ে ভূমিত ছাওয়াল।
চক্ষু মেলি এথা সব ধন্ধ যে দেখিল
যে সাহেবে পয়দা কৈল তাকে পাসরিল।
অল্পে অল্পে হএ সব ফুয়াম আকল
বাপ মাও চিনে আর কুটুম্ব সকল।
যথ কিছু দিয়া পয়দা কৈল দুনিয়াই
বান্দার শরীরে সব আছে এহি ঠাঁই।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যে এতিন ভুবন
বান্দার শরীরে আছে এসব লক্ষণ।
যে যে বস্তু দিয়া আল্লা যে যে বস্তু রাখে
বান্দার শরীর সব শুন কহি তাকে।
খনি আর মাটি যেন পর্বতেত রাখে
বান্দার শরীরে হের রাখে হাড় লৈক্ষ্যে।
দুনিয়ার ভূমে জান পাথর পাষাণ
শরীরে ভূম জান হাড় চাম স্থান।
যেন মতে দুনিয়া সৃজিছে আল্লাএ
বান্দার শরীর সৃজিয়াছে সেই ভাএ।
বড় দেখি সংসার ছোট হোন্তে হএন
বড় হোন্তে ছোট আল্লাএ করিছে সৃজন।
যে রূপে সৃজিল আল্লা এ তিন ভুবন
কিছু কিছু কহি শুন তাহার বাখান।
তিনশত চুয়াল্লিশ খান হাড় চাম
বন্ধে বন্ধে লাগিয়াছে সঞ্জাব সরঞ্জাম।
তিনশত ষাইট আর রগ শরীরএ
পৃথিবীর মধ্যেত জান নদ নদী রএ।
প্রধান তাহার মধ্যে এই দশ নাড়ী
পেঁচিয়া রহিছে জান শরীরেত জড়ি।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা সুষুম্না ধাত কৃপিণী শঙ্খিনী
গান্ধারিকা হস্তিজিহ্বা পরাশ নাগিনী।
ব্রহ্ম নাড়ী মেরুদাঁড়া ভেদিছে মরমে
এহি দশ নাড়ী স্থির বৈসএ শরীরে।
দক্ষিণে ইঙ্গলা নাড়ী পিঙ্গলা বামে জানি
সুষুম্না মধ্যে আর কৃপিণী শঙ্খিনী।
ব্রহ্ম নাড়ী মেরুদাঁড়া ভেদিছে মরমে

আর সব নাড়ী আছে যার যেই ঠামে।
নাড়ী সব শরীরেত শোণিতে পূরণ
পৃথিম্বিত নদী যেন পানি অভরণ।
পৃথিবীর কাম যেন রাজাএ চালাএ
শরীরের কার্য জান চালাএ আত্তমাএ।
শরীর বিলাত জান আত্মা তার রাজা
শরীরেত যত বৈসে সব তার প্রজা।
কেহ উজির কেহ কাজী কেহ কোতোয়াল
কেহ ভাণ্ডারী রাখে রাজার যথ মাল।
কেহ মজুন্দার কেহ হএ লস্কর
কারে কিবা বুলি এবে শুনহ খবর।
শরীরে উজির জান এথেক আকল
শরীরেত লোম জান রায়ত সকল।
কোতোয়াল শরীরেত দস্ত হুশিয়ার
শরীরেত কাজী জান সত্য বিচার–
ভাণ্ডারী শরীরে জান বিন্দু সে ধনে
দপ্তর শরীরে হএ দীল যে আপনে।
লস্কর শরীরে জান যথরক্ত? হএ
শরীরেত মাল বিন্দু জানিঅ নিশ্চএ।
সপ্ত সাগর জান শরীরেত বৈসে
তার নাম একে একে কহি শুন শেষে।
নিরবধি নীর নদী জিহ্বা মূলে
শরীর সন্তোষ রহে যাহার শীতলে।
সেই নদী জল যদি তিলেকে শুকাএ
শরীর টানএ তবে জল তৃষ্ণা হএ।
জলধি দরিয়া যদি ক্ষণেক উথলে
লোট বিজল সব চলে সেই বলে।
মহা 'দধি শরীরেত বিন্দু কহি যারে
সে দরিয়া বেশ হৈলে কাম ভাব করে।
লবণ দরিয়া যদি ক্ষেণেক উথলএ
শরীরেত অধিক পেসাব তার হএ।
যে নদী জলে চোখের পানি বহে
জোস বহএ কিবা কাম ধিক হএ।
তবে হইলেক নিজ জোস যাএ (?)
এ কারণে দুই আক্ষি সদাএ জল বহে।
দরিয়া হএ জল ঘাম সে শরীরে
শরীর গরম হৈলে সর্ব অঙ্গে ঝরে।
সাগর গরম হৈলে জলধি উথলে
এ কারণে ঘাম পানি সর্ব অঙ্গে গলে।
মূলের এহি সাত সাগরের কথা
শরীরেত দশ দুয়ার শুন তার বার্তা।
দুই আঁখি দুই কর্ণ এ চারি দুয়ার
নাসিকার দুই দ্বার বদন এক তার।
গুহ্যলিঙ্গ দুই দুয়ার তিন নাভি সমে
এহি দশ দ্বার হএ শরীর অনুক্রমে।

আত্মাতত্ত্ব

অষ্টম দরবেশী জান তনের বিচার[১]
আত্মার এ চারি নাম এ চারি প্রকার।
রুহু 'নাথকী' বৈসে মনুষ্য শরীরে
রুহু 'হামি' পাইল যথেক জানোয়ার।
'জির্মি' নামে রুহু বকশিয়াছে ধরান্তরে
'ছঙ্গ' নামে রুহু দিয়াছে পাথরেরে।
শরীরে আত্মা বৈসে ব্যাপিত মন
বধির সহিতে যেন রহিয়াছে কান।
দুগ্ধের মধ্যেত যেন ব্যাপিত লনী
শরীর আত্মা মধ্যে এতিন বাখানি।
কুম্ভক পূরক রেচক সহস্রক পাত (?)
আরোহার পুরে জান জানিঅ নেহাত।
যুগীগণে বোলে তারে আবোহার ঠাম
মুসলমানে বোলে তারে 'আরোহা' মোকাম।
এই স্থানে আত্মার ধর্ম পন্থ বড়
ব্যাপিত রূপ বৈসে সর্ব কলেবর।
চক্ষু দ্বার দিছে প্রভু যে কিছু দেখএ
কর্ণ দ্বার দিছে প্রভু সকল শুনএ।
উফিকসনে (?) বান্দারে দিল মোকাম হোতে
কহিএ এসব কথা শুন দিয়া চিতে।
নাসিক দুয়ার লএ বহিতে পবন
গুহ্য লিঙ্গ দুই দ্বারে সরএ বুরান।
শরীর বিলাত আত্মা তার রাজা
আর যথ বৈসে জান তারা সব প্রজা।
যে কর্ম চালাএ জান যার যে বৈসএ

১. চরণদ্বয় সম্ভবত সংকলকের যোজনা। এজন্যেই 'অষ্টম দরবেশী' ইত্যাদি দ্বারা বর্ণিত বিষয়ের ক্রম নির্দেশিত হয়েছে।

তার কথা কহিবম জানিঅ নিশ্চএ।
যথ লোম শরীরের রায়ত সকল
শরীরের মধ্যে উজির যে জানিঅ আকল।
দন্ত ভালা কোতোয়াল হএ হুশিয়ার
কাজী ভালা চিত হক করএ বিচার।
মজুন্দার শরীরেত হইল পবন
বিলাতের ধন সব যে হইল যেমন।
যথ বীর্য দেখহ তথ বিলাতের ধন
ধনবন্ত হৈলে জান বোলে ধনীজন।
মনের বাহন বীর্য বীর্যের বাহন বাউ
বায়ুর বাহন শক্তি শক্তির বাহন লউ।[১]
লহুর বাহন ভক্ষ্য জানিঅ নিশ্চএ
কাম ক্রোধ লোভ মোহ যার যথ হএ।
কামভাব হএ যদি মোহিতে মরণ
অকল্পিত হই কহে যেই হএ মন।
বৃদ্ধ তরুনা হএ যে নাহি রোগ বাস
সাধিলে সে সিদ্ধি হএ আর পাপ নাশ।
নবমে জানিঅ তত্ত্ব ব্রহ্ম কহে যারে
মন দিয়া শুন কহি পূরিতে সংসারে।
আছিল আছিব আছে এই তত্ত্বসার
রূপরেখ নাহি তার আকার উকার।
কিরূপে কহিব তারে সংসারের সার
সর্বঘটে ব্যাপিত আছে করতার।
পুষ্পের মধ্যেত গন্ধ গন্ধেত স্বরূপ
বেকত গোপত বেশ গোপত স্বরূপ।
হাজী মোহাম্মদ কহে মাণিক্য সদাএ
হেলাএ হারাইলে কিছু খুঁজিয়া না পাএ।
লাহুত মোকামে জান এতিন তিহরী
ফিরিস্তা আজ্রাইল আছে তাহাত প্রহরী।
আন্ধার কমল তথা ঘরেত বৈসএ
অনুদিন আনল জ্বলএ সে দেশএ।
সেই সপ্ত পাতালেত আনল স্থাপন
সদাএ আনল জ্বলে নাহিক নিভন।
সে আনল জ্বলিতে নিভান নহি যাএ
জানিবা আনল নীতি তথা সর্বথাএ।
শরীর অমর হএ সে আনল হোতে
সাবধানে থাক না নিভে যেন মতে।

পশুএ লাদিলে যেন টিপ দিয়া তোলে
তেন মতে টিপ দিয়া তোলে গুহ্য মূলে।
এই কর্ম অনুদিন করিবারে পারে
শরীরের ব্যাধি যথ খণ্ডিব তাহারে।
আত্মার প্রধান দুয়ার কর্ণ জান
অনাহত শব্দ তথা শুন পরিমাণ।
আত্মার প্রধান চউরা[২] কর্ণ স্থান
যথ কিছু তার মূল কেবা পাএ জান।
এ তিন তিহরী জান প্রধান খাটাল
পীতস্থানে গিয়া সেই বৈসে সর্বকাল।
অনুদিত তথা দৃষ্টি করিবা যখন
এক গাছি দীপ তথা দেখিবা তখন।
সে দীপের পসরে উঝল হএ অতি
সে দীপের মধ্যে এক দেখিয়া মূরতি।
সে মূর্তিত দৃষ্ট তবে নিয়োজি রাখিবা
ভূত ভবিষ্যৎ যথ সকল দেখিবা।
যদি সে করিতে পর দরশন নিত
শরীর তোমার ধ্বংস নাই কদাচিত।
এক দুই বৎসর থাকিতে পরমাই
সেই মূলাধারে দীপ রাহিব নিভাই।
তবেত শরীরে বল শক্তি নাহি পাএ
ভোজন করিতে শ্রদ্ধা বহুল না হএ।
শৃঙ্গারে পুরুষ অঙ্গ হৈব অচেতন
তবে সে জানিবা হৈব নিকট মরণ।
এক দুই দিনে জান হইব মরণ
লগ্নিতে তাহা বড়িথু (?) না হএ কদাচন।
দুই অণ্ডকোষ তার লুকাই রহিব
মরিতে পুরুষ অঙ্গ অতি খাট হৈব।
নাসুত মোকাম যদি করিলা সাধন
তবে মলকুত সাধিবারে কর মন।
মলকুত মোকাম জানিঅ নাভিদেশ
সেই স্থানে বাবি রহে জানিঅ বিশেষ।
যোগেত কহএ তারে মণিপুর নাম
এথায় থাকিয়া বায়ু বহে অবিশ্রাম।
ইস্রাফিল ফিরিস্তা তথায় অধিকার
নাসিকা নিশ্চএ জান দুয়ার তাহার।
রাত্রিদিনে চব্বিশ হাজার শ্বাস বহে

১. লউ<লহু, রক্ত।
২. চউরা– চবুতরা, চত্বর, চাতাল।

ঘট মধ্যে রাখ 'বাবি' যেন মতে রহে।
যাবত পবন আছে তাবত জীবন
পবন ঘাটিলে হএ অবশ্য মরণ।
নাসিকাত দৃষ্টি দিয়া পবন হেরিব
কণ্ঠেত চিবুক দিয়া নিয়মে রহিব।
বাম উরু 'পরে দক্ষিণ পদ তুলি
নাসিকা হেরিবা দৃষ্টি দুই আঁখি মেলি।
তবে কোষ্ঠ হোন্তে বাবি বাহির হৈব
যেহেন কচুর পত্র বরণ দেখিব।
তার মধ্যে মূর্তি এক হৈব দরশন
সে জুতি আত্মার জানিবা বরণ।
সেই মূর্তি সদাএ হেরিতে যদি পার
হৈব কি না হৈব কথা জান পাইবা দৃঢ়।
এমতে তোমার যদি হইল সাধন
তবে মণিপুরে দৃষ্টি রাখিবা তখন।
বৈসএ নক্ষত্র এক মণিপুর দেশ
তথাত নয়ান দৃষ্টি রাখিবা বিশেষ।
সে জোতের অন্তরে ফিরিস্তা দেখা পাইবা
শুভাশুভ যথ কিছু সকল দেখিবা।
মলকুত মোকাম যদি করিলা সাধন
জবরুত মোকাম সাধিবারে কর মন।
তথাত কারণ জান আছএ বহুল।
মিকাইল ফিরিস্তা তথাত অধিকার
মোকাম 'নাসিরা' নাম জানিঅ তাহার।
তাহার দুয়ার ছিল যুগল নয়ান
নির্জন ঘাটাল জান কলিজার স্থান।
সেই জল হোতে শরীর স্থির রহে
হেতু বুদ্ধি চেতাই চেতন যারে কহে।
সাধক সকলে তারে 'একাচক' বোলে
বসন্তের ঋত বৈসে তাহার অন্তরে।
সেই সে 'অমৃত কুণ্ড' মহা সরোবর
সেই জল খাইলে হএ অক্ষয় অমর।
তথাত উদিত হৈছে আকাশের শশী
শরীর পসর করে সেই পরদেশী।

সেই জুতি আত্মার জানিঅ প্রধান
সদায় নিরক্ষি চাহ করিয়া ধেয়ান।
পরম-আত্মা আছে জীবাত্মা সনে
ধেয়ান করিয়া চাহ দেখিবা নয়নে।
জল মধ্যে আত্মা আত্মা মধ্যে জল
মহা জ্যোতির্ময় তথা দেখিবা নির্মল।
পরমাত্মা আছে জীবাত্মা সন
অন্যে অন্যে দোহান দোহান দরশন।
সেই সরোবরে ডুব দিবা সর্বক্ষণ
ধ্যান করিবা নিত্য নিয়োজিত মন।
প্রভুর পরম সখা জ্ঞানবন্ত অতি
নুরমোহাম্মদ নাম তাহাত বসতি।
যদি সে পাইলা নুর মোহাম্মদ সনে
আনন্দ করহ নিত্য বসিয়া গহনে।
লাহুত মোকামে আছে প্রভু নিরঞ্জন
অন্যে অন্যে দোহানে দোহান দরশন।
যেখানে যে দোহানের দরশন নাই
বুবা বুদ্ধি জনমএ একসর পাই।
পুনি যদি দোহানে দোহানে হৈল দেখা
হেতুবুদ্ধি জনমএ দেখি নিজ সখা।
ইব্লিস পাপিষ্ঠ পুনি নারে ভুলাইতে
কুযুক্তি শিখাএ নিত্য রহি বাম ভিতে।
জবরুত মোকাম যদি করিলা সাধন
লাহুত মোকাম সাধিবারে কর মন।
দীল লাহুত জান খাকের মোকাম
তথাত প্রহরী আছে জিব্রাইল নাম।
কদলীর থোর যেন দীলের আকার
সেই নিরাশ্রম পুরে বৈসে নিরাকার।
মোহাম্মদ তার নাম মোকাম প্রধান
সিংহাসন আল্লার জানিঅ সেই স্থান।
অনাহত সেই চক্র দেশান্তরে বোলে
বসন্ত ঋত বৈসে তাহার অন্তরে।
এক এক মোকামেত একশত নাম
গুরুপদ সেবিলে সে পাইবা উপাম।[১]

---

১. লিখিনং শ্রীসহর গরিব মাং আরপখং।
এরা পরে ৭ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি অশুদ্ধি পূর্ণ আত্মজিজ্ঞাসামূলক তাত্ত্বিক পদবন্ধ রয়েছে। ভণিতা নেই। তারপরে পুষ্পিকা : শ্রীমাং আরপখং সাং জএকৃষ্ণ নগর পীং সুয়াবর খেলিফা দাদা আলী মাং ফকির বরবাবধন বরসাহা। ইতি সন ১২৯৪ মঘি তারিখ ২৭। বৈসাগ রোজ রবিবার। ছেপহরি পুস্তক আদাএ সমাপ্ত হইলেন।

নুরনামা

মীর মুহম্মদ সফী বিরচিত

বিষয় সূচি

নুরনামা
মীর মুহম্মদ সফী বিরচিত

মীর মুহম্মদ সফী বা সফীউদ্দীন সৈয়দ হাসানের পুত্র এবং সৈয়দ সুলতানের পৌত্র। সৈয়দ সুলতান পীবের নামানুসারেই পুত্রের নাম থুইয়েছিলেন। সফীর পিতা সৈয়দ হাসান ছিলেন 'কিফায়তুল মুসল্লিন' (১৬৩৯ সন) রচক শেখ মুতালিবের পীর। আবার সফীর পীর ছিলেন হাজী মুহম্মদ। অতএব মীর মুহম্মদ সফী সতেরো শতকের প্রথমার্ধের কবি। সৈয়দ সুলতানের কেবল পীর পরিবারই নয়, কবি-পরিবারও, সৈয়দ সুলতান, তাঁর পৌত্র শরীফ শাহ (লালমতি সয়ফুলমুলুক রচয়িতা) ও সফী এবং দৌহিত্র মুজাফফর (ইউনান দেশের পুথি লেখক) কবি ছিলেন।

কয়েকটি ভণিতা :

ক. মুহম্মদ সফী কহে শুন নরগণ
যেই রূপে সৃজিলেক এ তিন ভুবন।

খ. কহে মীর শাহ সফী আমি দুঃখমতি
এহলোকে পরলোক সেই নুর গতি।
পিতামহ শাহ সৈয়দ জানহ দরবেশ
কিঞ্চিৎ জানাইল পন্থের নির্দেশ।

গ. কহে মুহম্মদ সফী হৃদে মনে তানে জপি
যার ঘর্মে সৃষ্টি উৎপন।
পীর হাজী মুহম্মদ শিরে বন্দি তান পদ
পাইতে সে নুরের দরশন।

ঘ. কহে পীরজাদা মুহম্মদ সফী
প্রভুক পাইল নুরে এথকাল জপি।

ঙ. কহে সৈদজাদা মোহাম্মদ সফি
সেই অমৃতসুধা নাম মনে রাখি জপি।

চ. আরবার করজোড়ে কহে সফীউদ্দীনে

'খ' ভণিতা-সূত্রে মন হয়, কবি সফী কৈশোরে-যৌবনে তাঁর পিতামহ সৈয়দ সুলতানকে দেখেছেন।

এ গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় এই :

কিরূপে হৈল নুর আল্লার দিদার।
কোন্‌মতে হৈল স্বর্গ ক্ষিতি উতপন
কেমতে হইল বোল জীবের সৃজন।
আব আতস খাক বাত কোথা হোন্তে হৈল

ভিহিস্ত দোজখ বোল কেমতে হইল।
চন্দ্র সূর্য কিরূপে হইল দুইজন
চারি ফিরিস্তা হৈল কেমতে সৃজন।
সবস্থানে স্থান মাত্র ঘর্ম উৎপন
কোন ঘর্মে কোন জীব হৈল সৃজন।

– এসব প্রশ্নের জবাব আছে এই গ্রন্থে।

এতে বৌদ্ধ ও পৌরাণিক সৃষ্টিপত্তন-তত্ত্বের অনুসরণ রয়েছে সর্বত্র। শক্তির মোহিনীরূপ-মুগ্ধ শিবের মতো নিরঞ্জনও নুরনবীর রূপমুগ্ধ। এ অপরূপ রূপ দেখে তিনি চৈতন্য হারালেন।

তারপর,

পবন মঞ্জিলে যদি জাগে নিরঞ্জন
জাগিয়া দেখিল প্রভু শামার রোশন।
শামার রোশন দেখি করে নিরীক্ষণ
উঝল করিয়া আছে এ তিন ভুবন।
সে রোশন নিরঞ্জনে নিজ ঘটে নিয়া
হাসিতে লাগিলা প্রভু সে জোত দেখিয়া।
হাসিতে হাসিতে প্রভু আকুল হইলা
এক গোটা মুক্তা হাসি তাহাতে জন্মিলা।
কহে মুহম্মদ সফী শুনহ স্বরূপ
সেই গোটা লাগিয়াছে কুঞ্জীর কুলুপ।

তারপব রয়েছে 'নুর-নবী' প্রশস্তি। এবপব নিবঞ্জন ও নবীর আলাপ-পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। নিরঞ্জনের প্রশ্নের উত্তবে :

নুর বোলে তুহ্মি আহ্মি অন্ধকার মাজ
এক নাম একত্রে আছিলাম সমাজ।
সেই নামে নাম তুহ্মি রাখিলা আহ্মার
সৃষ্টিস্থিতি কুদরুতি কর আপনার।
সৃষ্টিতত্ত্ব : নুরের সকল অঙ্গে ঘর্ম নিকলিল
সে ঘর্মে উপজিল যথ কুদরুতি।

এভাবে নবী-দেহেব এক এক প্রত্যঙ্গের এক এক বিন্দু ঘর্ম থেকে সয়াল সংসারের সবকিছু সৃষ্ট হল।

তারপর, চার চন্দ্র– আদি, নিজ, উন্মত্ত ও গরল চন্দ্রের পরিচয় আছে। তারপব কুর্সি, হাওজ-ই-কওসর, আব-ই-জমজম, সপ্তনদী, খাক, বাত, আতস, বিশ্বকর্মা, মুনি, দেবতা, হুর, গর্ন্ধব, পরী, নহস, নসরানি, কীট-পতঙ্গ, তুবাবৃক্ষ, ভেহেস্ত, দোজখ প্রভৃতি সৃষ্ট হল।

কন্দিল পরিচয় :

এখনে কহিব শুন কন্দিল কথন–
তওবা নামে এক কন্দিল আছিল
সেইত কন্দিল নুরে আবাস করিল।
সত্তর হাজার নুরে কন্দিলে রহিয়া
এলম হাসিল করে তথাত বসিয়া।

এভাবে দ্বিতীয় কন্দিলেও এলম এবং 'আষা' নামের তৃতীয় কন্দিলে সিদ্ধার আসনে বসে নবী 'আকল' অর্জন করলেন, চতুর্থ কন্দিলের নাম ফারোয়ার। পঞ্চম কন্দিলের নাম 'মুতওল্লা', ষষ্ঠ কন্দিল হচ্ছে 'বিদ্যা'। সপ্তম কন্দিল সোনার বরণ। এতে নবী প্রভুনাম ধ্যানে ছিলেন মগ্ন, অষ্টম কন্দিলে নুরনবী ময়ূর রূপে বাস করলেন। স্বর্গের তুবাবৃক্ষেও ইনি অবস্থিত ছিলেন অনেক কাল।

এভাবে 'ভ্রমিয়া কন্দিল নুরে রহিলেক বৃক্ষ 'পরে
সপ্ত এলম হাসিল কাজে
নিজ অঙ্গ নিজ সখা পাইতে প্রভুর দেখা
ভ্রমিয়া যে কন্দিল মাঝে।

নুরনামা

মীব মুহম্মদ সফী বিরচিত

প্রস্তাবনা

প্রথমে প্রণ'মোহ আল্লা মনে করি সার
সংসার সৃজিয়াছে কুদরুতে তাহার।
সেই আল্লা একজন সংসারের পতি
স্থান নাহি স্থিতি নাহি তার শূন্যেত বসতি।
তান মিত্র সখা বন্দম নুর মুহম্মদ
যাহার কলিমাএ খণ্ডে সকল আপদ।
মুহম্মদ সফী কহে শুন নরগণ
যেইরূপে সৃজিলেক এই তিন ভুবন।
একদিন পীরবর ছিল সভা করি
চতুর্দিকে শিষ্য সব বসিলেক বেড়ি।
কেহ শুনে কেহ কহে কেহ গাএ গীত
কেহ কেহ ভাবে বসি আল্লার চরিত।...

নুরতত্ত্ব

বোল পীর কহি দেও আদ্য সমাচার
কিরূপে হৈল নুর আল্লার দিদার।
কোনমতে হৈল স্বর্গ ক্ষিতি উতপন
কেমতে হইল বোল জীবের সৃজন।
আব আতস খাক বাত কোথা হোন্তে হৈল
ভিহিস্ত দোজখ বোল কেমতে হইল।
চন্দ্র সূর্য কিরূপে হইল দুইজন
চারি ফিরিস্তা হৈল কেমতে সৃজন।
সবস্থানে স্থানমাত্র ঘর্ম উতপন।
কোন্ ধর্মে কোন জীব হৈল সৃজন।
এহার নির্ণয় পীর বোল প্রচারিয়া
জানিব সকল লোকে পুস্তক পড়িয়া।
তাহার বচন শুনি মনে করি সার
নিরঞ্জন 'নুর-নবী' করিলা প্রচার।
অন্ধকারে হইল নুর নবীর সৃজন
সেই কালে নিরঞ্জন হৈল অচেতন।
চেতাইতে আসিয়া চেতাইল কোন্‌জন
হিয়ারে আসিয়া বুদ্ধি দিল কোন্‌জন।
মনেরে আসিয়া তাহা জাগাইল কোনে
তখনে আসিয়া জান জাগাইল পবনে।
পবন মঞ্জিলে যদি জাগে নিরঞ্জন
জাগিয়া দেখিল প্রভু শামার রোশন।
শামার রোশন দেখি করে নিরীক্ষণ
উঝল করিয়া আছে এতিন ভুবন।
সে রোশন নিরঞ্জনে নিজ ঘটে নিয়া
হাসিতে লাগিলা প্রভু যে জোত দেখিয়া।
হাসিতে হাসিতে প্রভু আকুল হইলা
একগোটা মুক্তা আসি তাহাতে জন্মিলা।
কহে মোহাম্মদ সফি শুনহ স্বরূপ
সেই গোটা লাগিয়াছে কুঞ্জীব কুলুপ।
কুর্জি বা কিসের ছিল কুলুপ কাহার
কুর্জি হাতে করি কেবা খুলিল কেওয়ার।
কেওয়ার খুলিয়া হৈল নুর দরশন
নুর দেখি নিরঞ্জন হৈল অচেতন।
তার পরে নিরঞ্জনে চৈতন্য পাইয়া
পুছিতে লাগিলা প্রভু নুরেরে দেখিয়া।

নুরের রূপ

দীর্ঘ ছন্দ

দেখিয়া নুরের জুতি　　　　আকুল জগপতি
　　মনেত বাসি অতি ধান্ধ।
কোথা হোন্তে আইল জুতি　　উঝল করএ মুতি
　　আদ্যের নিছনি নখ চন্দ।
শিরে শোভে মহাতাজ　　　গজমুক্তা মণি রাজ
　　চতুরদিকে আকার ঝিলিমিলি।
ললাটে শোভএ নুর　　　　কর্ণে শোভে দুই নুর
　　যেন নীল জমরুদ কলি।
দুইচক্ষু তার 'পরে　　　　ভুরুধনু শোভা করে
　　ভুবনেত নাহি হেন রঙ্গ।
দীর্ঘনাসা সুষমিত　　　　শ্বাস বহে সুগন্ধিত
　　মোহর নবুয়ত পৃষ্ঠেত অঙ্ক।[১]
দীর্ঘ তনু দীর্ঘাকার　　　　গলে শোভে রত্নহার
　　পদঘাতে পাষাণ হএ মোম
সে-রূপ তুলনা দিতে　　　কেবা আছে পৃথিবীতে
　　সম নাহি তান এক লোম।
কহে মোহাম্মদ সফি　　　হৃদেমনে তানে জপি
　　যার ঘর্মে সৃষ্টি উতপন
পীর হাজী মোহাম্মদ　　　শিরে বন্দি তান পদ
　　পাইতে সেই নুর দরশন।
দেখিয়া নুরের জোত　　　নিরঞ্জন মোহগত
　　পুছিলেক তুহ্মি কোন জন।
শুনিয়া প্রভুর বাত　　　　উত্তর না দিল তাত
　　দৃষ্টাদৃষ্টি রহে দুইজন ॥

---

১. পৃষ্ঠ অঙ্গে—ক।

নুর-নিরঞ্জন সম্বাদ

পয়ারছন্দ

প্রথমে পুছিলা প্রভু মধুর বচন
দ্বিতীএ পুছিলা তুহ্মি হও কোন্ জন।
তৃতীএ পুছিলা যদি না দিলা উত্তর
তবে প্রভু নিরঞ্জন বাড়াইলা কর।
নিজ করে নিরঞ্জনে ধরিতে চাহিলা
বিজুলি ছটকে যেন পূর্বদিকে গেলা।
প্রথমেত পূর্বদিকে গেলা দুই জন
এ কারণে পূর্ব নাম রাখিলা তখন।
পূর্বেত থাকিয়া নুর উত্তরে গমন
পদুত্তর পাইয়া নাম উত্তর রাখন।
উত্তরেতু থাকি' নুর পশ্চিমে গমন
পরিচয় পাই নাম পশ্চিম রাখন।
পশ্চিমেতু থাকি' নুর দক্ষিণে গমন
দেখা পাই নিরঞ্জন স্থির হৈল মন।
কহে মোহাম্মদ সফি সংসারে রহিলা
দেখা পাই নাম তার দক্ষিণ রাখিলা।
প্রথমেত কোন্ জবাব পুছে নিরঞ্জন
কোন পদুত্তর নুরে দিলা ততক্ষণ।
প্রথম উত্তর যদি কেহ নাহি জানে
মুরিদ দোরস্ত নহে কহিছে ফোরকানে।
তার পাছে পুছে প্রভু নুর নিজ নাম
কি নাম তোহ্মার হএ কহ মোর ঠাম।
নুরে বোল তুহ্মি আমি অন্ধকার মাজ
এক নাম একত্রে যে আছিলাম সমাজ।
সেই নামে নাম তুহ্মি রাখিলা আহ্মার
সৃষ্টি স্থিতি কুদরুতি কর আপনার।
তবে প্রভু নিরঞ্জন খোস হইল মন
সেই নামে নাম নুর রাখিলা তখন।
সেই আদ্য নাম যদি কেহ নহি জানে
তালিব দোরস্ত নহে কহিছে কোরানে।
নুর মোহাম্মদ জান মিত্র নিরঞ্জন
তান নামে তরিবেক এতিন ভুবন।
আর্শ কোর্স লোহ্ আদি যত কুদরুতি
উদ্ধারিব যথ জীব সেই নাম গতি।

কহে সৈদজাদা মোহাম্মদ সফী
সেই অমৃতসুধা নাম মনে রাখি জপি।
হেন পীর মুর্শিদ যে জনে করে হেলা
দোজখ আনল মধ্যে রহিব একেলা।
শুনরে সুজন বান্দা হই এক মন
যেই রূপে জন্মিলেক এতিন ভুবন।
ধাইতে ধাইতে যদি শ্রমযুক্ত হৈল
নুরের সকল অঙ্গে ঘর্ম নিকলিল।
সেই ঘর্মে উপজিল যথ কুদরুতি
আর্শ কোর্স লোহ্ কলম জীব স্বর্গ ক্ষিতি।
প্রথমে মুণ্ডের 'পরে যথ বিন্দু হৈল
সেই বিন্দু নবী সব পয়দা হইল।
একলাখ চব্বিশ হাজার হৈল ঘর্ম
একলাখ চব্বিশ হাজার নবী জন্ম।
এক বিন্দু ঘর্মেত হৈল একজন
এহার নেহাত করি বুঝ নরগণ।
তিনশত তের বিন্দু ললাটে স্রবিল
তিনশত তের নবী মোর্সেল হইল।
ললাটের নীচে ঘর্ম হইল যখন
সেই ঘর্মে হৈল চান্দ উতপন।
ডানে নেত্রে[১] বিন্দু উপর্জিল যবে
সেই ঘর্মে সূর্য পয়দা হইলেক তবে।
ললাটের চতুর্দিকে হৈল যথ ঘর্ম
স্বর্গের যে তারাগণ হইলেক জন্ম।
চান্দের যে বাম পাশে বার বিন্দু হৈল
দ্বাদশ রাশির জন্ম তাহাতে হইল।
চান্দের দক্ষিণ পাশে বিংশ সাত ঘর্ম
সাতাইশ নক্ষত্র জান তাতে হৈল জন্ম।
আদি চন্দ্র কোথা হোতে হৈল উতপন
নিজ চন্দ্র কোন স্থানে হৈল সৃজন।
উন্মত্ত চন্দ্র বোল হৈল কোথা হোতে
গরল চন্দ্র বোল হৈল কাহা হোতে।
আদি চন্দ্র নাম বোল কাহার রাখিল
নিজ চন্দ্র দিয়া বোল কাহারে সৃজিল।
উন্মত্ত চন্দ্র দিয়া কৈলা কোন কাম
গরল চন্দ্র বোল হএ কাহার যে নাম।
এই চারি চন্দ্র ভেদ যেই নরে জানে

১. ভোয়রার্কচিত্রে–ক।

রাখউক নবী সব দেবে তারে মানে।[১]
ভুরু হোন্তে সাত বিন্দু ঘর্ম নিকলিল
সপ্তস্বর্গ নানারঙ্গ তাহাতে জন্মিল।
সাত ঘর্মে জন্ম হৈল এ সপ্ত আসমান
তাহাতে লাগিছে জোত[২] চন্দ্রের বয়ান।
মোহাম্মদ সফী কহে শুন নরগণ
একে একে কহি শুন কুর্সির সৃজন।
উপর পলক থাকি' হৈল ষোল ঘর্ম
তাহাতে হইল জান ষোল পঞ্চ জন্ম।
সেই ষোল পঞ্চ আদি কুর্সিতে জড়িল
সেই কুর্সি নিঝলেত? আপনে রহিল।
নীচের পলক থাকি' একবিন্দু হৈল।
নুরের শিরের তাজ তাহাতে জন্মিল
বামের পোতলি থাকি' এক বিন্দু হৈল
'হাওজ কওসর' নদী তাহাতে জন্মিল।
উপর পলক থাকি' এক বিন্দু ঘর্ম হৈল
আবে জমজম নদী তাহাতে জন্মিল।
নীচের পলক থাকি' আর সপ্ত ঘর্ম
সপ্তনদী পৃথিম্বিত হইলেক জন্ম।
ত্রিপিনীর ঘাটে বিন্দু স্রবিল যখন
হাওজ কওসর জন্ম হৈল তখন।
দুই নেত্র[৩] ঘর্ম শ্রবিল যখন
লোহ্ কলম পয়দা হৈল তখন।
দক্ষিণ কর্ণেতু থাকি' ঘর্ম নিকলিল
আজ্রাইল ফিরিস্তা জান তাতে জন্মিল।
দক্ষিণ নাসা থাকি' হইলেক ঘর্ম
তাহাতে হইল জান ইস্রাফিল জন্ম।
ডাইন কোঠাএ এক ঘর্ম নিকলিল
মিকাইল ফিরিস্তা যথা হোন্তে জন্মিল।
জিহ্বা হোন্তে নিকলিল একবিন্দু ঘর্ম
তাহাতে হৈল জান জিব্রাইল জন্ম।
নাসিকা[৪] থাকিয়া যথ ঘর্ম হইল
যথেক ফিরিস্তা জান তাহাতে জন্মিল।
বাম নাসা হোন্তে ঘর্ম স্রবিল যখন
সেই ঘর্মে হইল জান বাতেন সৃজন।

দুই চক্ষু হোন্তে ঘর্ম স্রবিলেক যবে
সংসারের আব পয়দা হইলেক তবে।
ঠোঁট[৫] হোন্তে একবিন্দু যখনে স্রবিল
সেই ঘর্মে খাক পয়দা তখনে হৈল।
সমুখ বিমুখ হোন্তে দুই ঘর্ম হৈল
দিবারাত্রি দোহে যেন তাহাতে জন্মিল।
বাতের দক্ষিণ নাকে বাত যে হৈল
সুদশা কুদশা জান তাহাতে জন্মিল।
শুনহ সুজন বন্ধু হই একমন
যেইরূপে দেবগণ হইল সৃজন।
বাম কণ্ঠে এক বিন্দু যেখানে স্রবিল
সেই ঘর্মে ব্রহ্মা পয়দা তখনে হইল।
নাসিকা বাহি বিন্দু স্রবিল যখন
সেই ঘর্মে বিশ্বকর্মা হইল[৬] সৃজন।
নাভি হোন্তে এক বিন্দু ঘর্ম নিকলিল
সেই ঘর্মে বিষ পয়দা তখনে হইল।
নীচের নাভি হোন্তে ঘর্ম হইল যখন
যথ মুনি সব জান হইল সৃজন।
পেট হোন্তে যথ বিন্দু ঘর্ম নিকলিল
তিন কোটী দেবগণ তাহাত জন্মিল।
গোবদা থাকিয়া বিন্দু স্রবিল যখন
ভিহিস্তের হুর সব হইল তখন।
কণ্ঠাএ থাকিয়া বিন্দু স্রবিলেক যবে
গন্ধর্ব পরীর জন্ম হইলেক তবে।
দুইবাহু[৭] হোন্তে ঘর্ম যথেক স্রবিল
বলবন্ত জীব সব তাহাতে হইল।
ডানবাহু হোন্তে[৮] বিন্দু স্রবিলেক যখন
পুণ্যবন্ত জীব সব হইল সৃজন।
বামবাহু হোন্তে ঘর্ম যথেক স্রবিল
নহস, নসরানি জন্ম তাহাতে হইল।
দুই উরু থাকি' বিন্দু যথ নিকলিল
সংসারের দেবী নারী তাহাত জন্মিল।
দক্ষিণ-কেয়ালি থাকি' হইলেক ঘর্ম
আইনের বোরাকের হইলেক জন্ম।
বামের কেয়ালি থাকি' ঘর্ম নিকলিল

---

১. বহুক মানবি সবে দ্রবেসেতারেমানে।–ক। ২. জান– খ। ৩. হইল রেত–ক, দুই নবত–খ। ৪. নারাঙ্গেত–খ। ৫. ঠড়ি–ক, খ–কণ্ঠ (?)। ৬. হইল জান বিষুর সৃজন–খ। ৭. বোগল–ক। ৮. বাম, বায়ু (?)–ক।

নাগির? বোরাকের জনম যে হইল।
ডাইন কবজা থাকি' যথ বিন্দু হইল
পণ্ডিত যথেক জীব তাহাতে হইল।
বামের কবজা থাকি' হইল যে ঘর্ম
মূর্খ গোঁয়ার সব হইলেক জন্ম।
বুক হোন্তে নিকলিল যথ যথ ঘর্ম
তাহাতে হইল জান আদমের জন্ম।
পেট[১] হোন্তে যথ বিন্দু ঘর্ম নিকলিল
অনাচারী যথ জীব তাহাতে জন্মিল।
দুই বগল হোন্তে ঘর্ম নিকলিল
আতসি ফিরিস্তাগণ তাহাতে জন্মিল।
ডান কাঁধ থাকিয়া নিকলিল ঘর্ম
মারীচ অসুর জীব তাহাতে হৈল জন্ম।
বাম কাঁধ থাকি' বিন্দু স্রবিল যখন
আর্বি আলিম[২] হৈল তাহাতে সৃজন।
ডান চক্ষু কোণেতু যে সপ্ত বিন্দু হইল
সপ্তম ভিহিস্ত জন্ম তাহাতে হইল।
প্রধান অঙ্গুল থাকি' এক বিন্দু হৈল
সুরত বিনোদ শিঙ্গা জন্ম তাহাতে হইল।[৩]
সেই শিঙ্গা আছে জান ইস্রাফিল হাতে
রহিয়াছে ইস্রাফিল প্রভুর সাক্ষাতে।
সত্তর হাজারমুখ সে শিঙ্গা প্রধান
তাহাতে লাগিয়া আছে জীবের পরাণ।
সাহাদত অঙ্গুলের এক বিন্দু হইল
মুসার হাতের 'আষা' তাহাতে জন্মিল।
কহে হীন মীর পীর মোর নিবেদন
সেই 'আষা' ফিরোয়ান করিল নিধন।
'মিন্নাত' অঙ্গুলি হোন্তে যথ বিন্দু নিকলিল
ভিহিস্তের মেওয়া সব তাহাতে জন্মিল।
জিন্নত অঙ্গুলে ষোল ঘর্ম সঞ্চার
তাহাতে হইল জান নুরের[৪] শৃঙ্গার।
সেই ষোল শৃঙ্গারের শুন নরগণ
সংসারে আসিয়াছে জীবের কারণ।
ইন্নাত অঙ্গুল হোন্তে একবিন্দু হইল
সোলেমান অঙ্গুরী যে তাহাতে জন্মিল।
হারাইয়া দরিয়াত সেই যে অঙ্গুরী
বিভা করি ধীবর কন্যা আইলেক ফিরি।
আছে সেই বিবরণ পুস্তক মার্জার
লেখিলে সে সব বাক্য জান কি ফল তাহার।
আরবার করজোড়ে[৫] কহে সফীউদ্দীনে
নিবেদন করি পীর তোমার চরণে।
যেই সবে নাহি জানে কিতাব পুস্তক
সেই সবে আদ্য কথা শুনিব তোহ্মামুখ।
ডাইনের কবজা কথা কহিলা বয়ান
বামের কবজা কহ তুমি মহাজ্ঞান।
বাম হস্তে সপ্তবিন্দু স্রবিল যখন
সপ্তম দোজখ পয়দা হইল তখন।
প্রথম দোজখ নাম রাখিল হাবিয়া
সত্তর হাজার পাপী রহিবেক গিয়া।
রহিবেক সব পাপী দোজখ মাঝার
নুর মোহাম্মদ জান করিব উদ্ধার।
দ্বিতীয় দোজখ নাম জান জাহান্নাম
ষাইট হাজার পাপী থুইবা সেই ঠাম।
তৃতীয় দোজখ নাম রাখিল হাহুত
পঞ্চাশ হাজার পাপী দহিবা বহুত।
চতুর্থ দোজখ নাম রাখিল বসার
চল্লিশ হাজার পাপী তাহার মাঝার।
পঞ্চম দোজখ নাম রাখিল আকান[৬]
ত্রিশ হাজার পাপী বাস সেই স্থান।
ষষ্টম দোজখ নাম রাখিল হুয়ান
বিংশতি হাজার পাপী তাহাতে শায়ন।
সপ্তম দোজখ নাম রাখিল সুয়ান
দশ হাজার পাপী রহিল সেই স্থান।
সেই দোজখ মধ্যে নুরের উম্মত
ক্ষীণ-বলী নর সব রহিব তথাত।
সপ্তম দোজখ মাঝে যথ পাপীবর
একে একে নুর সবে করিব উদ্ধার।
কহে মীর শাহ সফী আমি দুঃখ মতি
এহলোকে পরলোকে সেই নুর গতি।
পিতামহ[৭] শাহা সৈদ জানহ দরবেশ
কিঞ্চিৎ জানাইল সেই পন্থের উদ্দেশ।
যথেক করিছে পাপ যাইব নরকে

১. পদ-খ। ২. আবিজ্ঞ আনিজ্ঞ– ক। ৩. ছরদ বিলাদ সিঙ্গা তাহাতে জন্মিল-ক। ৪. হুরের-ক। ৫. আর এক নিবেদন-ক। ৬. আফোয়ান–ক। ৭. মোর-খ।

সেই সব বলিয়াছে সে সব পুস্তকে।
সেই বাক্য ফিরি ফিরি লিখি নাহি কর্ম
দুই কর হোন্তে ঘর্ম হৈল যথ জন্ম।
দুই কর হোন্তে ঘর্ম স্রবিল যখন
'সদরতুন মন তাহা' জন্ম হৈল তখন।[১]
ভিহিস্তের তুবাবৃক্ষ হৈল কোন্ ঘর্ম
পীর সেবি জান বান্দা সে সকল মর্ম
দক্ষিণ কবজা থাকি' ঘর্ম নিকলিল
মিকাইল করজোড়ে তাহাতে রহিল।
বাম কবজা থাকি' যথ হৈল ঘর্ম
বিজুলি ঠাঠার তাত হইল জন্ম।
দুই কর্ণ চারি বিন্দু স্রবিল যখন
চারি চিজ হইলেক তাহাতে সৃজন।
প্রথমে হইল মারুত চরাচর
দ্বিতীএ হইল বাদ সুরাসুর[২]
রাহাদুল বার বিন্দু নিকলিল ঘর্ম
চতুর্থে রুহুল কুদ্দুস হইলেক জন্ম।
দুই কর সুমুখের কহিল বচন
পিঠের বয়ান কহি শুন নরগণ।
উপর পিঠের ঘর্ম নিকলিল যবে
সুহৃদ মনোয়া কোন্ হইলেক তবে।
সেই ঘর্মে পয়দা হইল এহুদীর গণ
তাহাতে হৈল জান দর্জাল সৃজন।
কোমর থাকিয়া বিন্দু স্রবিলেক যবে
বলবন্ত পশু সব হইলেক তবে।
নাভি হোন্তে যথ বিন্দু ঘর্ম নিকলিল
আতসি পরীন্দ্র সব তাহাতে জন্মিল।
দক্ষিণ টিহুটি[৩] থাকি' ঘর্ম নিকলিল
গাছ বৃক্ষ তৃণ সব তাহাতে জন্মিল।
বামের টিহুটি থাকি' নিকলিল ঘর্ম
বাতী পরীন্দ্র সব তাতে হৈল জন্ম।
দক্ষিণ ফিনি থাকি' স্রবিল যখন
সংসারের পশু সব হইল তখন।
বামের ফিনি থাকি' নিকলিল ঘর্ম
জল মধ্যে যথ জীব হইলেক জন্ম।
দক্ষিণ উপর পদে ঘর্ম নিকলিল।
কীট পতঙ্গ যথ তাহাতে জন্মিল।
বামের উপর পদে ঘর্ম বিন্দু যবে
মামহুদা জাদ কীট হইলেক তবে।
দক্ষিণে উরু স্রবিলেক যখন
দুলদুল অশ্ব জন্ম হৈল তখন।
বাম উরু ঘর্ম স্রবিলেক যব
নানা গাভী যথ জন্ম হইলেক তবে।
দক্ষিণ অঙ্গুলি থাকি ঘর্ম নিকলিল
হোসেন-দুলদুল অশ্ব তখনে জন্মিল।
হোসেন-বোরাক হোন্তে রঙ্গ যথ হৈল
আল্লার হুকুমে নবী সোয়ার হইল।
দক্ষিণ অঙ্গুল পদে হৈলেক ঘর্ম
মোমীন ভক্ষ্য সব হইল জন্ম।
বাম অঙ্গুল থাকি' যথ বিন্দু হৈল
যুহুদের ভক্ষ্য সব তাহাতে জন্মিল।
ডান পদ তালুকাএ হইলেক ঘর্ম
সংসারের ঔষধ হইলেক জন্ম।
বাম পদ তালুকা এ ঘর্ম নেকলিল
রোগ ব্যাধি যথ জন্ম তাহাতে হৈল।
সেই স্থানে যে ঋতু স্রবিল যখন
সেই ঋতু জন্মিলেক এ তিন ভুবন।
কহে মোহাম্মদ সফী শুন নরগণ
এখনে কহিব শুন কন্দিল কথন।

১. সদরতুনমোনা তাহাতে– ক। জন্ম হৈল তখন– খ। সিদরমন বৃক্ষ সব হইল সৃজন– ক।
২. প্রথম বিন্দু মারুত ছরাছর। দ্বিতীয় জন্মিল বাতান বারিক ফরফর– খ।
৩. কটি– ক। ঠেহনি– ক। [টিহুটি-কনুই]

কন্দিল তত্ত্ব

তওবা নামে এক কন্দিল আছিল
সেইত কন্দিল নুরে আবাস করিল।
সত্তর হাজার নুরে কন্দিলে রহিয়া
এলম হাসিল করে তথাত বসিয়া
দুই জানু আসন নুরে আসন করিয়া।
পূর্ব দিকে মোহাম্মদ আছিল হেরিয়া।
এয়াকুত পাথরের রঙ্গ ছিল তাতে
কেবা আসি এলমের জানাইল বাতে।
এহার নেহাত করি বুঝ নরগণ
তৃতীয় কন্দিল কথা শুন দিয়া মন।
আষা এক নাম এক কন্দিল আছিল
সেই এক কন্দিলে নুর প্রবেশ করিল।
সত্তর হাজার নুর তথাত রহিয়া
আকল দরিয়া নুরে বড় আছিল বরিয়া।[১]
সিদ্ধার আসনে নবী রহি তথা কাজে
চতুর্দিকে হেরি নুরে ছিল নিজ কাজে।
জমরুদ পাথরের আছিল বরণ
চতুর্থ কন্দিল কথা শুন দিয়া মন।
ফারোয়ার নামে এক কন্দিল রহিলা
নুরে গিয়া সে কন্দিলে প্রবেশ করিলা।
তাহাতে হেরিয়া নুরে পশ্চিমের কোণ
সেই স্থানে ছিল নুর লাল যে বরণ।
পঞ্চম কন্দিল কথা শুন কহি এবে
মুতওল্লা নাম সেই কন্দিল যে তবে।
নিরঞ্জন নাম নুরে স্মরণ করিয়া
'সুকোর' দরিয়া নুর হাসিল করিয়া।
সত্তর হাজার নুরে আছিল তখন
উত্তর দৃষ্টিতে ছিল চিতাঙ্গ আসন।
মহারঙ্গে ছিল নুর সেইত কন্দিলে
ষষ্টম কন্দিল কথা শুন এ সকলে।
বিদ্যা নামে জান তারে কন্দিল যে হএ
সেইত কন্দিলে নুর ভ্রমণ করএ।
সাত সত্তর নুর কন্দিলে রহিয়া
ফিকির দরিয়া সে নুরে হাসিল করিয়া।
আপনার রঙ্গ নুরে আপনে হেরিয়া
প্রভু নামে নুর নবী মগন হইয়া।
সেইত কন্দিল ছিল সুবর্ণ বরণ
সপ্তম কন্দিল এই করহ স্মরণ।
সপ্তম কন্দিল নুরে ভ্রমি একে এক
অষ্টম কন্দিল নুরে গেলা পরতেক
তুবা নামে বৃক্ষ আছে ভিহিস্ত মাঝার
সত্তর হাজার নুর রহে তাহার মাঝার।
তথাত রহিল নুর ময়ূর আকার।
এক ভাবে সেবিলেক প্রভু করতার।
অষ্টম কন্দিলে ছিল যথেক বৎসর
এখনে শুনহ কহি তাহার খবর।
ঊন চল্লিশ শক আর বিংশতি বৎসর
সপ্তম কন্দিল আর তুবার উপর।
কহে পীর জাদা মোহাম্মদ সফী
প্রভুক পাইল নুরে এথ কাল জপি।
সেই নুর নিরঞ্জন এক অঙ্গ সখাএ
এথ কাল সেবি সব মর্ম নাহি পাএ।
যবে বান্দা হইয়াছে এ তিন ভুবন
নানা দুঃখে সেই নুরে সেবে নিরঞ্জন।
হইয়া মনিষ্যকুলে এথ অহঙ্কার
কেনে গর্ব কর নর পৃথিম্বি মাঝার।
পীর মুর্শিদ হোন্তে তরিবা আখের
তাহারে সেবিতে নর এথ অহঙ্কার।

১. আসিল বসিয়া-খ।

কবির অনুশোচনা ও নসিহত

দীর্ঘ ছন্দ

শুন কহি সব নর কেনে কর অহঙ্কার
সেই প্রভু নুব মোহাম্মদ
জানিও আপনার পীর নিজ ইমান কর স্থির
পাইতে যে আখের সম্পদ।
ভ্রমিয়া কন্দিল নুরে রহিলেক বৃক্ষ পরে
সপ্ত এলম হাসিল কাজে
নিজ অঙ্গ নিজ সখা পাইতে প্রভুর দেখা
ভ্রমিয়া যে কন্দিল মাঝে।
হীন মীর সফী বোলে জন্মিয়া মনিষ্য কুলে
না করিলুঁ ধর্ম নিজ কাজ।
এক চিত্ত এক মন না সেবিলুঁ নিরঞ্জন
কোন গতি দোজখের মাঝ
হা হা প্রভু করতাব না পারিলাম সেবিবার
পীর মীর মোহাম্মদ হাজী
মিছা মায়া মিছা ধান্ধা বন্দী হইলাম এই ফান্দা
কি গতি হৈব নহি বুঝি।
শুন সব নরগণ জান প্রভু নিবঞ্জন
পীর পদে সেবা বড় করি
নিরূপ হৈল সখা পাইবা প্রভুর দেখা
দোজখ আনল যাইবা তরি।
মোহাম্মদ সফী ভণে তরিবা নরক স্থানে
সে পীর সেবিতে কর হেলা!
বেমুরিদ যেই মরে আজ্রাইলে নিব তারে
পিয়াইব পেসাবের পেয়ালা।
না পাকের কাপড় টুপি[১] শিরে দিব বদি ঝাপি
ফিরাইব আপনা সঙ্গে
বেমুরিদ সব ধরি লোহাব বুরুজ মাবি
লই যাইব নরকের মাঝ।
দোজখ অনলে।........(খণ্ডিত)

নুরনামা সমাপ্ত

---

১. সলা– খ।

সির্নামা

কাজী শেখ মনসুর বিরচিত

বিষয় সূচি

ভূমিকা

শেখ মনসুর সম্ভবত রোসাঙ্গ রাজ্যান্তর্গত রামুর (কক্সবাজার মহকুমাস্থ) কাজী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ঈসা।

রোসাঙ্গে আছিল আমি রাম্ভূ কৈল বাস।
কহত মনসুর কাজী ইসার তনয়।

পীর সম্বন্ধে কবি বলছেন :

সুলতান বংশের কান্তি শাহ তাজুদ্দীন
ভাগ্যফলে হৈল আমি তাহার অধীন।

এই তাজুদ্দীন সম্ভবত কবি পীর মীর সৈয়দ সুলতানের প্রপৌত্র। শেখ মনসুর তাঁর কাব্যের বচনাকাল নির্দেশ করেছেন :

যথ হইল মঘী সন লও পরিমাণি
এক পরে শূন্য ছয় পাঁচ দিয়া গুনি।

অতএব, তাঁর কাব্য ১০৬৫ মঘীসনে তথা ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়।

গ্রন্থোৎপত্তি : বচন আরবী ভাষে সবে শাস্ত্রে মূল
বুঝিতে ফারসীভাষে কিতাব বহুল।
বাঙ্গালে না বুঝে সব ফারসী কিতাব
না বুঝি কিতাব কথা মনে পাএ তাপ।
সবে বোলে বাঙ্গালের ভাষে এ কিতাব
শুনিতে পারিএ যদি যাএ মনস্তাপ।
তেকাজে বাঙ্গালাভাষে ফারসী বচন
পদবন্দী করি কৈলুঁ পুস্তক গ্রথন।
'আছাফল' নাম এক কিতাবের বাণী
সব প্রচারিয়া দিলুঁ **রাখি খানি খানি**।

অতএব 'আসাফল' গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন কবি। কবি অন্যত্র বলেছেন :

'আহারল মসা' এক কিতাব উপাম
ছিরি বুলি রাখিলুম পুস্তকের নাম।

অতএব ফারসী গ্রন্থের নাম 'আহারল মসা' তথা 'আস্‌রারুল মসা' বা বীর্যরহস্য। বাঙলা নাম 'ছিরি' তথা শ্রী বা 'সির্‌'।

কিন্তু এটি যথার্থ অনুবাদ নয়। কবির স্বাধীন অনুসৃতির সাক্ষ্য সর্বত্র বিদ্যমান। দেশী যোগকেই তিনি আরবী-ফারসী পরিভাষায় মণ্ডিত করেছেন।

গ্রন্থে নয়টি অধ্যায় বা ফয়সল।

বিভিন্ন ফয়সলে আলোচিত বিষয় কবির ভাষায় এইরূপ ঃ

প্রথম ফসলে কহি **দরবেশী** *কথন*
যেমন কিতাবে আছে শুন দিয়া মন।
দ্বিতীএ কহিয়া দিমু যথ **এবাদত**
একে একে কহি দিমু যথ শাস্ত্র-মত।
তৃতীএ কহিয়া দিব **তনের** *বিচার*
কিতাবেত কহিয়াছে যেমত প্রকার।
চতুর্থেত কহিব যথ **রাবির** বয়ান
একে একে কহি দিব তার পরিমাণ।
পঞ্চম ফসলে যথ **দীলের** বিচার
যে যে মতে যার **'দীল'** কহি দিব সার।
ষষ্টমে কহিব যথ **বাবির** কথন
বিচার করিয়া দিব তার বিবরণ।
সপ্তম ফসলে কহি **ঋতুর** কথন
যে যে দিনে ঋতু আসি রহে যেই ঠাম।
অষ্টমে কহিব যথ আরুহার বাণী
আরুহার যথ গুণ কহি দিব শুনি।
নবম ফসলে আছে ছিরি নিরঞ্জন
প্রচারিতে আজ্ঞা নাই গোপত বচন।

পরিভাষার দৃষ্টান্ত : ক. সপ্তম ফসলে শুন মনির কথন
চন্দ্ররে বোলএ মনি আরবী বচন।
চন্দ্র, ঋতু, মনি, নোৎকা, শুক্র, বীর্য, পানি
একই ঋতুরে কহে এথ ভাষ খানি।
খ. প্রাণেরে আরুহা বোলে আরবী ভাষাএ।

রুহ্‌র বহুবচন আরুহ। রুহ চার প্রকার ঃ নাতকি, সামি, জিসিমি ও নাসি।

১. নাতকি আরুহা বৈসে মনুষ্য 'তন'-এ
২. সামি নামে পশুপক্ষী-আত্তমা বৈসএ।
৩. জিসিমি আরুহা বৈসে যথ বৃক্ষতরু।
৪. নাসি নামে আরুহা বৈসএ পাথরে।

অতএব, মনুষ্যাত্মা নাতকি, পশ্বাত্মা সামি, উদ্ভিদাত্মা জিসিমি এবং শিলাত্মা নাসি নামে পরিচিত।

আত্মা– পুষ্পের অন্তরে গন্ধ যেমত নিশ্চয়
গোঠের অন্তরে দুগ্ধ আছএ যেমত
তেন মত প্রাণি আছে শরীরে গোপত।

প্রথমেই 'দম' (শ্বাস-বায়ু) মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। 'দম' থেকেই সব কিছুর উদ্ভব ঃ

ঈশ্বর পুরান (অনাদি) জান সেই এক দম
সে দমে তু হইয়াছে এ দুই আলম।

ইব্রাহিম, ইদ্রিস, মুসা, মুহম্মদ প্রমুখ এই দমের দ্বারাই বিপদ-আপদ অতিক্রম করতে সমর্থ

হয়েছিলেন। আরব সাগর, পর্বত, অগ্নি বৃক্ষ, লতা, মাটি প্রভৃতি সে-দম পেয়ে 'ক্ষেমা ধরি রহিলেক হইয়া অচল'।

মুহম্মদের উৎপত্তি : আদম আছিল শূন্য ছিল একাকার

মিম হোন্তে আহমদ হৈল প্রচার।

তারপর 'আনল হক' বা 'সোহম' তত্ত্ব তথা অদ্বৈত তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

হিন্দুয়ানি শাস্ত্রে (ও) আছে এমত বচন

চারবেদ, বাইশ পুরাণ ও চৌদ্দ শাস্ত্রে প্রমাণ আছে :

যে জন ভাবিয়া আপে ব্রহ্মাতে মিশিল

আপনে সে ব্রহ্মা হই সে নর রহিল।

ব্রহ্মা সে ভাবিয়া ব্রহ্মা হএ সেই জন।

'পীর-মুর্শির্দ জান নায়েব খোদার।' পীরের গুরুত্ব অধ্যাত্ম সাধনায় অপরিসীম। কাজেই

'বিকাইব আপনাএ মুর্শিদের পাএ'

'হাহুত খাহুত' দুই শাস্ত্রে লিখা নাই

মুর্শিদ বন্দিয়া দুই শুন গিয়া যাই।

তারপর শরীয়ত, জাকাত, অজু, নামাজ, তরিকত, হকিকত ও মারফতের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় ফয়সলে সন্তান ধারণ ও জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। আবার নাড়ীসমূহেরও পরিচয় রয়েছে। তন চার প্রকার আম্মারা, আম, মূলহিম ও মোৎমিন।

দীলও চার প্রকার : মোনাফেকের পাষাণ দীল, কর্মকুণ্ঠ অলসের আঁধার দীল, মুমীনের জ্যোতির্ময় দীল ও আউলিয়া আম্বিয়ার দীল।

বায়ুরও চাব নাম : শুকাবাবি, মাহেন্দ্রবাবি, আত্মাবাবি ও বরুণবাবি। এক এক বায়ুর এক এক লক্ষণ। যথা

আনল বরণ বাবি মাহেন্দ্র যে জান

মাহেন্দ্র দীর্ঘল শ্বাস অধিক শীতল।

ভিন্ন প্রকার শ্বাস বায়ুর সঙ্গে জিহ্বার স্বাদও পরিবর্তিত হয়। শ্বাসের প্রকার ভেদ আবার দিন-ক্ষণ তিথি-নক্ষত্রের উপর নির্ভরশীল।

সপ্তম বাবে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শুক্রের অবস্থিতি ও তার ফলাফল বর্ণিত হয়েছে।

অষ্টম বাবে আরুহার কথা বর্ণিত। এ সূত্রে সুপ্রবৃত্তি ও দুস্প্রবৃত্তি তথা সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম বর্ণিত হয়েছে।

এ সংগ্রামে দুই পক্ষের সৈন্যদের উত্তেজনা ও প্রেরণা দানের জন্যে

বাজায় বিয়াল্লিশ বাদ্য শ্রীগোলার হাটে

চৌকি রাখিলেন্ত নিয়া ত্রিপিনীর ঘাটে।

অনাহত শব্দ উঠে করি হুলু স্থূল

কাসা করতাল শব্দ আনন্দ বহুল।

আর—

রাত্রিদিন মুমীনে করএ সংগ্রাম

এ যুদ্ধ জিনিলে হএ মুমীন নাম।

এ সংগ্রামে পীর-মুর্শিদই সহায়। তাই :

'পীর মুর্শিদ জান নায়েব খোদার।'
'পীর মুর্শিদেরে হেন জানিব খোদাএ।'

কাজী শেখ মনসুরের 'সির্নামা-'য় ইসলাম ও বাঙলার সূফীমতের আপোষ ও সমন্বয় সাধনের প্রশংসনীয় প্রয়াস প্রত্যক্ষ করি। এ প্রয়াসে কবি সাফল্যও অর্জন করেছেন। অতএব, হরগৌরীসম্বাদ, আদ্য পরিচয় কিংবা যোগ কলন্দর থেকে 'সির্নামা' অবধি বাঙলার সূফীসাধনা ও শাস্ত্রের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির ধারা অনুসরণ করা সহজসাধ্য। ষোল, সতেরো ও আঠারো শতকের বাঙালী মুসলমানের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের অমূল্য উপাদান মেলে এ সব গ্রন্থে।

সির্নামা

কাজী শেখ মনসুর বিরচিত

প্রস্তাবনা

প্রথমে প্রণাম করম প্রাণের ঈশ্বর
প্রাণ ভেদি মোহ ছেদি মিত্রের অন্তর।
প্রাণ সেবা ভয় শুনি ফিকিরে অভ্যাসিয়া
দীনের চেরাগ নুর প্রাণের জানিয়া।
সে নুরে প্রসর হৈল এতিন ভুবন
সে নুরে জনম হৈল মুহম্মদী তন।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করোঁ মুহম্মদ পাএ
মুহম্মদ হোন্তে জানে তহকিত খোদাএ।
সে নুরে আদম সফি করিল সৃজন
আদম আছিল মাটি হৈল পুষ্প বন।
সে নুরে করিল সৃষ্টি পলক[১] অন্তর
কাফে নু-এ দুই অক্ষরে হইল সংসার।
কুদরতে কাফে দমে কলম মারিল
অনন্ত অলেখা লেখা লোহ্তে উলিল।
সে দমে সৃজিল প্রভু এ দুই জাহান
সেই দম হোন্তে হৈল আদমের প্রাণ।
সঞ্চারিল দম যদি আদমের কাএ
আদম হইয়া নাম সুকর কহএ।
সেই দমে হইলেক ফিকির আকল
এ থেকে জানাই[২] যথ আদি অন্ত মূল।
সে সবে জানিল যদি সেই দম খানি
আপে কিছু নহে সেই লয় পরিমাণি।
সেই দমে আইসে যাএ সংসার মাঝার
মরণ জীবন কহে মনুষ্য বেভার।
ইচ্ছা হৈলে পরবাসে সুখে[৩] চলি যাএ
পুনি ফিরি ঘরে যাএ[৪] আপনা ইচ্ছাএ।
পলকেত আপনার ইচ্ছা আসে যাএ
বল-জোর নাই নহে কাহার ইচ্ছাএ।

ঈশ্বর পুরান[৫] জান সেই এক দম
সে দমেতু হইয়াছে এ দুই আলম।
সেই এক দম হোন্তে বহু উপর্জএ
সৃজিয়া অনন্ত কোটি একেত মিশএ।
সেই এক জানিলে জানএ আদি অন্ত
পৃথিবীত যথ আছে সকল দেখন্ত।
সেই এক অক্ষর সাধিল যেইজন
আওয়ালে আখেরে যথ সকল জানন।
এই পন্থ পাইয়া যে পয়গাম্বর সবে
দলিল মসল্লা যথ কহিছেন্ত তবে।
সেই দমে মুচখর হই নবীগণ
পরীক্ষা দেখাই যথ[৬] দিনেত আনন।
এই দম চিনিল ইব্রাহিম পয়গম্বর
আনলেত বাগোয়ান করিলা ঈশ্বর।
ইদ্রিসে পাইয়া দম স্বর্গে চলি গেলা
ইসা নবী দম পাই আকাশে উঠিলা।
মুসা পয়গাম্বর হৈল সিন্ধুত[৭] আ'সীন
মীন উদর হোন্তে পাইল ইনুসে আমান।
মুহম্মদে এ অক্ষর সপূর্ণ পাইল
নবী কুল হোন্তে শ্রেষ্ঠ ইমাম হইল।
আদম আছিল শূন্য ছিল একাকার
মিম হোন্তে আহমদ হৈল প্রচার।
খতম হইল নবী জমানা আখেরে
মুহম্মদ নাম প্রভু কহিল যাহারে।
মুহম্মদ মাহমুদা মোকামে বৈসএ
আত্তমার দীপ তথা সদাএ জ্বলএ।
সংসারের মূল এহি কিতাবে কহিছে।
আগে পাছে যথেক আউলিয়া হইয়াছে
এই সব নিশানি[৮] সকলে চিনিয়াছে।

---

১. প্রলএ–খ। ২. হইল–খ। ৩. পুনি–খ। ৪. আইসে–খ। ৫. পুরান–ক। ৬. যেন–ক।
৭. মৃত্যুত–ক। ৮. বিদ্ধানি–খ।

মিলিয়া আপেত আপে হই ওয়াকিফ
চিনাইয়া দেন্ত সবে হইয়া আরিফ।
মনসুর হাল্লাজ নামে আউলিয়া প্রধান
আপনার মধ্যে মিশি পাসরি আপন।
মুই 'হক' হেন করি সদাএ কহিলা
আপনা পাসরি আপে মিশিয়া গোচর
বোবা-কালা হই রহে না দিয়া উত্তর।
শেখ ফরিদ আত্ম নাম মহাপীর অলি
মুই খোদা হেন কৈলা প্রভু ভাবে ভুলি।
কি হেতু কহিল পীরে এমত বচন
তার রূপ ধরি কহে প্রভু নিরঞ্জন।
যদি সে প্রভুর সনে মিলিয়া রহিল
সূর্যের নিকটে যেন চন্দ্র উগি[৯] গেল।
নহে কার শক্তি আছে খোদা বলিবার
মুহম্মদী দীন নহে কাফির আচার।
মনুষ্য সংসারে যদি 'মুই বোলে খুদা'
সে ক্ষণে তাহার শির ছেদি কর জুদা।
যেবা যেই চাহে সে অবশ্য সেই পাএ
সেই পাইলে সেইজন সেই মত হএ।
হিন্দুয়ানি শাস্ত্রে আছে এমত বচন
চারিবেদে সাক্ষী দিছে এমত লক্ষণ।
যজুর্বেদ ঋগ্বেদ অথর্ব সামবেদ
দু'বিংশ পুরাণে আছে এ চৌদ্দ শাস্ত্র ভেদ।
যে জনে ভাবিয়া আপে ব্রহ্মাতে মিশিল
আপনে যে ব্রহ্মা হই সে নর রহিল।
ব্রহ্মা সে ভাবিয়া ব্রহ্মা হএ সেইজন
এ চৌদ্দ শাস্ত্রেত চারি বেদের কথন।
সাগরে সে দম পাই প্রভু ভাবে ভুলি
'উহু উহু'[১০] শব্দ করে উথলি উথলি।
সেই ভাব পাই বায়ু শূন্যে চলি যাএ
গোচরে আলোপ থাকে কেহ না দেখএ।
অগ্নিএ পাইল যদি সেই ব্রহ্ম ভাব
সহিতে না পারে কেহ তার তেজ তাপ।
মৃত্তিকাএ আদি[১১] মূল সপূর্ণ পাইল
বাক্য না নিঃসরি' ভূমি নিশব্দে রহিল।
বৃক্ষ তৃণ লতা আর পাথর সকল
ক্ষেমা ধরি রহিলেক হইয়া অচল।
মৃত্তিকাতু যে সকল সৃজন করিল
মৃত্তিকার যে গতি সে গতি তার হৈল।
মৃত্তিকাতু সৃজিয়াছে যথ নবীগণ
যেমত মৃত্তিকা আছে রহিব তেমন।
আনলেতু নির্মিলেক যথ সুরাসুর
চঞ্চল দেখিয়া কৈলা ক্ষেতি হোন্তে দূর।
ফকির দরবেশ যদি হএ কোন জন
ক্ষেমা ধরি রহি থাকে ক্ষেতির[১২] সমান।
ফকির সবেরে কহি শুন মন দিয়া
বচনেক কহি শুন শুদ্ধ কর হিয়া।
বচনেক কি বস্তু হএ চিনি লও মনে
কোথা হোন্তে আইসে বাক্য কহে কোন্ জনে।
বিমর্সিয়া চাহ মনে বচন কহিএ
প্রভুর বচন লেখা কোরানে নিচএ।
যে সব আছএ লেখা কোরান ভিতর
সেইমত চলাচলে সংসার মাঝার।
না দেখে প্রভুরে কেহ বচন রহিছে
সংসারের অধিপতি বচন হইছে।
নবী যথ কহিলেক হাদিসে প্রমাণ
সেইমত কার্য কর্ম সংসারে বাখান।[১৩]
নবীগণ গঞি গেল রহিছে বচন
প্রত্যয় করন্ত সবে হাদিস কথন।
আয়াতের কথা শুনি প্রভু হেন জানি
হাদিসের কথা শুনি নবী হেন মানি।
আউলিয়া সবের বাক্য রেসালা অন্তর
ফকিরি দরবেশী পাএ তাহার ভিতর।
নৃপতি বচন লেখি মোহর করএ
হুকুম ফরমান দেখি চৌদিকে চালাএ।
সে হুকুম শুনে যদি নৃপতি সমান
নৃপতি যেহেন মানে মানে সে বচন।
গুরুএ বচন কহে শিষ্যের গোচর
তথ্য করি শুনি লয় উত্তর পদুত্তর।
একমনে শুনি লয় গুরুর বচন
দুনিয়ার ভাল মন্দ আখের[১৪] জানন।
তিরি (স্ত্রী) হৈয়া মিষ্ট বাক্য যে জনে কহএ

৯. অস্ত–খ। ১০. হু হু–খ। ১১. যদি–খ। ১২. খিরুদ–(ক্ষীরোদ)–খ। ১৩. মাজার–খ
১৪. আখেবে–খ।

অতি কৃপা করি তার বচন মানএ।
বচন সুস্বর রাগে যদি আলাপএ
সব কর্ম তেজি সবে শ্রবণ পাতএ।
পশু পক্ষী কীট করি না রাখএ মনে[১৫]
বচন পিরীতি পাই শুনে সর্বজনে।
বচনের সম নাই সংসার মাঝার
বচন কি বস্তু হএ মনে কর সার।
বচনের সঙ্গে কেহ যদি সে মিশিল
পশু পক্ষী কীট শব্দ সকল বুঝিল।
দ্বন্দ্ব করি আইসে দুই সভার মাঝার
দুই জন বাক্য বুঝে ভাল মন্দ তার।
কহে হীন মনসুরে বচন শাস্ত্র বাণী[১৬]
পীর মুর্শিদ মুখে শুনি তত্ত্ব জানি।
পীর মুর্শিদ পাএ করি নমস্কার
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি বাপ মাও আর
বচন আরবী ভাষে সব শাস্ত্র মূল
বুঝিতে ফারসী ভাষে কিতাব বহুল।
যথগুণিগণ সবে মনে প্রীতি বাসি
আরবী ফারসী ভাষে দিলেক প্রকাশি।
বাঙ্গালা না বুঝে সব ফারসী কিতাব
না বুঝি কিতাব কথা মনে হএ তাপ।
সবে বোলে বাঙ্গালের ভাষে এ কিতাব
শুনিতে পারিএ[১৭] যদি যাএ মনস্তাব।
তেকাজে বাঙ্গালা ভাষে ফারসী বচন
পদবন্দী[১৮] করি কৈল পুস্তক গ্রহণ।[১৯]
আশাফল মন'[২০] এক কিতাবের বাণী
সব প্রচারিয়া দিলুঁ রাখি খানি খানি।
না পাইলে খানি খানি গুরুতে পুছিব
তত্ত্ব মনে গুরু ভক্তি তাহা সুদ্ধি লৈব।

পীর তত্ত্ব

পীর মুর্শিদ শুন ভজন যেমত[২১]
প্রচারিয়া দিমু যথ ভজ যেন মত।[২২]
যে সকলে চাহে যদি খোদা চিনিবার
প্রথমে ভজিব পীর করি নমস্কার।
এক জানি কায় মনে পীর হাতে ধরি
তউবা করিব গুনা না করিব করি।
সংসার-সাগরে ভাসে হই ব্রহ্মা ভোলে
হাতে ধরি পীরে টানি তুলিবেক কোলে।
পীর হস্তে মুরিদ যে যদি সে হইব
প্রভুর যেমত সেবা তেমত করিব।
পীরে যে প্রচারি দিল গোপত বচন
তত্ত্ব হেন জানি মনে করিব যত্তন।
সেই কর্ম করিবেক এক মনে কায়
সেই পীর মুর্শিদ যে জানিব সদায়।
যদি সে পীরের বাক্য মনে নহি ভাএ
কায় মনে তত্ত্ব ভাবি খোদারে না পাএ।
পীরে যদি কহে পুনি করিতে অকর্ম
মুরিদে মানিব জানি এই মহা ধর্ম।
পীরে যদি নির্মি এক দিলেক দর্পণ
সে দর্পণে নিতি দেখ মুর্শিদ বরণ।[২৩]
এক ভাব ভাবিবেক কিবা রাত্রি দিন
সে দর্পণে পাইবেক আপনার চিন।
আপনা চিনিয়া যদি আপনে মিশিল
দীন-দুনিয়াই দুই সে জনে পাইল।
পীর মুর্শিদ জান নায়েব খোদার
স্বরূপে জানিবা বান্দা এই বাক্য সার।
পীরের গোপত কথা আন জন ঠাঁই
হয় নহে এই বাক্য পরীক্ষিয়া চা'ই।
সেই কর্ম সেই জনের হাসিল না হৈলে
পাও পিছলিয়া যেন বিষ্ঠাতে পড়িল।
কহিলে আনের ঠাঁই তাও চলি যাএ
অনেক যত্তনে পাছে খুঁজিয়া না পাএ।
একদিন চাকরী যে পীরের করএ
হাজার বছর পুণ্য সে মুরিদে পাএ।
মুরিদে যদি সে বসি নামাজ পড়এ
পীরে যদি পাছে থাকি তাহারে ডাকএ।
নামাজ তেজিয়া তবে পদুত্তর দিব

১৫. কবি নরক্ষেত্র মান- খ। ১৬. সদা আনি- খ। ১৭. শুনিএ পড়িএ-খ। ১৮. ভনি-খ। ১৯. গ্রহণ- ক, খ। ২০. আছফেন নাম-খ। ২১. পীর মুর্শিদেরে যেন ভজ যেন মত- খ। ২২. বদন- খ। ২৩. প্রচারিয়া দিমু যথ ভজনের মত।- খ।

নামাজ অধিক পুণ্য সে মুরিদে পাইব।
যে জনের পীর মুর্শিদ[২৪] পৃথিম্বিত নাই
সে জন রহিব গিয়া কাফিরিত যাই।
যে সবের পীর নাই সংসার মাঝার
নিশ্চয় তাহার পীর ইব্লিস দুর্বার।
পীরের মূরতি দীলে সদায় হেরিব
যেইক্ষণে চাহে পীর সেইক্ষণে দেখিব।
পীরে যদি বোলএ অধর্ম করিবার
ফিরি না বুলিব এই কাফিরি আচার।
এ সব বচন যদি না কর প্রতীত
গঞ্জরাজ কিতাবেত দেখহ পণ্ডিত।
পীরে মুর্শিদে কৈলে গোপত বচন
তত্ত্ব হেন জানি কৈলে অদৃষ্টে দৃষ্টন।
অদৃষ্টেত দৃষ্টি দিয়া সদায় হেরিব
বিজুলি ছটকে যেন যে টাটি ফাটিব।
যদি সে দেখিল গিয়া গোপত ভাণ্ডার
সে সব দরবেশ[২৫] হএ সংসার মাঝার।
ইলাহির নুর যদি দেখিল নয়ানে
প্রভুর রহম যদি পাইল সেই জনে।
সকলের দীল মধ্যে আছে পূর্ণ নুর
যারে কৃপা করে পাএ প্রেমের ঠাকুর।
বিনি এনাএতে কেহো তারে নহি পাএ
খাটএ দীলের চক্ষু খোলনা না যাএ।

দরবেশী

দীলের অন্তরে আছে নানা রত্নমণি
ফকির সকলে তারে করে বেচাকিনি।
এক গোটা মুক্তা যদি জান বেচে[২৬] মূলে
দাস তুল্য দেও-পরী-ফিরিস্তা আসি মিলে।
যে মাগে সে পাএ বসি নিজ হুজুরাএ
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেত কেহ না এড়াএ।
কোরানে কহিছে প্রভু করিয়া প্রকাশ
যে দেখে মোর রূপ তার স্বর্গ বাস।
পর্বত সমান পাপ সব দূরে যাএ
লেখা গেছে যথ পাপ সকল মিটএ।

যে সবের লেখা আছে নেকির অন্তরে
যে সবের বহু শ্রধা দেখিতে মোহোরে।
যার লেখা গেছে বদি ললাট মাঝার
সে সবের দেখা নাই মোহোর তাহার।
দীলান্তরে মণি মুক্তা যদি সে পাইল
অক্ষয় দৌলত তার নিশ্চয় হইল।
মনেত আশক করে কিবা রাত্র দিন
আশক কুহুত হোন্তে অচিনেত চিন।
কেবল আশক হএ ফকির দরবেশ
আশক না হৈলে নাই প্রভুর উদ্দেশ।
নিষ্টা করি পয়গাম্বরে হাদিসে কহিল
ফকিরি বড়াই মুই প্রভুত মাগিল।
ফকির ফোক্‌রা যেবা করিল কবুল
মোর তান এক গতি পিরীতি বহুল।
কেবল ফকির বিনে আর কোন জন
প্রভুর নিকটে হৈতে নারে কোন জন।
কেহ যদি ফকির হইতে করে মন
পক্ষী সম মন যদি করএ উড়ন।
আল্লার নিকটে জান ফকিরের জয়
ফকির দরবেশী পন্থে অধিক বারিক
বাহিরে ভিতরে পাক করিব অধিক।
সূর্যে তাপি যেন ক্ষেতি করে পবিত্তর
তেন অঙ্গ তাপিবেন্ত ভিতরে বাহির।
অল্প নিদ্রা অল্প ভক্ষ্য বচন খামুস
রমণ তেজিয়া এড় মনিষ্যের রোষ।
পবিত্র হৈল যদি বাহির ভিতর
প্রভুর রহম ফোটা বর্ষিলেক ঝড়।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মনে না আনিব
তবে সে আঁখিতে জুতি আসিয়া মিলিব।
নজসি আছিল নাম মহা গুণবান
সান্ত্বাই কহিল আপে আপনার মন।
যাবৎ পারহ আপে রহ পবিত্তর
দেখিবা নুরের দীপ দীলের ভিতর।
বিনি মুখে নিরঞ্জনে কহিছে কোরানে
আয়তল কুর্চি মাঝে দেখ সাবধানে।
আঁধারেতু বাহির করিবা মোর নুর
সেই রূপ দীল হোন্তে করিবা জুহুর।

২৪. স্থির–ক। ২৫. দিব্য– খ। ২৬ ভেবে–খ।

সেই রূপ আঁখিত মিলিয়া রহে যার
সে জন দরবেশ হএ সংসার মাঝার।
নামে ছিল দরবেশ **ইউসুফ জাহাঙ্গীর**
জুহুদ[২৭] করিতে ছিল তেইশ বৎসর।
আশা করি প্রভু পরে যেহেন কুকুর
বাহির ভিতরে যেন করিতে হুজুর।
বহু দুঃখ সহিয়া যে ভাবেত রহিল
অঙ্গুল হস্ত-পদের[২৮] খসিয়া পড়িল।
সর্ব অঙ্গ খাইলেক কীটে সপ্তবার
আছিল জীবন মাত্র মরার আকার।
রাত্রি দিন এক ছিল না ছোড়িয়া আশ
প্রভুর রহম দীল হৈল প্রকাশ।
যেহেন মরার অঙ্গ গলিয়া পড়এ
জীবনে তাহার অঙ্গ গলিল নিশ্চএ।
এই মতে আছিলেক কতেক বৎসর
রাখিছিল নিজ মন প্রভুর গোচর।
তার পাছে এক রাত্রি প্রভু কৃপা কৈল
আচম্বিত এক আসি সাক্ষাতে মিলিল।
আসিয়া প্রভুর ছিরি দেহের[২৯] উপর
মুকাই রাখিলা আসি[৩০] দেখিতে সত্বর।
দীন দুনিয়ার দুই[৩১] দৌলত সম্পদ
তার[৩২] আগে দিল আনি হইয়া আমোদ।
সেই রাত্রি হৈল অঙ্গ যেন পূর্বপ্রাএ
হাত পাএ অঙ্গুলি ফিরিয়া হৈল গাএ।
এথেক প্রকারে দুঃখ ভাবে যেই জন
আউয়াল আখের তার না যাএ খণ্ডন।
খণ্ডন জনম বদি[৩৩] পাএ সর্বক্ষণ
জীবনে স্বর্গেত গিয়া রহিল সে জন।
দর্বেশী গোহার[৩৪] হএ অন্তে[৩৫] শরীয়ত
তরিকত হকিকত আর মারিফত।
এই ছিরি গোপতেত বকসিসের পদ[৩৬]
ইলাহির এক ফোটা হৈলে রহমত।
কৃপা করি নিরঞ্জনে যদি করে দান
বাঞ্ছা সিদ্ধি হএ তার সর্বত্রে কল্যাণ।

গ্রন্থোৎপত্তি

আহরুল মাসা

জমক ছন্দ

এই কিতাবেত নব ফ'সল প্রধান
একত্র করিয়া আছএ পুরুষ প্রধান[১]।
কিতাব দেখএ যদি বহু ভাল হএ
ফকিরি দরবেশী এই কিতাবেত পাএ।
আহরুল মাসা যে[২] কিতাব অনুপাম
ছিরি বুলি রাখিলুম কিতাবের নাম।
এমত কহিছে সব কিতাব ভিতর
নেয়ামত খাই কৈবা সোকর বিস্তর।
কোরানেত নিরঞ্জনে স্বরূপে কহিছে
যথ নিয়ামত[৩] প্রভু সৃজন করিছে।
প্রথমে মুখেত দিতে পড়িব বিসমিল্লা
আখেরে সোকর কর আল্‌হামদুলিল্লা।
পয়গাম্বরে কহিছেন্ত হাদিসে কথন
না দেখিলে না কহিবা সে সব বচন।
কিতাবে কহিছে প্রভু সে সব বচন[৪]
দেখিলে প্রত্যয় কর হই বিস্মরণ।
যেখানে যে আছে পড় মনে করি সাধ।
যে কহিছে পুস্তকেতে দিবা আশীর্বাদ।
আল্লার হুকুম আছে সবে রাখে রোআ?
মুসলমান মুমিনেরে নিতি দিতে দোয়া।
তেকারণে নামাজেত পড়ে মুনাজাত
সবারে বকসিতে কৃপা[৫] জোড় করি হাত।
কহে হীন মনসুরে পাঞ্চালী রচিয়া[৬]
ক্ষেম দোষ গুণিগণ ক্ষেমা চিত্ত হৈআ ॥
আছিল আরবী ভাষে কিতাব প্রধান
আলিম চতুরে কৈল ফারসী বাখান।
আনিয়া ফারসী ভাষ বাঙ্গালা করিলুঁ
তার মাঝে দোষ গুনা মনে না গুণিলুঁ।[৭]
পীর আজ্ঞা করি মনে জ্ঞান না[৮] করিল
হাদিস হুকুম লৈতে কাক মুখে দিল।

---

২৭. জাহিদ–ক। ২৮. অঙ্গ হস্তের পদ–ক, খ। ২৯. মোহর–ক। ৩০. আগে–ক। ৩১. যথ কৈব–ক। ৩২. মোর–ক। ৩৩. না জাএ যদি–ক। ৩৪. গোহাএ–খ। ৩৫. অন্তরে–ক। ৩৬. শিষের পত–খ। ১. পুরান–ক। ২. এক–ক। ৩. যখনে উম্মত–খ। ৪. কারণ–ক। ৫. পাপ–ক। ৬. পয়ার–খ। ৭. এক না চাহিলু–ক। ৮. দুষ্পাঠ্য–খ।

বাব আউয়াল

দরবেশী হকিকত

এবে কহি গুণিগণ কর অবধান
কিতাবে আছএ নব ফ'সল প্রধান।
প্রথম ফ'সলে কহি দরবেশী কথন।
যেমত কিতাবে আছে শুন দিয়া মন।
দ্বিতীএ কহিয়া দিমু যথ এবাদত
একে একে কহি দিব যথ শাস্ত্রমত।
তৃতীএ কহিয়া দিব তনের বিচার
কিতাবেত কহিয়াছে যে মত প্রকার।
চতুর্থে কহিয়া দিব নাড়ীর বয়ান[৯]
একে একে কহি দিব তার পরিমাণ।
পঞ্চম ফ'সলে যথ দীলের বিচার
যে যে মত যার 'দীল' কহি দিমু সার।
ষষ্টমে কহিব যথ বাবির কথন
বিচার করিয়া দিব তার বিবরণ।
সপ্তম ফ'সলে কৈমু ঋতুর কথন
যে যে দিনে মনি[১০] আসি রহে যেই স্থান।
অষ্টমে কহিব যথ আরোহার বাণী
আরোহার যথ গুণ কহি দিব শুনি।
নবম ফ'সলে আছে **ছিরি নিরঞ্জন**
প্রচারিত আজ্ঞা নাই গোপত বচন।

প্রথম ফয়সল

দরবেশী কথন

প্রথম ফ'সলে শুন দরবেশীর কথা
দরবেশী অনেক মূল্য নাহিক অন্যতা
এশ্‌ক বহুল করি করিব কুশিস্
আলস্য ছাড়িয়া যথ করিবা নিশিদিশ।
মনুষ্যের যথ দোষ ছাপাই রাখিব
ভাল মন্দ এক দৃষ্টি কৃপা[১১] আচরিব।
ছোট হেন আপনারে সবেতু জানিব
কুবাক্যে না হৈব ক্রুদ্ধ– পিরীতে লাইব।
বিকাইব আপনাএ মুর্শিদের পাএ
পীর মুর্শিদেরে হেন জানিব খোদাএ।
মৃত্তিকার সম ক্ষেমা ধরিবেক মনে
কু বাক্যে না হৈব ক্রুদ্ধ তুষ্ট সুবচনে।
সূর্য সম সকলের কৃপা আচরিব
ভাল মন্দ যেই দেখে মনেতে রাখিব।
এ চারি মঞ্জিলে যদি করে এবাদত
শরীয়ত তরিকত হকিকত মারিফত।
শরীয়ত জানিবা যে নাসুত মোকাম
তরিকতে মলকুত শুন তার নাম।
হকিকতে মোকাম জানিবা জবরুত
মারিফত মোকাম যে জানিবা লাহুত।
নাসুতেত আজ্রাইল রহিছে প্রহরী
মলকুতে ইস্রাফিল আছে বাসা করি।
জবরুতে মিকাইল ফিরিস্তা আছএ
জিব্রাইল লাহুতেত রহিছে নিশ্চএ।
হাহুত খাহুত দুই শাস্ত্রে লিখা নাই
মুর্শিদ বন্দিয়া দুই শুন গিয়া যাই।
একদিন হাদিসে কহিল পয়গাম্বর
মোর বাক্য প্রকাশিও উম্মত গোচর।
শরীয়ত জানিবা যে বচন আমার
তরিকত কর্ম মোর কবুল[১২] যে আর।
হকিকত যথ হাল মোহোরে জান না
মারিফত যথ মোর দিদার চিন না।
উচিত যে চারি স্থানে চিনিতে দরবেশ
না কহ শাস্ত্রেত নাহি যে মত উদ্দেশ।
শরীয়ত কহন যে যথ শব্দ বাণী
কলেমা কহিবা 'দীলে-মুখে' এক জানি।
কলেমা জানিবা দড় প্রভুর নিশ্চএ
কলেমা অন্তরে গেলে নাহি পাপ ভএ।
কলেমা পড়িব 'দীলে-মুখে' একবার
পাপ সব খসি পড়ে অঙ্গেতু তাহার।
নিয়মেতে কলেমা যে পড়ে শতবার
কেয়ামতে মুখ পূর্ণ চন্দ্র সম তার।
নরকেত পাপ হেতু গাইবা লাঞ্ছন
পাছে স্বর্গ দিব প্রভু কলেমা কারণ।

---

৯. তন বিবরণ–খ।
১০. ঋতু–ক।
১১. ভাল মন্দ সকলের পুণ্য আচরিব-ক।
১২. করনা–ক।

কায়মনে ভাবি চিত্তে ভরিয়া[১৩] সমাজ
পঞ্চ ওক্ত দিবা রাত্রি করিবা নামাজ।
ত্রিশ রোজা রমজানে নিয়মে রাখিবা
আল্লার হুকুম ফর্জ মনেতে মানিবা।
দেখিয়া ধরিবা রোজা দেখিয়া এড়িবা
না দেখিলে না ধরিবা মনেতে ভাবিবা।
না দেখএ গুপ্ত[১৪] চন্দ্র আকাশ ভরিয়া
সাবান ত্রিশ দিন ফেলিব গণিয়া।
কেহ না দেখিল যদি এক দেখিলেক
ভাল মুসলমান হৈলে করিবা প্রত্যেক।
বৎসরেত একবার করিবেক হজ
কোরবানী ময়দানে[১৫] লই দিব নিজ।
সদ্‌কা তণ্ডুল সের দিবেক আড়াই
তবে ঈদ গুজারিব মসজিদে যাই।
সদ্‌কা না দিলে যথ রোজার যে পুণ্য
কবুল না করে প্রভু পড়ি রহে শূন্য।
পঞ্চ অব্দ হৈলে উট দিব কোরবানী
বৃষ দিব আড়াই বৎসর হৈলে জানি।
অজ-মেষ কোরবানী হৈলে অব্দ দেড়
এ বচন আমি কহি শুন কিতাবের।
লেঙ্গ খোড়া অন্ধ আর খসুয়া দুর্বল।[১৬]
নাসা কর্ণ লেজ হীন না দিব সকল।
পুষ্ট মাংস দেখি তুষ্ট নতুন যে হএ
এই মত কোরবানী বহু পুণ্য পাএ।
নানা মত কোরবানী আছএ বাখান
পুস্তক বিশাল হয় না লেখিলুঁ আন।
জাকাত দিবেক ধন যাহাতু আছএ
জাকাত আল্লার কর্জ জানিবা নিশ্চএ।
ঋণ হীন খানা পিনা এহার অধিক
দুই শত দেরমে পঞ্চ দেরম দিবেক।
'দেরম' যাহারে বোলে শুন পরিচয়
তিন মাষা এক রতি দেরমের হএ।
মক্কার শহরে যথ করে বেচাকিনি
রূপার দেরম সব সে দেশেত পুনি।
সোনার রূপার যথ জাকাতের বাদ
চল্লিশ ভাগের এক করিব জাকাত।

কাঞ্চন হৈল যদি বিংশতি দিনার
অর্দ্ধেক দিনার দিব জাকাত তাহার।
সোনা রূপা সিসার গঠন-পত্র যেই
যার মূল যে মত জাকাত দিব সেই।
উটের জাকাত দিব পঞ্চ এক অজা
বিংশতি যাবতে হএ পাছে এক নেজা।
পঁচিশ হৈল যদি উটের পূরণ
এক বৎসরিয়া ছাত্ত দিবেক তখন।
বৃষের জাকাত দিব ত্রিশ থাকে যার
বৎসরিয়া এক ছাও জাকাত তাহার।
চল্লিশ হইলে ছাও দিবেক দোসালা
ষাইট পূরণে দিলে এই এই মত ভালা।
বিংশ সাত বৃষ যদি হৈল পূরণ
দুই বৎসরিয়া দুই ছাও দিবেক তখন।
তিরিশে চল্লিশে ষাটে এমত ধরান
বৃষের জাকাত দিব এই মত জান।[১৭]
চল্লিশ পূরণ অজা থাকএ যাহার
এক অজা দিব তার জাকাত মাঝার।
ছাগলের বরিষেক তাতু নহে কম
এ হেতু অধিক হৈলে অধিক উত্তম।
এক শত এক কুড়ি আর হৈলে এক
দুই অজা দিব তার জাকাত যথেক।
দুই শত দুই কুড়ি এক অজা যদি
দিব তিন অজা যদি থাকে নিরবধি।
চারিশত হৈলে দিব এ চারি ছাগল
এহার নিয়মে দিব যে সব আকল।
ভেড়া আদি কথ জন্তু বৃষের ধরান
জাকাত দিবেক করি তার পরিমাণ।
ভূমি কৃষি দশভাগেরদিব এক ভাগ
ভূমি হেটে যেই পাএ পঞ্চে এক ভাগ।
দিব কারে না দিবেক জাকাতের মাল
মন দিয়া শুন কহি পণ্ডিত বিশাল।
ফকির মিস্‌কিন আর পড়শীর গণ
খাইবার যার নাই পথের ভক্ষণ।
বহু ধার থাকে যার শুধিতে না পারে
ধন পতি আসি নিতি মাগএ তাহারে।

---

১৩. ভাবিবেন্ত করিতে সমাজ– খ। ১৪. গুর্বা–ক। ১৫. মালধন–ক। ১৬. আদুল–খ। খানাপানি–ক।
১৭. এমত বন্দন–ক।

খত করি আছে দাস আজাদ হইতে
কিছু নিয়া রহিয়াছে না পারএ দিতে।
জাকাত দিবেক দেখি এ সকল জন
না দিবেক যে সবেরে শুন দিয়া মন।
ধনী দেখি না দিবেক তার পুত্র নারী
নফর তাহারে দেখি রহিবেক ফিরি।
আবু মুত্তলিবের যথেক বংশ হএ
না দিব জাকাত মাল তাহারে নিশ্চএ।
আপনার বাপ মাও পুত্র জায়াগণ
দাসদাসী আপনার না দিবেক ধন।
একেরে ফকির দেখি দিলেক জাকাত
পাছে ধনী হেন মনে হইলে সাক্ষাত।
বাপ মাও কাফির যে পাইলেক চিন।
কাড়ি না আনিব ধন তাহার অধীন।
ফকির নিকটে আছে দূরে না ভেজিব
এহা হন্তে বহু দুঃখী তবে সে ভেজিব।
হালাল হারাম জানি করিব বিচার
আপনার হক কিবা হক 'পরেআর'।
অঙ্গ পাক করিবেক করি অজু তজু
তবে যে ফকিরি মাঝে মুর্শিদেত ভজু।
বিনি পাকে নামাজের নিকটে না যাও
তুরিতে করহ অজু নাপাকের গাও।
অপাপ নির্মল নিরঞ্জন নৈরাকার
অপাপ নির্মল পাক সে দোস্ত খোদার।
তরিকত যেই কাম করিও অনুদিন
বিস্তারি কহিব তারে করি ভিন্ন ভিন।
কাম ক্রোধ লোভ 'কেনা' তোকাব্বরী
নিদ্রা আর এ সকল রহ পরিহরি।
পূর্বের যথেক গুনা মনে না হেরিব
সে সব উঠিলে মনে তওবা করিব।
ফেলিব দীলের ময়লা জিকিরে উড়াইয়া[১৮]
দমে দমে নিরঞ্জন রহিব স্মরিয়া।
এইমত হৈলে যদি করিল নির্মল
তবে তরিকত পন্থে কর চলাচল।
এমত না হএ যদি ফকির দরবেশ
'শেখ' করিয়া তারে না কহ বিশেষ।

অগ্নি হই দহিবারে না পারএ লাকড়ী[১৯]
নিঃসত্য যে অস্থি মাঝে মজ্জা[২০] নহে ফারি।
হকিকত যেই সব জানিঅ নিশ্চএ
মিলিবারে চাহ যদি আত্তমা সঙ্গএ।
ভুখ[২১] তৃষ্ণা রহিবেক শরীর জড়িয়া
এশ্‌ক বহুল করি রহিব ভাবিয়া।
নানা রোগ[২২] আসি যদি হএ উপস্থিত
ক্ষেমা ধরি প্রভু স্মরি রহিবেক নিত।
মারিফত বোলে যারে শুন মোর[২৩] বাণী
আওমারে চিনিবেক সেই পরিমাণি।
আত্তমা কি বস্তু হএ চিনিয়া লইব
যে জন দরবেশ পুনি ক্ষিতিত হইব।
শরীয়ত আকলি না কৈলা নবীবর
জিকির করিতে দিশি নিশি নিরন্তর।
অভ্যাস জিকির মুখে যাহার আছএ
প্রভুর সঙ্গতি সেই বসিয়া থাকএ।
তরিকত হএ জান এ তন চিনিয়া
তরক করিব জান এসব দুনিয়া।
পুনি আর ধন জন এ সুখ সম্পদ[২৪]
সকল ছাড়িব মনে দেখিয়া আপদ।[২৫]
যথ এবাদত কর সকলের শির
এ সব করিলে হএ পবিত্র শরীর।
যদি হএ এক পল দিদার দর্শন
যথ পুণ্য কৈল তার সীমা দিব কন।
রসুলে কহিল জান[২৬] সত্তর বৎসর
প্রভু সেবা কৈল হেন হাদিসে খবর।
তেন পরিমাণ পুণ্য পাএ সেই নর
ভিহিস্তেত প্রবেশিব পৃথিবী ভিতর।
হকিকত যারে বোলে শুন মন দিয়া
দীলের ভিতরে যথ পাইব বুঝিয়া।
দীলের অন্তরে যথ যদি সে চিনিলা
আর্শের উপরে গিয়া যে জন রহিলা।
মনিষ্যের সিফত তার হইবেক দূর
ফিরিস্তা সিফত হৈব নিরঞ্জন পুর।
মারিফত বোলে যারে শুন মন দিয়া[২৭]
যে সকলে প্রভু ভাবে অঙ্গ পাসরিয়া।

---

১৮. পুড়িয়া–ক। ১৯. নারি–খ। ২০. মাঠা–খ। পরেআর– অপরের। ২১. ভোগ–খ। ২২. রাজ–খ। ২৩. তার–ক। ২৪. সকল–ক। ২৫. করিয়া আকল–ক। ২৬. করিল শুন–ক। ২৭. অতিশয়–ক।

আপনার নিজ অঙ্গ যদি পাসরএ
তবে সে খোদার সনে সে জন মিলএ।
আত্তমার সনে দেখা যদি হৈল তার
প্রভুর সহিতে মেলা হইল তাহার।
আসব্বা সকলে পুছে রসুলের ঠাঁই
আত্তমা কি বস্তু হএ কহত বুঝাই।
হেন কালে জিব্রাইল আইল আচম্বিত
রসুলকে প্রণামিয়া কহিল তুরিত।
প্রভুর সংবাদ আগে বহুল কহিলা
নবীর দরুদ বহু কহিতে লাগিলা।
তোমার উপরে হৈছে হুকুম আল্লার
আত্তমার বিবরণ কহি দিতে সার।
এমত কহিলা– কহ তোমার সবারে
আমার আল্লারে হেন বোলে আত্তমারে।
যথ সৃজিয়াছে প্রভু হুকুম আল্লার
হুকুম হইলে কিছু নারে রহিবার।
যদি গিয়া মারিফত আত্তমা চিনিল
বোবা কালা মত তার জিহ্বা ভারি হৈল।
দুষিবারে কেহ নাহি সকল আপনা
মুই যেই তুই সেই সকল সে জনা।
কহে হীন মনসুরে গুণিগণ পাএ
ক্ষেতিতলে ক্ষুদ্র শিশু যেহেন খেলাএ।

বাব দুয়ম

বন্দেগীর বয়ান

যথ এবাদত শুন দ্বিতীয় ফসলে
বান্দা সবে বন্দেগীর করিব যে ডৌলে।
সেবক না করিছে প্রভু সেবার কারণ
সেবা না করিলে হএ ক্রুদ্ধ নিরঞ্জন।
পুনি অন্ন বস্ত্র দিয়া পালিতে আছএ
বন্দেগী করিলে মূল[২৮] তবে সে রহএ।
মৃত্তিকা বিছাই হেটে উপরে আকাশ
সেবিবারে রাখিয়াছে যেন নিজ দাস।
নিতি সেবা ভক্তিভাব রাখিঅ মনএ
যেই মাগ সেই দিব প্রভু কৃপামএ।

ভক্তিহীন জনে যদি মাগে প্রভু আগে
সেবা না করিয়া যেন সেবকেত ভাত মাগে।
অভ্যাগত বর মাগে মুখে নাই লাজ
অনুগতে করে কৃপা সেই দেবরাজ।
সেবাএ নরক হন্তে এড়াইব গাও
উদ্ধারিব ইষ্টমিত্র আর বাপ মাও।
নবী ওলি খলিফা যেই ইমাম আবিদ
ফকির দরবেশ ধনী পণ্ডিত জাহিদ।
মনিষ্যের এথ নাম হৈল কি কারণ
পাপপুণ্য আর প্রভুসেবার কারণ।
অষ্টাঙ্গে করিব সেবা না রাখিব এক
সেবিব সকল অঙ্গে করিয়া আশেক।
তনের যে এবাদত জানিয়া নামাজ
পঞ্চ ওক্তে গুজারিব ভরিয়া সমাজ।
নামাজ করিলে প্রভু হইব সন্তোষ
এক না লেখিব[২৯] প্রভু যথ করে দোষ।
ফিরিস্তার সনে তার বহুল আশ্‌নাই
রিজিক বাড়ির তার করিব ভালাই।
যে কিছু কহিব বাক্য সবে পাতিয়াএ
মরিতে সহিতে যেই মতে অঙ্গ যাএ।
নামাজ দীনের ঠুনি জানিঅ নিশ্চএ
নামাজ না কৈলে সেই কাফিরেত যাএ।
একদিন কহিলেক আল্লার রসুল
তরক নামাজ করে হই যেবা ভোল।[৩০]
এক গ্রাস অন্ন যদি তাহারে খিলাএ
ভাঙ্গিল সত্তর বার মক্কারে নিশ্চএ।
মুখের বন্দেগী নিতি করিব জিকির[৩১]
কোরান পড়িব নিতি মন করি স্থির।
সত্য বাক্য কৃপা করি বচন কহিব
তাহারে যে মত ভাবে তেমত বুলিব।
কর্ণের যে এবাদত পুণ্য সুকথন।[৩২]
এক মনে শুনিবেক প্রভুর বচন।
নয়ানের এবাদত পলক না ছাড়িয়া
ইলাহির কুদরত রহিব হেরিয়া।
নাসিকার এবাদত সুগন্ধি লইব
উর্ধ্বশ্বাসে ফিরাইয়া অন্তরে হেরিব।
চন্দ্র সূর্য দুই সরে বহে রাত্র দিন

---

২৮. মল–খ। ২৯. রাখিব–খ। ৩০. হইয়াছে ভুল–খ। ৩১. ফিকির–খ। ৩২. সুখতন–খ।

এ দুই জানিয়া চিন করি ভিন্ন ভিন।
কান্ধের যে এবাদত কার এক বট
না রাখিব নিজ কান্ধে জানিয়া সঙ্কট।
হস্তের যে এবাদত লেখিব কোরান
লেখিব আল্লার নাম যথেক বাখান।
দুঃখিতেরে দান দিব লই নিজ করে
এতিমেরে ধুলি মুছি লইবেক কোড়ে।
খর্গ[৩৩] লই হানিবেক কাফিরের কান্ধে
মুসলমান করিবেক আনি স্বচ্ছন্দে।
দীলের যে এবাদত করিব ফিকির
এবাদত ভাল মন্দ করি দীল[৩৪] স্থির।
প্রভু নিষেধিছে যথ মনে না আনিব
প্রভুর যে কুদরত দীলেত চিন্তিব।
উদরের এবাদত শুন কহি তবে
হালাল বিসমিল্লা বুলি অন্ন খাএ তবে।
এবে কহি শুন কর লিঙ্গ এবাদত
শাস্ত্রেত কহিছে যেন শুনহ তেমত।
বিনি নিকাহাএ নারী না ভুঞ্জএ সুরতি
না হেরিব পরনারী হই ভোর মতি।
চরণের এবাদত মক্কাত যাইব
হজের নিয়তে গিয়া হজ গুজারিব।
এলম শিখিতে পন্থে হাঁটিয়া যাইব
দীন-ই-ইসলাম পন্থ সওয়ারি ধরিব?
দেখিতে মুর্শিদ পীর চলি যাএ পাএ
যথ পাপ চরণের বকসিব খোদাএ।
প্রাণের যে এবাদত শুনি কহি সার
কল্পনা করএ প্রাণে স্মরি করতার।
আপনাকে আপনে ভাবিয়া মিলি রএ
আপনার ভাবে আপে সংসার তেজএ।
এবাদত যথ সব লিখি ওর নাই
কিঞ্চিত লেখিল হীন মনসুরে পাই।
গুণিগণ চরণেত করি পরিহার
অশুদ্ধক শুদ্ধ করি করিবা বিচার।

৩৩. অসি–ক। ৩৪. দিব–খ।

বার ছৈয়ম

তনের বিচার

তৃতীয় ফসলে শুন তনের বিচার
তন মধ্যে যথ আছে জানম আল্লার।
আঠার হাজার প্রভু সৃজিছে আলম
তন মধ্যে যথ আছে সব ঠামে ঠাম।
বড়ই সংসার করি দুনিয়া সৃজিল
নবীন সংসার করি বান্দা নাম থুইল।
তার মাঝে গতাগত সব আনি দিলা
আপনার দশগুণ তাহাতে রাখিলা।
আপনার অংশ হন্তে দিল দশগুণ
দেখনা শুননা দিলা মুখের বচন।
নাকেত যে দিল বাউ গন্ধ পাইবার
আরোহা দিলেক শরীর মাঝার।
ষষ্টমেত দিল বাবি নাকে আসে যাএ
সপ্তমেত দিল 'দীল' গুনিতে সদাএ।
অষ্টমেত দিল ইমা শরীরে সকল
নবমে দশমে দিল ফুহাম আকল
এই দশগুণ হএ প্রভুর নিশ্চএ
বাপের মায়ের অষ্ট শুন যেই হএ।
মনি, রগ, অস্তি আর মগজ এ চারি
বাপের এ চারি চিজ লও পরিমাণি।
লোম, চর্ম, শোণিত জানিও চারি মাংস
মাতৃর চিনিয়া লও এই চারি অংশ।
এই অষ্টদশ জান আঠার মোকাম
অন্তে চারি মোকামের লেখি নাহি কাম।
আর অংশ তার বংশ ধরে পৃথিবীত
কালা গোরা জন্ম[১] হএ শুন তার রীত।
দুই অংশ লহু যদি মায়ের যে হএ
এক ভাগ ঋতু হৈলে বাপের নিশ্চএ।
অল্প বাপের শ্রধা মায়ের বহুত
কালা বর্ণ হই জন্ম হএ তার সুত।
বাপের যে দুইগুণ মায়ের যে এক
বাপের থাকেএ শ্রধা বহুল আশক।
এই মতে পুত্র কন্যা গোরামত হএ

১. জান–ক।

এমত কহিছে গুরু জানিবা নিশ্চএ।
বাপের মায়ের অংশ হৈল সমসর
শ্যামল বরণ হএ পুত্র কন্যা তার।
পুত্র কন্যা উপজএ শুন তার চিন
বাপের বামের শ্বাস[২] মায়ের দক্ষিণ।
দক্ষিণে মায়ের শ্বাস[৩] বাপের বাম ভাগে
ঋতুপাত হএ যদি থাকে এই ভাবে
শ্রধা করি মায়ের যে ঋতু আগে চলে
একারণে কন্যা জন্মে চিনহ আকলে।
পুরুষের দক্ষিণ যে তিরির (স্ত্রীর) যে বাম
একারণে পুএ জন্ম বুঝ ঠামে ঠাম।
বালক যমজ জন্মে শুন তার রীত
দোহানের সমসর হইলে বেষ্টিত।
যোনিদ্বারে ঋতুপাত অন্তরে না কৈল
দুই ভিতে কাম ঢেউ উথলি উঠিল।
দুই ভাগ হই ঋতু দুই ভিতে রহিল
এই মতে পুত্র কন্যা যমজ জন্মিল।
ডান শ্বাস দীর্ঘ অতি অধিক শীতল
সেই ক্ষেণে ঋতু পাত করি কর বল।
পুত্র হৈব সুপণ্ডিত নারী হৈব তেন
হেন শ্বাস বামে পাই কন্যা হৈব তেন
বাম শ্বাসে কন্যা হএ যদি বীর্যপাত
ডান শ্বাসে এ হএ কহে গোর্খনাথ
সপ্তপর্দা টাটি দিছে শরীরে বান্দার
একে একে কহি শুন নাম যশ তার।
এক টাটি লোম জান দ্বিতীএ চামড়া
তৃতীএ জানিবা টাটি হই আছে হেরা।
চতুর্থেত রগ লহু পঞ্চমে নিশ্চএ
ষষ্টমেত অস্থি মজ্জা সপ্তমেত হএ।
নবগ্রহ বার রাশি আর সপ্তবার
এ সকল আছে জান শরীরে বান্দার।
নবগ্রহ যথা বৈসে শুন তার চিন
নাভিস্থানে[৪] বৈসে রবি লও পরিচিন।
চক্ষেত মঙ্গল বৈসে হাতে[৫] হএ বুধ
অর্ধহৃদে গুরু শুক্রে শুক্র রহে শুদ
তালুমূলে বৈসে সোম নাদচক্রে শনি
রাহুমুখে কেতুরাহু এক হেন জানি।

বার রাশি আর যথ না দেখে নয়ানে
তেকারণে বিস্তারিয়া না কৈলুঁ গ্রন্থনে।
আছএ শরীর মাঝে এ দশ দুয়ার
একে একে কহি শুন করিয়া বিচার।
দুই কর্ণ দুই আঁখি নাসিকা এহি
মুখ নাভি গুহ্য লিঙ্গ– এই দশ কহি।
ব্রহ্ম চারি দ্বার জান গুরু নিষেধিল
তেকারণে চারিদ্বার প্রচার না কৈল।
তিন ধিক আউট হাত দীর্ঘল শরীর
চুরাশী[৬] আঙ্গুলের প্রমাণ সুচির।
শরীরের রগ সব তিনশত ষাইট
শোণিতে ভরিয়া আছে সমুদ্রের মত।
তার মাঝে দশ নাড়ী আছএ প্রধান
যেখানে যে আছে কহি লও পরিমাণ।
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা দুই সুষুম্না আর
গান্ধারী, কুহু, হস্তীজিহ্বা, পুষা নাম তার
পক্ষিনী শঙ্খিণী মুষা কুণ্ডলিকা দশ
ধক দশ ব্রহ্মনাড়ী হএ একাদশ।
যে যে নাড়ী যেইস্থানে, রহিয়াছে নিত
সে সব কহিব আমি শুন দিয়া চিত।
ব্রহ্ম নাড়ী মেরুদণ্ড ভেদিছে নিশ্চিত।
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা দুই মেরু দুই ভিত।
তালু মুলে হস্তীজিহ্বা মুখে বৈসে মুষা
শিরেত পক্ষিনী লিঙ্গে কুণ্ডলিকা বাসা।
ডান কর্ণে সুষুম্না বামেত পক্ষিণী
বাম চক্ষে গান্ধারিকা পুষাত দক্ষিণে।
নদ নদী খাল নাল যেন পৃথিম্বিত
নাড়ী সব শরীরেত শোণিতে পূরিত।
যেহেন দরিয়া সব পৃথিম্বী মাঝার
শরীরের মধ্যে আছে তেমত আকার।
এক নদী ফোরাত যে দ্বিতীএ হেমুল
তৃতীএ কুলমুম নদী চতুর্থে সেখুল।
পঞ্চমে ফুয়াদ নদী ষষ্ঠমেত নীল
সদ্‌কা দরিয়া আছে সপ্তমে কহিল।
হিন্দুয়ানি ভাষে শুন দরিয়ার নাম
ইঙ্গ নদী রত্নাকর সম্ভু[৭] অবিশ্রাম।
লবণী ক্ষীরোদ হএ আর জলা নদী

---

২. সর–খ। ৩. সর–খ। ৪. নাড়ী সুদান–খ। ৫. হৃদে–ক। ৬. ছিয়ানব্বই–ক। ৭. ইক্ষু–ক।

শরীরেত এই সিন্ধু রহে নিরবধি।
জিহ্বামূলে ইক্ষ নদী চক্ষে রত্নাকর
কএলেখা হএ সিন্ধি ক্ষীরোদ সাগর
দধি নদী বীর্য সব লিঙ্গে নিকলএ
লবণী দরিয়া মূত্র স্রোতোধারে বএ।
জল নিতি[৮] ঘর্ম সব অঙ্গেতু নিকলে
ভাল বুলি এই সিন্ধু রত্তন যারে বোলে।
এ সব দরিয়া যদি হৈল তরঙ্গিত
উথলিয়া নিকলএ হইয়া ব্যাপিত।
চারিশত চুয়াল্লিশ শরীরেত হাড়
'রহিম' আছএ অস্থি সব হস্তে সার[৯]।
যে মত সংসারে আছে পর্বত পাষাণ
অস্থি সব শরীরেত তেমত ধরান।
অস্থি চর্ম লোম নাড়ী যথেক আছএ
যার যেন মত কর্ম প্রভুরে সেবএ।
সুমেরু পর্বত যেন পৃথিম্বিত আছে
তেহেন শরীরে মেরুদণ্ড রহিয়াছে।

যার যেই এবাদত আছএ করিতে
বাতাসে বচন কহে থাকিয়া অঙ্গেতে।
ভ্রমণ করাএ লোভে নানা দ্রব্য খাএ
অগ্নিএ সে সব যথ হজম করাএ।
আকলে আকল দিয়া সম্বরি রাখএ
নয়ানে প্রদীপ জ্বালি কুদরত দেখাএ।
হুশিয়ার দীল মধ্যে হুশিয়ার দিয়া
নামাজ করএ তনে সব তন মিলিয়া।
তন তহ্‌রিমা বান্দা জানিঅ নিশ্চএ
জিকির করএ বাউ কোরান পড়এ।
রুহএ রুকুহ করে সজিদা এক মনে
আকলে সালাম করে বহুল যত্তনে।
এহি মত আছে বহু সেবার বাখান
কে পুনি কহিতে পারে তাহার সন্ধান।
গুণিগণ পাএ কহে শেখ মনসুরে
অশুদ্ধ পাইলে শুদ্ধ করিবা চতুরে।

বার চাহরম

বিভিন্ন তন

॥ দীর্ঘ ছন্দ। রাগ বরাড়ি ॥

এবে কহি গুণিগণ হই শুন এক মন
চতুর্থ ফসলে যেই আছে
কহি শুন একে একে লেখি দেখ পরতেক
প্রত্যয় করিঅ মনে পাছে।
চারি মত আছে তন শুন তার বিবরণ
আম্মারা করিয়া তন এক
আম্মারা যে-সব তন সে-সব কাফিরগণ
মতি তার অশুদ্ধ না-পাক।
কাম ক্রোধ লোভ মতি লোকেরে পিষুণ অতি
'কেনা' রাখে মনে অতি তার
নিন্দা চর্চা করে অতি সে দুষ্ট পাপিষ্ঠ মতি
মিছা কহে সে দুষ্ট দুর্বার।
রতি ভাবে অতি মন রতি ভুঞ্জে অনুক্ষণ

---

৮. সর্ধ–খ। ৯. গাড়–খ।

মনপুরে করএ শৃঙ্গার
পর প্রাণ বধে সেই করে যথা যেই পাই
হারাম ভক্ষণ অতি তার।
যেই কর্মে পাপ হও সে করিতে মনে লএ
আলিমের নিন্দা করে অতি
নিঃসরে নিষ্ঠুর বাণী সাক্ষি কহে নহি শুনি
অকর্মেত বহুল পিরীতি।
পেট ভরি লোভে খাএ নিশি সব নিদ্রা যাএ
আল্লা নাম না করে স্মরণ
বহুল নিঃশ্বাস[১] অতি গতাগত নাহি গতি
পুষ্ট করি অঙ্গেরে পালএ।
ভুঞ্জে নিত[২] গাধাসম ভাল কিবা সে অধম
মনে নাহি জ্ঞান অতিশএ
কহে বাক্য করে আন মনে বাঞ্ছা পত্নী জ্ঞান[৩]
ছন্ন বাক্য কপট হৃদএ।
দ্বিতীএ যে আম[৪] তন এ তন যে-সব জন
মুমীন সে সকল সব
করে যথ সত্য সত্ত্ব নিতি করে এবাদত
প্রভু সেবে জান সেই সব।
প্রভু যেই নিষেধিছে নসলে সেই হৈব পিছে
সে কর্মেত মনে বহু ভএ
করিছে হুকুম যেই নিতি করি থাকে সেই
আজ্ঞা পালে প্রভুর সদাএ।
সদাএ জিকির মুখে কোরান পড়এ সুখে
নিতি করে লোক[৫] উপকার
লোকেরে ভালাই করে নিতি চিন্তে চিত্ত মাজে
কৃতি চাহে প্রিয়া ব্যবহার।
তৃতীএ মূলহিম[৬] নাম তন অতি অনুপাম
আউলিয়া সবের জান সেই
নেক আমলে তপ কর দীল করি প্রভু 'পর
রাত্রি দিন তান ভাব এই।
সত্য বাক্য মুখে নিতি সদা লোক সঙ্গে প্রীতি
সকলেরে তুষ্ট করে মন
পাসরিয়া নিজ তন প্রভু চিন্তে এক মন
বিসর্জএ দুনিয়া ভুবন।
মন যথ তপ পায় না গোচরে কার ঠাঁই

---

১. আলস্য–ক। ২. ভোজ (?)–খ। ৩. আম–ক। ৪. পর–খ।
৫. কহে লোকে...মন বর্ণ অতি জ্ঞান–খ। ৬. দুলহিম–খ।

সির্নামা

প্রভু বিনে কার আশা নাই
যার যথ দোষ পাএ প্রভু ভাবে না দোষএ
আতুরে রাখএ ছাপাই।
আপনারে ছোট জানে দয়া করে সব মনে
ভক্ষ্য বস্তু সব করে হীন
অল্প আহারে তুষ্ট সহে অতি দুঃখ কষ্ট
সবে দেখি কহে হীন হীন।
চতুর্থে মোথমিন নাম নবী সকলের ঠাম
কর্ম তার প্রভু পরিচএ
প্রভুর গোপত ছাড়ি তনে মনে না দে এড়ি
রাত্রি দিন নৈরূপ সেবএ
লোকেরে দেখিলে পন্থ জানে যথ আদি অন্ত
জানাএ যথেক লোক হিত
রুজু[৭] খোদা পন্থ বিনে যে মতে আনএ দীনে
সে কর্ম করএ পুনি নিত।
আউলিয়া আম্বিয়া দুই তাহার নিশানি কহি
কর অবধান গুণিগণ
আউলিয়া যেই হএ আল্লার রহম পাএ
কেরামতে আউলিয়ার চিন।
বোলএ আম্বিয়া যারে পরীক্ষা দেখাই পারে
তানা যেই করে সে পারএ[৮]
যেমতে কাফিরে চাহে হেন মত করে তাহে
সেই মত পরীক্ষা দেখায়।
যেন মোহাম্মদ নবী আবু জেহেলের বাণী
দেখাইলা আকাশের চন্দ্রএ
দুই খণ্ড করি রাখে যেন লোক সবে দেখে
তবে নরে করে পত্যএ।[৯]
আউলিয়া বোলে যারে পীর বুলি হেন তারে
কহিলাম বচন নিশ্চএ
আম্বিয়া বোলএ যারে সেই হএ পয়গাম্বরে
এথ জানি করিও মনএ।
আউলিয়া আম্বিয়া যবে ক্ষেতিত না হৈত তবে
এই মত ক্ষেতি ন রহিত
আল্লার কোরান বাণী আনিআ সংসারেত পুনি
হিত কর্ম চিত্ত হৈল নিত।
আল্লার হুকুম যথ হৃদে মনে যথ শত
অনাচার না রহিতে পাপ

---

৭. রর্জা–ক, খ। ৮. তবে নরে করএ পৈত্যএ–ক। ৯. তবে লোকে করে পতিয়াএ–খ।

অভিপ্রায় প্রেমাকার ঘুচাইব সংসার ভার[১০]
কহিয়াছে যথ তপজপ।
আম্বিয়া সবের বাণী আউলিয়া সকলে শুনি
সেইমত কর্ম কৈলা সার
লোকেরে জানাই দীন করি দিলা প্রভু চিন
যেন মতে ভাবে করতার।
পূর্বে ছিলা পয়গাম্বর পালিল যথেক নর
যে মতে ভাবে করতার।
তারা সব গেল গঞ্জি আউলিয়া সকলে কহি
জানাইলেক উদ্দেশ দীনের।
তাহার পশ্চাতে যথ আলিমে শিখাই দেন্ত
ভালে ভাল মন্দে মন্দ জান[১১]
কিতাব বাখানি কহে যার মতে যেই হএ
পাপ পুণ্য করি ভিন্ন ভিন।
যে দেশে আলিম নাই না রহিও সেই ঠাঁই
না শুনিবা শাস্ত্রের বচন
শাস্ত্র কথা না শুনিয়া পাপে মতি ভোর হৈয়া
দুষ্টের বচনে ভুলে মন।[১২]
আলিমের সঙ্গে যেন সুগন্ধি দোকানে তেন
যদি বৈসে সুগন্ধি বাজার
না পাএ সুগন্ধি যবে নাকে গন্ধ লাগে তবে
আলিমের তেন ব্যবহার।
দুষ্ট সঙ্গে যার মেলা যেহেন কামার শালা
এই মত জানিলেক ভাও
যদি সে না-পাক লোহা অঙ্গে আসি পড়ে সেহা
ক্ষুদ্র অগ্নি সে জনের গাও।
পূর্বে নবী ছিল যেন এখনে আলিম তেন
সেইমত দীন প্রচারএ
আলিম কিতাব দুই না থাকিত যদি এই
দীন তেজি কাফিরেত যাএ।
বচ নিত্য গুণিগণ ঘৃণা ক্ষেমা দিয়া মন[১৩]
অশুদ্ধ পাইলে সেইক্ষণ
দেখিয়া অবোধ মতি কৃপা দৃষ্টি করি অতি
তোমা 'পরে কৃপা নৈরাকার
হীনেরে না ক্ষেম দোষ নৈরাকারে করে রোষ
প্রভুনাম করিম সাত্তার।

---

১০. অতি শ্রম প্রতিকার ঘুচাই সংশয় ভার–খ। ১১. দুকানে–ক, খ। ১২. মুমীন মুসলমানি দীন–ক। ১৩. ঘ্রাণ ক্ষেমিয়া মন–খ।

যেন ধরে চুরি কর্ম পাপ কর্ম ছাড়ি ধর্ম
বরের যে ভূষণ ভোজন
নিকৃষ্টের শ্রধা অতি তেন মত খাইতে ভর্তি[১৪]
হেন ভাব জান মোর মন।
উত্তমের পাছে পাছে উফারি বা যেন গাছে
কাক পিক করিলুঁ সমান
গুঞ্জ সুবর্ণের সম যে উত্তম যে অধম
মধুভাষে কাক পিক ভিন।
এই মতে গুণিগণ না হএ বিরস মন
নিদোষী আছএ কোন জন
বান্দা হৈলে আছে দোষ ভাল মন্দ করে রোষ
নির্দোষী নৈরূপ নিরঞ্জন।

বাব পঞ্চম

দীলের বিচার

পঞ্চম ফসলে শুন দীলের বাখান
যে যে মত দীল হএ করিব বয়ান।
চারি মত দীল হএ শুন মন দিয়া
একে একে কহি শুন সব বিচারিয়া।
প্রথম পাষাণ দীল কাফিরের হএ
মুনাফিক কাফিরের জানিও নিশ্চএ।
পরদুঃখ দেখিয়া আপনে নহে দুখী
আনেরে বিগতি দিয়া আপে হএ সুখী।
দুঃখিত দেখিয়া দান না করে তুরিত
ক্রুদ্ধ মুখে কষ্ট বাক্য না কহে সুহৃৎ।
দ্বিতীয় দিনের কথা শুন বিবরণ
আঁধার তাহার দলী অবশ্য সঘন।
নিচিন্তে থাকএ অতি হই ফরামুস
গাফিলি জাহিলি সেই সর্বত্রে আলস।
ভাল মন্দ না চিনিএ যেন পশু প্রাএ
শিখাইলে ভাল মন্দ মনে নাহি ভাএ।
তৃতীএ জানিও 'দীল' নুরের গঠন
সকল দেখএ দীলে ভাবি পাএ মন।
যেহেন জানিবা দেখে মোমের দেউটি
প্রদীপ যেহেন জ্বলে পর তেল চাটি।
মুমীন সবের জান এইমত দীল
কর্ম অতি ধর্ম মতি ক্ষেমাবন্তশীল।
সদাএ নামাজ রোজা মুখেত জিকির
অন্বেষএ নিরঞ্জন মন করি স্থির।
চতুর্থে গঠন জিন্দা আম্বিয়ার দীল
আউলিয়ার দীল আর এ মত কহিল।
জিন্দা থাকে নিরন্তর থাকএ চেতন
কদাচিত নিরঞ্জন না হএ ভ্রমণ।
বিনি সত্য না কহএ যতেক কথন
যেই রহে সেই হএ না যাএ খণ্ডন।
এই চারি মত দীল শরীরে বান্দার
কোন ভাল কোন মন্দ করিয়া বিচার।
কহএ মনসুর হীনে করি চাটুকার
দৃষ্টেত দৃষ্টিএ করি করিবা সুমার।

---

১৪. সতী–খ।

বাব ষষ্টম

বাবি পরিচয়

ষষ্টম বাবেত শুন বাবির ভেদ কহি
লেখিয়া আছএ জান কিতাবেত যেই।
প্রথম শুকা[১] বাবি শুন বিবরণ
জরদ বরণ হএ অতি সুলক্ষণ।
চৌকোণা হইয়া নাসা পূরে নিকলএ
দ্বাদশ আঙ্গুল হই নিকলে নিশ্চএ।
এ অষ্ট অঙ্গুলি আসি ফিরিয়া নাসাএ
প্রতি দমে পরমাই চার অঙ্গুলি ক্ষএ।
বাবি বন্দী যেই করে সেজনে রাখএ
এথ পরাক্রমে সন্ধি জানিও নিশ্চএ।[২]
যে দিনে মাহেন্দ্র বাবি নাসিকাত বএ
যেহেন মধুর মাঠা[৩] জিহ্বাত লাগএ।
ছবজা বরণ অতি পবন বাবির
যেহেন পবন চলে দেখিতে সুচির।[৪]
নিকলএ অষ্টাঙ্গুল হতে নাভিতল
নিকলএ শরীরেত করিয়া আমল।[৫]
অর্ধেক ভিতরে থাকে অর্ধেক বাহির
জিহ্বাত কষের স্বাদ লাগে সেই নীর।
তৃতীয়ত আত্মা[৬] বাবি চিপিত নিশ্চএ
বরণ বাবি স্রোতবর্ণ হিন্দু সবে কএ।
সে বাবি থাকএ জান নিজ মুণ্ড দেশ
অষ্টদশ অঙ্গুল যে নিকলে বিশেষ।
এ দশ অঙ্গুলি ফিরি নাসিকা প্রবেশ
সে দিনে ঝালের মাঠা[৭] জিহ্বাতে বিশেষ।
সবজা বরণ আতস পবন হএ
হিন্দুএ আনল বাবি করিয়া কহএ।
সদাএ থাকএ বাবি সে অগ্নি পূরণ
নাভির হেটেত স্থান তার উতপন
নিকলে অঙ্গুল চারি হইয়া ত্রিকোণা
অর্ধেক ফিরএ অর্ধেক বাহিরে মার্জনা।
সেই দিনে জিহ্বামূলে অতি তৃষ্ণা[৮] হএ
যে জানে তাহার মজা রাখিএ মনএ।
দিবসেত বহে বাবি হই অষ্ট ভাগ
এক ভাগে চারি ডণ্ড জানিও তাহাক।
এক দণ্ডে ষাট পল জানিও নিশ্চএ
বুঝিয়া যত্তন কর যার মনে লএ।
এ ডণ্ডে চারি ক্ষণ নিকলে পবন
আনল বরণ বাবি মাহেন্দ্র যে জান।[৯]
মাহেন্দ্র দীর্ঘল শ্বাস অধিক শীতল
বরুণ তাহার মত পাইলে কুশল।
আনল তাতল বাউ পবন বহে যেন
সর্বনাশ বহু দোষ পাইলে কুক্ষণ।
মাহেন্দ্র বরুণ বাউ আনল যেখন
জর্কিবাদ আনল[১০] যে এহা রাখ তেন।
এ চারি খেনে বাবি আমন গমন
গুরু বাবি[১১] অন্বেষিব ভাবি মনে মন।
দিবসের ভাল মন্দ বুঝিতে কারণ
ইঙ্গিতে সংক্ষিপ্তে কিছু কহিল লক্ষণ।
প্রভাত সমএ উঠি নিদ্রা অবশেষ
শুক্র সোম বুধ যদি পাএ বাম শ্বাস।
সকল কুশল হএ যেদিন ভিতর
শনি রবি মঙ্গল গুরু এই চারিবার।
দক্ষিণের সর ভাল করিবা বিচার
ডাইনে বাপের ঘর বামে জান মার।
দিবাকর দক্ষিণের সরেরে জানিবা
বামে নিশাপতি হেন মনেতে মানিবা।
বাপ যদি মায়ের ঘরেত প্রেতকালে
অধিক সন্তোষ মাও সে দিবস ভালে।
মাতৃঘরে পিতা যদি যাএ সেই দিন
বিবাদ করএ মাত্র অশুভের ক্ষণ।
বাপ সর পাই যদি ঋতু আপেক্ষণ
নিশ্চএ জন্মিব পুত্র তাহার লক্ষণ।
বাম সরে কন্যা জন্মে জানিও নিশ্চএ
ইঙ্গিতে কহিলে কিছু রাখিও মনএ।
যে করে বাবির কর্ম শুন মন দিয়া
পৃষ্ঠেত লাগাএ নাভি মেরু স্থির হৈয়া।
উর্ধ্বনালে পিয়া বাবি পাছে কর্ণে হানা
সর্বদ্বারে তালি দিয়া দড় কর থানা।
মল দ্বারে পদ দিয়া তুলিবেক বাই

---

১. মৃত্তিকা–ক। ২. মনএ–ক। ৩. মজা–ক। ৪. সুধীর–ক। ৫. করি আছে মল–খ। ৬. আব–ক। ৭. মজা–ক। ৮. তিক্ত–ক। ৯. পুবন বাবি মাহিন্দ্র বরুণ–ক। ১০. জগিবাদ বয়ান–খ। ১১. ভক্তি–ক।

তিহরীতে ঘন টিপ গগন ঠেকাই।
নাসিকা অগ্রেতে দিষ্টি দিয়া নিযোজিব
প্রতিদিন এই মত কর্মেত রহিব।
বাবি সঙ্গে আত্তমার দেখিবেন্ত নুর
যে যে মতে যেই বাবি করিব হুজুর।
সে দীপে উতপন[১২] হৈব আপনার নুর
ভূত ভবিষ্যৎ যথ হইব প্রচার।
কেহ যদি বাবি সঙ্গে হৈল মুছখর
দীন দুনিয়া তার হইল কিঙ্কর।
কেহ যদি বাবি সঙ্গে মিলিয়া রহিল
জাবিদা জীবন পাই প্রদীপ জ্বালিল।
বাবি সঙ্গে না মিনিলে সব দেখ ভিন
সৃজন আছএ যথ না পাইব চিন।
খোয়াজা নিজামুদ্দীনে কহে বারে বারে
যে জন চিনিতে চাহে আগে এই করে।
প্রথম নিশ্বাস দম করি পরিচএ
দমের পসর করি সংসার চিনএ।
ভিতরে না পারে কেহ যাইতে নিশ্চএ
দমের সহাএ মাত্র ভিতরে দেখএ।
শরীর ভিতরে বাবি যথ কর্ম তার
স্থানে স্থানে বাবি করে যথ কারবার।
বাপের কোমর হন্তে ঋতুরে চালাই
মায়ের পেটত নিয়া দেয়ন্ত মিশাই।
বাপের যে ঋতু সঙ্গে মায়ের শোণিত
তন সাজ করি বাবি করিয়া মিশ্রিত।
মল জল নিকলএ গুহ্য লিঙ্গ পুরে
ছেপ শ্লেষা[১৩] নিকলি অন্তরে শুদ্ধ করে।
অন্তরেতে সর্ব অঙ্গে নিতি ফিরে বাই
যথাত না ফিরে বাবি তথা রোগ নাই।
যথাত না ফিরে বাবি তথা হএ রোগ
না ফিরে উদরে যদি না লাগএ ভুখ।
যদি সে তালিব হৈতে চাহে কোন জন
প্রথম বাবির স্থানে কর নিরক্ষণ।
সে দীপ পাইল যদি প্রাণের নিশ্চএ
সকল মোকাম গিয়া পাএ পরিচএ।

এহি না সাধিয়া যদি আন সাধে নর
যেন কপি লম্ফি[১৪] উঠে গাছের উপর।
আগে সাধিবেক মূল সরহ যেমত
পাছে যথ চলি যাএ করিয়া বেকত।[১৫]
করিল ইদ্রিস নবী বাবির সাধন
বাবি দিল নিয়া স্বর্গে করিয়া পূজন।
নবী সোলেমানে পাই বাবি মুছখর
সৃজনী যথেক হৈল তাহান কিঙ্কর।
ইসানবী বাবি সাধি আকাশেত গেল
বাউ ভক্ষিল যেই চিরআয়ু হৈল।
আউলিয়া সকল হই বাউ মুছখর
আলোপ হৈয়া রহে সংসার মাঝার।
শূন্যে চলে নহে স্থলে পানির উপর
কেরামতে নানামতে করএ জুহুর।
ডাইন সর তিন দিন পাইলে শ্রাবণ
সম্পূর্ণ পাইলে হএ চির আয়ু লক্ষণ।
বাম সর বহে যদি এহি তিন দিন
ছয়মাসে হইবেক মরণের চিন।[১৬]
আইলে প্রথম মাঘ তৃতীয় দিবসে
আয়ু দীর্ঘ পাএ যদি বহে বাম শ্বাসে।
এই তিন দিন যদি ডান ভাগে বহে
ছয় মাসে হইবেক মরণ নিশ্চএ।
মাসের যে ভাল মন্দ বুঝে যে চতুর
বাবির সাধনা সাধে যেবা নহে ভোর।
শুক্ল পক্ষে বামে যদি বহে তিন দিন
সে পক্ষে সঙ্কট নাহি জান তার চিন।
কৃষ্ণ পক্ষে ডাইন পাশে যদি পাএ সর
পঞ্চদশ দিন মধ্যে নাহি তার ডর।
বাবির সাধনা আছে অনন্ত অপার
পূরাই কহিতে যথ শক্তি আছে কার।
কহিল সংক্ষিপ্ত কিছু না করিও রোষ
শাস্ত্রেত লিখন আছে মোর কিবা দোষ।
শেখ মনসুরে কহে[১৭] গুণিগণ পাএ
কৃপা মনে বাসি দোষ ক্ষেমিবা আমাএ।

---

১২. উজ্বল–ক। ১৩. লেস্যা–ক। ১৪. লম্ভি–ক। ১৫. ন রহে গোপত–ক। ১৬. আয়ু তার হীন–ক।
১৭. কহে শেখ মনসুরে–ক।

বাব সপ্তম
মনির বয়ান

সপ্তম ফসলে শুন মনির কথন
চন্দ্ররে বোলএ মনি আরবী বচন।
চন্দ্র ঋতু মনি মোতফ, শুক্র, বীর্য, পানি
একই মনিরে[১] কহে এথ ভাষ খানি।
মনি হন্তে অঙ্গে রাগ, জপ রঙ্গ, আর বল
মনি হন্তে আয়ু দীর্ঘ জানিও সকল।
শ্রেষ্ঠ পুষ্ট হৃষ্ট চক্ষে অধিক দেখএ
চক্ষের বাড়এ জ্যোতি বল নহে ক্ষএ।
প্রভু কহিয়াছে দেখ কোরান মেলিয়া
জল পান করি পাছে পড়ে যেই দোয়া।
সে দোয়ার অর্থ কহি শুন দিয়া মন
বিনি মুখে কহিয়াছে প্রভু নিরঞ্জন।
মোর কুদরত দেখ অতি ঘোরতর
মোর সম কেহ নাহি ত্রিখণ্ড ভিতর।
একবিন্দু জল হন্তে সকল সৃজিবা...
জল হন্তে করিলুম সকল সৃজন
জল দিয়া জন্মাইল সকল জীবন।
পয়গাম্বরে কহিছন্ত হাদিসে নিশ্চএ
চির আয়ু কুওত[২] নুর মনি হন্তে হএ।
মনিরে খরচ করে করিয়া শৃঙ্গার
নিবর্লী নিশক্তি হএ শরীর তাহার।
মনিরে জানিও যথ শরীরের ধন
ধন না থাকিলে হএ নিষ্ফল জীবন।
প্রাণের দুর্লভ ধন মনি মুক্তা হএ
ভাণ্ডারে ভাণ্ডারি হই রহিছে[৩] খেমাএ।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিতে চাহে কাম লোভে যাই
সম্বরি না রাখে যদি ভাণ্ডার খেমাই।
কাম ধনু মেলি যদি খেছি[৪] মারে তীর
যুবতীর হৃদে মারে হইয়া[৫] অস্থির।
খাইয়া কামের তীর মুর্ছা[৬] গত হএ
ভাণ্ডারের ধন দিয়া তাহারে চেতাএ।
ধন পাইলে মন তার অধিক উল্লাস
লোভে গিয়া মাগে অতি খেমাইর পাশ।

আঁখিত মনির মূল জানিঅ নিশ্চএ
তেকারণে আঁখির জুতি শৃঙ্গারে হরএ।
মনিরে জানিও সিন্ধু অমৃত সাগর
অমৃত ভক্ষিলে হএ অক্ষয় অমর।
মনির মোকাম জান পঞ্চদশ ঠাম
পনর তিথিএ ফিরে পনর মোকাম।
অমাবস্যা দিনে কাম বৈসে পদতলে
প্রতিপদ দিবসে কাম বৈসে বৃদ্ধাঙ্গুলে।
দ্বিতীএত বৈসে কাম পায়ের পিঠেত
তৃতীএত বৈসে কাম পায়ের গোঠাত।
চতুর্থেত জানু মাঝে করএ প্রবেশ
পঞ্চম দিবসে কাম বৈসে উরুদেশ।
গুহ্য লিঙ্গে আসিয়া ষষ্টমে সঞ্চরএ
সপ্তমেত নাভি দেশে জানিও নিশ্চএ।
অষ্টমেত বৈসে কাম জানিও পাঞ্জরে
নবমেত হৃদে চন্দ্র আসিয়া সঞ্চরে।
দশমেত কণ্ঠেত 'নরলি' যারে কহে
একাদশে চন্দ্র আসি বদনেত রহে।
দোয়াদশে চন্দ্র হএ নাসিকা প্রবেশ
ত্রয়োদশে নয়ানেত গিয়া রহে শেষ।
ললাট উপরে আসি রহে চতুর্দশী
পঞ্চদশে তালু মূলে রহে পূর্ণ শশী।
এই পঞ্চদশ স্থানে শুনিলা মোকাম
পনর তিথিএ ফিরে পনর মোকাম।[৭]
আর সপ্তস্থান কহি মনির নিশ্চএ
সোমে গুহ্য লিঙ্গেত[৮] মঙ্গলে নাভি হএ
বুধে হৃদেত বৈসে গুরু কণ্ঠ[৯] দেশ
শুক্রেত মুখেত আসি করএ প্রবেশ।
শনিত নয়ানে বৈসে রবি শিরমূল
এহা-তু চন্দ্রের স্থান নাহিক বহুল।
রামার বামের শ্বাসে[১০] পুরুষের দক্ষিণ
চন্দ্রের উদিত হএ চিন ভিন্ন ভিন।
গুণিগণ চরণে করিএ পরিহার
অশুদ্ধ পাইলে শুদ্ধ করে প্রতিকার।

---

১. ঋতুরে–ক, খ। ২. কুহুত–ক। ৩. রাখিছে–ক। ৪. আখি যদি–ক। ৫. ফোটে শরীর–ক গোসা–খ। ৭. এই ঠামে ঠাম–ক। ৮. মূলেত–ক। ৯. জীব–খ। ১০. অংশ–ক।

বাব অষ্টম

আরোহা তত্ত্ব

অষ্টম ফসলে শুন আরোহার বাণী
একে একে কহি শুন[১] কিতাব কাহিনী।
প্রাণেরে আরোহা বোলে আরবী ভাষাএ
আরোহার নাম শুন এক প্রাণ কাএ।
আরোহার চারি নাম এ চারি প্রকার
একে একে কহি শুন চারি নাম তার।
নাথকি আরোহা বৈসে মনিষ্য 'তন'-এ
বচন কহএ যথ কহিলে বুঝএ।
'ছামি' নামে পশু পক্ষী আত্তমা বৈসএ
কহিতে না পারে ফিরি বচন নিশ্চএ।
যত জীব ধরে পশু পক্ষী পরিবার
কীট পতঙ্গ আদি পৃথিম্বি মাঝার।
'জিসিমি' আরোহা বৈসে যথ বৃক্ষ তরু
তৃণ লতা আদি আর সুগন্ধ সুচারু।
'নাসি' নামে আরোহা বৈসে যথ পাথর-এ
মনি মুক্তা আদি যথ দানা কঙ্কর-এ।
আরোহা ব্যাপ্ত হৈয়া মিশিয়া আছএ
পুষ্পের অন্তরে গন্ধ যে মত আছএ।[২]
গোটের অন্তরে দুগ্ধ আছএ যে মত
তেন মতে প্রাণ আছে শরীরে গোপত।
দুগ্ধ হন্তে দধি হএ দধি হন্তে লনী
তেন মত আছে জান শরীরেত প্রাণি।
আরোহার 'সুহা'[৩] হএ জান তালুমূল
বারাম[৪] দেয়ন্ত চক্ষে দেখন্ত সকল।
কর্ণেত বসিয়া শব্দ শুনে এক মনে
আল্লার জিকির কহে রহে আলাপনে।
বচন কহন্ত প্রাণে[৫] বদনে প্রকাশি
জিকির কহন্ত মুখে নানা রাশারাশি
আরাম করন্ত প্রাণে কর্ণ কাছে যাই
দ্বার বাঁধিলে যেন গৃহপতি নাই।
আপনার নিজগৃহ সকল শরীর
নিরক্ষি দেখন্ত সব ভিতর বাহির।
উপরেত আর্শ চলে হেটে করি দীল
ধ্যান করন্ত দীলে সকল মিলিল।
উজির নাজির কাজি আর কতোয়াল
ধেয়ান করন্ত তথা আসি ভালে ভাল।
শরীর শহর মধ্যে আত্তমা নৃপতি
আত্তমা বিনে শরীরেত আন নাহি গতি।
সত্যবাক্য আরোহার কাজি হএ জান
পুণ্যকর্ম আকল যে উজির প্রধান।
নাজির ক্ষেমাই হএ মনি-ধন-মাল
যাহার উচিত যথা কিবা মন্দ ভাল।
হুশিয়ার কোতোয়াল শরীর 'বিষা'তে[৬]
একিন বসিয়া থাকে নৃপতির সাথে।
নেক আমল উজির আকল মহামতি
সে পুনি হুকুম করে যার যেই মতি।
শরীরের লোম যথ রায়ত সকল
খাজনা দেয়ন্ত সবে নৃপতির মাল।
নফসরে দিয়াছে[৭] রাজ্য–লই পঞ্চ সেনা
তাহার উপরে মুখ্য ইবলিস দুজনা।
কামক্রোধ লোভ মোহ নিদ্রা হএ সাচে
ইবলিসের বাক্য মানে দড় করি পাছে।
আত্তমার কার্য কর্ম এ সবে করএ
নিযোজিছে যার 'পরে যেই কর্ম হএ।
হুকুম হইলে কাজি উজির নাজিরে
যেইমত আজ্ঞা হএ সেইমত করে।
ভালমন্দ রাজ্যে যথ নৃপতির দাস
যে যেই মাগন্ত তারে পুরায়ন্ত আশ।
এ সবের মনে যুক্তি ইবলিস দুর্মতি
নানা বুদ্ধি শিখায়ন্ত দিয়া নানা ভাতি।[৮]
বোলে কাজি উজির নাজির কোতোয়াল
নৃপতি ধেয়ানে সব রহে নিত্য[৯] ভাল।
তারা সবে কহে নিত্য নৃপতির ঠাঁই
সে সব করিলে নাই আমার ভালাই।
বোলে মুই নৃপস্থানে করিমু গোহারী
যে খনে ধেয়ান ভাঙ্গি যাএ সব এড়ি।
আলাভোলা[১০] নৃপতি না জানে ছন্দোবন্ধ
যে যেই মাগএ তারে করে অনুবন্ধ।
সর্বত করম যদি এই ফরিয়াদ

---

১. যথ–ক। ২. নিশ্চএ–ক। ৩. অর্থ ক। ৪. আরাম–ক। ৫. দিলে–ক। ৬. বিলাতে–ক। ৭. নতু ছার দিছে–খ। ৮. মতি–ক। ৯. রহিলেন্ত–ক। ১০. বালাভোলা–ক।

উপদেশ দিয়া মোরে পাতিব বিবাদ।
বিরলে যেখানে নৃপ থাকে একসর
চাটুকার করি কৈমু বচন সুন্দর।
নানা ছল করি নৃপ আনিব ভোলাই
যেই মাগে সেই দিব কৃপাল গোসাঁই।
তুমি সব রহ এথা হই সাবধান
যদি সে আনিলুঁ মুই আল্লার ফরমান।
সেক্ষণে করিতে চাহি সেই ব্যবহার
রাতারাতি মারি লৈমু রাজার ভাণ্ডার।
যদি সে ভাণ্ডার হএ আমার অধীন
ধনলোভে না করিব ভালমন্দ চিন।
তবে সে নৃপতি বাক্য আমার ধরিব
পাত্রমিত্র কাজি মুফ্‌তি লজ্জাগত হৈব।
এমত শুনিল যদি পঞ্চ সেনাপতি
আগুবাড়ি প্রণামন্ত হৈয়া একমতি।
যদি সে এমন কর্ম করিবারে পার
প্রাণপণ করি কার্য করিবাম দড়।
এথেক শুনিয়া পাপী তুষ্ট হৈল মন
যেমত কহিল পাপী গেল সেইক্ষণ
নৃপতি বিরলে বসিয়াছে একসরী
নানা ছলে নৃপতিরে কহে মায়া করি।
নানামতে মায়া করি বোলএ বচন
নৃপতি ভোলাএ দুষ্টে অধিক যত্তন।
তাহার মনের বাঞ্ছা যথেক বোলএ
সেই মতে করে আজ্ঞা হইয়া সদএ।
আলাভোলা[১১] নৃপতিরে যদি সে বুঝাএ
ভালা অনুমত[১২] কর্ম নৃপতি করএ।
মন্দ পাত্রে মন্দ যদি কহে গিয়া নিত
সেই মন্দ করে রাজা জানিও নিশ্চিত।
ভাল মন্দ নৃপ আগে সব একাকার
ভালে ভাল মন্দে মন্দ যথেক কারবার।
মন্দেরে করিতে মন্দ যথেক প্রকার
যেন মতে রহে জান রাজ্য আপনার।
ভালর সুকর্মে নৃপ অতি হরষিত
হাস্যতা মন্দরে করে অল্প পিরীত।
ভাল যদি মন্দ করে[১৩] করে অতি বল
সন্তোষিত মন নৃপ করে চলাচল।
মন্দে যদি ভালরে করএ মন্দ হানি
বহু শাস্তি অল্প প্রীতি মুখে কহে বাণী!
মন্দ পাই মন্দ কর্ম অধিক করএ
ভাল ভাল করিবারে অধিক সংশএ।
ইব্লিসে যদি সে পাএ আপনা সুহৃৎ
আপনার পাত্র স্থানে কহএ তুরিত।
শুন সেনাপতি সব আমার বচন
যার যেই মত কর্ম কর তুষ্টমন।[১৪]
আসি সেনাপতি সবে করিয়া প্রণাম
যার অনুরূপে সেই করে গিয়া কাম।
মোহ বোলে ভুলাইমু চিত্ত স্থানে গিয়া
মায়া বোলে ভুলাইমু হিতকারী হৈয়া।
লোভে বোলে বহু লোভে ভোজন করাইমু
নানা লোভে মায়া দিয়া ফিরাই রাখিমু।
আলস্যে বোলএ যদি করাইল ভোজন
মুই গিয়া প্রভু নাম করাইমু ভ্রমণ।
নিদ্রাএ বোলএ মুই তার পাছে যাই
পাসরাইমু প্রভু নাম শয়নে শুতাই।
কাম ভাবে বোলে মুই তার পাছে যাই
চৈতন্য চেতএ[১৫] যদি কাম ভাব দিই।
কামানল দিয়া তারে বহুল তাপিমু
কাম ভাব দিয়া চিত্ত আকুল করিমু
আনলের তাপে হৈব অতি কম্পমান
শৃঙ্গারের ভাবে হৈব লোভিত প্রমাণ।
মন পূরি নারী সঙ্গে করিব শৃঙ্গাব
সে আনলে পুড়িয়া করিমু ছারখার।
যথ ধন মনি মুক্তা করিবেক ক্ষএ
বিনি ধনে বুদ্ধি নাশ করিতে নারএ।
শীতে[১৬] বোলে হেন সমে মুই চলি যাইমু
কোমর কুণ্ডত[১৭] মারি সর্বাঙ্গ দহিমু।
না লই আল্লার নাম এড়ি তপ জপ
শৃঙ্গার করিব নিতি হৈব তার কফ।
ক্রোধে বোলে তার পাছে মুই চলি যাই
আকল ফহাম সব রাখিমু ছাপাই।
লোভে বোলে তার পাছে যাইমু চলিয়া

১১. ভালাভোলা–ক। ভোলাই–ক। ১২. অনুরূপ–খ। ১৩. মন্দেরে–ক। ১৪. যার জেই মন তুষ্ট করএ তেমন–খ। ১৫. চেতনে চেতাই–খ। ১৬. জারে–ক। ১৭. কুহুত–ক, খ।

চক্ষেতু নিকালি লজ্জা ফেলিমু তুলিয়া।
যদি সে 'পিশুন' 'কেনা' তার চিত্তে রৈল
নিন্দাচর্চা **লাবরালি (?)**[১৮] তার মুখে হৈল।
আর যথ সেনাপতি আছে ইব্লিসার
একে একে এই মত করি অঙ্গীকার।
এই মত সবে যদি পারি করিবার
তবে সে হইব সব অধীন আমার।
একিন ক্ষেমার সনে নারিমু যুঝিতে
ভকতি কাকুতি করি পারি ফিরাইতে।
গ্রামের আনল কাছে যাইতে না পারি
চারি পাশে টাটি দিয়া বুঝাইতে পারি।
জ্বালিলে গ্রামের অগ্নি তাপ যদি পাই
সহিতে না পারি তেজ প্রাণ লই ধাই।
একিনেত বার্তা পাই ক্ষেমার সহিত
যুক্তি বিসর্জন করে তা'সব বিদিত।
উজির নাজির কাজি কোতোয়াল আর
সকলে করন্ত যুক্তি রিপু জিনিবার।
পাত্র মিত্র লই সঙ্গে ইব্লিস দুর্মতি
আমরা সবের সনে যুদ্ধ দিতে অতি।
আমরা সবেরে যদি পারে পরাজিতে
নৃপতি লইয়া রাজ্য করিব নিশ্চিতে।
যার বল হএ নৃপ তার হএ হিত
কি বুদ্ধি জিনিব যুদ্ধ পাপীর সহিত।
যার যেই মত সজ্জা লই অস্ত্র পাণি
সংগ্রামেত সজ্জা হও আপনা আপনি।
কোতোয়ালে ডাকি বোলে হও হুশিয়ার
যার যেই স্থানে রহ করি উপস্কার।
যার পন্থে আইসএ যে পাপিষ্ঠ সকল
বজ্রাঘাত মারিয়া পাঠাও রসাতল।
চেতনে আসিয়া তবে সব চেতাইলা।
'সো'তে[১৯] আসি বুধ দিয়া নিয়মে রাখিলা।
একিন বসিল আসি নৃপতি গোচর
উজির রহিব গিয়া[২০] কোঠের দুয়ার।
পুণ্য কর্ম পুণ্য সব রহে দ্বারে দ্বার
ব্যূহ রক্ষা রহিছন্ত নেক আমল সার।
ক্ষেমাই প্রমাই দুই হই একত্তর
করন্ত যুদ্ধের সজ্জা অতি মনোহর।
যার স্থানে যেই কৈলা হই এক মন
পাপিষ্ঠ আইল সব করিবারে রণ
পাপিষ্ঠ সৈন্য আসি পৌহুছিল দ্বারে
তথা রহি সজ্জা করে পাপিষ্ঠ দুর্বারে।
তার পাছে কাম ক্রোধ লোভ মোহ আর
যথ সৈন্য সেনাগণ লই সঙ্গে তার।
যার সনে যাহারে কার্যেত নিয়োজন
সেই স্থানে চলে সেই করিবারে রণ।
মূলাধার চক্র হন্তে চারিস্থানে আইল
মণিপুর নিকটেত রণ স্থলি কৈল।
কোতোয়াল উজির নাজির সৈন্যগণ
অনাহতে উপস্থিত হৈল সর্বজন।
তথা হন্তে মণিপুর যাএ যুঝিবার
দুই সৈন্য মুখামুখি তথা উপস্কার।
প্রথমে আসিয়া লোভে করে অস্ত্রকার[২১]
লোভেও লজ্জার ভাবে মারে অসিধার।
লজ্জা আসি তার অস্ত্র কৈলা নিবারণ
পুণ্য কর্মে নিজ সৈন্য বাখে সৈন্য গণ।
তার পাছে কামে আসি মারে কাম বাণ
কাম শর হানি কৈল সব কম্পমান।
কামশরে কামানলে জ্বলি যাএ হিয়া
স্তকিত[২২] হইয়া রহে উন্মত্ত হৈয়া।
ভয় আসি ভয়বাণ মারিলেক ছেল
নিবারিতে নারে অগ্নি জ্বলে যেন তেল।
তবে সব লই সঙ্গে ফুহাম আকল
শাম্যমান[২৩] করি রাখে কামের আনল।
আকল হানিতে বুলি ক্রোধ সে চলিল
আকলে মারিয়া অস্ত্র ক্রোধে দৌড়াইল[২৪]
লজ্জা আসি ক্রোধ মুখে মারিল যে শর
ফল বৃক্ষ হন্তে যেন পড়িল বান্দর
পুনি লোভে আসি হানে লজ্জারে বুলিয়া
লজ্জা নিবারিল অস্ত্র লজ্জাগত হৈয়া।
'কেনা'-এ আসিয়া ছেল চিত্তের হানিল
ধর্মবাণে আসি চিন্তা সব দূর কৈল।
পিশুণে হানিল তীর চক্ষে ফুটি রএ

১৮. লাব নারী–ক। ১৯. ছোধে সংজ্ঞা–ক। ২০ বক্ষা–ক। ২১. অস্ত্র লোভ করে–ক। ২২. শুকিত–খ।
২৩. সাম নাম–খ। ২৪. সনে–ক।

পুনি চর্চাবাণ মারে মুখেত নিশ্চএ।
সত্য বাণে মারি চর্চা করিলেক দূর
ভয় বাণে মারিয়া পিশুণ কৈল চুর।
এই মতে রিপু সৈন্যে অন্যে অন্যে রণ
ফিরি ফিরি যুদ্ধ করে নাহি নিবারণ।
তার পাছে মায়া মোহ হই একত্তর
ভোলাই মিলাইতে চাহে তা সবা সমর।
অন্যে অন্যে বহু যুদ্ধ করে সেনাপতি
রণ স্থলে কম্পমান সৈন্যের দুর্গতি।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নিন্দাচর্চা কেন।
ফিরি ফিরি যুদ্ধ করে আর যথ সেনা।
ভয় লজ্জা বিক্রমে সাহসে কোতোয়াল
রিপু সৈন্য[২৫] যুদ্ধ নিতি করে চির কাল।
মায়া-মোহ উঠি বোলে, শুন স্বর্গবাসী
আমি করি কর্ম যথ যেন দাস দাসী
আমা সঙ্গে যুদ্ধ কর কিসের কারণ
মোর বাক্যে সুহৃদ কি ভাবি চাহ মন।
সংসারে আসিছ তোরা জীবা কথ দিন
সংসারের না বুঝিলা ভাল মন্দ চিন।
সুন্দর যুবতী কর মন কুতুহলে
সুখে পড়ি নিদ্রা যাও কামিনীর কোলে।
বহুল ভোজন কর গাত্রে হৈতে বল
ক্রীড়া করি বসি খাএ যথ মিষ্ট ফল।
ধন জন পুত্র কন্যা বড় ঘর বাড়ি
দুনিয়ার কর্ম কর মায়া মোহ ছাড়ি।
নমরূদে ফেরোয়ানে আমার বচন
ধরি কৈল রাজ্য ভোগ আসি এ ভুবন।
আন জনে চেষ্টা করি খাএ ধনে জনে
তুমি তা-তু হীন হও ঘৃণা নাহি মনে।
আর নানা ছল করি চাহে ভোলাইবার
সবে শুনি সত্য হেন করে প্রতিকার?
এথ শুনি ডাকি কহে আছি হুশিয়ার
এ বাক্য প্রতীত করে জান দুষ্ট ছার।
এই দুষ্ট মায়া জালে চাহে বাঝাইবার
মায়া ফাঁদ গলে দিয়া করে ছার খার।
সংসার বান্ধিয়া আছে এই মায়া ফান
প্রভু না সেবিয়া হৈব দু'জগতে স্থান।

এই মতে বোলাবুলি গালাগালি রণ[২৬]
নিবারিতে নারে কেহ সমর ভুবন।
হেন কালে ক্ষেমাই প্রেমাই দুইজন
রণ স্থলে উপস্থিত করিয়া ভূষণ
তওবা-সিফর[২৭] হানি কলিমার ছেল
জিকিরের খর্গ লই রণ স্থলে গেল।
তুহামের অশ্বে চড়ি ফুহাম সঙ্গতি
রণস্থলে গেলা ক্ষেমা সঙ্গে সেনাপতি।
ক্ষেমা সজ্জা দেখি রিপু-সৈন্য চমকিত
কোন বুদ্ধি করিয়া আনিতে নারে চিত।
হুশিয়ারে ডাক দিল হও হুশিয়ার
ক্ষেমার হুকুমে বান্ধে যথেক দুয়ার।
অন্ন পানি স্থানে স্থানে সব দিল থানা
ভাল মন্দ সকলেরে ভক্ষ্য কৈল মানা।
প্রেমানলে জ্বালাইল বহুল মুষল
জ্বালাইতে রিপু সৈন্য কৈল এ সকল।
বাজায় বিয়াল্লিশ বাদ্য **শ্রীগোলার হাটে**
চৌকি রাখিলেন্ত নিয়া ত্রিপিনীর ঘাটে।
অনাহত শব্দ উঠে করি হুলুস্থূল
কাঁসা করতাল শব্দ আনন্দ বহুল।
ক্ষেমাই প্রেমাই দুই গেল রণস্থল
রিপু সৈন্য ভঙ্গ দিল না আটিয়া বল।
অস্ত্রাঘাতে কলিমা জিকিরে যথা যাএ
প্রাণ তেজি রিপু সৈন্য সত্বরে পালাএ।
অস্ত্রাঘাতে ক্ষেমাইব এরে প্রাণ আশা
পক্ষী উড়ি গেলে যেন শূন্য হএ বাসা।
তওবা সিফর[২৮] হানি কলিমার ঘাত
ইব্লিসের শিরে হানি কৈল বজ্রপাত।
প্রেমের অনলে দহি রিপু সৈন্য স্থান
সকল দহিলে মাত্র রহিল পরাণ।
যার যেই অনু রূপে না করিতে বেশ
নিয়মে রাখিল রাজা যার যেই দেশ।
ক্ষেমাই জিনিয়া রাজ্য সব কৈলা স্থির
না রহিল ভিন্ন এক একহি শরীর।
পাত্র মিত্র উজির নাজির কোতোয়াল
যার যেই নিয়মে রহিল চিরকাল।
শাস্ত্রেত কহিছে এই জঙ্গ সে আকবর

---

২৫. ক্রোধেরে লামাইল–ক। ২৬. গেল শুনি গণ–খ। ২৭ তত্যবাছি পর–খ। ২৮. তত্যবাছি পর–খ

জাহিদ আবিদ সবে বুঝে নিরন্তর।
আউলিয়া আম্বিয়া সবে জিনে এই বুঝে
নিরঞ্জন সহায় হএ সর্বলোকে পূজে।
ফকির দরবেশ যদি এই যুদ্ধে জিনে
ক্ষেমাবন্ত ধীর অতি সর্বলোকে চিনে।
জঙ্গ আকবর বোলে আরবী ভাষাএ
বাঙ্গালার ভাষে তারে মহাযুদ্ধ কএ।
বহু সেবা তপ জপ প্রভু পাইবার
না জিনিলে এই যুদ্ধ নারে যাইবার।
পৃথিম্বিত এই যুদ্ধ হন্তে আর নাই
রাজা সবে যুদ্ধ করে, মিছা দুনিয়াই।
জঙ্গ আকবর যদি জিনে যেই জন
সে জনে পাইল রাজ্য জাবিদা জীবন।
রাত্রিদিন মুমীনে করএ সংগ্রাম
এ যুদ্ধ জিনিলে হএ মুমীন নাম।
না করিলে এই যুদ্ধ সে জন কাফির
অতি পাপ মুনাফেক কুফরি শরীর
এই যুদ্ধ জিনে যেই তার স্বর্গবাস
আর যথ সব বৈর পৃথিম্বির পাশ।
দুনিয়ার সুখ ভোগ সব বিসর্জিয়া
একিন করিয়া মনে সবরি ধরিয়া।
বিনি ক্ষেমা না পারএ রিপু জিনিবার
অনন্ত অলেখা সৈন্য যদি করে আর।
কহএ মনসুর কাজি ইসার তনএ
ভোর মতি করিয়া জীবন কৈলুম ক্ষএ।
পূর্বজন্মে ছিল অতি ঘোরতর পাপ
জানিয়া না কৈলুঁ যুদ্ধ হৈল মহা শাপ।
রোসাঙ্গে আছিল আমি রামু কৈল বাস·
না করিলুঁ সেবা মুই আছিলুঁ প্রবাস।[২৯]
সোলতান বংশের কান্তি শাহ তাজদ্দিন
ভাগ্য ফলে হৈল আমি তাহান অধীন।
তানপদ পাদুকার রেণু ভুরু দেশ
দিয়া, মনে আশা করি আছিএ বিশেষ।

নিরঞ্জন তত্ত্ব

বাব নয়

নবম ফসলে আছে ছিরি নিরঞ্জন
প্রচারিতে দোষ অতি গোপত বচন।
কিতাবেত লেখিয়াছে ছিরি কৈলে ফাঁস
কাজি সবে ফতবাতে প্রাণে করে নাশ।
প্রচারিতে দূষিবেক যথ গুণিগণ
ছোট হই বড় বাক্য কহে যেই জন।
তেকারণে কহিলুঁ ছিরি নিরঞ্জন
সকলে বোলএ তারে গর্বিত বচন।
উত্তমে করিলে দোষ সবে মানি লএ
হীনে কৈলে নিন্দে সবে সকলে দূষএ।
তেকারণে প্রচার না কৈল হিন্দুয়ানি
মুর্শিদ ভজিয়া লও হই কানাকানি
যথ হৈল মাত্র সব লও পরিমাণি
এক পরে শূন্য ছয় পাঁচ দিয়া গনি।[৩০]

২৯. না কৈলু উত্তম সেবা আছিলুঁ আবোস–ক।
৩০. রচনা কাল ১০৬৫+৬৩৮=১৭০৩ খ্রিঃ।
লিপিকর : জিন্নাত আলি, ১৮৫৪ সন।

আগম ও জ্ঞানসাগর

আলি রজা ওর্ফে কানু ফকির বিরচিত

বাঙলার সূফী সাহিত্য -১৩

আগম

বিষয় সূচি

আগম ও জ্ঞান সাগর

আলি রজা ওর্ফে কানু ফকির বিরচিত

আলি রজা ওর্ফে ওয়াহেদ কানু ফকির ছিলেন চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানা এলাকার ওশখাইন গাঁ বাসী। তাঁর পিতামহের নাম মুহম্মদ আকবর এবং পিতা মুহম্মদ শাছি। তাঁর পীরের নাম শাহ কিয়ামউদ্দীন। তাঁর দুই পুত্র এর্শাদউল্লাহ আর সরাফতউল্লাহও পদাবলী রচনা করেছেন। আলি রজা আঠারো শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। 'ফয়দুল মুবতদী' ও 'জ্ঞানচৌতিশা' প্রণেতা বালক ফকির এবং ফয়দুল মুবতদী, গুলে বকাউলি প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচয়িতা মুহম্মদ মুকিব (১৭৬০-৭৫) ছিলেন তাঁর শিষ্য। আলি রজা সাধক, তাত্ত্বিক, কবি ও পীর হিসেবে ছিলেন প্রখ্যাত। তাঁর বংশধরেরা বহুকাল পীরালি করেছেন। আলি রজা সঙ্গীতগ্রন্থ 'ধ্যানমালা', পদাবলী, সিরাজকুলুব এবং আগম ও জ্ঞানসাগর (একই গ্রন্থের দুই পর্ব) রচনা করে অমর হয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও হাজী মুহম্মদের সঙ্গেই তাঁর আসন।

আগম : কবি প্রথমেই বন্দনায় বলেছেন :

হৃদের প্রদীপ মোর তুমি গুরু সার
কৃপা কর গুন্থিবারে আগম বিচার।
প্রভুর গোপত তত্ত্ব মারফত যে হএ
সেই মারফত নাম আগম বলএ।
প্রভুর পরমতত্ত্ব আগম বচন...

নিরঞ্জন : শূন্য মধ্যে প্রথমে আছিল করতার
'তম' গুণ মণ্ডলীতে নিরঞ্জন সার।
নাম 'নিরঞ্জন' ছিল তখনে ঈশ্বর।
নিরঞ্জন নামে বিষ্ণু তখনে আছিল
সত্ত্ব তমঃ রজঃ গুণ ছিল একে লীন
ভাবের সাগরে ডুবি হইলা চেতন
আপে আপে ভাবি অনুমান কৈল ভাব
প্রভু যোগ ভুগিবারে প্রেম রস লাভ।
অখণ্ড আকারে নাহি কলা রতি বশ
যুগল বিহনে নাম না ধরে মানস।
যুগল বিহনে ব্যক্ত নহে কৃতি নাম
যুগ বিনে বাক্য সিদ্ধি নহে কোন কাম।

এ ভাবে সৃষ্টি-বাসনার শুরু।

এখানে বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্ব (শূন্যপুরাণ দ্রষ্টব্য) এবং ব্রাহ্মণ্য 'একোহম বহুস্যাম' তত্ত্ব স্মর্তব্য।

সৃষ্টির শুরু : মণ্ডলেত করতার আছিল গোপতে
নিরাকার হইতে যবে আকার জন্মিল
নিরাকার 'আ'কারেত 'উ'কার নির্মিল।
আকার উকার মধ্যে হইল 'ম'কার
সত্ত্ব, রজঃ তমঃ হইল শক্তি আপনার।
নিজ আকার দর্পণে দেখি পাইল চিন...
চিরকাল ছিল এক কুণ্ডলী আকার

সৃষ্টি ও স্রষ্টা : একাক্ষর হরিলে যুগল হএ এক
এক কলেবর দোঁহে নহে যে পৃথক।
উকারের রূপেতে আপন দেখা পাইল
আপনার রূপ যদি দেখিল আপনে
উকারেত সৃষ্টি করি রহিলেক ধ্যানে।

তুলনীয় : হর-গৌরীসম্বাদ। শক্তির মোহিনী রূপমুগ্ধ শিব।
রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণ হএ চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে (বৈষ্ণবতত্ত্ব)।
ভাবিনী সাগরে যেন ভাবক ডুবিল।
কমলের কি মূল্য ভ্রমরে মর্ম জানে
পুষ্পমধু ভ্রমরে না ছাড়ে তেকারণে।
নৈরাকার মগ্ন হৈল প্রেমরস ভাবে
নুর মুহম্মদ 'পরে দর্শিলা গৌরবে।

তারপর অন্যে অন্যে প্রেমরসে দর্শন করিল
প্রেমরস তেজ হৈতে দোহান ঘর্মিল
তবে অনাদি নিগুণ প্রভু করতার
সেই ঘর্ম নীর হৈতে সৃজিল সংসার।

এভাবে ঘর্ম থেকে ত্রিভুবন, চতুর্বেদ, ব্রহ্মজ্ঞান, চতুর্দশ শাস্ত্র, সাতাইশ ব্রহ্মাণ্ড, জীবাত্মা-পরমাত্মা, দেবতা, ফিরিস্তা, নর, পরী, বহ্নি, বায়ু, জল, মৃত্তিকা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্টির উদ্ভব।

নিরঞ্জন : জানিলা দর্পণে ছায়া আপনা সুরত
তাই, নুর মুহম্মদ কায়া সেরূপ সৃজিলা।
অতএব, আল্লাহ্‌র অবয়বে মুহম্মদ নির্মিত।

শক্তি ও মায়া স্বরূপ রসুল শক্তি সূক্ষ্ম অষ্ট অঙ্গ
মায়া শক্তি হএ আর শক্তি লীলা ভঙ্গ।
নিরঞ্জন ও নবীর তত্ত্ব স্বরূপ
স্বরূপ সূক্ষ্মনী মায়া লীলা বলি যারে
এ সকল শক্তি তনু ধরে করতারে।
বিশ্ব শক্তি তত্ত্ব শক্তি প্রভুর শরীর
যে মত প্রভুর কায়া তেমত নবীর।
তত্ত্ব তনু বলি যারে একে একে কই
তত্ত্ব যারে বলে তার জন্ম মৃত্যু নাই।

আপনা শরীর হতে নুর নিকলিয়া
এক হৈতে যুগ কৈল পিরীতি লাগিয়া।
অন্যে অন্যে অষ্টাঙ্গে করিলা মিলামিলি
অমিল মিলনে অগণিত করে কেলি।

শিব-শক্তি কল্পনার প্রশ্রয় আছে এতে।

তারপর প্রেম রসে কথকাল ভুগি জগপতি
তিন করিবারে প্রভুর শ্রধা হৈল অতি।
যুগ রূপে কথা কাল আছিলা গোপত
তিন রূপে শ্রধা হৈল হইতে বেকত।
নাম কৃতি-মহিমা যথেক আপনার
নিজগুণ করিবারে জগতে প্রচার।

আদম তথা মারিচ সৃষ্টি :
প্রথমে করিল আজ্ঞা মথিতে অনল
সে অগ্নি মথনে এক আদম জন্ম হৈল
মারিচ করিয়া নাম তাহার রাখিল।
তার বাম উরু ফাড়ি এক নারী হৈল
মারিচী করিয়া নাম রসনা ধরিল।

মারিচ বৃত্তান্ত সব গ্রন্থেই মিলে।

মরণশীলতার কারণ ঃ
অগ্নি জল মাটি হোন্তে যথ অঙ্গ ধরে
তাহার অসার তনু– এ সকল মরে।
বাহিরে আদম শক্তি প্রচার করিছে .
ভিতরে আল্লার শক্তি লুকাই রহিছে।

কিন্তু, (জীবাত্মা-পরমাত্মারূপ যুগলকে)
যে সবে যুগল তনু এক তনু করে
এক শক্তি হৈলে পুনি সে সব না মরে।
দুই কায়া এক করে সত্য যোগিগণ
তাহাতেই শুদ্ধ যোগী এড়াএ মরণ।
যুগ শক্তি এক করে ফকির সকলে
মরিয়া না মরে তারা ঈশ্বরের বলে।

শরিয়ৎতত্ত্ব 'শরা' সকলের মূল জানিও নিশ্চয়
শরীয়ৎ গুরু হয় মারফত শিষ্য
'শরা' বিনু না পাইব 'আগম' উদ্দিশ।

আবার 'তন' শরীয়ৎ হএ 'মন' তরিকত
হকিকত 'পবন' ঈশ্বর মারফত।

এ ভাবে আরো অনেক তুলনা দেয়া হয়েছে। অবশেষে কবি বলছেন 'চারিদিকে চারি দ্বার গৃহ (দেহ) এক সার' অথবা 'চারি গাছে এক ফল সার মূলে চিন'। অতএব, 'শরীয়ত মারফত মূলে এক সার।

সর্বেশ্বরবাদ 'এক বৃক্ষে কথ ফল লেখা নাহি তার
তেন মত এক প্রভু মনুষ্য অপার।
নর পরী পশু পক্ষী সর্ব রূপ ধরি
লীলা করে মহিমার গুণের চাতুরী।
'তন' রূপে ব্যক্ত প্রভু, গুপ্ত রূপে মন
মূল চন্দ্র রূপ ধরি আপনে ঈশ্বর।

তারপর প্রভুর লীলা ও জল-বায়ু-মন মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

শেষ কথা এই : এক প্রভু লীলা করে নানা রূপ ধরি
যেন নাড়ে বাজিকরে পোতলার ডুরি।
জগত পোতলার রূপ অনিত্য সকল
শূন্য রূপে এক আল্লা সততে উজ্জ্বল।
বিজ্ঞানে গোপত প্রভু সুজ্ঞানে বিদিত।

জ্ঞান সাগর

হযরত আলি রসুলকে প্রশ্ন করলেন– কি কর্মে হৃদয় প্রকাশ হয়, আর কি কর্মে চিত্ত হয় অন্ধকার?

রসুল জবাব দিলেন : ধনে মন প্রভু থেকে দূরে চলে যায়। আর 'ফকির হইলে মন প্রভু পদে লীন' হয়।

পিরীতি উল্টারীত বুঝ সাধুগণ
তত্ত্ব মূলে বুঝ সিদ্ধা পলটা পিরীত।

এবং পণ্ডিত যোগীর মন কমল প্রমাণ
ধন হৈতে মন হএ কৃপণ পাষাণ।

তারপর ধন সম্পদের কুফলের দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

তে কারণে বৈষ্ণবে সম্পদ না অর্জএ।

আল্লাহ বলেন : সেবকে কি দিতে পারে ঈশ্বরের ধার
ভক্তের সেবক আমি সে মোর ঈশ্বর।

ক্ষমা : স্বর্গ মর্ত্য পাতালেত ক্ষমার বড়াই
ক্ষমা সম ধর্ম যশ কীর্তি পদ নাই।

সংযম : কত কত যোগী সবে তেজিয়া আহার
আসনে জঙ্গলে আছে স্মরি করতার।

অদৃষ্ট : ভাল মন্দ সিদ্ধ হএ কর্মে যেই থাকে
কর্ম পন্থ লেখা বিনে তিলার্ধ না দেখে।
যে লেখা কপালে আছে সে কর্ম করাএ
কর্ম লেখা বিনে ফল তিল নাহি পাএ।

তবে বিদ্যা-জ্ঞান হৈতে মন তন শুদ্ধ হএ।
অদৃষ্ট ও আল্লার ইচ্ছাই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে।

তন-সাধন : যুগল সাধক লোক ঈশ্বর পায় চিন
আপনার তন হন্তে না জানেন্ত ভিন
লীলা মহিমা গুণ এ তন অন্তরে
রাখিয়াছে মহানিধি তনের ভিতরে।
সিদ্ধতন বিচারিয়া যোগী হএ সার।
যোগী সমসর কেহ ভবে না জন্মিব
তার সম মিত্র প্রভু না জানে কাহারে।

তারপর আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এ'ব্যাপারে গুরু সে পরম জ্ঞান গুরু সে ঈশ্বর
গুরু কৃপা হন্তে সর্ব সিদ্ধি মুক্তি বর।

এ সাধনায় ক্ষুধা তৃষ্ণা হন্তে যোগী না হৈব কাতর
ক্ষুধা তেজি অতি যোগী স্মরিব ঈশ্বর।

উল্টা সাধনা উল্টা সংসারী হন্তে ফকিরের পন্থ।
সংসারে ফকির শূন্য জপে শূন্য নাম
শূন্য হন্তে ফকিরের সিদ্ধি সর্ব কাম।
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্য যার স্থিতি
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
যথাতে পরম হংস তথা যোগ ধ্যান।
যে জানে হংসের তত্ত্ব সেই সার যোগী
সেই সব শুদ্ধ যোগী হএ শূন্য ভোগী।
সিদ্ধা এক শূন্য এক এই সে যুগল
যে সবে এই তত্ত্ব পালে সে তনু নির্মল।

প্রেমই জগৎ সৃষ্টির মূল। প্রেমই আদি ও শেষ কথা।
যুগ ভাবে ভক্ত প্রভু আপে হইলেন্ত
প্রেম হেতু করতাএ জগ সৃজিলেন্ত।
প্রেম রসে মগ্ন হইল আপনে গোঁসাই
যোগ ভিনে কোন কর্ম সিদ্ধি পন্থ নাই।
প্রেম রসে ভুলি প্রভু যাহাকে সৃজিল।
মোহাম্মদ বুলি নাম গৌরবে রাখিলা।

সে জন্যেই ভ্রমর স্বরূপ হয় যোগীর লক্ষণ
রস ত্যাগি বিরসে না বান্ধে কভু মন।

সিদ্ধ যোগীদের 'পুনর্জন্ম না করিমু আর।'

বামাচারেও কবি আস্থা রাখেন :
মন্দোদরী সঙ্গে ভক্ত হইল দশানন
জানকীর রূপে ভক্ত রাম নারায়ণ
শচী সঙ্গে ভক্ত হইল দেবকুল রায়।
জোলেখা হইল ভক্ত ইসুফ দেখিয়া

আমীর হোসেন ভক্ত জয়নব পাইয়া।

দাউদ, সোলেমান, খলিফা আবু বকর প্রভৃতি সবারই এরূপ প্রণয়িণী ছিল। এমন কি আদমও 'হাবাদেবী সঙ্গে রসকূপে ডুবিছিল।'

অতএব, প্রেম রস বিনু কার নাই মুক্তিবর।
পুরুষের মন বন্দী নারী প্রেম রসে
নারী বিনু পুরুষের অসিদ্ধি মানসে।
তন সঙ্গে মন বন্দী প্রেমের কারণ।

উল্টা সাধনা পিরীতি উল্টা রীতি না বুঝে চতুরে
যে না চিনে উল্টা সে না জীয়ে সংসারে।
সমুখ বিমুখ হএ বিমুখ সমুখ
পলটা নিয়মে সব জগত সংযোগ।
বিমুখে আগম পন্থ রাখিছে গোপতে
চলিলে বিমুখ পন্থে সিদ্ধি সর্ব মতে।
সমুখের সব পন্থ বিমুখ করিয়া
পলটি বিমুখ পন্থে যাইব চলিয়া...
অতি দড় সার তত্ত্ব কহিলুঁ ইঙ্গিতে।

আর অক্ষর যথেক শাস্ত্র করিছে লিখন
প্রেম পাঠ সম এক নহে কদাচন।
পরম প্রেমের পাঠ আগম গোপত
গুপ্ত প্রেম পাট পড়ি সিদ্ধি মুক্তি পদ।

করিব মতে প্রভুর গোপন তত্ত্ব আছিল গোপনে
সেই রত্ন মোহাম্মদ জানাএ আলি স্থানে।
সে রত্ন প্রভাবে হৈল যোগিগণ সব।

এবং শূন্য সূক্ষ্ম তনু হএ রূপ শূন্যকার
রূপের সাগরে সিদ্ধি যথ বণিজার
শূন্য সিন্ধু হন্তে ব্যক্ত রূপের সাগর।

দেহে আছে ষষ্টপদ্ম ষষ্ঠ চক্র ষষ্ঠ ঋত গতি
যথা চক্র তথা পদ্ম ঋতুর বসতি
মণি ব্রহ্মা মূলাধার চক্র বুলিঋত
আজ্ঞা স্বাধিষ্ঠান এই চক্র অনাহত
শ্রীগোলার হাটে তথা নিত্যানন্দ বাজার
পরম সুন্দরী রামা নিত্য দেয় পশার
সর্বভূত হতে ভিন্ন নহে নিরঞ্জন।
নিরঞ্জন নর নহে নর সমতুল
প্রভু হন্তে বিচ্ছেদ না হএ নরকুল।

কেবল কায়া সঙ্গে জীবাত্তমা সতত মিশ্রিত
পরাত্তমা মন সঙ্গে থাকে প্রতিনিত

আর কায়া হএ কামিনী পুরুষ হএ মন

মন হএ রমণী পুরুষ নিরঞ্জন।

এখানে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব প্রকট।

তন কমলেত মন রসের নাগর
অমৃত-সাগর নারী কমলের ফুল।
তন অন্তরে মন মনান্তরে জ্যোতি
জ্যোতের অন্তরে ধ্বনি উঠে প্রতিনিতি।
অনাহত শব্দ কহে যে ধ্বনির নাম
সে ধ্বনির তত্ত্ব হন্তে সিদ্ধি মনস্কাম।
সে হুঙ্কার মূলেত পরম তত্ত্বসার
তার পরে যোগ সিদ্ধি পন্থ নাহি আর।

সাধনতত্ত্ব : শব্দ স্থির হএ যদি স্থির হএ মন
মন স্থির হন্তে অতি স্থির হএ তন।
তন স্থির হন্তে হএ কায়ার সাধন
তার পরে নাই আর পরম কথন।

এবং ধ্বনি মূলে ব্রহ্মানাম বায়ুর সঙ্গতি
সেই নাম পবনে চলএ প্রতিনিতি।
সেই ধ্বনি পরম হংস কহে সিদ্ধাগণ
হংসনাম তেজেত নির্মল তন মন।...
পূরক রেচক সঙ্গে হৃদের কম্পনে
পূরক রেচক সঙ্গে রাখি মহাহংস
এক যোগ সাধনে সে শরীর নহে ধ্বংস।

দেহ পরিচয় : তন মধ্যে সরোবর ত্রিপিণীর ঘাট
ত্রিপিণীর তিন মাস পুরে ইন্দ্র নাট।

দেহের মূল্য মক্কা ঈশ্বরের ঘর নহে তন সমসর
কায়া ঘর প্রভুর গঠন।

আল্লাহ, নবীগণ ও রসুল মুহম্মদ মূলত যোগী এবং রসিক যোগী।

এবং সঙ্গীতও সাধন সহায়ক :

গীতের উপরে সিদ্ধি পন্থ নাহি আন
গান হন্তে পূর্ণ ভক্ত প্রভু করতার
সিদ্ধাকুলে গান হন্তে পায় সিদ্ধি সার।
মহামন্ত্র গান যন্ত্র তত্ত্ব ব্রহ্মনাম
যন্ত্রগীত হন্তে মহাসিদ্ধি মনস্কাম
ঋতু হোন্তে পঞ্চশব্দ বাজে তনান্তরে
পঞ্চশব্দে নিত্যগীত হৃদান্তরে বাজে।

ঋতু বসন্ত পুরুষ হএ হেমন্ত রমণী
বসন্ত জনক হএ হেমন্ত জননী
রজনী পুরুষ হএ দিবস যুবতী।

পরকীয়াসাধন স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস

পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস।

কেননা শরীরেত মনিচন্দ্র সবের উত্তম

তার তেজে যোগসিদ্ধি সকল বিক্রম।

কিন্তু চন্দ্র হোন্তে জিয়ে নর চন্দ্র বিনু মরে

তা হেতু রমণ সিদ্ধা অধিক না করে।

যথ রতি অল্প করে তথ যোগ ধন্য

বহুল রমণ হন্তে ভাণ্ড হএ শূন্য।

অতএব, উলটা সাধনাই বিধেয়।

উত্তম উল্টা ভাষা না বুঝে সকলে

সিদ্ধি সব মহিমা উল্টা পন্থ মূলে।

উর্ধ্বেরে বলিএ অধঃ, অধঃ হএ উর্ধ্ব

শুদ্ধ বুলি অশুদ্ধ, অশুদ্ধ বুলি শুদ্ধ।

প্রভুর পরম তত্ত্ব উলটা সন্ধান।

যোগই হচ্ছে একমাত্র সাধন ও সিদ্ধি পন্থ। তাই

যোগ বিনু পুণ্য বলে স্বর্গ যদি পাএ

দেখা না করিব তার সঙ্গে বিধাতাএ।

আমরা কবির ভাষাতেই গ্রন্থ পরিচয় দিলাম। এতে মূল পাঠের ব্যাখ্যা স্বাধীন ভাবে করবার সুবিধে রইল পাঠকের।

আলি রজার রচনার একটি দোষ অতিকথন ও পুনরাবৃত্তি। নতুবা তিঁনি একজন পণ্ডিত, তাত্ত্বিক ও শাস্ত্রজ্ঞ কবি। আমরা আগমজ্ঞানসাগরের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদ্ধৃতি মাধ্যমে দিতে প্রয়াস পেয়েছি। বাঙালী মুসলিমের সূফীতত্ত্বের ও সূফীসাধনার উদ্ভব, বিকাশ ও প্রভাব-পরিণতির বিস্তৃত আলোচনা করেছি ভূমিকা ভাগে। কাজেই আমাদের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ পুনরাবৃত্তি দোষে অনভিপ্রেত হতো।

'জ্ঞানসাগর' মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদনা করেছিলেন ১৩২৩ সনে এবং তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৩২৪ সনে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে। ভূমিকায় (পৃঃ ৮) তিনি বলেছেন :

"সম্প্রতি আরবী "জ্ঞানসাগরে"র একখানি প্রাচীন প্রতিলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে।...উহা হইতে দেখা যায় যেখানে আমরা গ্রন্থারম্ভ বলিয়া মনে করিয়াছি, সেখানে প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থারম্ভ নহে, তাহার পূর্বে গ্রন্থের আর অনেক দূর আছে। বস্তুতঃ আমাদের পূর্বপ্রাপ্ত অংশটি গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ মাত্র।...এখানকার এয়াকুব আলী সরদারের নিকটেও সম্প্রতি একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেও দেখিতেছি আরবী লেখা পুথির মত গ্রন্থের প্রারম্ভ ভাগে অনেকটা বেশী আছে। আমাদের পুথি পূর্বেই ছাপা হইয়া গিয়াছে সুতরাং গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না।"

সাহিত্য বিশারদ সাহেব এখানে পুরো আগম ও 'জ্ঞানসাগর'-এর আদ্যাংশের কথাই বলেছেন। এ জন্যে জ্ঞানসাগরের প্রথমাংশও সংকলিত হল এখানে। সাহিত্য-বিশারদের সম্পাদিত গ্রন্থটি বর্তমান দুষ্প্রাপ্য। তাই তাঁর গ্রন্থটিও এ সঙ্গে হুবহু মুদ্রিত হল।

আগম

আলি রজা ওরফে কানু ফকির বিরচিত

স্তুতি

প্রথমে প্রণাম করি আল্লা নৈরাকার
গোপ্ত ব্যক্ত ত্রিভুবন সৃজন যাহার।
দ্বিতীয়ে প্রণাম করি মোহাম্মদ নবী
জগত সৃজন প্রভু যার প্রেম ভাবি।
মাতা পিতার চরণেত করি নিবেদন
বন্দম মস্তক 'পরে গুরুর চরণ।
হৃদের প্রদীপ মোর তুমি গুরু সার
কৃপা কর গুন্থিবারে আগম বিচার।
প্রভুর গোপত তত্ত্ব মারফত যে হএ
সেই মারফত নাম আগম বলএ।
শাহা কেয়ামদ্দিন গুরু জ্ঞান সুধাধার
গুরু কৃপা হইতে গতি আগম আমার।
সে আগম কহি কিন্তু শুন জ্ঞানিগণ
প্রভুর পরম তত্ত্ব আগম বচন।

সৃষ্টি পত্তন : নুরতত্ত্ব

শূন্য মধ্যে প্রথমে আছিল করতার
'তম' গুণ মণ্ডলীতে নিরঞ্জন সার।
যে আছিল খণ্ডন সে মণ্ডল অন্তর
নাম নিরঞ্জন ছিল তখন ঈশ্বর
যথেক আকার ছিল মণ্ডল ভিতর
নিরাকার আকার আছিল একান্তর।
আকারের মধ্যে যবে নিরাকার ছিল
নিরঞ্জন নামে বিষ্ণু তখনে আছিল।
নিরাকার উজ্জ্বল আকার আছিল ঘন
ঘিরিছিল অন্ধকার উজ্জ্বল বরণ।
সত্ত্ব তমঃ রজঃ গুণ ছিল একে লীন
তিন গুণে কান্ত কেহ না আছিল ভিন।

অখণ্ড মণ্ডলে যদি হইলা খণ্ডন
ভাবের সাগরে ডুবি হইলা চেতন।
আপে আপে ভাবি অনুমান কৈল ভাব
প্রভু যোগ ভুগিবারে প্রেম রস লাভ।
অখণ্ড আকারে নাহি কলা রতি বশ
যুগল বিহনে নাম না ধরে মানস।
যুগল বিহনে ব্যক্ত নহে কৃতি নাম
যুগ বিনে বাক্য সিদ্ধি নহে কোন কাম।
যুগল পিরীতি ভক্ত হৈলা নিরঞ্জন
অখণ্ড মণ্ডলে তবে হইলা চেতন।
মণ্ডলেত করতার আছিল গোপতে
তম নাশি খণ্ড আপে বিমল হইতে।
নিরাকার হইতে যবে আকার জন্মিল
নিরাকার আকারেত উকার নির্মিল।
আকার উকার মধ্যে হইল মকার
সত্ত্ব রজঃ তমঃ হইল শক্তি আপনার।
আপেত পাইলা আপে মকার উদিত
আপে আপ দেখি ভক্ত ভাবেত মোহিত।
নিজ আকার দর্পণে দেখি পাইল চিন
আকার উকার মধ্যে রৈল হই লীন।
চিরকাল ছিল এক কুণ্ডলী আকার
আকার উকার মধ্যে মণ্ডল মকার।
মকার আকার রৈল উকারে প্রচণ্ড
এক হৈতে যুগল ধানুকি গুণাদণ্ড।
ত্রিলোকের এক নাম গোপতে রহিল
মকার উপকার যুগ সার এক লৈল।
তিন অক্ষরে আর এক অক্ষর বসিল
ত্রিভুবন সেই এক অক্ষরে উদিল।
বেদাক্ষর সঙ্গে হইলে উকার হএ ব্যক্ত
চন্দ্রাক্ষর হরণে যুগল এক মত।
মকার উকার নাম হএ যুগ রীত

এক হএ একাক্ষর করিলে বর্জিত।
একাক্ষর হরিলে যুগল হএ এক
এক কলেবর দোঁহে নহে যে পৃথক।
এক কায়া এক ছায়া উকার মকার
মকারে করিল দৃষ্টি উকার মাঝার।
ভাবকের পানে দৃষ্টি আপনে করিল
উকারের রূপেতে আপন দেখা পাইল।
আপনার রূপ যদি দেখিল আপনে
উকারেত দৃষ্টি করি রহিলেক ধ্যানে।
সাধকের পায়ে দৃষ্টি করিয়া রহিল
ভাবিনী সাগরে যেন ভাবক ডুবিল।
ভাবকে জানএ কথ প্রেম-রস সুখ
মধু পানে প্রেমের সাগরে দিল লুক।
কমলের কি মূল্য ভ্রমরে মর্ম জানে
পুষ্প মধু ভ্রমরে না ছাড়ে তেকারণে।
মধুকর বিভোর সতত মধু রসে
তেমনি ভাবক হএ ভাবিনী মানসে।
নৈরাকার মগ্ন হৈল প্রেম রস ভাবে
নুর মোহাম্মদ 'পরে দর্শিলা গৌরবে।
গোপতের কথা দেখি না লিখিলুঁ তারে
গোপতের বাণী ব্যক্ত করিতে না পারে।
দর্পণ অন্তরে যদি দেখিলা মূরত
জানিলা দর্পণে ছায়া আপনা সুরত।
সেই ছায়া দর্পণেত দেখিলা বিদিত
আপনার ছায়া হেন জানিলা নিশ্চিত।
দর্পণ অন্তরে মূর্তি যখন দেখিলা
নুর মোহাম্মদ কায়া সে রূপ সৃজিলা।
মূরতির কায়া-ছায়া দেখিল যে রূপ
রসুলের অষ্ট অঙ্গ নির্মল সে রূপ।
মূরতির অষ্ট অঙ্গ দেখিলা যেমন
রসুলের অষ্ট অঙ্গ কৈলা সে লক্ষণ।
মূর্তি দেখি যে মূর্তি করিলা নির্মাণ
নুর মোহাম্মদ নাম রাখিলা তাহান।
সে মূর্তির অষ্ট অঙ্গ নুরের লক্ষণ
সূক্ষ্ম তনু রসুলের নরেশ পূরণ।
স্বরূপ রসুল শক্তি সূক্ষ্ম অষ্ট অঙ্গ
মায়া শক্তি হএ আর শক্তি লীলা ভঙ্গ।
কোন শক্তি রসুলের কহি নাহি কূল

যেই শক্তি কর্তা তনু সে-শক্তি রসুল।
কাটিলে না যাএ কাটা নহে খান খান
ঈশ্বরের বিম্ব হএ ভূমির প্রমাণ
স্বরূপ সূক্ষ্মণী মায়া লীলা বলি যারে।
এ সকল শক্তি তনু ধরে করতারে
বিম্ব শক্তি তত্ত্ব শক্তি প্রভুর শরীর
যেমত প্রভুর কায়া তেমন নবীর।
তত্ত্ব তনু বলি যারে একে একে কই
তত্ত্ব যারে বলে তার জন্ম মৃত্যু নাই।
কাটিলে না হএ খণ্ড, না পোড়ে আনলে
পবনে না নাড়ে তারে নাহি ডুবে জলে।
ভাঙ্গিলে না হএ ভঙ্গ ভূমে না মিলাএ
পুরান বলি যে তত্ত্ব নবীন যে সদাএ।
জন্ম মৃত্যু নাহি তত্ত্ব তনে নাহি ছায়া
স্বরূপ সূক্ষ্মণী হএ এ সকল মায়া।
বিম্ব তত্ত্ব কায়া ধরে প্রভু করতারে
বান্ধিয়া রাখিলে সূক্ষ্ম নিকালিতে পারে।
ঈশ্বরের কায়া ছায়া যেমন গঠন
রসুলের কায়া ছায়া তেমন লক্ষণ।
প্রথমে আপনে প্রভু মণ্ডলি আছিল।
নিজ অঙ্গ খণ্ড করি রসুল করিল।
অন্যে অন্যে প্রেম রসে দর্শন করিল
প্রেম রস তেজ হইতে দোহান ঘর্মিল।
তবে অনাদি নির্গুণ প্রভু করতার
সেই ঘর্ম নীর হইতে সৃজিল সংসার।
সেই ঘর্ম হৈতে কৈল এতিন ভুবন
গুপ্ত ব্যক্ত যতদূর প্রভুর সৃজন।
সেই ঘর্মে মহামন্ত্র যত ব্রহ্মজ্ঞান
চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র হইল নির্মাণ।
সাতাইশ ব্রহ্মাণ্ড প্রভু সে ঘর্মে নির্মিল
বিনি লক্ষ্যে করতারে এ সব করিল।
জীব আত্মা পরাত্মা এ দোহান জ্যোতি
অনুলক্ষ্যে সৃজন করিল জগপতি।
সেই ঘর্মে হইল ফেরেস্তা যথজন।
আর্শ কুর্সি হইল প্রভুব সিংহাসন।
বহ্নি বায়ু জল মৃত্তিকা তাতে হইল
নর, পরী, পশু, পক্ষী সব জীব জন্মিল।
বৃক্ষ, শিলা, পতঙ্গ, কীট, সরীসৃপ ধর

গুপ্ত ব্যক্ত সব জন্ম সে ঘর্ম ভিতর।
নিজ অংশ দিয়া প্রভু কৈলা মোহাম্মদ
মোহাম্মদ হৈতে প্রভু সৃজিলা জগত।
প্রেম হেতু নিজ অংশে রসুল করিলা
বিনি লক্ষ্যে বাক্য হৈতে জগত নির্মিলা।
ভ্রম হইতে যদি প্রভু চৈতন্য পাইলা
নির্মল দর্পণ এক সমুখে দেখিলা।
নিজ কায়া ছায়া মত দেখিল দর্পণ
জলদ মণ্ডলে যেন রবির কিরণ।
নৈরাকারে সে কিরণ ধ্যাই রহিলা
সে দর্পণে নিজ রূপ সমস্ত দেখিলা।
আপনার কায়া ছায়া রূপ ভঙ্গি জ্যোতি
দেখিল মুকুর মাঝে মোহন মূরতি।
দর্পণ অন্তরে মূর্তি দেখি নিরাকার
ভক্তিকা সানন্দে হৈল অনন্ত অপার।
মূর্তি রূপ দেখি ভক্ত হইল আপনে
ডুবিয়া রহিল প্রভু মূর্তি রস হনে।
মূর্তি অঙ্গ সঙ্গে যদি আপনে মিলিল
পিঞ্জর অন্তরে শুক যেন প্রবেশিল।
যবে প্রবেশিল পক্ষী পিঞ্জর অন্তর
পিঞ্জরের অষ্ট অঙ্গ করিলা বিচার।
পিঞ্জরের অভ্যন্তরে যে সব দেখিল
পিঞ্জর অন্তরে পক্ষী পথ সুখ পাইল।
প্রেমের অনল আপে সহিতে না পারি
খণ্ড দিল মোহাম্মদ নিজ অঙ্গ ফাড়ি।
আপনার শরীর হতে নুর নিকালিয়া
এক হৈতে যুগ কৈল পিরীতি লাগিয়া।
এক হোন্তে যুগ প্রভু যখনে করিল
তৃতীয় করিতে আপে ভুলিয়া রহিল।
রসুলের রূপ দেখি ভাবে দিলা ডুব
প্রেমের সাগর দ্বারে করিয়া কুলুপ।
প্রেমের সাগরে ডুবি প্রভু নিরঞ্জন।
নানা মতে প্রেম সুখ ভুগিলা আপন।
ধ্যানে দৃষ্টি নুর বৃষ্টি নুরে নুর জড়ি
ধরাধরি লড়ালড়ি ভক্ত ভারে পড়ি।
অন্যে অন্যে অষ্টাঙ্গে করিলা মিলামিলি
অমিল মিলনে অগণিত করে কেলি।
যত কেলি, যত রঙ্গ, যত বাক্য জাল
সে সব লিখিলে হএ পুস্তক বিশাল।
আছিল রসের যুদ্ধ অনন্ত অপার
যুগ তনু ঘর্মে নুর বহে স্রোতোধার।
মহাযুদ্ধ ঘোর করি কেলির সময়
খোর ভাবে যুদ্ধে নাহি জয় পরাজয়।
ভাব সিন্ধু রসে রস গর্জিয়া উঠিল
জোত ধরি পূজা রসে কুলুপ ভাঙ্গিল।
রসস্রোতে করিলেক কুলুপ খণ্ডন
ভারে প্রভু রইলা যেন নিদ্রায় চেতন।
প্রেম রসে কত কাল ভুগি জগপতি
তিন করিবারে প্রভুর শ্রদ্ধা হৈল অতি।
যুগ রূপে কথ কাল আছিলা গোপত
তিন রূপে শ্রদ্ধা হইল হইতে বেকত।
নাম কৃতি মহিমা যথেক আপনার
নিজগুণ করিবারে জগতে প্রচার!
একদিন করতারে অতি হরষিতে
আজ্ঞা কৈলা দূত স্থানে আদম গঠিতে।
মাটি হোন্তে আদমের গড়িতে মূরতি
তার সঙ্গে হৈব মোর অতুল পিরীতি।
দূতগণ বলে কহ প্রভু করতার
গঠিব মাটির মূর্তি কেমন প্রকার।
প্রথমে করিল আজ্ঞা মথিতে অনল
অনল মথিল মিলি অমরা সকল।
যে অগ্নি মথনে এক আদম জন্ম হৈল
মারিচ করিয়া নাম তাহার রাখিল।
তার বাম উরু ফাড়ি এক নারী হৈল
মারিচী করিয়া নাম রসনা ধরিল।
সে নারী পুরুষে মিলি কৈল রতিকলা
সুরাসুর দেও পরী সে রঙ্গে জন্মিলা।
তার পাছে কত কত কাল বহি যাএ
পুনি বলে মাটির আদম গড়িবাএ।
তা শুনি করুণা সিন্ধু জগতের নাথ
রাখিলা রসুল আনি দূতের সাক্ষাৎ।
প্রভু বলে দেখ সবে এই মোহাম্মদ
সৃজিলুঁ তাহান হৈতে সমস্ত জগৎ।
অষ্ট অঙ্গ রসুলের যেমত লক্ষণ
আদম কায়া কর সে রূপ গঠন।
সুরত মূরত রূপ যে মত নিয়ম

মাঠি দিয়া সেইরূপ গড়িলা আদম।
রসুলের কায়া ছায়া হেরি দূত সবে
আদমের অষ্ট অঙ্গ গড়িলেক তবে।
নরপরী পশু পক্ষী কীট তরু বর
প্রভুর সৃজন আছে যত চরাচর।
রসুলের প্রেমভক্ত সকল সৃজিল
রূপ-বর্ণ রসুলের সকলে পাইল।
কতবর্ণ রসুলের নির্ণয় নাহি তার
কিঞ্চিৎ সকল স্থানে সে রূপ.প্রচার।
গুপ্ত ব্যক্ত রথ আছে ঈশ্বর সৃজন
ধিকাধিক সবে পাইল রসুল বরণ।
মাটি দিয়া দূতগণে আদম গড়িল
যদি আদমের তনু সম্পূর্ণ হইল।
রসুলের নাম ধরি আপনে ঈশ্বর
প্রবেশ করিলা সেই মূরত ভিতর।
আদমের ঘটে প্রভু যদি প্রবেশিলা
মৃত্তিকার ঘটে তবে জীব সঞ্চারিলা।
অগ্নি বায়ু জল জ্যোতি হইল তথাএ
তবে সে মাটির মূর্তি হাঁটিয়া বেড়াএ।
মৃত্তিকার শক্তি হই জীবন পাইয়া
দেখে শুনে কহে বাণী বেড়াএ হাঁটিয়া।
আদমের অষ্ট অঙ্গ মাটির মূরতি
বহি রঙ্গ বলি তারে স্থূলের আকৃতি।
অগ্নি জল মাটি হৈতে যথ মূর্তি হএ
বহিরঙ্গ স্থূল মূর্তি তাহারে বলএ।
মাটি হইতে আদমের যে মূর্তি হইল
রসুলের মূরতি তথাতে প্রবেশিল।
স্বরূপ সূক্ষ্মণী মূর্তি মোহাম্মদ ধরে
সূক্ষ্ম তনু আদমের তনুর অন্তরে।
আদমের ঘট মধ্যে যেই ঘট রহে
আসল সূক্ষ্মণী খট তাহারে বলএ।
আসল বলিএ যারে ঈশ্বরের জ্যোতি
আসল বলিএ তারে সত্যের মূরতি।
সত্য তনু বলি যারে তার নাহি ক্ষয়
স্বরূপ সত্যের তনু প্রভু দয়াময়।
অন্তরঙ্গ বলি যারে জুতির মূরতি
বহিরঙ্গ স্থূলাকার মাটির শকতি।
ডিম্ব, শিশু, তরু রূপী যথেক জন্মএ
এ তিনের মিথ্যা শক্তি এসব মরএ।
বহিরঙ্গ স্থূল শক্তি হএ এ সবার
এ সকল মিথ্যা শক্তি মূলে নাহি সার।
অগ্নিজল মাটি হোন্তে যথ অঙ্গ ধরে।
তাহার অসার তনু,– এ সকল মরে।
এ সকল মূর্তির অন্তরে মূর্তি যার
সে সুরত আসল সূক্ষ্মণী হএ সার।
ঘর অভ্যন্তর মূলে রহে যেই ঘর
সেই ঘর সত্য সার হএ সদাগর।
বাহিরে মাটির মূর্তি সকল অসার
অন্তরেত সার শক্তি প্রভু করতার।
পিঞ্জর অন্তরে শুক পক্ষীর বসতি
শূন্যতে উড়িলে শুয়া পিঞ্জর দুর্গতি।
বাহিরে আদম শক্তি প্রচার করিছে
অন্তরে আল্লার শক্তি লুকাই রহিছে।
বাহিরে মাটির তনু আদমের নাম
অন্তরে ঈশ্বর তনু করে সব কাম।
অন্তরেত করতার আদম বাহিরে
অন্তরে যে থাকে সেই সর্বগুণ ধরে।
ঈশ্বরের কায়া নাহি জন্ম মৃত্যু চিন
যার জন্ম আছে সেই মরিব একদিন।
যে সবে যুগল তনু এক তনু করে
এক শক্তি হৈলে পুনি সে সব না সরে
দুই কায়া এক করে সত্য যোগিগণ
তাহাতেই শুদ্ধ যোগী এড়াএ মরণ।
যুগ শক্তি এক করে ফকির সকলে
মরিয়া না মরে তারা ঈশ্বরের বলে।
যে পারে যুগল তনু এক করিবার
সংসারের কর্ম মিছা তাহা বলি সার।
যুগ কায়া মিশাইয়া এক যে করিল
এ মহী মণ্ডলে সে সকল না মরিল।
যুগ তনু ভিন্ন ভিন্ন থাকে যে সভার
কাল-যম দ্বারে মৃত্যু হইব তাহার।
বাহিরের ঘট হএ আদম ছুরত
আদমের ঘটান্তরে আল্লার মূরত।
মাটির মূরতে যদি জীব সঞ্চারিল
আদম করিয়া নাম তাহার রাখিল।
আদমের বাম উরু হস্তে করতার

জন্মাইলা নারী এক রূপে অবতার।
'হাবা' দেবী করি নাম তাহার রাখিল
রতি কলা ভুঞ্জিবারে যুগল করিল।
আদমরে আজ্ঞা দিলা প্রভু করতার
এই নারীর সঙ্গে রতি কলা ভুঞ্জিবার।
আজ্ঞা পাই আদম সে রতি ভুঞ্জিছিল
জগতে মনুষ্য সব তার বংশ হৈল।
আদমের বংশ হৈতে মানব সংসার
আদম-'হাবা'র হৈতে জনম সবার।
শরীয়ৎ আদম আদম তরীকৎ
হকিকত আদম আদম মারফৎ।
শরীয়ৎ বিনে জন্ম না হএ তরীকৎ
তরীকৎ বিনে জন্ম না হএ হকিকৎ।
হকিকৎ বিনে জন্ম মারফৎ না হএ
'শরা' সকলের মূল জানিয় নিশ্চএ।
শরীয়ৎ গুরু হএ মারফৎ শিষ্য
'শরা' বিনু না পাইব 'আগম' উদ্দিশ।
শরীয়ৎ জনক, জননী তরিকৎ
আপে হকিকৎ শিষ্য, গুরু মারফৎ।
শরীয়ৎ সংসার সে তরীকৎ নর
হকিকৎ পয়গাম্বর মারফৎ ঈশ্বর।
'তন' শরীয়ৎ হয়, মন তরীকৎ
হকিকৎ 'পবন' ঈশ্বর মারফৎ।
শরীয়ৎ সংসার গুরু সে তরীকৎ
জ্ঞান শাস্ত্র হকিকৎ শিষ্য মারফৎ
ভূমি শরীয়ৎ, সিন্ধু তরীকৎ চিন
জল হকিকৎ হএ, মারফৎ মীন।
সংসার শরীয়ৎ হএ, তরীকৎ জনক।
হকিকৎ জনক হএ, মারফৎ বালক।
শরীয়ত গাভী, দুগ্ধ তরীকৎ হএ
হকিকৎ ননী, ঘৃত মারফৎ কএ।
ভূমি শরীয়ৎ হএ, তরীকৎ মূল
হকিকৎ বৃক্ষ, মারফৎ ফলফুল।
শরীয়ৎ অনল, পবন তরীকৎ
হকিকৎ জল হএ ভূমি মারফৎ।
অনলেত বায়ু হৈল বায়ু হইতে জল
জল হৈতে জন্ম হৈল মৃত্তিকা সকল।
শরীয়ৎ হইতে জন্ম হএ মারফৎ
মারফৎ হইতে জন্ম হএ শরীয়ৎ।
হন্তে ফল হএ, ফল হন্তে গাছ
ডিম্ব হএ মীন হন্তে, ডিম্ব হন্তে মাছ।
পক্ষী হন্তে ডিম্ব হএ, ডিম্ব হন্তে পক্ষী
তত্ত্ব মূল সর্ব এক বুঝ তার সাক্ষী।
শরীয়ৎ মারফৎ এ চারি প্রকার
চারি দিকে চারি দ্বার গৃহ এক সার।
চারি দিকে চারি পন্থ একই নগর
চারি দিকে চারি ঘাট এক সরোবর।
কর্ণ, নাসা, চক্ষু, মুখ পন্থ হএ চারি
তথান্তরে এক মন নৃপ অধিকারী।
শরীয়ৎ মারফৎ কিছু নাহি ভিন
চারি গাছে এক ফল সার মূলে চিন।
কদাচিত নহে জান চতুর্থ প্রকার
শরীয়ৎ মারফৎ মূলে এক সার।
শাহ্ কেয়ামুদ্দিন গুরু সর্ব লক্ষ্য সার
হীন আলি রজা কহে 'আগম' পয়ার।

চার মঞ্জিল

খর্ব ছন্দ : রাগ বসন্ত

শরীয়ৎ মারফৎ এ চারি প্রকার
চারিদিকে চারি ডাল বৃক্ষ এক সার।
চারি মত শাস্ত্র এক ঈশ্বর চিনিতে
শহরেত চারি পন্থ নৃপতি চলিতে।
শরীয়ৎ সার মাত্র আগম তুলনা
শরীয়ৎ ব্যক্ত যুক্ত, আগম গোপনা।
মারফৎ যে হএ আগম বলি তারে
আগমে নিগমে লুকি আছে করতারে।
শরীয়তে চলিয়া আগমে দিকে লুক
নির্গম স্থানেত বসি করেন্ত কৌতুক।
আগমেত কহে বাণী নির্গমেত ঠাঁই
যোগী সবে চিনে আল্লা নির্গমেত যাই।
আগমে প্রভুর লীলা নিগমেত থাকে
ফকির সকলে প্রভু তথা গিয়া দেখে।
আগমেত প্রভুর গোপত বৃন্দাবন
সে আগম ভাষা কহি শুন বুধগণ।

আগম বলি যারে ঈশ্বর ভজনা
প্রভুর গোপন তত্ত্ব আগমে বুঝনা।
প্রভুর পিরীতি ভুক্ত আগমেত সার
পিরীতি উল্টারীত আগম বিচার।
পিরীতি উল্টারীত আগমেত চিন
আগম আচারি লোক প্রভু ভাবে লীন।
শরীয়ৎ কহে যত নানান প্রকার
আগমেত কহে তত্ত্ব সব এক সার।
নিগমে আগমে প্রভু প্রথমে আছিল
এক আল্লা মারফৎ দোসর না ছিল।
ভবে আগমেত যদি জ্ঞান উপজিল
আগমের হন্তে আপে তবে নিঃসরিল।
হকিকতে প্রথমে করিলা গমন
কায়া ছায়া নিজ শক্তি লুকাই বরণ।
প্রথমে প্রচার হৈল মূর্তি রূপ ধরি
রাখিল সে মূর্তি নাম মোহাম্মদ করি।
মূর্তি মূলে লুকাইয়া রহিলা গোপতে
মোহাম্মদ নামে ব্যক্ত হইল জগতে।
তেকারণে মোহাম্মদ জগতে উপাম
ব্যক্ত হৈল ধরি প্রভু আহমদ নাম।
হকিকৎ প্রতি প্রভু যখনে চলিলা
আহমদ নাম প্রভু আপনে ধরিলা।
হকিকৎ হন্তে প্রভু নিঃসরিলা যবে
তরীকৎ পন্থে প্রভু চলিলেন্ত তবে।
তরীকৎ পন্থে প্রভু যখনে চলিলা
আদম বলিয়া নাম আপনে ধরিলা।
তরীকৎ হন্তে নিঃসরিলা করতার
শরীয়ৎ পন্থে চলি হইলা প্রচার।
শরীয়ৎ পন্থে প্রভু চলিলা যখনে
আদমের বংশ নাম ধরিলা আপনে।
আদমের সুতাসুত অনেক জন্মিল
আদমের বংশ সব মনুষ্য হইল।
যথেক মানব হৈল প্রচার জগতে
সকলের জন্ম আদমের বংশ হইতে।
সংসারে মানব সব অনন্ত অপার
ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র এক করতার।
আপে মূল বৃক্ষ প্রভু নর বস ডাল
এক গাছে বহু ফল এমনি দয়াল।

এক বৃক্ষে কত ফল লেখা নাহি তার
তেন মত এক প্রভু মনুষ্য অপার।
এক সরোবর যেন নদী বহুতর
সকল আমল, এক তেমন ঈশ্বর।
এক তনু মধ্যে যেন নানান প্রকার
তেন মাত্র ত্রিভুবন এক করতার।
কোরানে পুরাণে নানা শাস্ত্রের মাঝার
কহিছে ত্রিলোক মধ্যে এক প্রভু সার।
ত্রিলোকেত যাকে কহি এক নিরঞ্জন
সেই আল্লার এক তনু এতিন ভুবন।
এক আল্লা নানা রূপ ধরে নিজ গুণে
অনন্ত অলেখা লীলা করে ত্রিভুবনে।
বহ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ঈশ্বর সকল
সর্বস্থানে সূক্ষ্ম তনু প্রভুর নির্মল।
নরপরী পশু পক্ষী সর্ব রূপ ধরি
লীলা করে মহিমার গুণের চাতুরী।
যে যে পয়গাম্বর আছে জগতে প্রচার
রসুলের নাম ধরি এক করতার।
মাটি হন্তে আদমে নির্মিলেক কায়া
কায়ার অন্তরে প্রভু ধরি মহামায়া।
আদমের অষ্ট অঙ্গ হএ যত রীত
আদমের নাম মাত্র ঈশ্বর চরিত।
আদমের অষ্ট অঙ্গে যত রঙ্গ আছে
অষ্ট অঙ্গ সকল রূপ ঈশ্বর ধরিছে।
কায়ার সকল কর্ম করে করতার
মূর্তির কি শক্তি আছে কার্য করিবার।
মনুষ্য গড়এ মূর্তি যতন করিয়া
না দেখে না শুনে মূর্তি না চলে হাঁটিয়া।
মাটি দিয়া আদম গঠিছে দূতগণ
গড়িল মোহন মূর্তি প্রভুর বচন।
সেই মূর্তির কর্ম যদি প্রভু না করএ
কোন্ রূপে সেই মূর্তি দেখে, শুনে, কএ।
আদম-মূরতি নহে, আপে করতার
ধরিয়া মূরতি রূপ হইলা প্রচার।
মূরত ছুরত ধরি বেকত হইয়া
চালাএ মূরতি আপে বর্ণ লুকাইয়া।
চর্ম রূপে আপে প্রভু মূরতি ছাইছে।
চর্মান্তরে মাংস-রূপ আপনি রহিছে।

আপে অস্থি, আপে মজ্জা, আপনে মূরতি
আপনার ঘটে করে আপনে বসতি।
কর্ণ রূপে শুনে সর্ব, চক্ষু রূপে দেখে
মন রূপে শুনে সর্ব অন্তরেত থাকে।
বায়ু রূপে সুস্বরে নিঃসরে নিরঞ্জন
দুর্গন্ধ সুগন্ধ সব আপনে বুঝন।
মন রূপে কল্পে প্রভু মুখ রূপে বলে
হস্ত রূপে ধরে প্রভু পদ রূপে চলে।
'তন' রূপে ব্যক্ত প্রভু, গুপ্ত রূপে মন
মনান্তরে ভাবে আপে আপনে ভাবন।
আপনে ভাবের শ্রদ্ধা আপনে আকল
আপনে সাহস আল্লা আসনে আকল।
ব্যক্ত রূপ ধরি প্রভু সর্ব কলেবর
মূল চন্দ্র রূপ ধরি আপনে ঈশ্বর।
শরীরে উদর আপে জঠর অনল
ক্ষুধা তৃষ্ণা আপনে আপনে অন্নজল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রূপ ধরি উদর জ্বালাএ
অন্ন জল আপনা আপন মুখে খাএ।
আপনি ভক্ষএ বস্তু আপনে করে ভোগ
না বুঝিয়া বৃথা চিন্তা ধান্দা করে লোক।
ক্ষধা রূপে শরীরে উদরে করে তাপ
সমুখেত আইসে ভোগ বস্তু আপে আপ।
আপে ক্ষুধা আপনে ভোজন বস্তু সব
বৃথা চিন্তা করি লোক পাএ পরাভব।
আপনে সৃজিয়া আপনারে আপে খাএ
আপনার নিকটে আপনি হাঁটি যাএ।
যে সকল যেই বস্তু সব ভোগ করে
আপে ক্ষুধা লাগে সেই বস্তুর উদরে।
যার যে নিয়ম আগে করিছে ঈশ্বরে
বজ্র সম নিয়ম তিলার্ধ না নড়ে।
যেই বস্তু যার ভোগ ভাগ্যেত ধরিছে
যে সব আপনে আসিব তার কাছে।
যেই বস্তু যাহারে না দিব বিধাতাএ
ত্রিভুবন বিচারিলে লাগ নাহি পাএ।
যাহার উপর হএ ঈশ্বর পাষণ্ড
না পুরে মানস তার হৈলে শত খণ্ড।
যার রূপে হএ প্রভু করুণা কিঞ্চিত
সত্বরে মানস আদি হইব বিদিত।

বহু বহু বস্তু যার ধরে ভোগ ভাগে
সে সকল অবশ্য আসিব তার আগে।
যত কর্ম যত বস্তু উত্তম অধম
ঈশ্বরে রাখিছে ভাগ করিয়া নিয়ম।
যার যে ভাগ্যের বস্তু ছাড়িতে না পারে
আপনে সে বস্তু তার আসিব গোচরে।
যেই বস্তু যে জনের ভাগেতে না পাএ
তার হস্ত হন্তে সেই নিকলিয়া যাএ।
কহিছন্ত করতারে আগম পুরাণে
যার ভাগে যে ধরিছে পাইবে সে জনে।
যেই বস্তু যে সবের ভাগে ভোগে ধরে
হৃদ সনে জান সেই না ছাড়িব তারে।
অক্ষেমা বিবুদ্ধি লোক যে হএ সংসারে
হাঁটিয়া বস্তুর কাছে যাএ পাইবারে।
পশু বুদ্ধি জনের ক্ষেমা নাহি মনে
না বুঝি অন্বেষে বস্তু পাইতে কারণে।
দুঃখ চেষ্টা করে কেহ কেহ গিয়া মাগে
না মানে পাইব ধন যে ধরিছে ভোগে।
ক্ষেমা পন্থ না ধরিয়া নানা কার্যে যাএ
সে সবের ভাব হৃদে– চেষ্টা কৈলে পাএ।
ক্ষেমা শান্ত জ্ঞান বস্তু যত মুনিগণ
দুঃখ-চেষ্টা নাহি করে, না নাড়ে আসন।
প্রত্যয় করি ক্ষেমা ধরি রহে ঋষি লোকে
আসি নিকটে যেই আছে যার ভোগে।
আপনে হাঁটিয়া আইসে রিজিক সকল
তত্ত্বজ্ঞানী ক্ষুধাজ্ঞানী না হএ বিকল।
'আপনে আসিব'– হেন যার প্রত্যয় নাই
যে সব হাঁটিয়া তাএ রিজিকের ঠাঁই।
কদাচিত বাঞ্ছা সিদ্ধি নহে চেষ্টা হইতে
সর্ব ইচ্ছা ঈশ্বর উড়াএ শূন্যগতে।
চেষ্টা হোন্তে কার্য সিদ্ধি নহে তিল আধ
শূন্য হইতে আল্লায় পুরাএ সব সাধ।
চেষ্টা হন্তে মনোরথ হএ বৃথা বাণী
বিনি লক্ষ্যে সর্বে প্রভু পালে হৃদে জানি।
বিনি লক্ষ্যে পালে প্রভু ত্রিলোক সকল
না লএ যাহার চিতে পশু সে সকল।
ত্রিলোক সবের বাঞ্ছা ঈশ্বরের করে
কোটি দুঃখ চেষ্টা হন্তে ফল নাহি ধরে।

দুঃখ চেষ্টা হন্তে যদি সিদ্ধি হএ কাম
ত্রিলোকের হাকিম আল্লা বৃথা ধরে নাম।
লোক হন্তে সিদ্ধি যদি রেণু সম কর্ম
উলটিল ঈশ্বরের তবে নীতি ধর্ম।
ত্রিলোক সবের প্রাণ ঈশ্বরের হাতে
চেষ্টা হন্তে সিদ্ধি বাঞ্ছা নরের কেমতে।
বায়ু জল মহারত্ন শূন্যে আইসে যাএ
দুঃখ-চেষ্টা করি তার লাগ কোনো পাএ।
দুঃখ চেষ্টা পশু লোকে করেন্ত বেগারী
চেষ্টা বিনে জগপাল যার অধিকারী।
চেষ্টা বিনে যদি প্রভু না করে পালন
কি লাগি আলম ধরে প্রভু নিরঞ্জন।
যথেক মহিমা গুণ ধরে করতার
রাখিছে আপন হন্তে না দিছে কাহার।
নিজ ইচ্ছামতে প্রভু করে কার্যমূল
বুঝিতে না পারে কত নর পরীকুল।
চেষ্টা হন্তে নর বাঞ্ছা যদি হএ পুর
অল্প দিনে নর পীর কেনে সর্বচুর।
নরপরী পশুপক্ষী যত জীব আছে
ভক্ষ্য বস্তু সকলের ঈশ্বরে নির্মিছে।
তিন বস্তু সকলের ভোজন নিয়ম
উত্তম মধ্যম আর বলি যে অধম।
জীব ধর কারণে আপনি করতার
রাখিছে এতিন বস্তু করিয়া আহার।
প্রথমে রিজিক হএ 'পবন' উত্তম
দ্বিতীএ রসনা হন্তে 'সুধা' যে মধ্যম।
'অন্ন জল' তৃতীএ অধম বস্তু হএ
এতিন আহার সর্ব জীবনে করএ।
সতত অমৃত রহে শরীর অন্তরে
নিরন্তর বায়ু থাকে অন্তর বাহিরে।
অন্নজল শরীরের বাহিরে রাখিছে
নির্ণয় নাহিক বিধি কোথাতে রাখিছে।
কিবা আপনার ঘরে কিবা অন্য স্থানে
কোথাতে রিজিক থাকে যে ভক্ষে না জানে।

জলবায়ু তত্ত্ব

রসুলে বলেন্ত আলী শুন মহাশয়
প্রথমে কহিব কথা বায়ুর নির্ণয়।
'কুদিচ' কিতাবের কথা অমূল্য পরশ
আল্লার গোপত তত্ত্ব ফকিরী মানস।
অমূল্য বাবির তত্ত্ব বুঝ বুধগণ
জল না ভক্ষিলে কার না রহে জীবন।
দেখিতে ধরিতে কেবা চেষ্টা করি পাএ।
হেন রত্ন ক্ষুধা বুঝি আপে আইসে যাএ।
শীঘ্র ক্ষুধা লাগে যার শীঘ্র তারে খাএ
শীঘ্র না ভক্ষিলে সর্বজীব মরি যাএ।
শরীরে মনের ক্ষুধা আহার পবন
যেন ক্ষুধা তেন আহার দিছে নিরঞ্জন।
পবন উত্তম হএ মনের আহার
নিশিদিশি তার ক্ষুধা চল্লিশ হাজার।
পবনের ক্ষুধা মনে অতি শীঘ্র লাগে
আপনে পবন আসি হএ মন আগে।
বান বিংশ অষ্টশত ঘড়ির অন্তরে
এত শীঘ্র ক্ষুধা মনে তনের ভিতরে।
যখনেত ভোগ লাগে তনের মাঝার
তখন করএ চিত্ত সমীর আহার।
রাত্র দিবা যত বার ক্ষুধা লাগে মনে
ক্ষুধাহার হএ বায়ু আসিয়া আপনে।
যতদিন জিয়ে বায়ু আপনে আসিব
আয়ু শেষ হৈলে বায়ু সে পন্থ তেজিব।
মনের রিজিক হএ উত্তম পবন
পবন ঘাটিলে লোক অবশ্য মরণ।
শান্ত স্থির মন তনু বায়ু ভক্ষি হএ
শ্যাশান মনের অশ্ব মোহাম্মদ কএ।
যেই ক্ষণে ক্ষুধা লাগে মনের মাঝার
সেই ক্ষণে হাজির বায়ু চিত্তের আহার।
এই বাক্য বৃথা কিবা বুঝ বুধগণ
এমন প্রভুর লীলা পালে ত্রিভুবন।
মধ্যম রিজিক কথা শুন জ্ঞানীবর
কণ্ঠেত রসনা গুণ ইক্ষুর সাগর।
শীতলত বারি তথা অমৃত যে স্রবে
সেই জল স্নানে পিয়ে জগ সর্ব জীবে।

সেই সিন্ধু ক্ষেণেকে শুকাই যদি যাএ
জগতের জীব সবে জলের তৃষ্ণাএ।
শরীর অন্তরে ক্ষুধা তৃষ্ণা মারিবার
আপনে কহিতে সুধা আছে সিন্ধু ধার।
ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগিলে আহারে মর্ম জানে
আপনে বিদিত আসি হএ তে কারণে।
এই বাক্য মিছা কিবা বুঝ জ্ঞানী লোক
আহারে জানিতে আছে যার তৃষ্ণা ভোগ।
যে সবের উদরেতে ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে
আহারের অতি ক্ষুধা লাগে তার আগে।
আহার সহিতে নারি ক্ষুধার সন্তাপ
তা হেতু যে খাএ তাকে ভজে গিয়া আপ।
আদমের আগে জন্ম সবের আহার
লিখিয়া রাখিছে বিধি আর্শের মাঝার।
আয়ু মৃত্যু দুঃখ সুখ যার যেই ভোগ
জন্ম আগে আর্শে লেখা প্রভুর সমুখ।
এই পঞ্চ রত্ন কুঞ্চি এলাহির হাতে
যেই করে সেই করে নিজ ইচ্ছা হৈতে।
এই পঞ্চ বুঝিতে কাহাকে নাহি দিল
আপনার নিজ করে আল্লাএ রাখিল।
শবীর ভিতর থাকে এ যুগ আহার
অধম রিজিক থাকে কায়ার বাহির।
ভোজনের বস্তু যত সংসার মাঝার
বাহিরে তাহাকে বলি কনিষ্ঠ আহার।
বাহিরের বিজিক নয়নে দেখা যাএ
সেই রুজি লোকে বলে দুঃখ করি পাএ।
আপনে আসিব হেন প্রত্যয় নাহি মনে
সংসারের লোকে চেষ্টা করে তেকারণে।
অন্তরে রিজিক যুগ কেহ না দেখএ
সে আসি হাজির হএ ক্ষুধার সমএ।
চেষ্টা কবি যে যুগ না পাএ জীবকুলে
আপনে আসিয়া রুজি বৈসে প্রাণ মূলে।
জীব হস্তে যদি হৈত এযুগ আহার
জীবধর কুলে গর্ব তবে হৈত সার।
ভাবিয়া জগৎ পতি কাহাকে না দিল
অধিকারী নিজ করে আপনি রাখিল।
নিজ ইচ্ছা রূপে প্রভু সর্ব কর্ম করে
জীবধর শূন্য মধ্যে চালাএ সংসারে।

সকলের সর্ব ভাঙ্গি এক নিরঞ্জন
সবেরে অনিত্য করি রাখিছে ভুবন।
সংসারে অনিত্য আপে নিত্য করতার
সবেরে কলঙ্ক দিয়া চালাএ সংসার।
সর্ব লক্ষ্যে নিত্য প্রভু গোপতে রাখিছে
অনিত্য জগৎ ব্যক্ত প্রচার করিছে।
ধ্বংস নাহি সূক্ষ্ম তনু নিত্য করতার
স্থূল কায়া ব্যক্ত ধ্বংস সমস্ত সংসার।
দোষ দিয়া জগৎ রাখিছে করতারে
ইচ্ছা হৈলে জেস্ত করে, শ্রদ্ধা হৈলে মারে।
মুহূর্তেকে নানা লীলা করে করতাএ
নিদ্রা দিয়া যারে লোকে চৈতন্যে জিয়াএ।
মাটির যথেক তনু কলঙ্ক বিশাল।
ক্ষেণে জ্ঞান ক্ষেণে ভ্রম নানান জঞ্জাল।
সর্ব কর্ম ঈশ্বরের ইচ্ছার নিয়ম
উত্তমে অধম করে সামান্যে উত্তম।
ভিক্ষুকে নৃপতি করে ভূপতি ভিক্ষুক
দুঃখী ধনী দাতা দুঃখী প্রভুর কৌতুক।
অজ্ঞানী পণ্ডিত করে বুধরে অজ্ঞান
সতীর বাড়াএ দোষ, দোষী জনে মান।
ভাটারে উজানি করে উজানি করে ভাটি
সীসাকে সুবর্ণ করে রত্ন করে মাটি।
উজারে বসতি করে বসতি উজার।
মলিন উজ্জ্বল করে দীপ্তি অন্ধকার।
সমুদ্রে জাঙ্গাল করে পর্বতে সাগর
নিরূপেত রূপ করে এমন ঈশ্বর।
রূপেত নিরূপ করে মহিমার গুণে
প্রভু যেই করে সেই হএ ত্রিভুবনে।
এক কর্তা ত্রিলোক চরিত্র তত্ত্ব করে
শাস্ত্র জ্ঞানী মুনি ঋষি বুঝিতে না পারে।
বায়ু-নীর কলেতে চালাএ কর্ম নিতি
চরিত্র জানিতে তার কাহার শকতি।
এক কলে লালে পালে সমস্ত জগত
সেই কল নিজ করে রাখিছে গোপত।
ব্যক্ত রূপে যত বস্তু দেখেন্ত সকলে
সে অনিত্য বস্তু দেখি সর্ব লোকে ভুলে।
অন্তরেতে গোপ্ত থাকে অমূল্য রতন
কায়ার বাহিরে যত মিছা বিবরণ।

বাহিরে ভোজন বস্তু সকল দেখএ।
আপনে আসিব হেন প্রত্যয় না করএ।
ক্ষমা প্রত্যয় না করি যে দুঃখ চেষ্টা করে
বৃথা রূপে দুঃখ পায় মিছা বাদে মরে।
যে বস্তু ধরিছে যার ভোগ ভাগ বলে
তার আগে সে বস্তু আসিব নানা ছলে।
ছলে বলে গোপ্ত ব্যক্ত হএ নিরঞ্জন
কপটের মূলে প্রভু পালে ত্রিভুবন।
যে বস্তু বান্ধিছে যার ভাগ্য-বল ডোরে
ভাগ্য বলে টানি আনি দিবেক গোচরে।
যার যথ ভাল মন্দ আছে আদ্য আগে
তিল অর্ধ বেশী কম নহে তার ভাগে।
সর্ব তত্ত্ব করতারে কহিছে কোরানে
সবের নিয়ম আমি করিছি আপনে।
দুঃখ সুখ যার যত ভাগ নীতি হৈব
ছলে বলে কদাচিত লড়িতে নারিব।
সর্ব দমে ক্ষমা ধরি রহে নরপরী
সহি থাকে যার যেই ক্ষণে যেই করি।
বাজারেত নানা বস্তু বিকে সদাগরে
সর্ব দ্রব্য এক জনে কিনিতে না পারে।
তেন মত দেখ সব সংসারের রীত
প্রভু আজ্ঞা বিনে কেহ না পারে কিনিত।
এত জানি দৃঢ় ভাবে যোগী বান্ধে মন
সর্ব দমে ক্ষমা ধরি রহে তে কারণ।
ক্ষমা, ধৈর্য, শান্ত, প্রত্যয় থাকে যার পাশ
সত্য সত্য প্রভু তার পূরে মন আশ।
সর্ব মূলে ক্ষমা ধরে শুদ্ধ যোগীগণ
ক্ষমা আগে রত্ন নাই এতিন ভুবন।
সেবা, জ্ঞান, ধ্যান নহে ক্ষমা সমতুল
ক্ষমা পাল লোকের মহিমা মহামূল।
যোগীকুল পয়গম্বর শুদ্ধ যত জন
মুক্তি পদ হৈল করি ক্ষমার যতন।
ক্ষমা গুরু ক্ষমা শিষ্য, ক্ষমা সে ঈশ্বর
ক্ষমা বিনে ফকিরের নাহি সিদ্ধি বর।
তা হেতু বৈরাগী সব ক্ষমার সেবক
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভাবিনী সে আহার ভাবক।
ভাবিনী দর্শন বিনে ভাবক উদাস
ভাবক ভ্রমিয়া যাএ ভাবিনীর পাশ।

কলম ভাবিনী সে ভাবক মধুকর
ভ্রমর গুঞ্জারি যাএ পুষ্পের উপর।
হইলে কর্ণের ক্ষুধা ধ্বনিবাক্য শুনে
কর্ণাহার হএ শব্দ আসিয়া আপনে।
চক্ষের লাগিলে ক্ষুধা তবে দৃষ্টি চাহে
হইলে নাসার ক্ষুধা যুগ প্রাণে যাহে।
বায়ু ক্ষুধা হৈলে গন্ধ সকল ভক্ষণ
বদনের ক্ষুধা হইলে নিঃসরে বচন।
ইক্ষুরস খাএ নর নীর ক্ষুধা হইলে
কর ভোগ হইলে ধরে, পদ-ভোগে চলে।
আকলের হইলে ক্ষুধা ভাবনা করাএ
ভাবের আহার বাঞ্ছা হএ কামরাএ।
কামের আহার হএ সাহস প্রধান
সাহসের আহার কুওত হএ জ্ঞান
জগতের যত কর্ম বলের আহার
বলের বসতি গর্ব দেহের মাঝার।
হইলে মাটির ক্ষুধা বরিষএ জল
ক্ষুধার্ত হইলে নীর উথলে অনল।
বহ্নির আহার শুদ্ধ বলিয়া পবন
বায়ুভোগ হইলে অগ্নি না ধরে জীবন।
জন্মিলে বাবির ক্ষুধা জপে প্রভু নাম
ব্রহ্মা নাম কল্পনা বাবির অবিশ্রাম।
মনের আহার বায়ু, বায়ু ভোগ শূন্য
বাবির কল্পনা যত নাহি পাপপুণ্য।
'ম'কার বায়ুর তেজে বায়ু করে গতি
খদিচ কেতাব বাণী শুন জ্ঞান মতি।
ত্রিভুবনের সার ঈশ্বরের এক তনু
যুগ কায়া নাহি সার এক প্রভু বিনু।
সম্পূর্ণ শরীর হৈয়া নাম ধরে তন
কায়ার অন্তরে বাস করিয়াছে মন।
মন জ্যোতি অন্তরেত সমীরের স্থিতি
বাবির অন্তরে ধ্বনি করিছে বসতি।
ধ্বনির অন্তরে জ্ঞান 'জ্ঞান ব্রহ্ম' নাম
জ্ঞানের উপরে ধ্যান বৈসে অবিশ্রাম।
ধ্যানের অন্তরে মহা জ্যোতির প্রকাশ
জ্যোত অভ্যন্তরে মূর্তি সতত নিবাস।
সে মোহন মূরতি প্রভুর সূক্ষ্ম কাএ
তথা বসি নানা লীলা করে মহিমাএ।

প্রভুর গোপত নাম যারে বলি জ্ঞান
শঙ্খ পদ্ম নাম হইতে সে নাম প্রধান।
সেই নাম বসি থাকে পবন অন্তরে
সে নামের বলে বায়ু মহা শক্তি ধরে।
সুস্বরে নিঃসরে বায়ু সেই নাম বলে
সেই জ্ঞান বিনে লীলা নিশ্চয় না চলে।
সে নাম সতত মনে করএ জপনা
সে মোহন মূর্তি নাম ধ্যান অনুক্ষণা।
জ্ঞান কল্পি মহাজ্যোত মূরতির ধ্যানে
সদাএ করিতে আছে, সকলের মনে।
মোহন মূরতি নাম, ধেয়ান করএ
পবনের সঙ্গে হৃদে সে নাম কল্পএ।
মন বায়ু জ্ঞান ধ্যান এক যদি হএ
তাহাকে পরম তত্ত্ব আগম বলএ।
সে মূরতি ঈশ্বর তত্ত্ব ঈশ্বর যেমন
ঈশ্বর ঈশ্বরে যদি হইল মিলন।
সে বলি পরম তত্ত্ব ঈশ্বর ভজন
মহাজ্ঞান সার এই ঈশ্বর মিলন।
এই কর্ম করি জিএ সকলের মন
তাহা বিনা প্রাণ তেজে সমস্ত জীবন।
নর পরী পশু পক্ষী সর্ব জীব ধরে
সে নাম স্মরণে জিএ বিস্মরণে মরে।
নব, পরী, গুরু বিনে না জানে সে তত্ত্ব
পশু কুলে গুরু বিনে জ্ঞানেত সমাপ্ত।
যে সকল সত্য সার যোগী হৈয়া যাএ
গুরু ভজি সে সকলে সার তত্ত্ব পাএ।
এ পবমতত্ত্ব দাহ হৈল যার মনে
সে দহে ফকির হৈল এতিন ভুবনে।
যেই সবে চিনিল আপনা তন মন
ত্রিলোক মাঝারে সে ফকির মহাজন।
যে সব চিনিল দহি আপনার মন
মন হন্তে ভিন্ন নাহি এতিন ভুবন।
আপনার মন হএ প্রভু করতার
মন মোহাম্মদ মন ত্রিজগত সার।
নর পরী ত্রিলোকেত যত জীব ধরে
সার সব নিজ এক মন কলেবরে।
ত্রিভুবনে আপনার এক তন মন
শুদ্ধ যোগী জানে আপে সার ত্রিভুবন।

প্রভু প্রেম নর হেতু তনের অন্তর
মোহাম্মদ মন ব্যক্ত তনু সে বাহির।
সমস্ত শরীর মন ভব পরিমাণ
মন কান্ত মন নাসা চিত্ত সে নয়ান।
মন ওষ্ঠ মন কর মনুরা চরণ
এ সকল রূপ দরি আপে নিরঞ্জন।
মনুরা সেবক হএ, মনুরা ঈশ্বর
মন আল্লা, মন মোহাম্মদ নবীবর।
মন বান্দা, মন খোদা, মন মোহাম্মদ
মন ব্যক্ত, মন গুপ্ত মনুরা জগৎ।
হৃদয় পরম গুরু মনুরা সেবক
মন বাজা, মন প্রজা, হৃদয় বালক।
মন গুরু, মন শিষ্য, চিত্ত হএ শরীর
মুর্শিদ পরম মন অতুল গম্ভীর।
মন স্বর্গ, মন মর্ত্য, মন সে পাতাল
মন স্বর্গ, মন স্থূল, মনুরা সয়াল।
মন আর্শ, মন কুর্সি মন নুর-জ্যোতি
মন রাজ্য, মন নর মনুরা নৃপতি।
মনুরা আলিম হএ জানিও লক্ষণ
যে মন পণ্ডিত বলি, মূর্খ সে মন।
ফকির দর্বেশ মন হএ ভক্ত যোগী
হৃদয় শঙ্কর-ব্রহ্মা প্রধান বৈরাগী।
মন দুঃখী, মন সুখী, মনুরা সন্ন্যাসী
হৃদে রাম অবিরাম চিত্ত রবি-শশী।
নিশি দিশি হএ মন ঘড়ি-যাম-পল
প্রভাত দ্বিপ্রহর সন্ধ্যা মনুরা সকল।
মন মূল বৃক্ষ লতা মন ফল ফুল
মন অন্ধ, মন নাগ, চিত্ত দেবকুল।
মন শূদ্র মন ক্ষত্রি মন মুসলমান
মনুরা ব্রাহ্ম হএ হৃদে বৈশ্যগণ।
উত্তম মধ্যম ধর্ম অধমর্ণ আকৃতি।
ভাল মন্দ এক মন হএ সর্ব জাতি।
মন বলি পবন, পবন বলি মন
বায়ু হএ জগৎ, সমীর নিরঞ্জন।
পবন সেবক হএ, পবন ঈশ্বর
বায়ু করতার, বায়ু সর্ব জীবধর।
বায়ু তন, বায়ু মন, বায়ু নিরঞ্জন
আত্ম মোহাম্মদ, আত্ম হএ ত্রিভুবন।

বায়ু কর্ণ বায়ু নাসা বায়ু চক্ষু মুখ
অষ্টাঙ্গ সকল বায়ুমূর্তি দুঃখ সুখ।
বায়ু ক্ষুদ্র, বায়ু কবি, বায়ু সিদ্ধা ভক্ত
বায়ু জ্ঞান বায়ু ধ্যান বায়ু সিদ্ধা মুক্ত।
বায়ু অগ্নি জল, বায়ু মাটির মূরত
বায়ু জ্যোতি, বায়ু গতি, পবন মূরত।
গোপ্ত ব্যক্ত যথ আছে প্রভুর সৃজন
স্বর্গ মর্ত্য নাগলোক নরক ভুবন।
নর পরী পশু-পক্ষী কীট নাগবর
তৃণ তরুলতা যত পর্বত সাগর।
স্থূল শূন্য যত দূর প্রভুর করন
এ সকল তত্ত্ব হএ একই পবন।
ত্রিভুবন স্বর্গমর্ত্য পবনে চালাএ
পবনে জিয়াএ, মারে, পবনে চালাএ।

মনতত্ত্ব

পবন বলিএ মন পবনে পবন
মন বায়ু যুগ অর্থ নহে কদাচন।
যাহাকে বলিএ বায়ু তাকে বলি মন
মোহাম্মদ যাকে বলে সেই নিরঞ্জন।
যাহাকে বলিএ মন সে হএ ঈশ্বর
হৃদয় যাকে কহি তাকে বলি পয়গাম্বর।
সত্য মূলে মন হএ কর্তা মহাশয়
যেই রূপ করে মন সেই রূপ হএ।
আগম মনের নাম বিষ্ণু করতার
কর্তা যেই কর্ম করে সেই মাত্র সার।
সার মূলে চিত্তমান বলিএ গোঁসাই
চিত্ত বিনে আর কর্তা ত্রিলোকেত নাই।
মন গুরু মন পীর মনুরা মুর্শিদ
মন শিষ্য মন পাঠ জ্ঞান শাস্ত্র রীত।
তৌরিত ইঞ্জিল মন জবরুত ফোর্কান
চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র মনুরা প্রধান।
আদি বেদ যত শাস্ত্র কোরান পুরাণ
গোপ্ত ব্যক্ত আগম নিগম শাস্ত্র জ্ঞান।
কত কত শাস্ত্র আছে ত্রিলোক মাঝার
সর্ব শাস্ত্র বৈসে এক মনুরা অন্তর।

সার মূলে শাস্ত্র কুল চিত্ত মন ধার
শুদ্ধ এক মন শাস্ত্র সকল বিচার।
কোরান বলিএ মন চিত্ত যে কোরান
শাস্ত্র জ্ঞান বলি যারে সেই মন জ্ঞান।
জ্ঞান শাস্ত্র যারে করে হৃদ বল তারে
বিমল হৃদয় হৈতে সকল নিঃসরে।
যে জনের মন প্রভু করএ নির্মল
নির্মল মনেতে শাস্ত্র নিঃসরে সকল।
নির্মলতা মনতরু যখন ঝঙ্কারে
অনন্ত অলেখা শাস্ত্র মন হোন্তে ঝরে।
মনুরা শাস্ত্রের তরু শাস্ত্র আছে ধরি
শাস্ত্রের সাগর মন শাস্ত্র আছে ভরি।
জ্ঞান সমুদ্র মন বিদ্যা নহে ঊন
নানা গীত যন্ত্র নৃত্য কিনি পুনঃপুন।
মন হএ তাল যন্ত্র মন হএ গীত
মনুরা সানাই বংশী চিত্ত ষষ্টরীত।
মন মুরালীর স্বর মন বংশী ধনী
মনুরা বাজাএ বাঁশী মনানন্দ শুনি।
মনুরা বাজাএ বাঁশী সানাই মুরালী
মন সে মৃদঙ্গ ঢোল হৃদ সে ঝাঁঝারি।
সর্বগীত সর্ব শাস্ত্র ঈশ্বর আপনে
গাহে বাহে প্রভু গীত যন্ত্র প্রভু শুনে।
মন সর্ব যন্ত্র গীত মন হএ রীত
গাহে বাহে শুনে মনে মহানন্দ চিত।
মহিমার সিন্ধু মন কৃপার সাগর
প্রেমরস'দধি মনানন্দ সরোবর।
সুখের সাগর মন মিষ্টের ভাণ্ডর
গম্ভীর মাণিক্য সিন্ধু কূল নাহি তার।
প্রভুর ভাণ্ডার রত্ন নিপুণ হৃদএ
কোটি মুখে নিঃসরিলে বাক্য না উঠএ।
মহিমার মহা সরোবর মনে ঘটে
লক্ষ মুখে নিঃসরিলে তিলার্ধ না উঠে।
ক্ষমার সাগর মন মহা কল্পতরু
মন বস্তু মতি হএ মনুরা সুমেরু।
মন কাম মন ক্রোধ চিত্ত লোভ মায়া
মন বলি জ্যোতির্ময় মন কায়া ছায়া।
মন চেতন মন ভার সাহস যে মতি
মন কল মন বিচার নৃপতি।

মতি নরপতি হএ মতি সে উজির
মতি অতি চঞ্চলতা মতি মহাবীর।
মতি সে অমরাপুরী নরক সে মন
মহি হএ চন্দ্র সূর্য হৃদয় গগন।
মতি সিন্ধু মন বারি মতি হএ মীন
মন মহাঘোর রাত্রি মতি হএ দিন।
ইব্লিস নারদ মন মতি হএ পাপ
মতি পাপ অধিকার চিত্ত দুঃখ তাপ।
সাপের নৃপতি মন পুণ্যের সাগর
মতি সর্ব কর্ম যোগ্য মতি সে নাগর।
যে মনে বসতি করে যে মনে উজার
যেই মতি খড়্গ হএ সেই মন ধার।
যেমন সাগর হএ সেই মতি পানি
যেই মনে ভাটি চলে সে মনে উজানি।
ফল ধরে যে মতি সে মতি ফল ঝরে
যেই মতি জেন্ত হএ সেই মন মরে।
মন নারী মন কান্ত মন সে কৌতুক
মন আশা মন বাসা মনে করে সুখ।
মন হএ বাজার মনেরে বলি হাট
সেই মন সাগর সে মন হএ ঘাট।
মন গিরি মন বস্তি মন হএ ঘর
মনে বেচে মনে কিনে মন সদাগর।
মতি চিন্তা মন ভিন্তা হৃদয় সাহস
মনে কান্দে মনে হাসে মতি অভিলাষ।
মন উঠে মন বসে মন করে গতি
মন খেলা মন মেলা মন হএ রতি।
মন ঝুরে মন নিদ্রা মন জাগরণ
মন ঘৃণা মন গর্ব মন অপমান।
মন হএ মহানন্দ মনুরা বিরস
মন শ্রদ্ধা মন সিদ্ধি মনুরা মানস।
মতি হএ ভক্ত অতি মতি সে কঠিন
মন ইষ্ট মন মিত্র মন হএ ভিন।
যেই বায়ু সেই মতি সেই করতার
এক মনে কর্ম করে নানান প্রকার·।
মন পক্ষী আসন পবন বৃক্ষ 'পর
সমীর পুষ্পের মধু মন সে ভ্রমর।
মারুত-সিন্ধুর-নীরে চরে মন-মীন
পবন-পালঙ্কে চিত্ত শুতএ রাত্র দিন।
পবন অশ্বের 'পরে চড়ে মনু রাষ্ট্র
বায়ু গাভী দুগ্ধ ভৈক্ষ্য মতি বাছুর হএ খাএ।
পবন পক্ষীর পৃষ্ঠে মনুরা বসিয়া
মুহূর্তেকে ত্রিভুবন বেড়াএ উড়িয়া।
মনুরা ঘরের গিরি মারুত যে ঘর
পবন কুমার মতি কুমার সুন্দর।
বায়ু হএ নিশাপতি মনুরা পবন
বায়ু হএ ধরণী সুমেরু হএ মন।
জল বিনে যদি মীন সবে প্রাণ ধরে
জল মীন ভিন্ন হেন তবে কহি তারে।
এক কায় প্রাণ হএ জল আর মীন
মীন বায়ু সার এক না জানিঅ ভিন।
সত্য এক হএ সিন্ধু মীন আর জল
ভিন্ন নহে কদাপি শিকড় তরু ফল।
বায়ু ভূমি হোন্তে জীয়ে নানা তরু মন
রস বিনে তরু সবে না ধরে জীবন।
যেই বায়ু সেই মন সেই করতার
যেই বান্দা সেই মন সেই নবীসার।

আল্লাহ-তত্ত্ব

ফল বৃক্ষ শিকড় যদি হএ ভিন্ন ভিন
আল্লা নর দুই হেন তবে পাই চিন।
যেই আল্লা সেই নর সেই তরু ফল
যেই প্রভু সেই মীন সেই সিন্ধু জল।
এক নুর এক শাস্ত্র এক শিষ্য জনে
এক রাজ্য এক রাজা এক গুরু জ্ঞানে।
এক কর্তা এক হর্তা একে যে করএ
কর্মের কর্মিক প্রভু যুগল না হএ।
এতিন ভুবন মধ্যে এক করতার
এক কর্তা যে করএ সব হএ সার।
নর পীর যত জীব ত্রিজগ ভিতর
সকল সেবক প্রভু আপনে ঈশ্বর।
গোপ্ত ব্যক্ত ভাল মন্দ সর্ব জগ কাম
সকল ঈশ্বর করে সেবকের নাম।
অষ্ট অঙ্গ শরীরের মনুরা ঈশ্বর
কর্ণ চক্ষু হস্ত পদ মনের নওকর।

করএ মনের বলে সর্ব কর্ম তনে
সর্বাঙ্গের শক্তি নাহি না করিলে মনে।
মনে যে করএ সর্ব অঙ্গ সেই করে
কর্তা আজ্ঞা বিনে দাসে শক্তি নাহি ধরে।
মনুরা গোপতে করে ব্যক্ত চক্ষু কর্ণ
হস্তে পদে কর্ম যত করে নানা বর্ণ।
অষ্টাঙ্গ কায়ার কর্তা যেন হএ মন
ত্রিলোকের মন কর্তা এক নিরঞ্জন।
দুঃখ সুখ ভাল মন্দ ত্রিলোক মাঝার
রিপু মিত্র সর্ব লীলা এক করতার।
ত্রিখণ্ডের যত হএ আল্লার সকল
এক আল্লা বিনে কর্তা কেহ নাহি আর।
কর্তা অধিকার প্রভু সমস্ত ভুবনে
অধিকার নাহি কেহ এক প্রভু বিনে।
যে করে সে করে আল্লা নিজ ইচ্ছা হৈতে
আল্লা বিনে কার্য কর্তা নাহি ত্রিজগতে।
ত্রিলোক চালাএ কর্ম ঈশ্বর যে জানে
ভাল মন্দ তিলার্ধ না পুছে কার স্থানে।
ভাল মন্দ যত করে প্রভু তিন ঠাঁই
প্রভু যুক্তি জিজ্ঞাসিতে হেন কেহ নাই।
না করন্ত কার সঙ্গে যুক্তি বিস্মরণ
নিজ ইচ্ছাগতে আল্লা করেন্ত পালন।
আপনার ইচ্ছা যেই করে নিরঞ্জন
অনন্ত অলেখা রূপ না যাএ লিখন।
অনন্ত অলেখা রূপ এক অধিকার
নানা রূপ লীলা মাত্র এক করতার।
এক প্রভু লীলা করে নান রূপ ধরি
যেন পাড়ে বাজিকরে পোতলার ডুরি
আল্লাএ সকল করে কার্য আপনার
বাজিগরে বাজি করে নাম পোতলার।
নানা রূপ রস ভোগে নিজ মহিমাএ
বাজিয়া পোতলা যেন ইঙ্গিতে দোলাএ।
নানা রূপ ধরে প্রভু লীলা ভোগ করে
বাজিতে অনন্ত রঙ্গ কেবা শক্তি ধরে।
অনন্ত অলেখা যার মহিমার ধনী
সে মহিমা লক্ষিতে না পারে বৃদ্ধমুনি।
জগৎ পোতলার রূপ অনিত্য সকল
শূন্য রূপে এক আল্লা সততে উজ্জ্বল।
গোপতে নিরূপ প্রভু গোপতে প্রকাশ
জগৎ বিদিত আল্লা সর্বত্রে নিবাস।
বিজ্ঞানে গোপত প্রভু সুজ্ঞানে বিদিত
এক প্রভু ত্রিলোকেত বেপাক জড়িত।

জ্ঞান সাগর

(প্রথমাংশ)

আলি রজা বিরচিত

বিষয় সূচি

কাব্যপাঠ

জ্ঞান সাগর

[প্রথমাংশ। এই অংশটুকু সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত জ্ঞানসাগরে নেই]

ধন তত্ত্ব

জিজ্ঞাসিলা শাহ আলী রসুলের পাশ
কি কর্ম করিলে হৃদ হইবে প্রকাশ।
কি কর্ম করিলে হরে চিত্ত অন্ধকার
এই মর্ম ভগ্ন করি কহ নবী সার।
নবী বলে শুন আলী কহি যে তোমাএ
আল্লার চরিত্র কিছু বুঝন না যাএ।
ধন হৈতে মন হএ প্রভু হৈতে ভিন
ফকির হইলে মন প্রভু পদে লীন।
দাতার মনেত নিত্য মালের ভরসা
ফকিরের মনে করে প্রভু পদে আশা।
ধন হৈতে মন হএ কৃপণ পাষাণ
পণ্ডিত যোগীর মন কমল প্রমাণ।
সংসারী সকলে করে সম্পদ অর্জন
ফকির হইলে মন ঈশ্বর স্মরণ।
প্রভু সেবা তেজি করে ধন পন্থে মন
একে একে কহি শুন তাহার লক্ষণ।
প্রথমে.য়াহার হস্তে হএ মাল ধন
প্রভুর সেবাএ তার শুদ্ধ নহে মন।
ধন বাড়াইতে ভাব অবিরত করে
ঈশ্বরের সেবা-আশা সমস্ত পাসরে।
দ্বিতীএ কহিএ শুন যেই মতি তার
আপনা বেগানা যত সংসারে তাহার।
মাতা পিতা গুরু শিষ্য ভ্রাতা পুত্রগণ
মনে শ্রদ্ধা ধন হস্তে লুকাইতে মন।
ধন হস্তে মনে হএ অতি অহঙ্কার
ধন হস্তে বৈরী-মিত্র সমস্ত সংসার।
অসার সংসার মধ্যে ধনের কারণ
ভ্রাতৃ বন্ধু কত জনে করিছে নিধন।
পিতা পুত্রে ভাই ভাই কাটাকাটি করে
ধন হেতু নৃপে নৃপে হিংসি যুঝি মরে।
ধরে হরে মনের সকল কৃপা জ্যোতি
ধন হেতু মিত্র সঙ্গে না করে পিরীতি।
আব্বাস বধিল মিত্র ধনের কারণ
নবী বংশ বধিল এজিদ পাই ধন।
ধন হেতু মনেত বিরোধ গর্ব বাড়ে।
ধন হেতু হিংসা করে জ্ঞাতি সকলেরে।
দুর্যোধনে রাজ্য হেতু জ্ঞাতিকে হিংসিল
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরে বনবাসে দিল।
সত্য পালি পঞ্চ ভাই পুন আসি দেশে
দুর্যোধন সঙ্গে যুদ্ধ দিল অবশেষে।
শত ভাই পাণ্ডবে বধিয়া কৈল শেষ
রাজা হইল পাণ্ডব পাইল পাট দেশ।
ধন গর্বে রাম সঙ্গে যুঝিল রাবণে
রাম চক্রে দশাননে বধিল পরাণে।
ধন-ভূমি-নারীর কারণে যুদ্ধ করি
দুঃখ পাই কত রাজা মৈল নর পরী।
সংসারে যাহার ইচ্ছা এই ফল তার
দুঃখ পাশ দেখি যোগী ত্যজিল সংসার।
ধন হেতু মনে বাড়ে অতি ক্রোধ রিষ
ধনের গুমান মনে থাকে অহর্নিশ।
ধন ইষ্ট-পড়শী মানত করে ভিন
ধন হেতু মনে থাকে হিংসা অনুদিন।
ধন গর্বে মনে করে অধর্মের ভাব
ধন বলে নানা ছলে করে নানা পাপ।
নানারূপ অধর্ম কথা মনেত জন্মএ
অধর্ম না কৈলে ধন বিস্তর না হএ।
যে করে পাপের কর্ম তার ধন বাড়ে
তেকারণে দাতা সবে অধর্ম না ছাড়ে।
সত্যবাদী জনের বহুল নহে ধন
করতার ভএ তার পাপে নহে মন।

যদি তারে বহুধন দিল বিধাতাএ
দান ধর্ম করিয়া নিয়মে রাখি খাএ।
সত্যবাদী জনের সম্পদ যদি বাড়ে
ঈশ্বর আদেশ মত দান ধর্ম করে।
বেদে শাস্ত্রে যে কহিছে প্রভু নিরঞ্জনে
সত্যবাদী শাস্ত্র কথা পালে হৃদমনে।
করতার সেবিতে অর্জন করে ধন
ধন পন্থে ভুলিয়া না থাকে তার মন।
এক চিত্তে ভাব যার প্রভুর সেবাএ
ঈশ্বর সেবিতে ধন যে সবে অর্জএ
কার ধন শুদ্ধ বলি বেদে শাস্ত্রে কএ।
ঈশ্বর ভুলিয়া যেবা ন পন্থে চলে
সে ধন হারাম হৈল বেদে-শাস্ত্রে বলে।
ত্যজিয়া প্রভুর সেবা ধন পন্থে যাএ
ঈশ্বর আদেশ হানি সম্পদ বাড়াএ।
এই রূপে বহু ধন অর্জে যত জনে
ঈশ্বরের সেবনা না লএ তার মনে।
সিংহ ব্যাঘ্র অনলের যথাতে বসতি
অশ্ব গজ বৃষ তথা রহিতে কি শক্তি।
ধন হস্তে শুদ্ধ পুণ্য নহে কদাচন
প্রভুর আদেশ শাস্ত্র বুঝ বুধগণ।
ভূমি ধন রাখে যদি গগনে লাগাএ
এই হতে দান কেহ যদি সে করাএ।
কদাচিত নহে প্রভু সেবা সমতুল
সেবার বিদিতে দান নহে বট মূল।
ত্রিভুবন পুরী যদি কেহ করে দান
না হএ প্রভুর এক নামের সমান।
ঈশ্বরের এক নাম যে করে জ্ঞাপন
লক্ষ রত্ন দানে সম নহে কদাচন।
অযুতে অযুতে দান যদি করে নিত
প্রভু নাম সম পুণ্য নাহি কদাচিত।
হৃদ শুদ্ধ নহে কদাচিত ধন দানে
দানে যোগী-পণ্ডিত হইছে কোন্ স্থানে।
যে সকল পয়গাম্বর নৃপতি হইয়াছে
ধন ত্যজি প্রভু সেবি সংসার পালিছে।
ধন হস্তে আউলিয়া আম্বিয়া নাহি হএ
কদাচিত ধনীর নাহিক জ্ঞান জএ।
শুদ্ধ কর্ম করিতে না পারে ধন হস্তে
ধনে পারে পরদার লুটিতে কাটিতে।
কদাচিত ধন হৈতে নহে পুণ্যবতী
ধন হস্তে পাপ কর্ম হএ শীঘ্রগতি।
যদি হএ ধন হইতে সার শুদ্ধ পুণ্য
তবে কেনে ধন হএ হস্ত হতে শূন্য।
কায়ার অন্তরে ধন রহিতে না পারে
আপনার সঙ্গে ধন যাইতে না পারে।
হস্তের বাহিরে থাকি যুক্ত কর্ম করে
না থাকিলে হস্তে, কর্ম করিতে না পারে।
হৃদের অন্তরে থাকে ঈশ্বরের নাম
স্মরণ করিতে মাত্র সিদ্ধি মনস্কাম।
জলে যারে ডুবাএ অনলে যারে পোড়ে
দেবাংশী হইয়া যাএ চোরে যারে হরে।
ক্ষেণে দুঃখ করাএ, ক্ষেণেকে করে সুখ
ক্ষেণে ক্ষেণে মিছা মায়া দিয়া হএ লুক।
যেই বস্তু অনিত্য কি ফল তার বরে
তেকারণে তার প্রেম তেজে জ্ঞান ধরে।
অন্ধ, কালা, বোবা যে চলিতে নাহি পারে
বিবুদ্ধি দেখিয়া ধন যোগী না আদরে।
অন্ধ, কালা, বোবা সে বিবুদ্ধি হএ ধন
তার সঙ্গে যার প্রেম সে জন এমন।
বোবে বোবা, কালে কালা অন্ধলে অন্ধল
ধিবুদ্ধে বিবুদ্ধি মেলা সমযুক্ত ফল।
যার সঙ্গে যেই জনে পিরীতি বাড়াএ
তার হস্তে যেই ফল সেই রস খাএ।
হেন রজত পড়ে যদি বণিকের করে
প্রথমে অনলে দহি জলবৎ করে।
ক্ষণে ক্ষণে দহি করে অগ্নির বরণ
উলটাই ক্ষণে ক্ষণে পিটে ঘন ঘন।
অনলে জ্বালাএ, পিটে করে নানা শাস্তি
অষ্ট অঙ্গে দাগ দিয়া করে রতি রতি।
সূত্র ডোরে বান্ধি তারে মরমে ভেদিয়া
গলে-হস্তে-পদে রাখে গুমান ভাঙ্গিয়া।
হেম রজত কেহ দিছে পশুর গলাএ
কেহ কেহ দিছে হেম পশু পক্ষীর পাএ।
বুঝ বিজ্ঞ, ধনের কথেক শক্তি হএ
তেকারণে বৈষ্ণবে সম্পদ না অর্জএ।
অধিক পিরীতি যার ধনের সংগতি

ধনের যথেক শাস্তি তাহার সে গতি।
যদি সে দাতারে পাএ চোর ডাকুগণে
অনলে জ্বালাএ, কাটে ধনের কারণে।
হেন আসি মারে কাকে মুণ্ড ছেদ করে।
তস্করে পাইলে সন্ধি সর্ব ধন হরে।
কদাচিত সর্ব লোকে ধনীকে না চিনে
যে সব সেবক তার সে সকলে মানে।
পণ্ডিত, ফকির সেবা সর্ব লোকে করে
যথা যাএ মিত্র হেন সকলে আদরে।
দাতাধনী নৃপ যদি পরবাসে যাএ
হস্তে ধন না থাকিলে ঋণ করি খাএ।
পণ্ডিত বৈরাগী যদি বিদেশে পয়াণ
সর্বলোকে সেবা করে ঈশ্বর সমান।
নানা রসে ভুঞ্জাএ যাইতে দিব ধন
পিরীতি কারণে সবে করএ রোদন।
যদি নৃপতি যাএ প্রজাগণ ঘরে
অসন্তোষ মনে লোকে তাকে ভক্তি করে।
যতক্ষণ থাকে-সেবে মনেতে বিরস
নৃপ গেলে সর্ব লোকে অধিক সন্তোষ।
দাতার নাহিক গুণ অকীর্তি সদাএ
দাতার সকল বৈরী যথা তথা যাএ।
ধন হৈলে মনে হএ অধর্মের ভার
ধন হারাইলে হএ পাগল আকার।
নানা মতে দুঃখ দিয়া নষ্ট করে ধনে
হএ নএ বিচারিয়া চাহ বুধগণে।
দাতার মরণে ধন সঙ্গে না যাইবে
ইষ্ট মিত্র বন্ধু সবে ভাগ করি নিবে।
মৃত্যুকালে শূন্য হস্তে যাএ দাতাগণ
যে সবে অর্জএ ধন বিবুদ্ধি সে জন।
সার শুদ্ধ বুদ্ধি রাখে যে সকল মরে
সর্ব নষ্ট মূলে ধন-জানি না আদরে।
যে সবে সংসারে ভুলে অল্পদিনে মরে
ধন ছাড়ি যোগী হৈলে যুগে যুগে তরে।
যে সবে সংসার ছাড়ি যোগী হৈয়া যাএ
যোগীর জ্ঞানের তেজে সম ডরে ধাএ।
প্রভুভাবে সার যোগী হৈল যত জনে
নর পরী সিংহ ব্যাঘ্র সর্পে তারে মানে।
দান করি দাতা যদি সার পুণ্য পাএ
সর্প ব্যাঘ্রের ডরে দাতা তবে কেন ধাএ।
সংসারী সবের রিপু অনন্ত অপার
যোগীর নাহিক রিপু ত্রিভব মাঝার।
যে করে ঈশ্বর সেবা তার রিপু নাই
সংসারী সবের রিপু আছে ঠাঁই ঠাঁই।
লোকের সঙ্গতি ধন রাখিছে ঈশ্বর।
পাপিষ্ঠ ধনের রিপু আছে বহুতর
পাপিনী ধনের রিপু আছে সর্বস্থানে
ফকিরের বৈরী নাই এতিন ভুবনে।
জানিও সমূলে নষ্ট অতি ভূমি-ধন
ধন হস্তে সার পুণ্য নাহি কদাচন।
আলী বলে ধন যদি অতি নষ্ট হএ
ত কেনে সংসার মায়া সকলে করএ।
সংসারেত ধন দেখি যে ধনের বড় জএ
ধন বিনে সংসারের কর্ম না চলএ।
নীতি ধর্ম প্রতিষ্ঠা সংসার ধন হৈতে
নর পরী সকল ভুলিছে ধন পথে।
উত্তম মধ্যম নর তপসী সবার
ধন হস্তে সকলের মহিমা প্রচার।
যদি সে ধনের গুণ-সব নষ্ট আছে
তবে কেন সর্ব লোকে ধনেত ভুলিছে।
রসুলে বোলেন্ত আলী শুন সেই কথা
যে কারণে ধন সব সৃজিল বিধাতা।
প্রভুর পরীক্ষা ফাঁদ পাতিছে সংসারে।
নর পরী সকলের মর্ম বুঝিবারে।
দুই পন্থ করতারে করিছে সৃজন
এক ঈশ্বরের সেবা আর ভূমি ধন।
এই দুই নিয়ম করিয়াছে দয়ামএ
ভাল মন্দ দুই যার মনে যেই লএ।
যেই জনে প্রভু ভাবে দৃঢ় বান্ধে মন
করতারে হরে তার সব রাজ্য ধন।
তথাপি সেবা যদি সেই জন না ছাড়ে
পুনি দুঃখ দিয়া মন বুঝে বারে বারে।
মরম বিচারে প্রভু নানা দুঃখ দিয়া
ঈশ্বরের সেবা যদি না যাএ ছাড়িয়া।
নানা দুঃখে প্রভু সেবা যদি না ছাড়িল
সংসারের সুখে যদি সেও না ভুলিল।
যত মত দুঃখ পাএ সব সহি থাকে

ক্ষমা ধরি প্রভুর সেবাএ মতি রাখে।
প্রভুর পরীক্ষা ফাঁদ জিনিল যে জন
তা সবারে করতারে গৌরবে তোষন।
সে সবেরে মিত্র বলি প্রভু কহিছেন্ত
মিত্রের স্বরূপ প্রভু তা সবে পালেন্ত।
প্রেম রসে ভুলি প্রভু তাহা সঙ্গে থাকে
ত্রিভুবন হন্তে প্রভু ভিন্ন করি রাখে?
সে সবের সঙ্গে প্রভু আপনি মিলএ
জিব্‌রিল দূত আদি কেহ না জানএ।
গোপতে সে সব সঙ্গে মিলে নিরঞ্জনে
সংসারের ফেরেস্তা সবে সে মর্ম না জানে।
সে সবেরে মহা কৃপা করে কৃপাময়
সর্ব স্থানে সে সবের এ লাগিয়া জয়।
কেহ তার চরিত্র না বুঝে এ কারণে
সংসারের লোকে তারে অপূর্ব বাখানে।
সংসারের যেই রীত সেই নহে তার
তাহার চরিত্র মর্ম জানে করতার।
তাকে প্রভু প্রাণ সখা কহিছে আপনে
অমর অমূল্য রত্ন পাইবে সে জনে।
সর্ব ছাড়ি প্রভু স্মরি থাকে যত জনে
কিঞ্চিৎ কহিলুঁ কিছু পয়ার বন্ধনে।
প্রভু সেবা ছাড়ি যে সংসার কর্ম করে
তাহার চরিত্র কহি শুন বুধ নরে।
রাজ্যধন দৃঢ় ফান্দ ঈশ্বরে কহিছে
ঘটে বিষ ভরি মুখে অমৃত রাখিছে।
মায়া করি দৃঢ় ফান্দ প্রভু নিরঞ্জনে
সেই জাল পাতিয়াছে জুড়ি ত্রিভুবনে।
ফান্দের সঙ্গতি প্রভু আহার বান্ধিয়া*
ফান্দ পাতি ব্যাধ রূপে রহিছে লুকিয়া।
সংসারের কর্ম যত তাকে জাল কএ
রাজ্যধন যত সুখ আহার বলএ।
অক্ষেমা বিবুদ্ধি লোক সংসারে যে জন
ধন লোভে বাঝে ফান্দে সে সবের মন।
ব্যাঘ্র যেন ছাগলের লোভে পালে বাঝে
পক্ষী মাঝে আহারের লোভে ফান্দ মোঝে।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রেত কহিছে
অজ্ঞান সকল লোক ফান্দেত বাঝিছে।
সংসারের কাজে মন বান্ধে যত নরে
লোভ ফান্দে বাঝিয়া লাঘব পাই মরে।
সংসারের কর্মে যে সকলে বান্ধে মন
মিষ্ট-বিষ বিচারিয়া না কৈল ভক্ষণ।
বিষে ঘট ভরি মুখে কিছু মিষ্ট দিয়া
মায়া করি ঈশ্বরের রাখিছে ভণ্ডাইয়া।
এই বস্তু যে সকলে বিচারি না খাএ
মিছা দুঃখে মরে সেই বৃথা জন্ম যাএ।
মিছা কর্মে সংসারে যে সবে বান্ধে মন
সে সব বারতা কহি শুন বুধগণ।
সংসারের কার্যেত যেসব লোক চলে
লাগিল নরক অগ্নি তা সব কপালে।
যে হেন সহস্র বলা মস্তকে লইল
সহস্র কটোরা বিষ সে হেন ভক্ষিল।
আপনার চক্ষে শর আপনে হানিয়া
আপনে রহিল যেন আন্ধেলা হৈয়া।
নিজ হৃদে যেন শেল হানিল আপনে
সহস্র দারুকা যেন বিন্ধিল চরণে।
যেন কায়া-গৃহে বাসা ইচ্ছিলেক মনে
ডুবিয়া রহিল যেন নরক গহনে।
সংসারের কর্মে যেই অধিকারী হৈল
হস্তপদ বান্ধি যেন সাগরে ডুবিল।
লোচন থাকিতে যেন হইল অন্ধল
চরণ থাকিতে যেন হইল নিশ্চল।
সমে গমে ইষ্ট মিত্র না পাএ দেখিতে
অচলা সমান দাতা না পারে চলিতে।
মেলা-সভা করি সেই বসিতে না পারে
চন্দ্র সূর্য বিনে সেই থাকে অন্ধকারে।
সংসারেত যে সকলে করে অধিকারী
যেহেন সে সেবে করে পরের বেগারী।
সে সকলে সেই কর্ম যদি না করিত
তার লাগি সেই কর্ম বন্ধ না থাকিত।
অধিকারী কার কত রাজা মরি যাএ
সে মরণে রাজ্যনীতি কেমনে চালাএ।
ত্রিলোকের অধিকারী এক নিরঞ্জন
সেজনে জগৎ নীতি করাএ পালন।
সংসারের অধিকারী যে সকলে পাএ
ধন রাজ্য মোর বলি কহেন্ত সদাএ।
ধন বস্তু মোর মোর কহে বহুজনে

সার মূলে কর্তা কেবা না ভাবেন্ত মনে।
যে সকলে কোন বস্তু বলএ আমার
অলেখা অনন্ত পাপ জন্মএ তাহার।
সে সবেরে করতারে অতি ক্রুদ্ধ হএ
জন্ম কূলে তা সবার লাঘব করএ।
তেকারণে সে গর্ব ভাঙ্গিয়া দিল মাথে
এক হস্তে রাজ্য ধন দেয় অন্য হাতে।
আছিলেক মহারাজা **'দারা'** ছত্র ধারী
সেকান্দরে রাজ্য দন নিল তাকে মারি।
দশদিক জিনিয়া রাজা রাবণ আছিল
রামে তাকে মারি রাজ্য বানরে লুটিল।
ছখাওতি মর্দ ছিল রাজা **ফেরাউন**।
অধিকারী হৈয়া বহু পাইল অপমান।
দৃঢ় ভাবে বুঝ ধীরে সংসারের নীত
এক খাএ আর ভরে অধম চরিত।
বহু বহু মায়া করি সংসার ভুলাএ
লোভ দেখাইয়া ফান্দে বাঝাইয়া খাএ।
চারি যুগে বৃদ্ধ বলি সংসার **কামিনী**
পাপিনী সাপিনী বড় মায়া রাক্ষসিনী।
কত কত কামী বরি করিছে গরাস
যাহারে বরিছে তারে সমূলে নিরাশ।
স্বামী খাই রাখে বড় হৃদয় পাষাণী
স্বামী বৃদ্ধ হই মরে সে নব **যৌবনী**।
সংসার কপটী মায়া জানিও নিশ্চএ
সংসার কপটী সত্য বেদে শাস্ত্রে কএ।
দারুনী সংসার যদি কপটী না হইত
সংসারের কর্ম তবে কিছু না চলিত।
সাংসারী যথেক লোক কপটী সকল
কপট ছাড়িতে নারে অন্তরে প্রবল।
সংসার কপট দেখি দয়া ধর্ম ছাড়ে
পিতা পুত্রে, ভ্রাতৃ-ভ্রাতৃ কাটাকাটি করে।
সত্য সত্য জান দৃঢ় কপট সংসার
দয়া ধর্ম নাহি রাখে এমন বেভার।
সংসারের সঙ্গে প্রেম যে সকলে করে
সংসার থাকিতে জেন্ত সে সকলে মরে।
যত রাজা হইছে, হএ, আর যত হৈব
একেলা সংসার জান সকল গ্রাসিব।
ভালমতে-ধীর বুঝ-সংসার চরিত
এক যাএ আর হএ কে রহিছে নীত।
এত জানি ওলি সব যত পয়গাম্বর
অনিত্য সংসার ছাড়ি ভজেন্ত ঈশ্বর।
অসার সংসার জানি শুদ্ধ বুধগণে
প্রেমাধিক না বাড়াএ সংসারের সনে।
যে সকল সংসারের দৃঢ় বান্ধে মন।
মল মূত্র যেহেন অর্জিল সেই জন।
যে সকলে সংসারেত সম্পদ বাড়াএ
গুহ্য মূল দ্বারে ধন সকলি হারাএ।
ভুলিয়া ঈশ্বরে ধন যে করে অর্জন
মল মূত্র নরকে ভক্ষিব সেই জন।
প্রভু সেবা ছাড়ি যে সকলে সাধে ধন
মল মূত্র খাইতে ইচ্ছল তার মন।
মল মূত্র অধিক দুর্গন্ধ হএ সার
ধন সাধকের হএ এমন প্রকার।
ধন সাধে মূঢ় নানা প্রকার করিয়া
ধন ধাএ মূল দুর্গন্ধ হইয়া
নানা রূপে লাগে ধন মরমে সাধএ
পাছে সে সকল ধন মল মূত্র হএ।
প্রভু বিদ্যা যে সকলে করিল সাধন
পাছে ঈশ্বরের সঙ্গে হইব দরশন।
সংসার সাধক লোক দুই কূলে দুঃখ
ঈশ্বর সাধক লোক দুই কূলে সুখ।
সংসারের কর্ম করে যে সকল নরে
বড় জনে রিপু গণে যে সবারে মারে।
সংসারে সাধকে পাএ শাস্তির বেভার
ঈশ্বর সাধকে অঙ্গে শুদ্ধ নুর সার।
ঈশ্বর সাধক সঙ্গে আল্লার পিরীতি
বেভার করেন্ত প্রভু মহিমার জ্যোতি।
ধন সাধকের সঙ্গে ধনের ঐক্যতা
ভিন্ন জন হস্তে কাটে ধনাগমীর মাথা।
ঈশ্বর সাধক মৈলে গোরে দীপ জ্বলে
গোরেত আসিয়া লোকে পূজে নানা ছলে।
মৃত-জেন্ত সমযোগী করিছে আল্লাএ
সংসার সাধক মৈলে পচি-গলি যাএ।
সংসার সাধক জনের অসার ভাবনা
সার ভাব যে সবের ঈশ্বর সাধনা।
চিন্তা হএ অধম যে সংসার ভাবএ

চিন্তা বলি উত্তম যে সংসার চিন্তএ।
মিথ্যা কর্ম করিয়া যে সাধএ সংসার
সত্য করিয়া যেই না ভাবে করতার।
সংসারের মায়া মধ্যে যে জন মজিল
নরক-সাগরে মলমূত্রে সে ডুবিল।
প্রভু সেবা ভাব মধ্যে যে সব ডুবএ
কৃপার সাগর-স্বর্গে যে সব ভাসএ।
কৃতি-যশ-মহিমা সাগর করতারে
কৃপার পদবী দিয়া রাখে তা সবারে।
মহিমার যত বস্তু প্রভুর ভাণ্ডারে
অনন্ত অপার সব কে লিখিতে পারে।
সব ছাড়ি প্রভু ভাবে যে সবে ডুবএ
এই বস্তু হস্তে তার দয়া না পূরএ।
কোরানেত কহিছেন্ত আপনি ঈশ্বর
তার দয়া লাগি আসি মজ্জিত বিস্তর।
তা সবার দয়া আমি নার্রিব শুধিতে
মোর ভাণ্ডে দ্রব্য নাই সে সব তুষিতে।
তবে এক সত্য মোর আছে দৃঢ় সার
ভক্তি পূর্ণ সেলাম করিমু তিনবার।
প্রণাম তিনবার প্রথমে করিব
সে সবের **উরে উরে** পশ্চাতে মিলিব।
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া কহিমু সর্বঠাঁই
শুধিতে তোমার দয়া ভাণ্ডারে ধন নাই।
যোগ্য যুক্ত ধন মোর নাহিক ভাণ্ডারে
তোমরা সাধরে পুন **আজুরা** দিবারে।
প্রেম ভাবে তোমা সবে করিলুঁ মিলন
এবে পূর্ব দয়া মোর করহ ক্ষেমন।
বড় দুঃখ পাইছ সংসারে মোর লাগি
সেই দয়া ক্ষমা আমি ভক্তি করি মাগি।
সংসারেত থাকিতে তোমরা সাধু গণ
মোর ভএ পাপ কর্মে না কর্রিলা মন।
বহু দুঃখ সহি মোর সেবনা কর্রিলা
কদাচিত সংসারের সুখে না ভুলিলা।
সংসারেত ভুলিয়া কাহার বাপ ভাই
সে সবে সেবিলে মোরে তা হতে পালাই।
মাতাপিতা হস্তে ধাই যত যত জন
একচিত্তে মোরভাবে বান্ধিয়াছে মন।
সংসারেত ধন লোভে যে জন ডুবিল

স্ত্রীপুত্র ভ্রাতৃ বন্ধু যে সব ছাড়িল।
পাসরিল আপনাকে আপনি যে জনে
মোর ভাবে মজিয়া রহিল রাত্র দিনে।
আমার কারণে তেজি ধন-রাজ্য-ঘর
যে সব হইল ভক্ত আমার উপর।
ভক্তজন কর্তা আমি সেবক তাহার
সেবকে কি দিতে পারে ঈশ্বরের ধার।
ভক্তের সেবক আমি যে মোর ঈশ্বর
সেবকে মাগম ক্ষমা হইয়া কাতর।
ভজিয়া মাগম দয়া সবার বিদিত
কাতরে লাগিলে দয়া ক্ষমিতে উচিত।
স্বর্গ সত্য পাতালেত ক্ষমার বড়াই
ক্ষমা সম ধর্ম যশ কীর্তি পদ পাই।
ক্ষমা পন্থে মনের মানস দৃঢ় যার
সহস্র সেবক প্রভু স্বর্গ হুর তার।
ক্ষমা সম ধর্ম নাই ত্রিভব মাঝার
ক্ষমা পাল সত্যবাদী মিত্র সে আমার।
যত সুখ ভোগ আছে স্বর্গের ভিতরে
পিরীতির ডালি এক না হএ দিবারে।
প্রেম ডালি মিত্র সঙ্গে দিলে আলিঙ্গন
দুঃখ সুখ সমাসম জিয়ন মরণ।
মিলন মিত্রের সঙ্গে হইল যাহার
পাপপুণ্য সে সবের হইল অবিচার।
মিত্রের মিলন সম সুখ নাহি আর
মিত্রের মিলন কোটি পাপ ভঙ্গাকার।
মিত্র সঙ্গে যে সবের হইল মিলনা
তার সম নাহি স্বর্গে সুখের তুলনা।
ঘোরতর দুঃখ মিত্র দরশন বিনে
অতুল অখণ্ড সুখ মিত্রের দর্শনে।
ত্রিলোকের মধ্যে সুখ যত যত হএ
মিত্র সুখ নিছনি সবে বেদে শাস্ত্রে কএ।
ধন সুখ সব তনু পরাণ অসার
প্রাণের অন্তরে প্রাণ মিত্র আপনার।
হেন মিত্র সঙ্গে যাব না হএ দর্শন
বৃথা ফল সে সবের জিয়ন মরণ।
এক চিত্তে যে সকলে ঈশ্বর সেবিব
প্রেমের গৌরবে প্রভু এমত কহিব।
কায়ে সেবা যে সকলে করে এক মনে

কি সুখে তাহারে রাখে জানে নিরঞ্জনে।
যে সবের প্রেম রসে করতারে ভুলি
করিল সংসারে স্বর্গ বদলা বদলি।
যত ভোগ বস্তু আছে সংসার ভিতর
স্মরণ করিতে আসে রসনা উপর।
স্বর্গের সকল বস্তু না ধরিয়া যাএ
ক্ষুধার সময়ে বস্তু শূন্যে আসে যাএ।
ক্ষুধার নিয়মে বস্তু শূন্যে হাঁটি আইসে
যেই শ্রদ্ধা সেই বস্তু খাইতে প্রবেশে।
এই মতে করে ভোগ স্বর্গ বাসী নরে
মর্ত্যে হেন ভোগ প্রভু করাএ যুগীরে।
রিজিক হাঁটিয়া আইসে সভার গোচরে
ভোগ করি জিয়ে জীব ধরএ সংসারে।
হাঁটিয়া আসএ বস্তু সবের গোচরে
সেই ভোগ্য বস্তু হস্তে ধরি ভোগ করে।
যদি বস্তু হস্তে ধরি না করে ভক্ষণ
মুখে তুলি দিতে পারে হেন নিরঞ্জন।
মুখে তুলি না দেয় প্রভু সংসারীর ভয়
যদি চাহে দিতে পারে তাহা কি সংশয়।
বাহিরের বস্তু যে আহার নাই চায়
আহার না দিয়া প্রভু তাহারে পালায়।
কত কত যোগী সবে তেজিয়া আহার
আসনে জঙ্গলে আছে স্মরি করতার।
সর্ব পন্থ বন্দী করি রাখে কোন জনে
নব পন্থ শুদ্ধ করি রাখে নিরঞ্জনে।
বন্দী হইলে পুরাণ নবীন শুদ্ধ হএ
এক হরে লক্ষ করে হেন দয়া মএ।
কদাচিত বন্দী নাই ঈশ্বরের পন্থ
এক বন্দী হইলে আর প্রকাশ অনন্ত।
মায়ের উদরে শিশু যেন করে ভক্ষণ
প্রসবিলে আর পন্থ করএ গমন।
শিশু কালে কতদিন সেই বস্তু খাএ
কতদিনে সেই পন্থে সমূলে লুকাএ।
সে কালের পন্থ যদি হইল বিনাশ
আর লক্ষ পন্থ প্রভু করএ প্রকাশ।
কে বুঝিবে ঈশ্বরের পন্থ কত সীমা
আপে জানে আপনার পন্থের মহিমা।
কত ভক্ষ্য বস্তু আছে কায়ার অন্তরে
কত কত বস্তু আর তনের বাহিরে।
এক ক্ষুধা অন্তরে নির্মি করতার
এক লাগি লক্ষ লক্ষ সৃজিল আহার।
এক ক্ষুধা দিছে প্রভু জীবধর ঠাঁই
এক ব্যাধি দারু কত তার লেখা নাই।
এক বৃক্ষ কত ফল দিছে করতারে
তথাপি নিবুদ্ধি লোক ক্ষমা নাহি ধরে।

নিয়তি

যেই মতে যাহারে রাখিবে করতারে
আগের নিয়ম পুণ্য নহে এখতিয়ারে।
না আছিল সৃজন যখন ত্রিভুবন
তার আগে নিয়ম লিখিছে নিরঞ্জন।
আদম সৃজন না করিত করতারে
আদমের নাম লিখা আর্শের মাঝারে।
ভালমন্দ আদমের যত ফলাফল
আদমের জন্ম আগে লিখিছে সকল।
আদমের বংশ্ আর দেও পরীবর
পশু পক্ষী কীট তরু যত জীবধর।
ত্রিভব সৃজন না করিতে বিধাতাএ
জন্ম আগে নিয়ম করিছে মহাময়।
সকলের জন্ম আগে নিয়ম লিখিছে
যার যে করিবে, লিখি আর্শেতে রাখিছে।
দুঃখ-সুখ জন্ম মৃত্যু যার যে আহার
সর্বনীতি আগে লিখিয়াছে করতার।
সেই মত যে করিব যারে যে হইবে
বজ্রসম লেখা আর্শে ধূলি না নাড়িবে।
যার যেই লেখা সিদ্ধ না নড়ে নিয়ম
অতি দৃঢ় ঈশ্বরের লেখা বজ্রসম।
যেই লেখা আর্শ মধ্যে সে লেখা কপালে
সে লেখা লিখিছে হস্তে আর পদতলে।
বজ্রসম লেখা আছে রাশিকা যোগে
অঙ্গে যার যেই লেখা সেই ভোগ ভোগে।
আগে যারে যেই লেখা দিছে করতারে
নানা বলে ছলে সেই নাড়িতে না পারে।
যার যেই কর্মলেখা সেই ফল পাএ

যার যেই আদ্য লেখা সেই পন্থে যাএ
যার কর্মে যেমত লিখিছে নিরঞ্জনে
সেই পন্থ শুদ্ধ দেখে আহার নয়নে।
ভালমন্দ সিদ্ধ হএ কর্মে যেই থাকে
কর্ম পন্থে লেখা বিনে তিলার্ধনা দেখে।
যে লেখা কপালে আছে সে কর্ম করাএ
কর্ম লেখা বিনে ফল তিল নাহি পাএ।
কর্ম বলে চলাচল সকলে করএ
কর্ম লেখা পন্থ বিনে মনেতে না লএ।
আর যত ফাসাফুসা এ বাক্য অখর
আগে লিখিয়াছে প্রভু বজ্র সমসর।
কপালে যে ফল ধরে সেই দৃঢ় সার
কর্ম লেখা বিনে ফল ক্ষুদ্র নহে আর।
শাহা কেয়ামদ্দিন গুরু জ্ঞানে রত্ন তুল
আর যত সব বৃথা কর্ম লেখা মূল।
বুধগণে দৃঢ় মনে আনে নাই আর
হীন আলীরজা বলে কর্ম লেখা সার।
মাসে দিনে তিলে পলে যার যেই হএ
সেইক্ষণে সেই ফল লিখন করএ।
দুঃখসুখ লেখা মতে জানিয়া বিশেষ
লিখা বিনে ধূলি এক না নড়িব কেশ।
যার লাগি সেই বস্তু ঈশ্বরে লিখিছে
সেই বস্তু আপনে আসিব তার কাছে।
যেই বস্তু যে সবেরে ঈশ্বর না দিব
স্বর্গ মর্ত্য বিচারিলে লাগ না পাইব।
যার 'পরে করতারে হইল বিরোষ
সপ্ত খণ্ড হৈলে তার না পুরে মানস।
কিঞ্চিত করুণা প্রভু হএ যার 'পরে
স্বর্গের মানস তার হস্তগত করে।
সেই দ্রব্য আপনে আসিব আগে তার
যার ভাগে যে ধরিছে খাইছে আহার।
যার ভাগ্যে রাখিয়াছে নারিবে ছাড়িতে
আপনে আসিব বস্তু আহার বিদিতে।
যেই বস্তু যে সবের ভাগ্যেত না পড়ে
তার হোস্তে সেই বস্তু হরি যাএ পরে।
আগমে-কোরানে সাক্ষী দিছে করতার
যে ধরিছে যার ভাগ্যে অবশ্য সে পাএ।
যেই বস্তু যার ভোগ ভাগ্যেত ধরিব
দৃঢ়মনে জান সেই তারে না ছাড়িব।
অক্ষেমা বিবুদ্ধি লোক সংসারে যে আছে
যাএ হাঁটি পাইবারে সে বস্তুর কাছে।
যে সকল পশু বুদ্ধি না ধরে ক্ষমতা
অন্বেষাএ না ক্ষেমিয়া বস্তু আছে যথা।
কেহ কেহ মাগে কেহ দুঃখ চেষ্টা করে
না পাইবে হেন মতে, ভাগ্যে যেই ধরে।
ক্ষমা প্রত্যয় না করিয়া যাএ নানা পথে
সে সবের ভাব দৃঢ় পাএ চেষ্টা হইতে।
ক্ষমাবন্ত সাধু লোক যত জ্ঞান ধরে
নাহি করে দুঃখ চেষ্টা আসন না নাড়ে।
ক্ষমা ধরি সত্য করি মুনিগণ থাকে
নিকটে আসিব হেন ভাগ্যে যেই রাখে।
আপনে হাঁটিয়া আইসে রিজিক সমস্ত
শুদ্ধজ্ঞানী তত্ত্ব জানি নহে অতি ব্যস্ত।
আপনি আসিবে প্রত্যয় যেবা নাহি করে
হাঁটি যাএ সে সকলে রিজিক গোচরে।
নর পরী পশু পক্ষী যত জীব ধর
ক্ষুধা লাগি যথ জীব আপনে ঈশ্বর।
নিয়মে নিয়মে নির্মি রাখিছে আহার
এক ক্ষুধা লাগি দ্রব্য করিছে অপার।
উত্তম মধ্যম আর আহার অধম
এতিন নিয়মে প্রভু রাখিছে নিয়ম।
যুগল আহার থাকে শরীর অন্তরে
না ভক্ষিলে ডণ্ডেকে জীবন তনু ছাড়ে।
এক ভোগ করে মনে আর করে তনে
উত্তম মধ্যম যুগ চলে দুই স্থানে।
এ দুই রিজিক যদি না করে ভক্ষণ
দৃঢ় মনে জান হএ তুরিতে মরণ।
অধম রিজিক থাকে শরীর বাহিরে
তাকে না ভক্ষিলে কেহ তুরিতে না মরে।
ভোজনের বস্তু যথ সংসার মাঝার
কনিষ্ঠ আহার বলি রহিছে বাহির।
অধম রিজিক সব দেখে দৃষ্টিগতে
লোকে বলে সে আহার পাএ চেষ্টা হৈতে।
নাই প্রত্যয় আপনে আসিব হেন মনে
চেষ্টা করে সংসারের লোকে তে কারণে।
অন্তরে না দেখে কেহ যুগল আহার

সে আহারে হাজির হএ সমএ ক্ষুধার।
বাহিরে ভোজন বস্তু দেখেত নয়নে
প্রত্যয় না করে সেহ আসিব আপনে।
ক্ষমা প্রত্যয় না ধরি সে চেষ্টা করি সাধে
বৃথা কাজে দুঃখ পাই মরে মিছা বাদে।
যেই বস্তু ধরিছে ভোগের ভাগ্য বলে
তার কাছে সে বস্তু আসিব নানা ছলে।
যে বস্তু বান্ধিছে যার ভাগ্য বল ডোরে
ভাগ্য বলে টানি আনি দিবেন্ত গোচরে।
যার যথ ভাল মন্দ আছে পূর্ব ভাগে
তিল অর্ধবার টুটা নহে তার আগে।
সর্বতত্ত্ব করতারে কহিছে পুরাণে
সবের নিয়ম দড় করিছে আপনে।
দুঃখ সুখ যার যেই ভাগ্য রূপে হৈব
ছলে বলে কদাচিত বাড়িতে নারিব।
সর্ব দমে ক্ষমা ধরি রহে নর পরী
সহি থাকে যেই ক্ষণে যারে যেই করি।
এথ জানি দৃঢ়ভাবে যদি বান্ধে মন
প্রতি শ্বাসে ক্ষমা ধরি রহে তেকারণ।
ক্ষমা ধৈর্য শান্ত প্রত্যয় থাকে তার পাশ
সত্য সত্য প্রভু তার পূরে সর্ব আশ।
ক্ষমা পাল লোক যথ সংসার মাঝার
সকল সংসার প্রভু শাসিছে তাহার।
যোগী সকলের হস্ত শূন্য তেকারণে
ধন বান্ধি কি কর্ম করিব যোগিগণে।
যার ঘরে ধন, তার শাস্ত্র জ্ঞান হরে
জ্ঞান বিদ্যা যার ঘরে, সম্পদ না বাড়ে।
সৎকর্ম করিবারে বৈরাগীর মন
তেকারণে যোগী হএ, না সবে বস্তু ধন।
সৎকর্ম বিদ্যাএ করিতে চাহে নীত
অপকর্ম করিবারে ধনের বিপরীত।
ধন বিদ্যা দোহানর বিরোধ বিস্তর
তেকারণে দোহান না রহে এক ঘর।
ধনী সবে 'বিদ্যা' মানে ঈশ্বর সমান
বিদ্বান-জ্ঞানী 'ধন' জানে কিঙ্কর প্রমাণ।
ধনীএ মাগিলে বিদ্যা গুরু ভজি পাএ
বিদ্যার পূজাএ ধন না সাধিলে যাএ।
পদে ঠেলি ফেলে ধন বিজ্ঞ ঋষিগণে
তথাপি সে পদে ভজে নানা ছলে ধনে।
জ্ঞান বিদ্যা সহিতে সেবক হএ ধন
ধনের সেবক শাস্ত্র নহে কদাচন।
ধনীসবে শাস্ত্র যদি করে উপহাস
তাহার সকল গর্ব মূলে হএ নাশ।
পণ্ডিত ফকির ধন নিন্দএ বিস্তর
তবু ধনে ভজে মন গুরু সমসর।
বিদ্যা সম না হএ ধনের গর্ব ফল
তে কার্যে না রাখে ধন সুবোধ সকল।
ধনী সকলের গর্ব মৃত্যু সমতুল
অগ্নি হইতে গর্ব চূর্ণ ভস্ম আর মূল।
বিদ্যা জ্ঞানী সর্ব গর্ব রত্ন সিন্ধু সম
অনলে পুড়িতে নারে অনন্ত বিক্রম।
নিরঞ্জন কহিছেন্ত কোরানে খবর
সংসার জিনিতে ধন আনন্দ বিস্তর।
ধন হইতে তন শুদ্ধ করিতে না পারে
ধন হোন্তে মৃত অঙ্গে জীব না সঞ্চারে।
বিদ্যা জ্ঞান হৈতে মন তন শুদ্ধ হএ
জ্ঞান হৈতে মৃত অঙ্গে জীব সঞ্চরএ।
কহিছেন্ত হাদিস মাঝারে পয়গাম্বর
যার বাড়াএ ধন তার দুঃখ বহুতর।
পুত্র কন্যা স্ত্রীলোক সে সবের হএ
অবিরত চিন্তা দুঃখ মনে না ছাড়এ।
যার যে হইবে সে করিবে নিরঞ্জনে
এ সকলে দুঃখ পাএ বৃথা অকারণে।
পুরাণেত সাক্ষি দিছে প্রভু নিরঞ্জনে
ত্রিভুবন সুখে আছে প্রভুর পালনে।
মায়ে বাপে অন্য জনে করিব পালন
হেন আশে না করিলুঁ কীটক সৃজন।
সংসারের লোকে বলে মায়ে বাপে পালে
জগৎ পালক কর্তা প্রভু তত্ত্ব মূলে।
সংসারী সকল ভাব গণি নাহি ফলে
প্রভু ভক্ত যথ ভাব সার এক মূলে।
সংসারী সকলে ধন চেষ্টা কৈল্যে বাড়ে
ভক্ত সকলের ধন মরণে না ছাড়ে।
ভক্ত সকলের গোর আছে যেই স্থানে
নাম উদ্দেশিয়া যে নানা বস্তু ধনে।
অতি দৃঢ় আশা সংসারীর ধন 'পরে

ফকির সকলে আশা ধনের না করে।
আলিম ফকির যদি ভুলে ধন পাই
আল্লা প্রতি সে সবের আধিপত্য নাই।
ধন পাই বান্ধে যদি পণ্ডিত ফকিরে
মুক্তি পদ নাই আর আল্লার হুজুরে।
ধন কর্ম করিতে যে জনে চাহে ধন
সে সকল সত্যবাদী নহে কদাচন।
ত্রিভুবনে কর্মিক আপনে করতার
ঈশ্বরে সকল করে কর্ম আপনার।
ধর্ম কর্ম উপাসনা হইব যখনে
নীতি কর্ম সকল সমূলে নিরঞ্জনে।

লীলাতত্ত্ব

আপে গণে সিদ্ধ করে কর্ম আপনার
প্রভু বিনে কর্ম সিদ্ধ শক্তি আছে কার।
মনুষ্য যে সব করে সংসারীর কাম
যে সব ঈশ্বরে করে মানুষের নাম।
যে সকল কার্য সিদ্ধ ঈশ্বরে না করে
সে কর্ম করিতে নরে শক্তি নাহি ধরে।
যে কার্য উপরে আছে করতার বশ
সে সব হইব সিদ্ধ নরের মানস।
গৃহস্থের শ্রদ্ধা নাহি যে কর্ম করিতে
ত্রিভুবনে মিলি সেই না পারে সাধিতে।
ত্রিভুবন ঘর প্রভু সে ঘরের গিরি
নিজ গৃহে আপনে করেন্ত অধিকারী।
ত্রিভব চাকর প্রভু আপনে গিরচ [গৃহস্থ]
মজুর কি জানে কত উৎপত্তি খরচ।
গৃহের ঈশ্বর জানে সব কর্ম মূল
আদি অন্ত নীতি জানি করে কার্য মূল।
যে কর্ম জুয়াএ জিনিতে যুক্ত গত
গৃহপতি বুঝি করে কার্য সেই মত।
সেবকের শক্তি নাহি ধূলা নাড়িবার
সত্য পত্য জনে সব করে করতার।
ঈশ্বর সবের কর্তা সংসার সেবক
কর্তা বিনে দাস নহে কার্যের সাধক।
ইচ্ছা হইতে দাস রাখে সেবার কারণে
শীঘ্র দূর করে ইচ্ছা হইলে মহাজনে।
মনুষ্য হইতে যদি ধর্ম কর্ম হয়
তবে কেন কেহ করে কেহ না পারএ।
কেহ দাতা কেহ 'ছখি' পায় অপমান
কি কারণে নহে লোক সকল সমান।
জনক থাকিতে আগে শিশু কেনে মরে
যে কার্য না হইব সিদ্ধ তাহা কেনে করে।
বহু দুঃখে অর্জি ধন রাখে নিজ পাশ
নিদ্রা হইতে ভ্রম কেনে চোরে করে নাশ।
যথাতে না পায় বাঞ্ছা তথা কেনে যায়
যেন রহে উদরে তাহারে কেনে যায়।
ক্ষেণে জ্ঞান ক্ষেণে ভ্রম ক্ষেণেকে চঞ্চল
ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কান্দে ক্ষেণেকে চঞ্চল।
মনুষ্য হইতে কর্ম-কার্য যে জুয়াএ
সিংহ ব্যাঘ্র দেখি বড় তখনে ডরাএ।
কার্য সিদ্ধি এই ভক্ষ্যে ব্যাঘ্র নর হইতে
গোপতে ঈশ্বরে করে না পায় রাখিতে।
কর্ম আদি করে যদি নর সব হএ
শিশু যুবা কেহ বৃদ্ধ কিসকে মরএ।
বৃদ্ধ হই সকল না মরে কি কারণে
মরিবার কালে শ্রদ্ধা জিতে করে কেনে।
দুঃখ সুখ মৃত্যু পন্থ না পায় দেখিতে
মনুষ্যের শক্তি ধূলি না পারে নাড়িতে।
কি শক্তি মনুষ্য আছে ধূলি নাড়িবারে
কর্মের কর্মিক কর্তা যে ইচ্ছা সে করে।
নর হইতে বাঞ্ছা পূর্ণ না হএ কদাচন
নর 'পরে আশা না করিব সাধুগণ।
প্রভু বিনে নর আশা করে যার মনে
তার সঙ্গে বিবাদ করএ নিরঞ্জনে।
মনুষ্যের আশা যদি মনুষ্য করএ
মনোবাঞ্ছা তার হইতে বিধি না পুরএ।
ঈশ্বরের বৈরী হএ সে সকল নর
আশা রাখে জন হইতে পায় দুঃখ বড়।
ধন স্বর্গ মনুষ্যেব আশা না করিবে
প্রভু আশা সব সিদ্ধি মানস পূরিবে।
যে ডাল ভাঙ্গিয়া যায় তার কিবা বর
মূল গর্বে বৃক্ষ ডাল হএ ফল ধর।
জগতের মূল হএ প্রভু দয়াময়

প্রভু 'পরে আশা যার সব সিদ্ধি হএ।
ধন পুত্র আশা করে যে সকল লোকে
ধন পুত্র হরি তার প্রভু দেএ শোকে।
সে সকল 'বারী' জানে প্রভু করতারে
ধন পুত্র হইতে বহু দুঃখ দিব তারে।
জিয়তে না হলে দুঃখ মরণে হইব
কদাচিত করতারে তাকে না ক্ষেমিব।
পুত্র কন্যা হইলে ভরসা না করিব
ধন হইলে ঈশ্বরের পন্থে লুটাইব।
একগুণে দান ধনে দশ গুণ হএ
দান হইতে মুক্তি পদ হৃদ শুদ্ধ হএ।
প্রভু ভাবে দান কর্মে একে হএ শত
নাম লাগি দান কর্মে হএ ভস্ম মত।
সত্য দান যে করে দশম গুণ বাড়ে
চলাচল থাকে জল যেমন সাগরে।
দান বিনে বন্দী হএ যেমন সাগর
না থাকে উজান ভাটি হয় ঠাণ্ডি চর।
দান হইতে 'উজানি নামনি' অবিরত
এক দানে দশগুণ হএ হস্তগত।
দানে ধন চলাচল থাকে জন্ম ভর
ভক্তি বিনে দানে স্বর্গ নাহি মুক্তি বর।
কদাচিত সাধু লোকে না বান্ধিব ধন
প্রভু আছে সর্ব কর্তা করিবে পালন।
কালুকা খাইতে ধন বান্ধে যেই জনে
'প্রভু দিবে' হেন প্রত্যয় নাহি তার মনে।
প্রভু আছে দিবে হেন প্রত্যয় যে না করে
প্রভুর কৃপার দৃষ্টি নাহি তার 'পরে।
সাগরে ডুবাএ কীটে খায় বালুচরে
যেমত ঈশ্বর ইচ্ছা করিব দাসেরে।
যে সব সেবক হএ প্রচণ্ড সুধীর
ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘি না হএ বাহির।
গগনেত যে তারা কুতুব নাম ধরে
চন্দ্র সূর্য নড়ে সেই নক্ষত্র না নড়ে।
কহিল ইঙ্গিতে কিন্তু কুতুবের বাণী
বুঝিব বিচারি ধীরে তত্ত্ব পরিমাণি।
ছত্র ধারী 'পরে নৃপ যেন চক্রবর্তী
নক্ষত্র মণ্ডল মধ্যে কুতুব নৃপতি।
চক্রবর্তী শাহা যদি করে চলাচল
পৃথিবী শিখর মুণ্ড করে চলাচল।
সংকেতে কহিলুঁ চক্রবর্তী বাখান
যেমত শাহার মধ্যে কুতুব প্রধান।
ঈশ্বর আছএ প্রত্যয় করে যেই জন
প্রাণ গেলে সে ফকির না নাড়ে আসন।
যদি সে থাকএ সত্য দাসের ঈশ্বর
অবশ্য লইব কর্তা দাসের খবর।
এই ভাবে দৃঢ় ভাবে যোগী বান্ধে মন
ত্রিভুবন মধ্যে কর্তা এক নিরঞ্জন।
যার গুণে মরে জিয়ে সয়াল সংসার
কিঞ্চিৎ সঙ্কট থাকিতে সে দয়াল।
ত্রিভুবন মধ্যে সেই এক করতার
জীবমন্ত যারে রাখে দিবেন্ত আহার।
আহার না দিয়া প্রভু পারে পালাইতে
যেই চাহে সেই প্রভু পারএ করিতে।
ত্রিভুবন জীব পালে যেই দয়াময়
জীবন্ত মারিতে পারে নাহিক সংশয়।
বিনি লক্ষে লক্ষ করে মহিমা অপার
মারি জিয়াইতে পারে হেন করতার।
গড়িয়া ভাঙ্গিতে জানে ভাঙ্গিয়া গড়িতে
হেন কেহ নাই আর বুঝিতে চরিতে।
ত্রিভবের মন-মর্ম যাহার নিকট
তার কাছে গুপ্ত নাহি তিলেক কপট।
আছএ আনন্দ তান শ্রবণ নয়ন
গুপ্ত ব্যক্ত দেখে শুনে মহিমা তাহান।
যার যেই যোগ্য রূপে পালে সকলেরে
অন্তরে বাহিরে থাকে সভার গোচরে।
গোপতে বেকতে আছে না দেখে সকলে
এমনি মহিমা ধরি ত্রিভুবন পালে।
জগৎ সেবক সেই একই ঈশ্বর
সমসর তিন লোকে নাহিক দোসর।
সেবকের এক কর্ম শুদ্ধ গুরুতর
দৃঢ় ভাবে এক চিত্তে সে বীর ঈশ্বর।
হৃদের মানস যথ তেজিয়া সকলি
তন-প্রাণ প্রভুর সেবায় দিব ডালি।
দৃঢ় মন বান্ধে যদি আল্লার সেবাএ
ঈশ্বরে সে দাস প্রতি দুঃখ দিয়া চাএ।
সে সব দাসেরে প্রভু মহাদুঃখ দিয়া

বারে বারে বুঝে তার মন পরীক্ষিয়া।
সেবক চতুর হইলে সে দুঃখ সহিব
কদাচিত ঈশ্বরের সেবা না ছাড়িব।
ঈশ্বরের ইচ্ছা সুখ পালিব যতনে
ভক্তিভাবে প্রভু তারে রাখিব সম্মানে।
সব দুঃখ জানিবেক সুখের সমান
তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা রহিব আমান।
দাসে যত দুঃখ পায় না হএ কাতর
দুঃখ সহি ভক্তি ভাবে সেবিব ঈশ্বর।
মানিব সকল দুঃখ সুখের সমান
ঈশ্বরের ইচ্ছা সুখ দাসের নির্বাণ।
ঈশ্বরের ইচ্ছা সুখ পালে যেই দাস
সে দাসের রিপু কর্তা মূলে করে নাশ।
প্রভু দুঃখ দিলে দাসে কাতর না হইবে
য়খনে যে করে কর্তা সহিয়া থাকিবে।
আন হৈতে দুঃখ কিবা রোগে শোকে পাএ
দুঃখ সুখ সব কিছু করে বিধাতাএ।
প্রভু বিনে ধূলি কেহ নাড়িতে না পারে
দৃঢ় ভাবে জান সব করে করতারে।
গুপ্ত ব্যক্ত ভাল মন্দ যত মত কাম
গোপতে ঈশ্বরে করে ব্যক্ত অন্য নাম।
দৃঢ় প্রত্যয় মনে প্রভু সকল করএ
কার্য কর্তা অন্য যদি সে কেনে মরএ।
কর্ম নীতি জানে আপে জগ পাল
প্রভু যেই করে সেই অতি শুদ্ধ ভাল।
নর পরী পশু পক্ষী যত চরাচর
এ সবে যে করে সেই করাএ ঈশ্বর।
পত্র এক নাড়িতে কাকের কিবা বল
কার্য মূল যত ফলে ঈশ্বরে সকল।
মাটির মূরতি শূন্য সকল সংসারে
মূরতে সাধিতে কার্য কিবা শক্তি ধরে।
স্থূল রূপে মূর্তি নব জানিঅ সংসার
সূক্ষ্ম রূপে মূর্তির অন্তরে করতার।
কদাচিত মূর্তি হৈতে কর্ম না জুয়াএ
মূর্তির ভিতরে থাকি করে বিধাতাএ।
মূর্তি হইতে কর্ম যদি সিদ্ধ পূর্ণ হএ
ত' কেনে না থাকে জি'তা সকল মরএ।
মূর্তি হইতে কোন কর্ম নহে কদাচন
ইচ্ছা যেই সেই করে প্রভু নিরঞ্জন
যখন যে কর্তা নিজ শ্রদ্ধা হইতে
দাসগণে সে সকল উচিত কহিতে।
ক্ষমার সমান সেবা নহে কদাচন
অলিগণে ক্ষমা পাল্য করে তেকারণ।
প্রভুর অমূল্য রত্ন ক্ষমা বলি যারে
ক্ষমা সম রত্ন নাহি প্রভুর ভাণ্ডারে।
প্রভুর ভাণ্ডারে রত্ন গণি নাহি কূল
সকলের হোন্তে ক্ষমা অত্যধিক মূল।
যত যত রত্ন আছে ঈশ্বরের পাশ
সব জানিঅ ক্ষমার হএ দাস।
সত্য সে জানিঅ ক্ষমা বৈরাগীর গুরু
যোগী সকলের ক্ষমা অমরণে দারু।
ক্ষমার প্রতিষ্ঠা প্রভু কহিছে কোরানে
ক্ষমাশীল সব আমি পালিব যতনে।
সত্য করিয়াছি আমি কোরান মাঝার
ক্ষমাপাল লোক সব মোর মিত্র সার।
ঈশ্বরের ইচ্ছা পালি থাকিব সেবকে।
ইচ্ছা ডালি লয়ে দাসে করিয়া মস্তকে।
দাসগণ যদি সুখে রাখে নিরঞ্জনে
আনন্দ বহুল দাসে না হইব মনে।
সুখে ঈশ্বরের সেবা ভুলি না রহিব
দুঃখেত কাতর সুখে আনন্দ না হইব।
দুঃখ সুখ দেখে সব হেন মনে ভাবি
করি ঈশ্বর সেবা প্রেম রসে ডুবি।
দুঃখ সুখ দিকে কভু না রাখিব মন
দুঃখ সহি সুখ ভুলি স্মরিব সঘন।
শাহা কেয়ামদ্দিন গুরু প্রভু ভক্ত ঠিক
কহে আলি রজার সেবা, প্রভু সে মালিক।

[এর পরে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত 'জ্ঞানসাগর' দ্রষ্টব্য।]

জ্ঞান সাগর

আলী রাজা কানু ফকির

প্রণীত

মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

কর্তৃক সম্পাদিত

পরিষদের অকৃত্রিম বান্ধব

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের

সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে

কলিতাকা, ২৪৩/১ নং আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরাম কমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২৪

২৫নং রায় বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারত মিহির যন্ত্রে,
শ্রী হরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য–
সাধারণ পক্ষে আট আনা
শাখা সভার সদস্য পক্ষে সাত আনা
সদস্য পক্ষে ছয় আনা

ভূমিকা

এই গ্রন্থের নাম "জ্ঞান সাগর"। ইহার এরূপ নাম হইল কেন, কবির মুখে তাহার কোন কৈফিয়ত না থাকিলেও গ্রন্থখানি যে অন্বর্থনামা হইয়াছে, তাহা উহার পাঠক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা একখানি দরবেশী গ্রন্থ। ইহার প্রায় আদ্যোপান্ত নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথায় পরিপূর্ণ। সে আধ্যাত্মিকতায় আবার হিন্দু মুসলমানী ভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়। গুরুপদেশ ব্যতিরেকে এরূপ গ্রন্থের মর্ম পরিগ্রহ করা বা অন্যকে বুঝান সম্ভব নহে। আমরা অনধিকারী, ফকিরী পথের পথিক নহি। গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য কি, তাহাও সহজে বুঝিয়া লওয়া কঠিন। এ অবস্থায় ইহার বিশেষ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা আমাদের পক্ষে একান্ত অনধিকার চর্চা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ ভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর একখানি আছে কিনা বলা যায় না, থাকিলেও অতি অল্প। এত দিন প্রাচীন হস্ত লিপিতে নিবদ্ধ থাকিয়া ইহা ক্রমেই ধ্বংসের পথে ধাবিত হইতেছিল। বিস্তর আয়াসের পর ধ্বংসের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আজ আমরা ইহাকে বাঙ্গালী পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিলাম। এখন পাঠকগণই ইহার গুণাগুণ বিচার করিবেন।

ইহার রচয়িতার নাম আলী রাজা (রেজা) ওরফে ওয়াহেদ কানু। চট্টগ্রাম– আনোয়ারা থানার অন্তর্গত "ওশ খাইন" নামক গ্রামে তিনি জন্ম পরিগ্রহ করেন। অদ্যাপি তাঁহাব বংশ বিদ্যমান। তিনি একজন উচ্চ দরের ও অতি প্রসিদ্ধ সিদ্ধ ফকির ছিলেন। এ জন্য তিনি সাধারণ্যে "কানু ফকির" নামেই সমধিক বিখ্যাত। তাঁহার এ নাম আজও চট্টগ্রামের বহু দূর ব্যাপিয়া পরিচিত রহিয়াছে। তিনি ফকির ছিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য ফকিরদের মত গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হয়েন নাই বা উলঙ্গও থাকিতেন না।

তিনি একাধারে গৃহী ও সংসারবিরাগী উভয়ই ছিলেন। তাঁহার সাধনাধি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা আজও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

তিনি দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। এর্সাদ উল্লা ও এফাজ উল্লা মিঞা তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর এবং সর্ফত উল্লা মিঞা তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। উক্ত এর্সাদ উল্লা 'বড় মিঞা' ও এফাজ উল্লা 'ছোট মিঞা' নামে অভিহিত হইতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার তিন কন্যা সন্তান ছিল। সর্ফত উল্লা মিঞার বয়ঃক্রম যখন প্রায় সতর-আঠার বৎসর, তখন প্রায় ১১৫ বৎসর বয়সে আলী রাজা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করেন।

এস্থলে তাঁহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল :
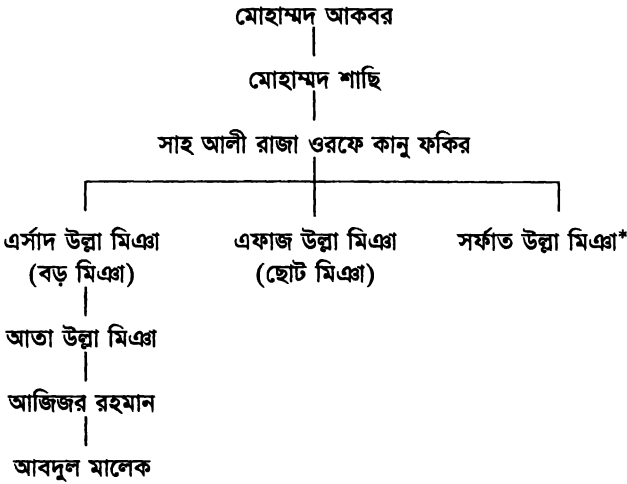
এই তালিকা দৃষ্টে আমরা এখন অনুমান করিতে পারি, কবি আলী রাজা কিঞ্চিন্নুন ১৫০ বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। "ওশ খাইনে" তাঁহার সমাধি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত এক মসজেদ বর্তমান আছে। তাঁহার পুত্রগণও কবি ও ফকির ছিলেন। এর্সাদ ও সর্ফত উল্লা মিঞার রচিত কয়েকটি পারমার্থিক সঙ্গীত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই "জ্ঞান সাগর" ব্যতীত আলী রাজাব রচিত "সিরাজ কুলুপ" ও "ধ্যান মালা" নামক আরও দুই খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ 'যোগ কালন্দর 'নামক যোগ শাস্ত্রীয় গ্রন্থকেও তাঁহার লেখনী-প্রসূত বলিয়া মনে করেন। এই গ্রন্থত্রয়ের পরিচয় আমার "প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণে' ১০৭, ১০৯ ও ৩০৭ সংখ্যক পুথির বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল ভিন্ন তাঁহার রচিত 'ষটচক্রভেদ' গ্রন্থের কথাও শুনা যায়; কিন্তু আজ পর্যন্ত উহা আমার নয়ন পথে পতিত হয় নাই। প্রাগুক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া তাঁহার রচিত অনেক বৈষ্ণব পদ পাওয়া গিয়াছে। সেই পদগুলি রাজশাহীর সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় তাঁহার "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলী ব্যতীত 'কানু ফকির' ভণিতা দিয়া তিনি কয়েকটি পারমার্থিক সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই গীতগুলি বড় সুন্দর। তন্মধ্যে একটি গীতের আরম্ভ এই-- "অলো কানুর মন মজিল রে, চল কানু এবে দেশে যাই।"

সাহ কেয়ামুদ্দিন নামধেয় জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী সাধু পুরুষ সাহ আলী রাজার মুরসিদ বা দীক্ষাগুরু ছিলেন। এই মহাপুরুষেরই চরণানুধ্যান করিয়া আলী রাজা তাঁহার গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি আনোযাবা-রুদুবা-নিবাসী ফজর আলী মাতবর সাহেব যে তালিকা পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, সাহ আলী বাজার পুত্রগণেব নাম যথাক্রমে এই- আমিন উল্লা, এর্সাদ উল্লা মিঞা ও সর্ফত উল্লা মিঞা ও মনির উল্লা। স্থানীয় তদন্ত ভিন্ন এ বিষযেব মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সে সুযোগ না থাকায় ঠিক বংশ পত্রিকা দিতে না পারিয়া পাঠকগণেব নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, আলী রাজা বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সে সমস্ত গীতে রাধাকৃষ্ণের লীলার বর্ণনা আছে। তাহা দেখিয়াই আমরা তাঁহাকে "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" আখ্যায় পরিচিত করিয়াছি। সমালোচ্য গ্রন্থেও তাঁহার এ ভাব কতকটা প্রতিফলিত রহিয়াছে, দেখা যায়। তাঁহার ন্যায় একজন স্বধর্মপরায়ণ মুসলমান এরূপ করিলেন কেন। তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। কেহ কেহ বলেন, মুসলমান ফকিরদের মতে মানব দেহই রাধা ও মনই শ্রীকৃষ্ণ। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আলী রাজা প্রভৃতি কবিগণকে 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি" নামে অভিহিত করা সঙ্গত হয় না। পাঠকগণকে এ স্থলে আলী রাজার রচিত তিনটি বৈষ্ণব পদ উপহার দিলাম–

সই না লো হে, আমার দুঃখ সাক্ষী পীতাম্বর
সর্ব জগ দেখি ধান্ধা।
অই চতুর্ভুজ বিনে আনরে না মানে মনে
সে রাঙ্গা চরণে প্রাণি বান্ধা ৷৷
বিষ লাগে বসন্তের বাও।
নগরে বেড়াও তুমি কুলবতী বধূ আমি
অবলাকে দেখা দিয়া যাও ৷৷
রহিতে না দিলা সুখে।
আলী রাজা গাহে কালা সহন না যায় জ্বালা
বিষানল দিলা মোর বুকে।।

মালব

বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগপ্রাণ, ধু ৷৷
শুনি মুরলীর ধ্বনি ভ্রম যায় দেব মুনি
ত্রিভুবন হয় জর জর।
কুলবতী যত নারী গৃহবাস দিল ছাড়ি
শুনিয়া দারুণ বংশী স্বর ৷৷
জাতি ধর্ম কুল নীতি তেজি বন্ধু সব পতি
নিত্য শুনে মুরলীর গীতি।
বংশী হেন শক্তি ধর তনু রাখি প্রাণি হরে
বংশী মূলে জগতের চিত ৷৷
যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহবাসে কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণ নাথ
গুরু পদে আলী রাজা কয় ৷৷

গুর্জরী

শুন সখি সার কথা মোর।
কুল-বধূ প্রাণ হরে সে কেমন চোর ॥
সে নাগর চিত্ত-চোরা কালা যার নাম।
জীতা রাখি প্রাণি হরে বড় চৌর্য কাম ॥
মোর জীউ সে কিমতে লই গেল হরি।
শূন্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি ॥
গুরু পদে আলী রাজা গাহে প্রেম ধরে।
প্রেম খেলে নানা রূপে প্রতি ঘরে ঘরে ॥

আলী রাজার এরূপ অনেক পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্র তাহার উপযুক্ত স্থল নহে বলিয়া আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম। দেখা যায়, বহু পদেই তিনি আপনাকে "জন্ম জন্মে ভক্ত রাধা হরির চরণে" বলিয়া পরিচিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আগে বলিতে ভুলিয়াছি, তাঁহার রচিত দুইটি শ্যামা সঙ্গীতও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, তিনি "শিশু আলী রাজা ভনে শ্যাম কালিকা-দাস" বলিয়া ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। এক দিকে তাঁহার এই হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি, অন্য দিকে "জ্ঞান সাগর" প্রভৃতি হইতে তাঁহার স্বধর্মানুবাগের পরিচয়, এই পরস্পর বিরোধী ভাব দুইটি মিলিয়া সমস্যাটিকে বড়ই জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আমার পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখার সাহায্যে ইহার কোন সমাধান সম্ভব কিনা, বলিতে পারি না।

ইহা একখানি দরবেশী গ্রন্থ, তাহা আগেই বলিয়াছি। এরূপ গ্রন্থ স্বভাবতঃই দুর্বোধ্য হইয়া থাকে। ইহাতে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ভাবের যে সব কথা আছে, তাহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে একান্ত দুরূহ বোধ হইলেও ভাবুকের নিকট প্রীতিপ্রদ হইবে, আশা করা যাইতে পারে। একে বিষয় কঠিন, তাহাতে আবার কবির ভাষায়ও অনেক স্থলে একটু অস্পষ্টতা ও জটিলতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তা ভাষা যেমনই হউক, বঙ্গ সাহিত্যে এ শ্রেণীর গ্রন্থ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দুইখানি প্রতিলিপির সাহায্যে এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক খানি "ভানুশত পঞ্চদশ নেত্র আশ্বিনেতে' বা ১২১৫ মঘী সন, ৩রা আশ্বিনের লেখা। সুতরাং উহার বয়স আজ ১২৭৮–১২১৫ মঘী = ৬৩ বৎসর মাত্র। এই প্রতিলিপি খানি অনেক বৎসর পূর্বে আমার আনোয়ারা অবস্থান কালে পটীয়ার উকিল বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী নন্দী মহাশয় আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অপর পুথিখানি নিতান্ত আধুনিক,–৪/৫ বৎসর পূর্বের লেখা মাত্র। ইহা আমার মাতুল-ভ্রাতা পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান সিদ্দিক আহমদ চৌধুরীর সাহায্যে একবার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এই সাহায্যেব জন্য আজ আমি তাঁহাদিগকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এখানে একটা দুঃখের কথা বলিব। যে প্রতিলিপিগুলি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে সেগুলিও সর্বাংশে সম্পূর্ণ ছিল না। সম্প্রতি আরবী অক্ষরে লেখা 'জ্ঞান-সাগরের' একখানি প্রাচীন প্রতিলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। পুথিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া উহার লিপিকাল জানা যায় না। তাই উহার প্রাচীনত্ব ঠিক নিরূপণ করার উপায় নাই। উহা প্রাচীন বাঙ্গালা কাগজের বহির আকারে উভয় পৃষ্ঠে লেখা। মোট

পত্রসংখ্যা ১১০। উহা হইতে দেখা যায়, যেখানে আমরা গ্রন্থারম্ভ বলিয়া মনে করিয়াছি, সেখানে প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থারম্ভ নহে; তাহার পূর্বে গ্রন্থের আরও অনেক দূর আছে। বস্তুতঃ আমাদের পূর্বপ্রাপ্ত অংশটি গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ মাত্র। কিন্তু সে সময় আমাদের উপায়ান্তর ছিল না; অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা উহার তৃতীয় প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এখানকার এয়াকুব আলী সওদাগরের নিকটেও সম্প্রতি একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেও দেখিতেছি, আরবি লেখা পুথির মত গ্রন্থের প্রারম্ভ ভাগে অনেকটা বেশী আছে। আমাদের পুথি পূর্বেই ছাপা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না।

পরিশেষে বক্তব্য, এই "জ্ঞান সাগর' পুথির জন্য চট্টগ্রামের বহু লোক এতদিন সাগ্রহচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য এ দেশে আজ পর্যন্ত কেহ অগ্রসর হন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কৃপা না করিলে তাঁহাদের সেই বাসনা পূর্ণ হইতে আরও কত যুগ অতিবাহিত হইত, কে বলিবে? মুসলমান কবির রচিত এই দুর্লভ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পরিষৎ একদিকে বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি এবং অন্য দিকে মুসলমান-সমাজকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এজন্য আজ আমরা পরিষৎকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

চট্টগ্রাম — আবদুল করিম

১২ই মাঘ, ১৩২৩ বাঙ্গালা

জ্ঞান-সাগর

[নবী বোলে শুন আলি অপরূপ বাণী
প্রভুর আগম তত্ত্ব সুরস কাহিনী।
জেই সবে ভাব তত্ত্ব করিবে খেয়াল
সব হন্তে শুদ্ধ কাম প্রভু জানে ভাল।
অপরূপ কথন শুন আলি তুমি
প্রভুর গোপন রত্ন তত্ত্ব সে কাহিনী।
এই সব বৃথা নহে জান শুদ্ধ সার
মোর পাছে পয়গাম্বর না জন্মিব আর।
মোর পরে হইবেক কবি ঋষিগণ
প্রভুর গোপন রত্নে বান্ধিবেক মন।
শাস্ত্র সব ত্যাগ করি ভাবে ডুম্ব দিআ
প্রভু প্রেমে প্রেম করি রহিবে জড়িআ।
মোর পাছে হইব শুদ্ধ ফকির প্রধান
গুরুর পাইবে দেখা প্রভু নিজ স্থান।
যার সঙ্গে দেখা করে আপে নিরঞ্জন
জ্যোতে জ্যোতি মিশামিশি হৈব ত্রিভুবন।
তাহার সমান মিত্র ভবে না জন্মিব
প্রভুর গোপন রত্ন যোগী সে পাইব।
জথ কবি ঋষিকুলে আপে নিরঞ্জন
সর্ব হন্তে বড় কৈল এতিন ভুবন।
প্রধান ফকির হএ এক ভাব যার
নানা দুঃখ সহি থাকে জপে নাম সার।
দুঃখ পাই সুখ না মাগিব প্রভুর স্থানে
একচিত্তে ঈশ্বর স্মবিব মনে মনে।
দুঃখ কালে সুখ দিকে মন না বান্ধিব
ভক্তি ভাবে প্রভু নাম সতত রাখিব।
ফকির হইয়া যদি মাগে সুখ স্থান
সে দাসের প্রতি প্রভু না করে কল্যাণ।
দুঃখ কালে সুখ বাঞ্ছা জে সবে মাগিল
মান্য ভাব দাসে প্রভুর কিছু না রাখিল।
শ্রদ্ধা করি মনেতে মাগিব নিজ রব
না করিল সেই দাসে প্রভু মান্য ডর।
ক্ষমা পথ্য না করিল ঈশ্বরের ঠাই
মাগিব মনের বাঞ্ছা ভাঙ্গিব গোসাই।
টুটিবেক দ্বৈত (সত্য) ভাব মাগে জেই জন
দাস প্রতি মুক্তিপদ না দেয় নিরঞ্জন।
অধিক অসতী হৈল জে মাগিব বর
তাথ সত্য হরি জাইব না দেয় মুক্তি বর।
দড় প্রত্যয় জে সকলে প্রভু না রাখিব
সে সকল সংসারেত মূল হারা হইল।
পূর্বের নিয়ম কভু না লড়ে × ×
না পাইব সিদ্ধি মুক্তি প্রভুর দুআরে।
দড় মনে প্রত্যয় নিত্য প্রভু মূলে যার
জন্মান্তের বাঞ্ছা সিদ্ধি মুক্তিপদ তার।
প্রভু হন্তে মাগিতে বাঞ্ছা না হএ উচিত
আদি আন্তে সব বাঞ্ছা প্রভুর বিদিত।
ত্রিভুবন পালে গালে করি স্থানে স্থান
না জানে কি প্রভু সব মাগিলে কি সনে। (?)
ঈশ্বর যাহারে দুঃখ অপমান দিতে
নর পরী সবে মিলি না পারে রাখিতে।
এক মনে এক প্রভু জে সবে না ভাবে
সে সকল সার যোগী না আসএ লাভে।
যে সবে জানিল প্রভু সব হন্তে ভিন
সত্য প্রত্যয় নাহি তার না পাএন্ত চিন।
এ সকল জেই ঋষি ভাবে নিজ মনে
সঙ্গে আছে মহা প্রভু ভিন্ন নহি জানে।
সত্যবাদী লোক বুলি সাধক মহাজন
সে সাধু সাধক হএ প্রভু দরশন।
এক কর্তা এক হর্তা এক জীব সার
নানা রূপ জল বিন্দু জগতে প্রচার।
এক কায়া এক ছায়া নাহিক দোসর
এক তন এক মন আপে একেশ্বর।
ত্রিজগত এক কায়া এক করতার
এক প্রভু সেবে জপে সব জীবধর।
প্রভু মূল হএ বৃক্ষ ডাল মোহাম্মদ
ফল ফুল হএ নর, পাত সে জগত্
গুরু পুষ্প সার হএ শিষ্য ধরে ফলে
ভাবক আনল সার মেদিনী সার জল।
অমরা সে মরা হএ মরা সে অমর
চন্দ্র হএ ভাবক ভাবিনী প্রভাকর।
এক প্রভু জগকর্তা ত্রিজগ সেবক

জীবকর্তা ভক্ষ্যদাতা সবের রক্ষক।
জীবে জীব জীব দাতা জীবে অধিকারী
বিনি জীবে ত্রিভুবন নাহিক সংসারী।
তন পতি মহামতি প্রভু করতার
লুকিত তনয় পতি জড়িত আকার।
তনে মনে ভিন্ন নাহি আপে নিরঞ্জন
সর্ব ঘটে জীব হই পুরিছে ভুবন।
সংসার সাগর প্রায় মনুষ্য প্রায় মীন
সাধক সকল প্রায় মনুষ্য প্রবীণ।
সংসার অসার জান জগত সকল
যুগল সাধক লোক মনুষ্য প্রবল।
যুগল সাধক লোক ঈশ্বর পাএ চিন
আপনার তন হন্তে না জানেন্ত ভিন।
লীলার মহিমা শুন এ তন অন্তরে
রাখি আছে মহা বিধি তনের ভিতরে।
সিন্ধু তন বিচারিআ যোগী হএ সার
প্রভুর কৃপার ফলে হইবে উদ্ধার।
নরকুলে বড় কৈল মহা মুনিগণ
তাহার সেবক হএ এ তিন ভুবন।
যোগী সমস্বর কেহ ভবে না জন্মিব
সকলের আগে প্রভু স্বর্গে বাস দিব।
আগম নিগম তত্ত্ব জানে ঋষিগণে
শক্তি নাহি ধরে কেহ তাহার সদনে।
যোগী সবে বড় কৈল জগত মাঝারে
তার সম মিত্র প্রভু না জানে কাহারে।
আলি বোলে অপূর্ব শুনিলাম পয়গাম্বর
পুনরপি কহ শুনি আগম খবর।
আগমের তত্ত্ব বাণী কহিবে আমাত
কথ অপরূপ আছে জানিএ তোমাত।
এত জানি সিংহ আলি করুণা হইআ
নবী স্থানে কহে পুনি জ্ঞান সম্বরিআ।
নবীতে আলির ভক্তি দেখি তুষ্ট মন
একে একে সর্ব কথা জানাএ তখন।
আগম নিগম এই সকল বচন
গোপন রতন তত্ত্ব শুনে একমন।
পয়গাম্বরে কহিছেন্ত আখেরি কালাম
রসুলের মুখে আলি শুনিল তামাম।
কহিতে লাগিল নবী তনের বিচার
তনের অন্তরে ভেদ প্রভুর দিদার[১]।।[২]

এক প্রভু নিরঞ্জন　　এক ডিম্ব ত্রিভুবন
　　এক তনু সকল জগত
এক মোহাম্মদ মুখ্য　　ত্রিভুবনে এক বৃক্ষ
　　ডাল ফল হএ নানা মত।
সর্ব জগ এক সিন্ধু　　নানা রূপে জল বিন্দু
　　সর্ব স্থানে আছে ব্যক্তময়[৩]
জথা তথা রহে বারি　　চলে সর্বস্থান ছাড়ি
　　সর্ব গিয়া সাগরে মর্জএ।
তিন লোকে এক মাটি　　বর্ণ ধরে কোটী কোটী
　　পুনি মাটি আখেরে[৪] সকল
জথা তথা বারি[৫] রহে　　দৃষ্টি গতে ব্যক্ত হএ
　　মাটি হন্তে সকল নির্মিল।
নাহিক মাটির অঙ্গ　　মিশ্রিত পবন সঙ্গ
　　তা হেতু সমীর অধিষ্ঠিত
গগন চন্দ্রিমা সূর　　অগ্নি জল জথ দূর
　　ব্যক্ত জথা মেদিনী মিশ্রিত।

১. দিদার–দর্শন। ২.বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ অর্থাৎ পুথির আরম্ভ হইতে এই পর্যন্ত ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৩. ব্যক্তময়–ব্যক্ত, প্রকাশিত। ৪. আখেরে–শেষে, পরিণামে। ৫.'বারি' স্থলে 'মাটি'–পাঠান্তর।

মাটি সঙ্গে পবনের   মিলন নাহিক দড়
শূন্য বুলি ভাবিতে কারণ
অগ্নি[৬] জল মাটি অঙ্গে   মিশ্রিত পবন সঙ্গে
সব হন্তে ভিন্ন সে পবন।

একহি মেদিনী সার   কহিছেন্ত করতার
মাটি হন্তে সর্ব রঙ্গ রস
মাটি মূলে করতার   খেলা করে অনিবার
মাটি লক্ষ্যে পূরাএ মানস।
মাটি লক্ষ্যে সব জন্ম   ভাল মন্দ কর্ম ধর্ম
সুখ দুঃখ[৭] মাটির ব্যবহার
মাটি হন্তে জন্মে লোক   মাটি রস করি ভোগ
পশ্চাতে হইব মাটি সার।
অগ্নি বারি হেন মতে   এক হএ ত্রিজগতে
জথা জন্ম তথাতে মর্জন
সব কথা জন্মি আছে   তথাতে মিশিব পাছে
কোরানে কহিছে নিরঞ্জন।
তিন লোক এক ঘর   এক প্রভু গৃহেশ্ব[র]
আর জথ সকল সেবক
সেবকের এক কাম   হইবারে অবিশ্রাম
প্রভু ভাবে সেবার [illegible]বেক।
একেলা ঈশ্বরে পারে   মাটির দাস রাখিবারে
পালে মারে কর্তা অধিকার
এক দাসে কর্তা দুই   সেবিবারে শক্তি নাই
মৃত্যু জীতা নারে করিবার।
কর্তা আপে নিজ গুণে   মারি জিয়াইতে জানে
ইচ্ছা জেই পারএ করিতে
তেকারণে দাস গণে   দড় এক কায় মনে
বহু যত্নে ঈশ্বর সেবিতে।
অবিশ্রামে যার ঘরে   বল গর্ব নহি হরে (কেরে?)
যুক্ত সেবা করিতে তাহান
বলীরে না করে ব্যর্থ (?)   মুক্তি নাহি সিদ্ধি পন্থ
সর্ব ক্ষণে[৮] নাহিক কল্যাণ।
শত রামা এক নরে   আনন্দে রাখিতে নারে[৯]
হেন নীতি প্রভুর উত্তম
যুগ স্বামী নারী একে   রাখিতে কলঙ্ক ঠেকে
যুগ কান্ত সেবিতে বিষম।

৬. 'অগ্নি' স্থলে 'বহ্নি'– ঐ। ৭. "সুখ দুঃখ" স্থলে "দুঃখ সুখ"– পাঠান্তর। ৮. 'সর্ব ক্ষণে' স্থলে 'সর্ব মূলে'– পাঠান্তর। ৯. 'নারে' স্থলে 'পারে'– ঐ।

জে নারীর দুই ভাব নাহি মুক্তি সিদ্ধি লাভ
জাতি ধর্ম সিদ্ধি বিনাশিত
স্বামী তারে পরিহরে সর্ব লোকে অনাদরে[১০]
কলঙ্ক অখণ্ড[১১] পৃথিবীত।
রামা দোচারণী হইলে স্বামী পিতা দোহ কুলে
মুখ কালা চূর্ণ গর্ব বল
দোচারণী দুঃখ ভরা অসতী জীয়তে মরা
জীয়নে মরণে নাহি ফল।
সতী নারী বরদাতা যদি হএ পতিব্রতা
সে নারীর মহিমা অপার
সোআমীএ যত্নে পালে ধন্য ধন্য দোহ কুলে
সাফল্য জীবন জন্ম তার।
দো-ভাব জনের আশ মুক্তি সিদ্ধি মূলে নাশ[১২]
নিজ স্বামী না পাএ সে জনে
দো-ভাবের সর্ব নষ্ট ব্রত (ব্যর্থ?) ধর্ম দান ভ্রষ্ট
প্রচার কলঙ্ক ত্রিভুবনে।
সতীর মহিমা অতি পদে পদে পুণ্যমতি[১৩]
তিন লোকে বাজে কীর্তি যশ[১৪]
স্বামী এক ভাব যার ত্রিলোক সেবক তার
মুক্তি সিদ্ধি পুরাএ মানস।
জে জন ফকির হএ ধন রাজ্য তেজি রহে
স্বামী সেবা করে এক মনে
জ্ঞাতি হিংসা নিন্দা জথ কপট পিশুন পথ
নষ্ট সব তেজিব যতনে।
বদির[১৫] জথেক ভাব জে রূপে জন্মায় পাপ[১৬]
মনেত সকল দিবে ক্ষেমা
সর্ব লোকে উত্তম মানে[১৭] আপনে অধম জানে[১৮]
তবে পাইব সিদ্ধির মহিমা।
আপনে অধম মতে সব ভাল[১৯] ত্রিজগতে
জানিবেক দড় মনে[২০] সার
তেজিয়া মনের গর্ব সমান জানিব সর্ব
ত্রিলোকেত[২১] এক করতার।
সংসারেত জথ জীব হিংসা বধ না করিব
বিধাতার মহিমা সকল
উত্তম অধম কুলে প্রভু থাকে ভাব মূলে

---

১০. 'অনাদরে' স্থলে 'না আদরে'– ঐ। ১১. 'কলঙ্ক অখণ্ড' স্থলে 'অখণ্ড কলঙ্ক'– ঐ। ১২. 'মূলে নাশ' স্থলে 'সর্বনাশ– ঐ। ১৩. 'পুণ্যমতি' স্থলে 'পুণ্যবতী'– পাঠান্তর। ১৪. তিন কুলে পাএ কীর্তি যশ– ঐ। ১৫. বদির– পাপ কর্মের, দুষ্টামির। ১৬. জেইরূপ জন্মে পাপ–ঐ। ১৭. সকল উত্তম জানে–ঐ। ১৮. 'জানে' স্থলে 'মানে'–ঐ। ১৯. 'সব ভাল' স্থলে 'ভাল সব'–ঐ। ২০. দড় মনে জানিবেক সার–ঐ। ২১. ত্রিলোকেত' স্থলে 'ত্রিভুবন'–ঐ।

অনামূলে কার শক্তি বল।
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু আগমেত কল্পতরু
হীন আলি রাজা তান দাস
হীন আলি রাজা[২২] কয় এক ভাবে ঋষি হয়
যুগ ভাবে সর্ব মূলে নাশ।
[জে জনের দুই ভাব না পাইব সিদ্ধ লাভ
সেই জনে দোহান হারাএ
ধরিআ গুরু পাএ সেবা কর করতাএ
জ্যোতে জ্যোতে জ্যোতি মিলি জাএ]*

রাগ বসন্ত- খর্ব ছন্দ

জথ জন শুদ্ধ ফকির প্রধান
জানিব রতন সব মাটির সমান।
রত্ন মাটি সমান পারিলে করিবার
কহিছেন্ত প্রভু সে ফকির হয় সার।
সুগন্ধ দুর্গন্ধ যদি জানে এক সম
সমান জানিলে লোক উত্তম অধম।
নর পরী পশু পক্ষী পতঙ্গ কীটসি
সকল সমান জানে তবে সে দর্বেশী[১]।
জগত সমান এক জানে জে বুঝিতে
সে সকল পারে তবে দর্বেশ হইতে[২]।
তিন লোক পালে গালে এক করতারে
এক প্রভু সেবে জপে সর্ব জীব ধরে।
কি বুঝিয়া লোকে পুনি ভিন্ন ভিন্ন বোলে[৩]
দ্বিতীয় জে জানে সিদ্ধি নাহি যোগ মূলে।
এক বিনু ত্রিলোকে দ্বিতীয় না জানিব
এক ভাব বিনু দ্বৈত ভাব না ভাবিব।[৪]
নানা ধন রত্ন দেখি না রহিব ভুলি !
নৃপ সুখ জথ রত্ন ফেলিব পদে ঠেলি[৫]।
সংসারের জথ সুখ সব পাসরিয়া
সতত যোগেত যোগী রহিব মর্জিয়া।
সর্ব জীব বধ না করিব কদাচন
জানিবেক সকল পরে আপনে জেমন।
সর্ব হন্তে আপনাকে জানিবে অধীন
সকল সোদর মূলে কেহ নহে ভিন।
[এক কুণ্ডে জন্ম হৈল ত্রিলোক সংসার
সকল মিশিব পাছে কুণ্ডের মাঝার।
এক প্রেমে জন্মিলেন্ত এক প্রেমে লীন
সকল সোদর মূলে কেহ নহে ভিন[৬]।]*
কহিছেন্ত করতারে আগমে পুরাণে
সর্ব জাতি সমান জানিবে ঋষিগণে।
সর্ব জাতি জন্মে এক কুণ্ডের মাঝার
সেই কুণ্ডে মজিবেক সকল পুনর্বার।
এক মাতা এক পিতা এক করতার
জন্মি আছে এক হন্তে সমস্ত সংসার।
এই লাগি ফকিরে কাকে ভিন্ন না ভাবএ[৬ক]
উত্তম অধম সব সমান জানএ।
অধম অধীন এক নাহি ত্রিভুবনে
অধীন বুলিতে পারে প্রভু নিরঞ্জনে।
ভাঙ্গিতে গঠিতে যার ইচ্ছা হন্তে পারে
হিংসা নিন্দা উচিত করিতে সেই ঘরে[৭]।
নরেরে না পারে নরে হিংসিতে নিন্দিতে
নাই পারে লক্ষ নরে[৮] জীব এক দিতে।
দুষ্ট জনে মাএ মাপে না রাখে সংহতি
নিজ দেশে দুষ্ট সব না রাখে নৃপতি।

---

২২. হীন কানু ফকিরে–পাঠান্তর। * বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ–২য় পুথিতে অধিক আছে। ১. সমান জানিলে সব তবে সে দর্বেশী– পাঠান্তর। ২.'দর্বেশ হইতে' স্থলে 'দর্বেশী করিতে'– ঐ। ৩. একই না বুঝে লোকে ভিন্ন ভিন্ন বোলে– ঐ। ৪. এক ভাব বিনু যুগ ভাব না ভাবিব–ঐ। ৫.'ফেলিব পদে ঠেলি' স্থলে 'ফেলিবেক ঠেলি'– ঐ। ৬. এক হন্তে জন্মিলেক কেহ নহে ভিন– পাঠান্তর। ৬ক. এত জানি ফকির সবে ভিন্ন না ভাবএ–পাঠান্তর। ৭. 'করিতে সেই ঘরে' স্থলে 'প্রভু না করে সেই ঘরে'–ঐ। ৮. 'নাই পারে লক্ষ নরে' স্থলে 'লক্ষ নরে নহি পারে'–ঐ।

ভ্রাতৃ দুষ্ট হইলে সঙ্গে না রাখএ ভাই
দুষ্ট জনে ইষ্ট মিত্র কেহ না দেয় ঠাই।
[প্রভু বোলে সবে তারে দেঅ দূর করি
তার ঘটে মোর ঘট আছিলেক জড়ি।]*
প্রভু বোলে সবে দূর করিলি তাহারে
মোর শক্তি নাহি তারে দূর করিবারে।
দুষ্ট হইলে দূর করি দেয় সর্ব জনে
সে সকল দুষ্ট জীবএ সংসারে কেমনে।
দুষ্ট জন হইলে কেহ না রাখে সম্বরি
কথাতে[৯] বঞ্চিত আমি দিলে দূর করি।
এত দূর বিচারিয়া না ভাবে নর কুলে[১০]
হিংসা নিন্দা করে লোকে কিসের জে বলে।
অবিচারে বহু নরে করে অহঙ্কার[১১]
তিল অর্ধ গর্ব নাশে মহিমা আল্লার।
[জীব ছাড়া ত্রিভুবনে নাহিক উপমা
জীবাপ্তমা অঙ্গ মোর সর্বঠামে সমা।]*
কুদুর্তির[১২] মহিমা কি জানিব নর কুলে
কোটী কোটী ত্রিভুবন এক কেশ মূলে।
এক কেশ মূলে কোটী নৃপের শহর
এক লোম শিকরেত কোটী সরোবর।
এক সরোবরে পক্ষী জথ জথ[১৩] রহে
এক পক্ষীর ভার ত্রিভুবনে নহি সহে।
সে পক্ষীর কত ডিম্ব নাহি সংখ্যা কুল
এক ডিম্ব ভারে কম্পে ত্রিজগত মূল।
কথা রাজা বৈসে এক ডিম্বের ভিতরে
প্রভু ভিনে সেই তত্ত্ব কার শক্তি ধরে।
অলেখা মহিমা গুণ ধরে করতারে
তথাপি গোপনে আছে সংসারীর ডরে।

ভ্রম নিদ্রা মনুষ্যের কলঙ্ক বিশেষ
তথাপিঅ গর্ব করে না বিচারে শেষ।
নিদ্রা হন্তে জ্ঞান হরে আর ভ্রম হএ
নিজ চক্ষে আপনার চক্ষু না দেখএ[১৪]।
ভাল মন্দ কথ গুণ কাহার অন্তরে[১৫]
আপনার চক্ষে কিছু দেখিতে না পারে[১৬]।
[জীবকর্তা মূর্তিরূপ কায়া হএ সার
সেইরূপে কায়া সৃষ্টি যথেক সংসার*]
আর দোষ অনিত্য শরীর ধরে নর,
শরীর মাটির ভাণ্ড কলঙ্ক বিস্তর।
মাতআলা রোগী শোকী চিন্তায় পীড়িত
অলেখা অনন্ত হএ[১৭] কলঙ্ক চরিত।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি বিচারি কহিতে কথ পারি
জানে প্রভু সর্ব স্থান যার অধিকারী।
জগতের সব রীত ধরে এক কায়
কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য তথা উগি জাএ।
কোটী কোটী স্বর্গ তথা নরক বিস্তর
অগণিত সরোবর অন্ত সহর।
কর্ম ধর্ম বেচাকিনা আছে ঠাই ঠাই[১৮]
নগর বাজার কথা তার সংখ্যা নাই।
এক কেশমূলে কথ জানে নিরঞ্জনে[১৯]
অনন্ত ফকির তথা বসিছে ধেয়ানে[২০]।
প্রজা নৃপ কবি যোগী এক কায়ান্তরে
কথ কথ আছে নির্ণয় জানে করতারে[২১]।
[সমস্ত সংসার এক কায়ার অন্তরে
সমস্ত মহিমা গুণ কায়ার ভিতরে।]*
যাহার সৃজন সব জে কবিবে নাশ
যে জানে সমস্ত নীতি কায়ার বিনাশ[২২]।

---

৯. 'কথাতে' স্থলে 'কেমতে'–পাঠান্তর।
কথাতে– কোথায়।

১০. এত দূরাচারী লোক না ভাবে নর কুলে– ঐ। ১১. এত দূরাচারী লোক করে অহঙ্কার– ঐ। ১২. কুদূত্তির– ঈশ্বরের শক্তির। ১৩. 'জথ জথ' স্থলে 'কথ কথ'– ঐ। ১৪. আপনার নিজ অঙ্গ চক্ষে না দেখএ– ঐ। ১৫. 'কাহার অন্তর' স্থলে 'কাহার অন্তরে– ঐ। ১৬. প্রভু বিনে সেই তত্ত্ব কোন শক্তি ধরে–ঐ। ১৭. 'অনন্ত হএ' স্থলে 'অনন্ত কায়'–ঐ। ১৮. 'আছে ঠাই ঠাই' স্থলে' হএ ঠাই ঠাই'–ঐ। ১৯. 'নিরঞ্জনে' স্থলে 'করতারে'–ঐ। ২০. 'বসিছে ধেয়ানে' স্থলে 'রহে ধ্যানান্তরে'– ঐ।

২১. কথ কথ আছে নির্ণয় জানে নিরঞ্জনে।
প্রজা নৃপ কবি যোগী বসিছে ধেয়ানে–ঐ।

২২. ত্রিভুবন রহে এক ডিম্বের সম্পাশ– ঐ। *বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে বেশী আছে।

ত্রিভুবন রহে এক ডিমের মাজার
ত্রিজগত এক কায়া তত্ত্ব মূলে সার।
সঙ্কেত কহিলুম কিছু পয়ার বন্ধনে
কঠিন অধিক ভাঙ্গি বুঝ ধীরগণে।
এক জাতি জন্ম জ্ঞাতি সমস্ত ভুবন
জাতি জ্ঞাতি যুগ কুলে নাহি কোন জন[২৩ক]।
এথ জানি যোগী সবে না করে বিচার।
উত্তম অধম সব মহিমা আল্লার।
সকল সমান জানে শুদ্ধ যোগীগণ।
এক সিন্ধুনীরে জন্ম এ তিন ভুবন[২৩খ]।
তিল অর্ধ ঘৃণা যোগী মনে না রাখিব।
জথ রঙ্গ রূপ দেখে এক না ভাঙ্গিব।
দারি[২৪] চুরি মন্দ সম গুরুর বচন।
আন স্থানে গোপ্ত বাক্য না করে ভাঙ্গন।
শুনিব গুরুর মুখে কএ সেবকেরে।
ভিন্নএ[২৫] শুনিলে সকল জ্ঞান হরে।
শিষ্য সকলের আগে পরম জ্ঞান।
না কহিব জেই গুরু জ্ঞানেত প্রধান[২৬]।
দোয়াদশ বৎসর গুরু চাহে পরীক্ষিয়া।
অল্প দিনে অন্য মর্ম না পারে বুঝিয়া[২৭]।
বহুল পরীক্ষি যদি সাধু শিষ্য পায়।
তাহাতে পরম জ্ঞান কহিতে জুআএ।
নানান প্রকার মতি নর গণে ধরে।
ভিন্ন মর্ম অল্প দিনে বুঝিতে না পারে।
না কহিবে একত্রে শিষ্যেত জথ গুণ।
চতুর হইলে গুরু কহিব পুন পুন[২৮]।
না কহে সমস্ত জ্ঞান সেবকের পাশ।
লুকাই রাখিব কিছু না করি প্রকাশ।
বহু দিনে শিষ্যের মতি হইলে নির্মল[২৯]।
শেষে মর্ম বুঝি জ্ঞান[৩০] কহিব সকল।
মর্ম কথা সবেরে না কহে কদাচন।
নর মাঝে না হএ সকল সাধু জন[৩১]।
[জীব কর্তা ভক্ষ্য দাতা সকলের সার।
কায়া ছাড়ি জীব গেলে অনিত্য আকার।
যার জথ মনোরথ সেই ফলাফল।
জীব ছাড়ি গেলে সব মিশিবে সকল।]*
মায়া করি কথ জনে হৃদের কপটে।
আগে জ্ঞান সাধিয়া শিষ্য পশ্চাতে উলটে।
উলটে গুরুর হস্তে জতেক সেবক।
যোগ পন্থে সিদ্ধি নাহি পশ্চাতে নরক।
আন হস্তে হএ যদি সঙ্কট অপার।
নিজ গুরু সব হস্তে করএ উদ্ধার।

২৩ক. 'সঙ্কেতে কহিলুম কিছু পয়ার বন্ধনে' হইতে
'জাতি জ্ঞাতি যুগ কুলে নাহি কোন জন'– স্থলে
ত্রিজগত এক কায়া তত্ত্ব মূলে সার
সঙ্কেত কহিলুম কিছু রচিআ পয়ার।
কঠিন অধিক ভাঙ্গি বুঝ সাধুগণ
এক জাতি সমস্ত জ্ঞাতি এ তিন ভুবন।
এক জাতি এক বিনু নহে কোন জন
এক সিন্ধুনীরে জন্ম এ তিন ভুবন– পাঠান্তর।
২৩খ. ত্রিভুবন এক হএ এক নিরঞ্জন–ঐ। ২৪. দারি–পরদার গমন?
২৫. 'ভিন্নএ' স্থলে 'অন্য লোকে'– ঐ।
২৬. শিষ্য সকলের আগে পরম কথন।
না কহি রাখিব গুরু জ্ঞান সপূরণ।– ঐ।
২৭. অন্য মর্ম্ম অল্প দিনে না পাএ বুঝিআ– ঐ।
২৮. না কহিবে সমস্ত জ্ঞান সেবকের পাশ।
লুকাই রাখিব জ্ঞান না করি প্রকাশ– ঐ।
২৯. বহুল পরীক্ষি শিষ্য হইলে নির্ম্মল–ঐ। ৩০. 'বুজি জ্ঞান' স্থলে 'বুজি গুরু'–ঐ।
৩১. নর মধ্যে সকল নহে সাধু জন।
মর্ম্মকথা সকলেরে না কহ কদাচন।– ঐ। *বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে বেশী আছে।

গুরু হন্তে বিমুখ হইল জথ জনে
তাকে উদ্ধারিতে এক নাহি ত্রিভুবনে[৩২]।
বিবাদ গুরুর সঙ্গে হইল বিমন
তার সম পাপী নাহি ত্রিলোক মাজার।
যাহার উপরে গুরু হইল যাহার
তার দোষ প্রভু না ক্ষেমিব কদাচন[৩৩]।
গুরুর সঙ্গে জে সবের না থাকে পিরীতি।
না খণ্ডিব আগে পাছে সে সব দুর্গতি।
গুরু সম বন্ধু নাহি এ তিন ভুবনে
ভজিয়া করিব সেবা গুরুর চরণে।
রেণু সম কপট হৃদে রাখিতে না জুয়াএ
গুরু সঙ্গে হৃদি শুদ্ধ রাখিবে সদাএ।
গুরু সে পরম জ্ঞান গুরু সে ঈশ্বর
গুরু কৃপা হন্তে সর্ব সিদ্ধি মুক্তি বর।
সেবকে গুরুর বাক্য পালিব যতনে
গুরু সম[৩৪] সার কাকে না জানিব মনে।
অন্ধ কালা বোব প্রায় স্বগর্ব তেজিয়া
সংসারে রহিব যোগী মৃতবৎ হৈয়া।
[কাম ক্রোধ লোভ মায়া পুড়ি ভস্ম করি
তেন মতে নবিকুলে ইচ্ছিল ফকিরী।]*
কাম ক্রোধ লোভ মায়া হৃদে মনে তেজি
সতত রহিব যোগী ক্ষমা সঙ্গে ভজি।
কাম ক্রোধ লোভ তেজি সংসার জ্বালাএ
ক্ষমার শীতল তেজে জগত পালাএ।
সর্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হএ ক্ষমা যার মনে
নানান গুণ বৈসে তথা ক্ষমার কারণে।
ক্ষমা বিনু যোগীর না পূরে যোগ-আশ[৩৫]
অক্ষেমার সর্বগুণ পলকে[৩৬] বিনাশ।
ভক্ষ্য বাক্য গমন সকল অল্প করি
অল্প নিদ্রা ধ্যান রাখি বসিবে[৩৭] একসরি।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হন্তে যোগী না হইব কাতর
ক্ষুধা তেজি অতি যোগী স্মরিব ঈশ্বর।
নিজ বৃত্তি ফকিরের কর্ম পন্থ সার
সংসারীর রূপে নহে ফকির আহার।
উলটা সংসারী হন্তে ফকিরের পন্থ
এ লাগিয়া সংসারী না পায় তার অন্ত[৩৮]।
সংসারী সকলে পন্থ অন্বেষি না পায়
সেই পন্থ প্রভু স্থানে রহিছে[৩৯] সদাএ।
সেই পন্থ গোপন করিছে নিরঞ্জনে
সেই মর্ম বুঝিতে না পারে ত্রিভুবনে[৪০]।
সর্ব কর্মে সংসারী লোকের জে চরিত
ফকিরের সর্ব কর্মে নহে সেই রীত[৪১]।
জথ যোগী চলে সংসারী চলাচল
সে সব যোগীর নহে সিদ্ধ যোগফল।
সংসারীর রূপ যোগী যদি করে ভোগ
কদাচিত ফকিরের পূর্ণ[৪২] নহে যোগ।
মন শ্রদ্ধা হন্তে সংসারী চলাচল
ভাবি জানি কর্ম করে ফকির সকল।
ভাবি বুঝি কর্ম সব সাধে যোগীকুলে
রীত ঘরে কর্ম করে সিদ্ধি সর্ব মূলে।
মন ভোগে কর্ম করে নানা দুঃখ পাএ
ভাবি ভোগে[৪৩] কার্য সাধে কুশল সদাএ।
মন শ্রদ্ধা কর্ম এক না করে সাধন।
মনের গুরুর স্থানে করি জিজ্ঞাসন
সাধিব সকল কর্ম করিব ভোজন।
আজ্ঞা পালে মনের সংসারী জথ জন
মনের ঈশ্বর আজ্ঞা পালে যোগিগণ।
পরম গুরুর স্থানে জেই মহাজন

---

* বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ৩২. তাকে উদ্ধারিতে কেহ নারে কদাচন– পাঠান্তর। ৩৩. তার দোষ না ক্ষেমিব প্রভু নিরঞ্জন–ঐ। ৩৪. 'গুরু সম' স্থলে গুরু বিনু'–ঐ। ৩৫.'যোগ আশা' স্থলে 'মন আশ'–ঐ। ৩৬. 'পলকে' স্থলে 'সমূলে'– ঐ। ৩৭. 'বসিবে' স্থলে 'বঞ্চিব'– ঐ। ৩৮. এ লাগি সংসারী সবে না পায় তার অন্ত–ঐ। ৩৯. 'রহিছে' স্থলে 'রাখিছে'– ঐ। ৪০. 'না পারে ত্রিভুবনে' স্থলে 'না পাএ কোন জনে'–ঐ।

৪১. সব কর্ম্ম সংসারী লোকের রচিত।
ফকিরের সব কর্ম্ম না হএ উচিত।– ঐ।

৪২. 'পূর্ণ' স্থলে 'সিদ্ধি'– ঐ। ৪৩. 'ভাবি ভোগে' স্থলে 'রীত সঙ্গে'– ঐ।

জিজ্ঞাসি জানিব এই অমূল্য রতন[৪৪]।
পাইলে খাইব যোগী না পাইলে নাই
নিরন্তরে থাকে[৪৫] যোগী পরম ধেয়াই।
সংসারীর আহার চলএ চেষ্টা পথে[৪৬]
ফকিরের ভোগ সব চলে শূন্য হস্তে[৪৭]।
সংসারে ফকির শূন্য জপে শূন্য নাম
শূন্য হস্তে ফকিরের সিদ্ধি সর্ব কাম।[৪৮]
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
যথাতে পরমহংস তথা যোগধ্যান।
জে জানে হংসের তত্ত্ব সেই সার যোগী
সেই সব শুদ্ধ যোগী হএ শূন্য ভোগী।
সিদ্ধা এক শূন্য এক এই সে যুগল
জে সবে এই তত্ত্ব পালে সে তনু নির্মল
বৈরাগীর নাম যোগী ধরে তেকারণ[৪৯]।
জে সব ফকির হএ যুগল ভজন।
যুগল ভজন হেতু যোগী ধরে নাম।
যুগল বিহীনে সিদ্ধি নাহি মনস্কাম[৫০]।
[যুগল প্রভুর নাম করিল প্রধান।
যোগী ভক্ত হই হইল প্রধান।]*
যুগল না হইলে কেহ ত্রিলোক মাজার।
শক্তি নাহি কর্ম এক করিতে সুসার।
যুগল না হইলে কোন কার্য না চলএ।
যুগভাবে ত্রিলোক সৃজিল দয়াময়[৫১]।
যুগল ভাবনা যদি প্রথমে[৫২] না হৈত।
করতাএ ত্রিজগতে কিছু না সৃজিত[৫৩]।
যুগভাবে ভক্ত প্রভু আপে হইলেন্ত।
প্রেম হেতু করতাএ জগ সৃজিলেন্ত[৫৪]।
প্রেমরসে মগ্ন হইল আপনে গোসাই।
যুগ ভিনে কোন কর্ম সিদ্ধি পন্থ নাই[৫৫]।
[এ যুগল প্রভুর নাম প্রথমে হইল।
যুগল ভজনে যোগী প্রশংসা পাইল]*
প্রথমে আছিল প্রভু এক নিরঞ্জন।
প্রেমরসে ডুবি কৈল যুগল সৃজন।
প্রেমরসে ভুলি প্রভু[৫৬] জাহাকে সৃজিলা।
মোহাম্মদ বুলি[৫৭] নাম গৌরবে রাখিলা।
ত্রিজগতে সে ঈশ্বর করিলা প্রধান।
মহিমা না দিল কাকে তাহান সমান।
[প্রভু নুর হস্তে ঘট প্রচার করিআ।
সেই ঘটে (যোগ?) হই রহিল মিশিয়া।]*
প্রথমে সে যুগ হএ ভাবক ভাবিনী।
আর জথ যোগী ভক্ত সেই পরিমাণি।
[প্রথম ভাবক প্রভু ভাবিনী জন্মিল।
মোহাম্মদ করি নাম ত্রিজগতে হইল।]*
ভাবক বুলিএ প্রভু আর সে ভাবিনী।
এই সে যুগল নাম ধরিল আপনি[৫৮]।
[ভাবক ভাবিনী হএ ত্রিজগতে জানি।
এই সে যুগল ভাব জানে যোগ জ্ঞানী।]
ভাবক ভাবিনী নাম বুলিয়ে[৫৯] যুগল
যুগ হইলে সিদ্ধি কর্ম হএ (জে) সকল।
যুগল না হইলে[৬০] কেহ না পারে চলিতে

---

৪৪. পরম গুরুর স্থানে বুঝে যোগীগণ।
জিজ্ঞাসি চাহিবে গুরু অমূল্য রতন।– পাঠান্তর।

৪৫. 'থাকে' স্থলে 'রহে'– ঐ। ৪৬. 'চেষ্টা পথে' স্থলে 'চেষ্টা হস্তে'– ঐ। ৪৭. ফকিরের আহার সব চলে শূন্য হস্তে–ঐ। ৪৮. 'সিদ্ধি সর্ব্ব কাম' স্থলে 'পুরে মনস্কাম– ঐ। ৪৯. বৈরাগীর নাম ধরে যোগী তেক্কারণ–ঐ। ৫০. এ যুগল বিহনে না পাইব মনস্কাম– ঐ। * বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ৫১. যুগভাবে করি প্রভু ত্রিলোক সৃজএ– ঐ। ৫২. "প্রথমে' স্থলে 'প্রভুতে'– ঐ। ৫৩. সংসারেত করতাএ কিছু না সৃজিত– ঐ।

৫৪. যুগ ভাব করি প্রভু আগে ভক্ত হইল।
প্রেমভাবে করতারে জগত সৃজিল– ঐ।

৫৫. যুগ রস করি প্রভু সৃজিল ঠাই ঠাই– ঐ। ৫৬. 'ভুলি প্রভু' স্থলে 'যুগ করি'–ঐ। ৫৭. 'বুলি' স্থলে 'করি'–ঐ। ৫৮. এই সে যুগল নাম ধরিল আপনি–ঐ। ৫৯. 'বুলিয়ে' স্থলে 'এই সে'–ঐ। ৬০. 'না হইলে' স্থলে 'বিহিনে'–ঐ।

যুগ ভিনে প্রেম রস না পারে ভুগিতে।
একাএকি প্রেম[৬১] না হএ কদাচন
যুগল হইলে যোগ্য পিরীতি ভজন।
যুগল বিহীনে ভক্ত না হএ প্রকাশ
যুগলেত ভক্ত মহা প্রেমের বিলাস্
এ যুগল হৈতে নাম ধরে যোগী কুল[৬২]
প্রেমপন্থ যোগীর প্রধান তত্ত্ব মূল[৬৩]।
[প্রভু প্রেম যার ধড়ে মজিলেক মন
তনে মনে প্রেম করি হএ যোগিগণ।]
প্রেম ভক্তি বিনু নাই ফকিরের বল
তন মন প্রেম রসে যোগীর নির্মল[৬৪]।
প্রেম ভক্তি ভাষা কহি শুন বন্ধুগণ[৬৫]
প্রেমেতে প্রেমের ভক্ত প্রভু নিরঞ্জন[৬৬]।
পিরীতি কাহারে বোলে বৈসএ কথাতে[৬৭]
যথাএ পিরীতি থাকে ঈশ্বর তথাতে[৬৮]।
জথদূর সৃজিআছে ত্রিলোক করতার
তথ দূর প্রেমের আসন হএ সার[৬৯]।
[স্বর্গ মর্ত্য আল্লার আলম জথ আছে
সর্ব স্থানে নিরঞ্জন ব্যাপিত আছে।]*
প্রেমের আসনে জুড়ি আছে ত্রিভুবন
প্রেমরসে বন্ধন আল্লার সিংহাসন[৭০]।
[প্রেম-সিংহাসনে প্রভুর নিজ নাম ডুবুরি
ডুবি মূলে খেলে খেলা জথেক সংসারী।]
জুড়ি আছে সিংহাসন এ তিন ভুবন
প্রভুর আসন ভিনে নাহি কিছু আন[৭১]।
ত্রিলোক পিরীতি ছাড়া নাহি কোন স্থান
প্রভু বুলি নাম ধরে আপে নিরঞ্জন।
প্রেম হেতু করিলে সংসার সৃজন।
প্রেমরসে বান্ধিয়া সৃজিল ত্রিভুবন।
প্রেম বিনু রেণু এক না কৈলা সৃজন
প্রেম হন্তে সকল সৃজিছে নিরঞ্জন।

সকল হইল জন্ম প্রেমের[৭২] সাগরে
প্রেম হন্তে জীএ সব প্রেম বিনু মরে।
[দড়ভাবে প্রেমরস হইল যাহারে
ত্রিজগতে বড় কৈল সেবকের পরে।]*
জেই পুষ্পে মধু থাকে অলি গতাগত
পড়ে অতি লোভেতে মর্জিয়া অবিরত।
ভোমর স্বরূপ হয় যোগীর লক্ষণ
রস ত্যাগি বিরসে না বান্ধে কভু মন।
[প্রভু প্রেমরস তুল্য রস নাহি আর
সেই রসে ডুম্ব দিল জথ বণিজার।]*
যথা রস তথা বশ সমস্ত ভুবন
সকল রসের মূল[৭৩] পিরীতি ভজন।
জথ জথ রস আছে ত্রিভব মাঝার
সমস্ত রসের মূল প্রেমের নাগর।
নানা রস ভুগি মরে বিফল জীবন
প্রেমরস ভুগি মরে সাধুর লক্ষণ।
[যার যেই আদ্য ছিল এমত নিয়ম
প্রভু-প্রেম ভুগি মৈলে সাধু সে উত্তম।]*
প্রেম দুঃখ সহিলে[৭৪] পরম পদ পাএ
প্রেম দুঃখ সহিলে জনম সুখে জাএ।
[এ বুলিআ বড় কৈল প্রেম পন্থ সার
মোহাম্মদ রূপে ভক্ত জগতে প্রচার।
সেই মত ভাব যার মনেত জন্মিব
প্রভুর মহিমা গুণ সে সবে পাইব।
প্রভু-প্রেম ভাবে যার মজিলেক চিত
সে লোকের পরে আপে মহা আনন্দিত।]*
প্রেম-পন্থে চলিতে জতেক পাএ দুঃখ
এক হন্তে কোটী কোটী মুক্তি পদ সুখ।
প্রেম দুঃখ সহে জন দাতা অতুলিত
তার সম দয়াশীল নাই পৃথিবীত।
সর্ব পাপমূল নাশে ভক্ত দাতাগণ

---

৬১. 'প্রেম' স্থলে 'পিরীতি'–পাঠান্তর। ৬২. 'যোগী কুল' স্থলে 'যোগিগণ'–ঐ। ৬৩. 'প্রেম পন্থ' ও 'তত্ত্ব মূল' স্থলে 'প্রেম পন্থে' ও 'তত্ত্ব মন'–ঐ। ৬৪. তনে মনে প্রেম করি যোগী হএ নির্মল– ঐ। ৬৫. 'বন্ধু গণ' স্থলে 'যোগিগণ'–ঐ। ৬৬. প্রেমে প্রেমে ভক্ত হএ প্রভু নিরঞ্জন–ঐ। ৬৭. 'কথাতে' স্থলে 'কথাত'–ঐ। ৬৮. যথাএ পিরীতি বৈসে প্রভূহ তথাত– ঐ। ৬৯. তথ দূর ঘটে ঘটে আসন আল্লার– ঐ। * বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ৭০. প্রেম রসে বান্ধিআছে প্রভুর আসন–ঐ। ৭১. ঘটে ঘটে মিশি আছে আপে সিংহাসন–ঐ। ৭২. 'প্রেমের' স্থলে 'পিরীতি'–ঐ। ৭৩. 'রসের মূল' স্থলে 'রসের স্থলে'–ঐ। ৭৪. 'সহিলে' স্থলে 'সহে যেবা'–ঐ।

প্রেম পাল প্রিয় সখা অতি নিরঞ্জন।
প্রেম বৃক্ষ ডাল ফল এ তিন ভুবন
ভক্ষিলে প্রেমের[৭৫] ফল এড়াএ মরণ।
[প্রভুর পিরীতি ফল জে জনে ভক্ষিবে
মোহাম্মদ নিজ ছায়া সে সবে পাইবে।]*
সব পন্থ হন্তে দুঃখ পিরীতির অতি
পিরীতির পন্থে জে সকলে করে গতি।
মহানন্দ করতারে এরূপ ভজনে
কহিছেন্ত সিদ্ধি বুলি[৭৬] আগম পুরাণে।
প্রেম ভক্তি ভাবে মোরে ভজে জথ জন
প্রেম বলিদানে মোরে জে করে পূজন।
মোর নামে নাম সত্য রাখিমু তাহার
সে সবারে[৭৭] পুনর্জন্ম না করিমু আর।
মোর প্রেমে প্রেম যার মজিলেক চিত
তাহার সমান সখা নাই পৃথিবীত।
জে সবে হইল ভক্ত ভাবের ভাবুক
সেই মোর কর্তা মুই তাহার সেবক।
ভক্ত জন মোর কর্তা রসিক দয়াল
নবরত্ন বিধাতা তাহার আজ্ঞাপাল[৭৮]।
চন্দ্র সূর্য দিব্য[৭৯] করি লও রে এই বচন
সার সিদ্ধি ভক্তি ভাব যথ ঋষিগণ।
[চন্দ্র সূর্য দিব্য লাগে সত্য না লড়িব
ভক্তি পাল প্রতি মুই সতত রহিব।]*
জন্মে জন্মে ভক্ত হৈল নারায়ণ হরি
ক্রিয়া কৈল রাধার সঙ্গে নবরূপ ধরি।
মন্দোদরী সঙ্গে ভক্ত হইল দশানন
জানকীর রূপে ভক্ত রাম নারায়ণ।
শচী সঙ্গে ভক্ত হইল দেবকুল রাএ
সন্ধ্যা (?) নারীর প্রেমে ভক্ত হইল ব্রহ্মাএ।
রোহিণী দর্শনে ভক্ত হৈল শশধর
ভক্ত হৈল ছায়া দেবী সঙ্গে দিবাকর।
জোলেখা হইল ভক্ত ইছুফ দেখিয়া
আমির হোছন ভক্ত জয়নব পাইয়া।
উরিয়ার রামা ছিল অধিক সুন্দর
ভক্ত হৈল সেই রূপে[৮০] দাউদ পয়গাম্বর।
বেশ্যাকুলে ছিল নারী মৈক্ষ শকনাবাত (?)
ভক্ত হৈল দেওয়ান হাফেজ অধিক তাহাত।
হালওয়ানী সুত ছিল মোবারক সুন্দর
ভক্ত হইল সেই রূপে বুআলী কালন্দর।
পরম সুন্দরী ছিল কৈতর্ব কুমারী
নবী ছোলেমান ভক্ত পাই সেই নারী।
জগতের কান্ত যার নাম কর্তা সার[৮১]
সেও অতুলিত ভক্ত গোপত[৮২] মাজার।
মোহাম্মদ সঙ্গে ভক্ত অলেখা অতুল
আর ভক্ত সব ডাল সে অখণ্ড মূল[৮৩]।
সামসুদ্দিন নামে এক পুরুষ সুন্দর
দেবান আলী ভক্ত হৈল তাহার উপর[৮৪]।
আবু বকরের মন শুদ্ধ নহে কোন মতে
অবশেষে ভক্ত হইল গোধেনু সহিতে।
সেই রূপে হইল ভক্ত রছুলের বোলে
তবে তান হৃদয় শুদ্ধ হৈল দড় মূলে।
বেশ্যা কুলে মুখ্য এক আছিলেন্ত নারী
তান সখী সব রূপে জিনি বিদ্যাধরী।
সর্ব সখী মেলে এক সুন্দরী প্রধান
দৃষ্টি মাত্রে সেই রূপে মদনে তেজে বাণ।
আছিল কুতুব এক যোগীর নৃপতি।
সে নারীর রূপে ভক্ত হইলেন্ত অতি।
সে নটীর সেবা কৈল্য নারীর রূপ ধরি
নারিল চিনিতে কেহ পুরুষ কি নারী।
রূপ ধ্যান রসে বহু দিন কৈল্য সুখ
নৃপতি চিনিল যবে তবে দিল লুক।
আর এক কুতুব আছিল ভক্তপাল
চামারের সুতার সেবা করি কথকাল।
রূপ-প্রেমরস-ডোরে বান্ধি নিজ চিত[৮৫]

---

৭৫. 'প্রেমেব' স্থলে 'পিয়ীতি'– পাঠান্তর। ৭৬. 'সিদ্ধি বুলি' স্থলে 'করতাএ'– ঐ। ৭৭. 'সবারে' স্থলে 'লোকের'–ঐ। ৭৮. নবরত্নে বিধাতাএ হব আজ্ঞাপাল ঐ। ৭৯. চন্দ্র সূর্য্য দিব্য করি' স্থলে 'কুদুক্তির দর্প করি'?– ঐ। * বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ৮০. 'ভক্ত হইল সেই রূপে' স্থলে 'সেই রূপে ভক্ত হৈল'–ঐ। ৮১. জগতের নাথ কর্ত্তা যার নাম সার– ঐ। ৮২. 'গোপত' স্থলে 'গোপন'– ঐ। ৮৩. আর সব ডাল ভক্ত সে অখণ্ড মূল–ঐ। ৮৪.দেওয়ান হাফেজ হৈল ভক্ত তাহার উপর–ঐ। ৮৫. রূপ রসে প্রেমে ডুবি বান্ধিলেক চিত– ঐ।

সকল ভুলি থাকিত গাহিত প্রেমগীত।
রুমের শহরে এক আছিল নৃপতি
কন্যা এক ছিল তান মহা রূপবতী।
সেই রূপ সমান নহে স্বর্গ মধ্যে হুর[৮৬]
দেখি প্রাণ তেজে মহা তপস্বী চতুর।
সে দেশে আছিল এক কুতুব প্রধান
সে কন্যার রূপ রসে বশ কৈল্য প্রাণ।
সে রূপেতে মহাভক্ত দর্বেশ হইল
সতত সে-রূপ ধ্যান করি সিদ্ধা হইল।
এই মতে বহুত[৮৭] তপস্বী ভক্ত হইয়া
যথা রূপ তথা ভাবে রহিল মর্জিয়া।
রূপ বিনু প্রেম নাহি ভাব বিনু ভক্তি
ভাব বিনু লক্ষ্য নাই সিদ্ধি বিনা মুক্তি।
নবী কূলে প্রথমে আদম ভক্ত হইল
হাবা দেবী সঙ্গে রস-কূপে ডুবি ছিল[৮৮]।
দেবকুলে অতি ভক্ত হইল মহেশ্বর
গৌরী দেবী সম্মুখে থাকিত দিগম্বর।
দেবীরে অন্তর হইতে না দিত ছাড়িয়া।
রহিল শিবের চক্ষে গৌরী ডাণ্ডাইয়া।
ধ্যান হেতু মহাদেবী নিজ চক্ষু তুলি।
ঈশ্বর পূজিয়া রূপ ধ্যান রসে ভুলি।
গঙ্গা গৌরী যুগ নারী রাখি দিগম্বর
ভস্ম যোগে সাধি সিদ্ধা হইল মহেশ্বর।
আছিল আয়েশাবিবি পরম সুন্দর
সেই রূপে মোহাম্মদ ভক্ত পয়গম্বর।
নর পরী পশু পক্ষী কীট তরুবর
প্রেমরস বিনু কার নাই মুক্তি বর।
করতারে আপনে ঈশ্বর নাম ধরে
ডুবিয়া লুকিত সেই[৮৯] প্রেমের সাগরে।
সংসার-সাগরে পাতি প্রেম-রস-জাল
জীব সবে মীন রূপে সেবি কথ কাল।
মায়াজালে ভুলি জীব সমস্ত বাধিয়া[৯০]
সর্ব জগ আছে প্রেম-রসেতে ডুবিয়া।
প্রথমে বহ্নির সঙ্গে বাবির[৯১] পিরীতি
হইল মাটির প্রেম জলের সঙ্গতি।
এ সব প্রেমে যদি মন না ডুবিত[৯২]
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আদি কিছু না জন্মিত[৯৩]।
গগনের সঙ্গে হইল স্বর্গের পিরীতি
সর্গ সঙ্গে মর্ত্যের পিরীতি আছে অতি।
ত্রিভুবনে প্রভু প্রেম আছএ জড়িত
নরক পাতাল সঙ্গে আছএ পিরীত[৯৪]।
মার্তণ্ড চন্দ্রিমা গুরু বৃক্ষ জথ ধরি
প্রেম হেতু গগন সঙ্গে[৯৫] রহিলেক জড়ি।
সাগরের সঙ্গে বারি জল সঙ্গে মীন
ইন্দু সঙ্গে যামিনী রবি সঙ্গে দিন।
প্রেমত জগত বন্দী বৃক্ষ বন্দী মূলে
কমলে ভোমর বন্দী মীন বন্দী জলে।
পুরুষের মন বন্দী নারী-প্রেম-রসে
নারী বিনু পুরুষের অসিদ্ধি মানসে।
তন সঙ্গে মন বন্দী প্রেমের কারণ
মন সঙ্গে সন্মিলিত[৯৬] রহিছে পবন।
পিরীতি জগত প্রাণি গোপত বচন
প্রেম মূলে জগতের জীয়ন মরণ।
প্রেম বিনু জন্ম নাই রাজ্য ক্রিয়া রস
প্রেম বিনা সিদ্ধি নাহি জগত মানস[৯৭]।
প্রেম হেতু শিশু রাখে উদরে জননী
প্রেম হেতু বৃক্ষ মূল গ্রাসিল মেদিনী।
ভূমি হন্তে[৯৮] ভক্ত মূল বৃক্ষের সকল
মূলে গাছ বৃক্ষ শাখা ডালে ফুল ফল[৯৯]।
কলের অন্তরে রস অতি ভক্ত হইযা
প্রেম হেতু ফল রস রহিল লুকিয়া[১০০]।
রূপ মূল প্রেম বৃক্ষ বিরহ সে ডালে
দুঃখ ফুল সিদ্ধি ফল রস জগপাল।

---

৮৬. হুর বিদ্যাধরী–পাঠান্তর। ৮৭. 'এই মতে বহুত' স্থলে 'এই রূপে বহুল'–ঐ। ৮৮. হাবাদেবীর সঙ্গে প্রেমকূপে ডুবি ছিল–ঐ। ৮৯. 'লুকিত সেই' স্থলে 'লুকিত আছে'–ঐ। ৯০. জীব সবে মায়াজালে সমস্ত ভুলিয়া–ঐ। ৯১. বাবির–বায়ুর–ঐ। ৯২. 'ডুবিত' স্থলে 'ডুবাইত'–ঐ। ৯৩. 'জন্মিত' স্থলে 'হইত'– ঐ। ৯৪. নরকে পাতালে দোহে অধিক পিরীত– ঐ। ৯৫. 'গগন– সঙ্গে' স্থলে 'গগনেত'– ঐ। ৯৬. 'সন্মিলিত' স্থলে 'সমন্বিত'–ঐ। ৯৭. প্রেম বিনু যোগে সিদ্ধি না পুরে মানস– ঐ। ৯৮. 'হন্তে' স্থলে 'সঙ্গে'– ঐ। ৯৯. গাছ মূলে বৃক্ষ শাখা ডালে ফুল ফল– ঐ। ১০০. প্রেম হেতু ফলে রসে রহিল জড়িআ– ঐ।

রাগ-পয়ার

থাকে বুলি রূপ তাকে কহিমু মদন
রূপ কাম এক নাম জান বন্ধু গণ[১]।
মদনে পিরীতি জন্মে প্রেমেতে সন্তাপ[২]
বিরহতে দুঃখ জন্মে দুঃখে সিদ্ধি লাভ।
সিদ্ধি যাকে বুলি সেই প্রভু করতার
সিদ্ধির উপরে সিদ্ধি পন্থ নাহি আর[৩]।
সিদ্ধি ফল রস প্রভু জান দড় সার
সিদ্ধি মূলে করে সব মহিমা প্রচার[৪]।
ফলে করে তরু মূল দোহ কীর্তি যশ
সার তত্ত্ব মূল বিনু নাহি ফল রস।
গুরু শিষ্য সমমিত্র ভবে নাহি আর।
ফল রস শিষ্য হয় গুরু মূল সার।
গুরু শিষ্য সার ইষ্ট মিছা গর্ব আন
তিন লোকে ইষ্ট নাই এ দুই সমান[৫]।
প্রভু হএ মূল বৃক্ষ এ তিন ভুবন[৬]
মূল বিনু বৃক্ষ সার না ধরে জীবন।
বৃক্ষ তেজি শাখা ডাল ভঙ্গ হএ বল
ডাল বিনু বিনাশ[৭] সমস্ত ফুল ফল।
মূল তেজি বৃক্ষ ডালে ফল নাহি ধরে
জল ছাড়ি মীন সর্ব গর্ব করি মরে।
[এত জানি ঈশ্বর সেবি সর্ব সাধুগণে
জল ডাল না তেজে এ লাগি ফল মীনে।]*
ঈশ্বরের সেবা দাসে যদি সে না করে
শাখা জল বিনু ফল মীন প্রায় মরে।
শাখা বারি স্বইচ্ছাএ না ছাড়ে মীন ফলে
না ছাড়ে শরণ সেবা সাধক সকলে।
জন্মভুমি প্রেম তেজিবারে না জুয়ায়
গাইব তাহার কীর্তি যথা তথা যায়।
যাই যাই যথ দেখি ভুলি না রহিব
জন্মভূমি-স্নেহ মনে সতত রাখিব[৮]।
যথ সুখ রঙ্গ দেখি না রাখিব[৯] মন
পলটিয়া নিজ দেশে স্মরণ গমন।
পিরীতি উলটা রীত না বুঝে চতুরে
যে না চিনে উলটা সে না জীয়ে সংসারে।
সমুখ বিমুখ হএ বিমুখ সমুখ
পলটা নিয়মে সব জগত সংযোগ।
সিদ্ধিপন্থ গোপন রাখিছে[১০] করতার
সমুখে অসার পন্থ করিছে প্রচার।
জন্মিয়া সংসার মধ্যে জথ পরী নর
অসার রসের পন্থ দেখে বহুতর।
[সমুখে সংসারী পন্থ করিছে প্রচার
সিদ্ধি পন্থ গোপন করিছে করতার।]*
সমুখে সংসার পন্থ সদা দেখা যায়
সিদ্ধি বর মূল পন্থ চিনিতে না পায়।
সিদ্ধি পন্থ সংসারে সমুখে যদি দিত[১১]
সেই পন্থ নর পরী সকলে দেখিত।
[সেই পন্থ প্রভুর আগম নিজ পুরী
নর পরী সব হস্তে না দিল প্রচারি।]*
সেই বস্তু সবেরে যদি দিত অবিরত
কদাচিত না থাকিত অধিক মহত্ত্ব।
[প্রভুর নিয়ম ভেদ সংসারে যদি দিত
পাপ পুণ্য জ্ঞান ধ্যান সব রক্ষা পাইত।]*
জেই বস্তু গোপন মহিমা তার বড়
তা হেতু গোপনে সিদ্ধি রাখিল ঈশ্বর।
নর বজা[১২] বৃক্ষ নেত্র প্রচার করিল
প্রভু প্রেম মূল তেন গোপতে রাখিল[১৩]।

---

১. 'বন্ধুগণ' স্থলে 'সাধুগণ'–পাঠান্তব। ২. 'প্রেমেত সন্তাপ' স্থলে 'প্রেমে জন্মে তাপ'– ঐ।
৩. সিদ্ধির উপরে পন্থ সিদ্ধি নাহি আন– ঐ।
সিদ্ধি ফল রস প্রভু জান দড় সার। ঐ।
৪. প্রভুর প্রেমে প্রেম করি মহিমা অপাব– ঐ। ৫. তিন লোকে নাই ইষ্ট গুরুর সমান– ঐ। ৬. মূল হএ প্রভু সে তিন ভুবন– ঐ। ৭. 'বিনাশ' স্থলে 'নামা হএ,– ঐ। * বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ৮. পলটিয়া নিজ দেশ স্মবণ করিব–ঐ। ৯. 'রাখিব' স্থলে 'বান্ধিব'–ঐ। ১০. 'রাখিছে' স্থলে 'করিছে'– ঐ। ১১. সিদ্ধি পন্থ সমুখে সবেরে যদি দিত–ঐ। ১২. বজা– ডিম্ব।
১৩. প্রভু প্রেম মূল তিন গোপন রাখিআ।
বজা গেঁজা বাচ্চা তিন প্রচার করিআ–ঐ।

বিমুখে আগম পন্থ রাখিছে[১৪] গোপতে
চলিলে বিমুখ পন্থে সিদ্ধি সর্ব মতে।
সমুখের সব পন্থ বিমুখ করিয়া[১৫]
পলটি বিমুখ পন্থে জাইব চলিয়া।
অতি দড় সার তত্ত্ব কহিলুম ইঙ্গিত
মহা সুখ সিদ্ধি পন্থ জে পারে চলিতে।
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু জ্ঞানের লহরী
মধু বনে মধুকর সিদ্ধির মুরারি।
আলি রাজা[১৬] ভণে ভাষা জ্ঞানের সাগর
প্রেম পাঠ বিনু নাহি সিদ্ধি মুক্তিবর।

অক্ষরে জতেক শাস্ত্র করিছে লিখন
প্রেম পাঠ সম এক নহে কদাচন।
সার নহে অক্ষর জথেক শাস্ত্রকুল
পড়িয়া পণ্ডিত সিদ্ধা প্রেম পাঠ মূল।
শাস্ত্র পাঠ অক্ষরে না পুরে সিদ্ধি সাধ
হৃদিমূলে পাঠ পড়ি পণ্ডিত বিখ্যাত।
অক্ষরের পাঠ পড়ে চর্ম চক্ষে দেখি
প্রেম পাঠ প্রকাশিত হৃদান্তরে আঁখি[১৭]।
প্রেমের অক্ষর পাঠ থাকে হৃদান্তর
সেই পাঠে সর্ব সিদ্ধি পাএ মুক্তি বর।
অক্ষর পাঠের গুণ জেহেন রজনী
প্রেম পাঠ গুণ শুদ্ধ যেন দিনমণি[১৮]।
সংসার অক্ষর শাস্ত্র অসার সকল
পরম আঁগম প্রেম পাঠ[১৯] সিদ্ধি ফল।
শুকা[২০] কাষ্ঠ তুল্য জথ অক্ষর লেখএ
পরম পিরীতি পাঠ রস-সিন্ধুময়।
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র জথ পাঠ অক্ষর
ব্যক্ত সব পাঠ শুকা কাষ্ঠ সমসর।
পরম প্রেমের পাঠ আগম গোপত
গুপ্ত প্রেম পাঠ পড়ি সিদ্ধি মুক্তিপদ।
আদিবেদ জথ পাঠ অনন্ত অপার
সে সকল হন্তেফল সিদ্ধি নাহি সার[২১]।

সমূলে অসার পাঠ সংসারে জতেক
সিদ্ধির পরম জ্ঞান প্রেম পাঠ এক।
চারি বেদ আদি পাঠ নহে বট মূল
পিরীতির এক পাঠ সিদ্ধি বাঞ্ছা কূল।
এক প্রেম পাঠ সর্ব বাঞ্ছা সপূর্ণিত
প্রেম পাঠ বিনু বাঞ্ছা সিদ্ধির বর্জিত।
রূপ সম গুরু নাহি প্রেম তুল্য শিষ্য
রূপ গুণ হন্তে প্রেম সেবক হরিষ।
রূপ হএ ভাবিনী ভাবক হএ হেম
রূপ গুরু আনল সেবক হএ প্রেম।
এই রূপ গুরু শিষ্য এ তিন ভুবনে
নাহিক সিদ্ধির পন্থ এই যুগ[২২] বিনে।
যে ভজে যুগল সে রসিক গুণমণি
ত্রিভুবন হএ যুগপালের নিছনি।
সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্থূল রূপ যোগশাস্ত্রে কয
ভাব যথা তথা রূপ অবশ্য উদয়।
মন্তেখ আগম শাস্ত্রে এমত খবর
রছুলোল্লা কহিছিলা সাহা আলীর উপর।
প্রভুর গোপন তত্ত্ব আছিল গোপনে
সেই রত্ন মোহাম্মদ জানাএ আলী স্থানে।
সে রত্ন প্রভাবে হৈল যোগিগণ সব
নহে নরকুল সব পাইত লাঘব।
[যে সবে এ তত্ত্ব পালে রছুলী নিয়ম
তিন কুলে সেই লোক পুরুষ উত্তম।]*
যথা রূপ তথা সুখ রূপেত পিরীতি
রূপ বিনু জন্ম নাই প্রেমের ভারতী।
সিদ্ধির উত্তম মূল দুঃখ হএ সার
দুঃখেরে করিআ মূল প্রেমের বিকার।
বিরহের শুদ্ধ মূল প্রেম সে রতন
পিরীতির মূল রূপ পরম কথন।
রূপের জে ব্রহ্মা মূল সূক্ষ্ম তনু সার
রূপের মূলের পরে রূপ নাহি আর।[২৩]
[সেই রূপ হন্তে রূপ মূল নাহি আর

১৪. 'রাখিছে স্থলে 'রাখিল'–ঐ। ১৫. সমুখে বসের পন্থ প্রচার করিআ– ঐ। ১৬. 'আলি রাজা' স্থলে 'কানু সাহা–ঐ। ১৭. 'হৃদান্তরে আখি' স্থলে 'হৃদয়ে হয় আঁখি'– ঐ। ১৮. প্রেমেব অক্ষর গুণ যেন দিনমণি– ঐ। ১৯. 'প্রেম পাঠ' স্থলে 'পাঠ প্রেম'–ঐ। ২০. শুকা– শুষ্ক। ঐ। ২১. সে সকল হন্তে সিদ্ধি ফল নাহি আর–ঐ। ২২. 'এই যুগ' স্থলে 'এই যুগল'–ঐ। ২৩. সেই রূপ মূল হএ সব হন্তে সার–ঐ।
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

রূপের সাগরে ডুবে জথ বনিজার ।]*
আগম নিগম এই সংক্ষিপ্ত বচন
রচিলুম গুরুর মূলে[২৪] পয়ার বন্ধন ।
জে সবে এ তত্ত্ব পালে গুরুপদে ধরি
সত্য সত্য সে সকল শুদ্ধ ব্রহ্মচারী ।
জে জানিব এ পুস্তক-অর্থ সিন্ধু প্রায়
সে-সব ফকির পূর্ণ কহে জ্ঞানরায় ।
জ্ঞান-সাগর পুস্তক নাম ধরি
আলী স্থানে রছুলে কহিল কৃপা করি ।
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু রূপে পঞ্চশর
হীন আলী রাজা[২৫] কহে রূপের লহর ।

রাগ– বসন্ত । খর্ব ছন্দ

পয়ার

নবী বোলে শুন আলী অপূর্ব চরিত
রূপের জনম বুলি[১] বসন্তের ঋত ।
শূন্য সূক্ষ্ম তনু হএ রূপ শূন্যাকার[২]
রূপের[৩] সাগরে সিদ্ধি জথ বনিজার ।
শূন্য সিন্ধু হন্তে ব্যক্ত রূপের সাগর ।
সিদ্ধি রূপ সাগরে সমস্ত সদাগর ।
সূক্ষ্ম তনু গোপ্ত কায়া রূপের বেকতে ।
জ্ঞানের বাণিজ্য সিদ্ধি কায়া রূপ হন্তে ।
মৃত্তিকার ঘটরূপে জগতে প্রচার
মৃত্তিকার ভাণ্ডমূলে শূন্য তনু সার[৪] ।
[মৃত্তিকার ভাণ্ড বড় অমূল্য রতন
মৃত্তিকার ভাণ্ড মূলে আপে নিরঞ্জন ।]*
পোতলা লইয়া খেলে যেন[৫] বাজিগর
মাটি ভাণ্ড মূলে খেলে তেমত[৬] ঈশ্বর ।
মাটি লক্ষ্যে করতার জগত ব্যাপিত ।
মাটি লক্ষ্যে দুঃখ সুখ বাঞ্ছিত পূর্ণিত ।
মাটি লক্ষ্যে নাম ধর্ম কীর্তি রঙ্গ রস
জ্ঞান ধ্যান সিদ্ধি মুক্তি সকল মানস ।
মাটির মূরতি বিনে লক্ষ্য নাহি আর
মাটির মূরতি হন্তে সব সিদ্ধি সার ।
বিবিধ যতনে[৭] প্রভু আপে করতার
মাটির মূরতি কৈল্য জগতে প্রচার ।
আপনার জথেক মহিমা নিরঞ্জনে
মৃত্তিকার কুণ্ডান্তরে রাখিছে যতনে ।
মৃত্তিকার ঘট মধ্যে এ তিন ভুবন
মৃত্তিকার পাঞ্জরে আল্লার সিংহাসন ।
মাটি হন্তে গঠি প্রভু মোহন মূরতি
তার মধ্যে করে প্রভু আপনে বসতি ।
মূর্তি লক্ষ্যে নানা রূপে করে রস ভোগ
মূর্তি লক্ষ্যে নানা ক্রিয়া সাধে সিদ্ধি যোগ ।
মৃত্তিকার কুণ্ড বড় অমূল্য রতন

---

২৪. 'মূলে' স্থলে 'বোলে'–পাঠান্তর। ২৫. 'আলি রাজা' স্থলে 'কানু ফকিরে'–পাঠান্তর।
১. 'বুলি' স্থলে 'বাণী'–পাঠান্তর। ২. 'শূন্যকার' স্থলে' স্থূলাকার'– ঐ। ৩. 'রূপের' স্থলে 'সে রূপ'–ঐ। ৪. সেই ঘঠ পরশিলে সিদ্ধি বাঞ্ছা সার–ঐ। * বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ৫. 'খেলে যেন' স্থলে 'যেন খেলে'–ঐ। ৬. 'তেমত' স্থলে 'জগত'–ঐ। ৭. 'বিবিধ যতনে' স্থলে 'নানা যত্ন করি'–ঐ।

মাটির মূরতি মূলে প্রভু নিরঞ্জন
সপ্ত পুরী চিত্র বিচিত্র নির্মিআছে।
রত্ন স্থল টঙ্গি তথা কাঞ্চনে জড়িছে।
টঙ্গিতে হেটেত[৮] আছে মহা সরোবর
শতদল পদ্ম তথা কমল ভ্রমর।
সপ্তম সাগর এক সরোবর হন্তে
সপ্তম সাগরের জল বর্ণ সপ্ত মতে।
লবণ ইক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ জল
সকল সাগরে ভাসে কমলের দল।
সতত সুগন্ধি এবে জল সুবাসিত
দেব ইন্দ্র কোটী কোটী তাহাতে মোহিত।
মাঝে পদ্মবন তীরে সুবর্ণের ঘাট
কোটি কোটি ইন্দ্র সব সতত করে নাট।
কেহ নাচে কেহ গাএ সুন্দর কামিনী
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে সুললিত ধ্বনি।
সুষির আনন্দ ঘন আগুনাদ তত
পঞ্চদশ নাম এই স্মরে পঞ্চ মত[৯]।
বংশী আর মৃদঙ্গ কর্তাল আর গান[১০]
বেণু সঙ্গে এই পঞ্চ শব্দ পরিমাণ।
রাজহংস চক্রবাক পক্ষী লাখে লাখে
ক্রীড়া কলরব করে মহাসুখে থাকে।
সুবর্ণ উদ্যান জিনিয়া স্বর্গপুর[১১]
নানা তরু পুষ্প ফল সুগন্ধি মধুর[১২]।
নানা পক্ষী কলরব পিক মধুস্বর[১৩]
দেব হুর নর মোহে ঝঙ্কার ভোমর।
পীযুষ মধুরী দুগ্ধ ঝরণা বহে নিত
নানা রস মিষ্ট বারি সতত স্রবিত।
চন্দ্রাদিত্য উদয় সঙ্গেত তারাকুল[১৪]
ছয় ঋত[১৫] গতাগতি ষষ্ট পদ্ম মূল।
ষষ্ট পদ্ম ষষ্ট চক্র ষষ্ট ঋত গতি
যথা চক্র তথা পদ্ম ঋতুর বসতি।
মণি ব্রহ্মা মূলাধার চক্র অনাহেতু[১৬]
আজ্ঞা অধিষ্ঠান এই চক্র বুলি ঋতু।
হেমন্ত শিশির ঋতু বসন্ত বরিষ
গ্রীষ্মক বসন্ত গতাগতি অহর্নিশ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তলেত বসতি
তথা জ্বলে রতন প্রদীপ ভাতি ভাতি।
শ্রীগোলাহাটে তথা নিত্যানন্দ বাজার
পরম সুন্দরী রামা নিত্য দেয় পাসার।
রম্ভা তিলোত্তমা জিনি অনন্ত কামিনী
মাণিক্য পাসার বস্তু করে বেচাকিনি।
নানা বর্ণ দ্রব্য বহু[১৭] অপূর্ব চরিত
সকল বিচারি মাত্র না পারি কহিত।
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি অমৃত রসাল[১৮]।
খোরমা নারিকেল মিষ্ট নারাঙ্গি বিশাল[১৯]।
তথা মধ্যে রাজপুরী চল্লিশ হাজার
সত্তর হাজার টাট্টি চারিদিগে তার।
হীরা কাঁসা মণি মাণিক্য রজত কাঞ্চন
এয়াকুত জড়িত হয় মাণিক্য গঠন।
[তৈল বাতি বিনা জ্বলে প্রদীপ ঠাই ঠাই
সর্বপুরী সমন্বিত প্রদিষ্টা রোসনাই।]*
তৈল বাতি বিনু জ্বলে প্রদীপ নির্মল[২০]
সর্ব পুরী মহা দীপ্ত প্রচণ্ড উজ্জ্বল।
নিশি দিশি অবিরত সতত প্রকাশ
দুঃখ সুখ সম তথা ঠাকুর নিবাস।
কায়া রূপ হন্তে জন্মে প্রেমের অঙ্কুর
প্রেমাঙ্কুর জন্মে যথা তথাতে ঠাকুর।
দুঃখে নাহি বিরস আনন্দ নাহি সুখে
যাহা দৃষ্টি তথা হএ ঠাকুর সম্মুখে।
তন মধ্যে নৃপতির শহর নগর
নর পরী পশু পক্ষী কীট বহুতর।
শূদ্র মোছলমান বৈশ্য নানা জাতি নর
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব করি নৃপ পয়গাম্বর।
দুর্জন তস্কর মূর্খ উত্তম অধম
সর্ব ভূতে নিবাসিত[২১] প্রভুর নিয়ম।

---

৮. 'টঙ্গীর হেটেত' স্থলে 'সে টঙ্গির হেটে'—পাঠান্তর। ৯. এই পঞ্চ শব্দ নাম ধরে পঞ্চ মত—ঐ। ১০. বংশী মৃদঙ্গ কর্ণাল মুখে গান—ঐ। ১১. 'স্বর্গপুর' স্থলে 'স্বর্গপুরী'— ঐ। ১২. নানা ফুল ফল তরু সুগন্ধি মাধুরী—ঐ। ১৩. 'পক মধুস্বর' স্থলে 'করে নিরন্তর'— ঐ। ১৪. চন্দ্র সূর্য্য উদয়াস্ত সঙ্গে তারাকুল— ঐ। ১৫. ঋত—ঋতু—ঐ। ১৬. অনাহেতু—অনাহত—ঐ। ১৭. 'দ্রব্য বহু' স্থলে 'উদ্যান'—ঐ। ১৮. 'অমৃত রসাল' স্থলে 'অমৃতের সার'—ঐ। ১৯. বিশাল' স্থলে 'বেসুমার'—ঐ। * বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ২০. বিনা তৈলে জ্বলে বাতি প্রচণ্ড নির্ম্মল—ঐ। ২১. 'নিবাসিত' স্থলে 'বেয়াপিত'— ঐ।

সর্ব ভূত বৈসে এক তনের ভিতর
সর্ব ভূত বেয়াপিত আপনে ঈশ্বর।
সর্ব ভূত নিরঞ্জন নহে কদাচন
সর্ব ভূত হতে ভিন্ন নহে নিরঞ্জন।
নিরঞ্জন নর নহে নর সমতুল
প্রভু হন্তে বিচ্ছেদ না হএ নরকুল।
[প্রথমেত রূপ হৈল নরের আকার
সেই রূপ মূলে হৈল রছুল আল্লার।]
জানিঅ সংসারী সম নহে মোহাম্মদ
রছুলের হন্তে ভিন্ন না হএ জগত।
মোহাম্মদ নর হেন না জানিও সার।
নর হন্তে ভিন্ন নহে রছুল আল্লার।
পঞ্চ তরু কুণ্ডান্তরে চতুর্থ সুমেরু।
রাজনীতি রাজশোভা মাটীর কুণ্ডান্তর
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র মহা জ্ঞানবর।
নানা জ্ঞান ভাল মন্দ জথ পাঠ কথা
রোগ শোক নানান ঔষধ আছে তথা।
গুরু শিষ্য আছে তথা অধম প্রধান[২২]
অনন্ত সেবক পাঠ পঠে গুরু স্থান[২৩]।
ভাল মন্দ জ্ঞান ধ্যান নানা মত ভাষ
জ্ঞানের কমল তথা মুদিত প্রকাশ।
মিত্র অরি শরীরেত আছে যুগ মত
রামাকান্ত রসে কেলি ভোগে অবিরত।
কামিনী কামের বশ পুরুষ-বিদ্বান
সুন্দর কামিনীরূপে সিদ্ধি যোগ ধ্যান।
কামে ভক্ত কামিনী পুরুষ বিদ্যাধর
কাম হাটে পুরুষের বাঞ্ছা সিদ্ধি বর।
নিশি দিশি রামাকুল কামে ভক্ত[২৪] অতি
জ্ঞান ধ্যান পুরুষের স্থির থাকে মতি।
কামে বশ কামিনী পুরুষ জ্ঞানরাজ
জ্ঞানী ভক্ত সিদ্ধি মুক্ত কামিনী সমাজ।

কামিনী রূপের রাজা অধিক সুন্দর
পুরুষ গুণের রাজা অতি জ্ঞানধর।
রূপে ধরে রামাকুল সুন্দর বহুল
বিদ্যাধর নর সব জ্ঞানেত আমূল।
কামিনীগণের সিদ্ধি পন্থ বিবর্জিত
পুরুষের কুলে তত্ত্ব সিদ্ধি প্রকাশিত[২৫]।
যোগ আর কায়ার অন্তরে সমন্বিত[২৬]
জীবাত্তমা পরাত্তমা[২৭] যুগল মিশ্রিত[২৮]।
তন সঙ্গে জীবাত্তমা অবিরত লীন
পরমা আত্তমা থাকে কায়া হন্তে ভিন।
কায়া হএ কামিনী পুরুষ হএ মন
মন হএ রমণী পুরুষ নিরঞ্জন।
নর পরী যথেক জগতে তুল্যাকার[২৯]
এসব কামিনী সত্য তত্ত্ব দড় সার।
স্থূল্য সাকার কামিনী ত্রিভুবন
নৈরাকার পুরুষ সে প্রভু নিরঞ্জন[৩০]।
বিশ্বরূপী আপনি পুরুষ নৈরাকার
সাকার কামিনী জথ সমস্ত সংসার।
চন্দ্র হয় কামিনী পুরুষ দিবাকর
রামাকুল মৃত্যুপদ পুরুষ অমর।
ভ্রম হয় রামাকুল পুরুষ চেতন
নিদ্রাএ পীড়িত রামা পুরুষ জাগন।
কমলের কলি প্রায় কামিনীর মন
কমলে বিকাএ মধু কিনে অলিগণ।
কামিনী কমল জাতি মধুর সাগর
পুরুষ ভ্রমর জাতি মধু সদাগর[৩১]।
কামিনী কুসুম জাতি সুধার বাজার
সুধা করে অলি জাতি পুরুষ বেপাব।
তনের শহরে মন রাজ সদাগর
তন কমলেত মন রসের নাগর।
অমৃত সাগর নারী কমলের ফুল

---

২২. 'অধম প্রধান' স্থলে 'উত্তম অধম'–পাঠান্তর। ২৩. 'পঠে গুরু স্থান' স্থলে 'পড়েন উত্তম'–ঐ। ২৪. 'ভক্ত' স্থলে 'মগ্ন'–ঐ। ২৫. 'প্রকাশিত' স্থলে 'বিকাশিত'–ঐ। ২৬. যোগ আর কায়ান্তরে কায়া সমন্বিত–ঐ। ২৭. জীবাত্তমা– জীবাত্মা; পরাত্তমা– পরমাত্মা। ২৮. "মিশ্রিত" স্থলে 'চরিত'– ঐ। ২৯. 'তুল্যাকার' স্থলে 'স্থূলাকার'–ঐ।

৩০. স্থূল শকতি হএ সাকার কামিনী। ঐ।
নৈরাকার পুরুষ হএ যেন দিনমণি।– ঐ।

৩১. 'সদাগর' স্থলে 'রসকর'–ঐ।

কথ গুণ কমলে ভ্রমরে জানে মূল।
রসের রসিকে জানে কথ মূল রস
তনদেশে মন যোগী রস মধ্যে বশ।
রস হেতু তনে মনে হইল সেবক
সেবক না হৈলে নহে রসের সাধক।
তনে মনে মনে তন ভেদ নাহি ধিক[৩২]
তনের অন্তরে মন রসের রসিক।
তন হএ কামাকুল জগত সংসার
মন হএ পুরুষ সেবক[৩৩] করতার।
তনের অন্তরে মন মনান্তরে জ্যোতি
জ্যোতের অন্তরে ধ্বনি উঠে প্রতিনিতি।
অনাহত শব্দ কহে সে ধ্বনির নাম
সে ধ্বনির তত্ত্ব হন্তে সিদ্ধি মনস্কাম।
সে হুঙ্কার মূলেত পরম তত্ত্বসার[৩৪]
তার পরে[৩৫] যোগ সিদ্ধি পন্থ নাহি আর।
কমলের কলি প্রায় দিল[৩৬] এক ঘর
সত নূপুর ধ্বনি সে দিল অন্তর[৩৭]।
দীল হএ ঘর পদ্ম কলিকা আকৃতি
সেই ঘর অন্তরে চারি গুণের[৩৮] বসতি।
সেই ঘর মধ্যে চারি[৩৯] রাজার আসন
এক[৪০] ঘরে চারি নৃপ করে নিবসন।
জগতের নৃপ প্রভু আপনে অধিকার
যোগ (যুগ)? মধ্যে নৃপহএ রছুল আল্লার।
নরকে ঈশ্বর হই ইব্লিছ[৪১] রহিআছে
তনু দেশ মধ্যে রাজা মনুরা হইছে।
মোহাম্মদ মন আর নারদ কুমতি
এ তিন সঙ্গেত[৪২] প্রভু দীলেত বসতি।
আপনে জগত কর্তা প্রভু নিরঞ্জন
নৃপতির অমাত্য প্রধান দুই জন।
এক মোহাম্মদ আর ইব্লিছ[৪৩] দুরাচার
এ যুগল পাত্র থাকে নিকটে তাহার[৪৪]!
এ যুগল মন্ত্রীক সেবক এক মন
যথাতে নৃপতি তথা তাহা তিন জন।
যথা তথা গতাগত করে নরপতি
সেবক উজির রাখে আপনা সঙ্গতি।
মন্ত্রীক সেবক রাজা সঙ্গে না রাখিলে
রাজনীতি চলিতে না পারে রাজ্য হইলে।
সেবক উজিরে যদি না থাকে সঙ্গতি
ভাল মন্দ না চলে রাজার রাজনীতি।
পাত্র বিনা পাটে রাজা বসি নাহি ফল
এ লাগি না ছাড়ে রাজা অমাত্য[৪৫] সকল।
দীলের অন্তরে বৈসে[৪৬] রাজনীতি কাম
তা হেতু নিসরে ধ্বনি ধ্বনি অবিশ্রাম।
সে কমল কলি যদি না হএ বিকাশ
কলিকা অন্তরে ধ্বনি না হএ প্রকাশ।
বিকাশ না হইলে তবে[৪৭] কমলের কলি
মাধুরী সুগন্ধি বিনু না গুঞ্জরে অলি।
পদ্মের কলিকা থাকে যদি সে মুদ্রিত[৪৮]
সুগন্ধি মাধুরী তথা না হএ প্রকাশিত[৪৯]।
কলি অভ্যন্তরে[৫০] ধ্বনি নিসরে সদাএ।
পরম গুরুর হন্তে সেই তত্ত্ব পাএ।
প্রভুর পবম নাম উঠে সেই ধ্বনি
গুরু লক্ষ্যে পাএ তার সাক্ষী[৫১] পরিমাণি।
ঈশ্বরের জথ নাম শাস্ত্রের মাঝার
সব হন্তে সেই নাম অতি ব্রহ্ম সার।
পুরাণ কোরান বেদে জথ নাম ধরে
সবে হন্তে সার তত্ত্ব[৫২] জে ধ্বনি নিসরে।
অনাহত শব্দ জথ সে নাম হুঙ্কার
গুরু বিনু নাহি তার গোপন প্রচার।
প্রথমে পরম গুরু শুদ্ধ হএ সার
তবে সে পরম ধ্বনি শুদ্ধ হএ তার।

---

৩২. ধিক– অধিক। পাঠান্তর। ৩৩. 'সেবক' স্থলে 'সে প্রভু'–ঐ। ৩৪. সে হুকার মূল তত্ত্ব পরম নাম সার–ঐ। ৩৫. 'পরে' স্থলে 'সম' ঐ। ৩৬. দীল– মন। ঐ। ৩৭. সতত নিস্বরে ধ্বনি দিলের অন্তরে–ঐ। ৩৮. 'গুণের' স্থলে 'রাজার'–ঐ। ৩৯. 'চারি' স্থলে 'আছে'–ঐ। ৪০. 'এক' স্থলে 'সেই'–ঐ। ৪১. ইব্লিছ–সয়তান। ৪২. 'এ তিন সঙ্গেত' স্থলে 'এই তিন সঙ্গে'–ঐ। ৪৩. 'ইব্লিছ' স্থলে 'নারদ'– ঐ। ৪৪.এ যুগল পাত্র রাখে নিকটে আল্লার– ঐ। ৪৫. 'অমাত্য' স্থলে 'মন্ত্রীক'–ঐ। ৪৬. 'বৈসে' স্থলে 'করে'– ঐ। ৪৭. 'তবে' স্থলে 'শুদ্ধ'–ঐ। ৪৮. পদ্মের কলিকা যদি থাকএ মুদিত–ঐ। ৪৯. সুগন্ধি ফুলের তনু না হএ প্রকাশিত– ঐ। ৫০. কলি অভ্যন্তবে' স্থলে 'কলিকা অন্তরে'– ঐ। ৫১ 'সাক্ষী' স্থলে 'শক্তি'– ঐ। ৫২. 'সার তত্ত্ব' স্থলে 'সার নাম'– ঐ।

গুরু শুদ্ধ হইলে সে ধ্বনি শুদ্ধ হএ
ধ্বনি শুদ্ধ হইলে শুদ্ধ হইব হৃদয়।
হুঙ্কার সাধন হইলে নির্মল হএ মন
নির্মল হইলে মন শুদ্ধ হএ তন।
কায়ার সাধন শুদ্ধ হএ জে সবার
প্রভুর পরম পদ সিদ্ধ হএ তার।
জথ দিন ধ্বনি শুদ্ধ নহে হৃদান্তরে
ধ্যানে যোগে অধিক কম্পিত কলেবরে।
জথ দিন পদ্ম কলি বিকাশ না হএ
সমাধি কুলের তনু কম্পিত সদাএ।
যখনে কলিকা হএ আরম্ভ মুকুল
তখনে সমাধি তনু কম্পিত বহুল।
ধ্বনিমূলে[৫৩] যোগিকুলে যদি করে ধ্যান
হুঙ্কারের তেজে হএ ধ্বনি কম্পমান।
ধ্বনি কম্পে তেজেত কম্পিত হএ মন
মনের কম্পনা তেজে কম্পে সর্ব তন।
ধ্বনির মূলেত ধ্যান[৫৪] দোয়াদশ বৎসর
করিলে সে ধ্বনি তবে স্থির হএ বড়।
শব্দ[৫৫] স্থির হএ যদি স্থির হএ মন
মন স্থির হন্তে অতি স্থির হএ তন[৫৬]।
তন স্থির হন্তে হএ কায়ার সাধন
তার পরে নাই আর পরম কথন।
জে সব সাধক যোগ সাধ্যে এই মত
সে সকলে সাধে সিদ্ধি পাএ মুক্তিপদ।
মনের কল্পনা সঙ্গে পবনের স্রোতে
ধ্বনি মূলে ধ্যান ঘন[৫৭] টানিব ইঙ্গিতে।
ধ্বনি মূলে ব্রহ্মা নাম বায়ুর সঙ্গতি
সেই নাম পবনে চলএ প্রতিনিতি।
সেই ধ্বনি পরমহংস কহে সিদ্ধাগণ।
হংস নাম তেজেত নির্মল তন মন।
মিশাই পরম হংস পবনের সনে
পূরক রেচক সঙ্গে[৫৮] হৃদের কম্পনে।
পূরক রেচক সঙ্গে রাখি মহাহংস
এক যুগ সাধনে[৫৯] সে শরীর নহে ধ্বংস।
এই কম্প[৬০] এক যুগ যদি সে করএ
ধ্বনি মন তন বহু কম্পি স্থির হএ।
হুঙ্কারে মনুরা ঘট শুদ্ধ হএ তিন
বহু কম্পে স্থির হএ সার তত্ত্ব চিন।
কম্প বিনা সিদ্ধার নাহিক সিদ্ধ ফল
জথ কায়া শুদ্ধ হএ কম্পএ সকল।
ব্রহ্মতত্ত্ব পন্থ এই সিদ্ধিমূলে সার
নাহিক পরম তত্ত্ব তাতু ধিক আর।
তার নাম অজপা কহেন্ত জ্ঞানীকুল[৬১]
ত্রিশ হাজার জ্ঞান মধ্যে এই মহামূল।
ঈশ্বর ভজনা জ্ঞান আছে নানা মতে
সে সব প্রধান নহে অজপার হন্তে।
যাহাকে অজপা কহে সেই জ্ঞান মূল[৬২]
আর সব জ্ঞান তরু শাখা ডাল তুল।
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু সিদ্ধা জ্ঞানবান
গুরুর কৃপাএ মোর আগমে বেড়ান।
সাউক পদুয়া হন্তে অজপা প্রধান
সকল জ্ঞানের রাজা অজপার জ্ঞান।
তিন নাম হন্তে চলে অজপার নাম[৬৩]
তিন হন্তে এক হংস নাম সে উপাম[৬৪]।
তন মধ্যে সরোবর ত্রিপিণীর[৬৫] ঘাট
ত্রিপিণীর তিন নাম পুরে ইন্দ্রনাট।
ত্রয় শব্দ ভঙ্গি এক হংস মহারাজ
পূরক রেচক হএ ত্রিপিণীর মাঝ।
কায়া মনে সমন্বিত গুরুর চরণে
আগম পাঞ্চালী রচি আলি রাজা[৬৬] ভণে।

---

৫৩. 'ধ্বনিমূলে' স্থলে 'ভাব মূলে'– পাঠান্তর। ৫৪. 'ধ্যান' স্থলে 'শুদ্ধ'– ঐ। ৫৫. 'শব্দ স্থলে 'ধ্বনি'–ঐ। ৫৬. মন স্থির হন্তে স্থির হএ সর্ব্ব তন–ঐ। ৫৭. 'ধ্যান ঘন' স্থলে 'ব্রহ্মা নাম'–ঐ। ৫৮. 'সঙ্গে' স্থলে 'ঘন'–ঐ। ৫৯. 'সাধনে' স্থলে 'সাধিলে'–ঐ। ৬০. 'কম্প' স্থলে 'কর্ম্ম–ঐ। ৬১. 'কহেন্ত জ্ঞানীকুল' স্থলে 'কহে ঋষিকুলে'–ঐ। ৬২. 'জ্ঞান মূল' স্থলে 'নাম মূল'–ঐ। ৬৩. 'অজপার নাম' স্থলে 'অজপার কাম'–ঐ। ৬৪. তিন হন্তে মূল হএ হংস সে উপাম– ঐ। ৬৫. ত্রিপিনী– ত্রিবেণী। ৬৬. 'আলি রাজা 'স্থলে 'কানু সাহা'– ঐ।

রাগ– তুড়ি বসন্ত– রাগ ছন্দ

সকল শরীর হৈলে মুক্তি তনু নাম বোলে
তনের অন্তরে বৈসে ধ্বনি
ধ্বনি অভ্যন্তরে জ্যোতি জোতান্তরে বাবি[১] গতি
সমীর অন্তরে চিত্তমণি।
মনান্তরে বৈসে জ্ঞান জ্ঞানান্তরে বৈসে ধ্যান
ধ্যানান্তরে মোহন মূরতি।
সে মূরতি তত্ত্ব সার সেই কায়া করতার
ব্যক্ত কায়া সে মূরতি জ্যোতি।
প্রভুর পরম নাম যাকে বোলে জ্ঞানুপাম
সাউক পদুয়া হন্তে বড় (?)
কোটি কোটি নাম আর সমসর নহে তার
সেহ বৈসে সমীর অন্তর।
সে নাম পরমহংস আর নাম তার অংশ
তাহা হেতু পবন বলবন্ত
তার মূলে বাবি গতি চলে খরতর অতি
তাহা বিনু চলিতে নারেন্ত।
বাবি সে নামের বলে মহা শক্তি ধরি চলে
সুস্বর নিঃসরে অবিরত
সেই বিনে বাবি বন্দী চলিতে না পাএ সন্ধি
ভঙ্গ হএ সব গর্ব রথ।
সেই নাম রাত্র দিনে জপে সকলের মনে
সেই মূর্তি করিয়া ধেয়ান
মূর্তির রূপেত চিত্ত ধ্যান করি নিত্য নিত্য
শোষণ সঙ্গতি জপে জ্ঞান।
এই কর্ম করি সবে জীতা থাকে সর্বজীবে
তাহা বিনু না ধরে জীবন
জীব ধরে জথ জনে এই নাম বিস্মরণে
তিল অর্ধে সবের মরণ।
পশু পক্ষী কীটগণে ঈশ্বরের গোপ্ত জানে
হৃদে চক্ষু শুদ্ধ প্রকাশিতে
প্রভুর নিয়ম রাখে তত্ত্ব নাম জপি থাকে
পলটিয়া না পারি কহিতে।
জথ পশু পক্ষীগণে গুরু বিনে তত্ত্ব জানে
একে এক শব্দ জেই যার
গুরু নাহি পশুকুলে এক এক শব্দ বোলে

১. বাবি– বায়ু।

নানা ভাষা নারে কহিবার।
নর পরী জথ হএ গোপ্ত আঁখি ঘোরময়
প্রভুর নিয়ম বড় আছে
চর্ম চক্ষে দৃষ্ট হএ মুখে নানা ভাষা কএ
গুরু হন্তে তত্ত্ব জানে পাছে।
গুরু বিনু পরী নর না পাএ সিদ্ধির বর
হৃদ-চক্ষু না হএ প্রকাশিত
এই ব্রহ্ম তত্ত্ব বাণী গুরু হন্তে পরিমাণি
তবে সে নির্মল চক্ষু হৃদ।
জ্ঞান ধ্যান ভাবি মন এক করে যেই জন
সার তত্ত্ব আগমে বোলএ
সে মূরতি ঈশ্বর তনু তত্ত্ব-সে ঈশ্বর মনু
ঈশ্বরে ঈশ্বর হইলে লয়[২]।
এই মহা গোপ্ত ব্রহ্ম ঈশ্বর ভজনা কর্ম
এই তত্ত্ব তত্ত্বেত মিলন
জে সবে এই কর্ম পালে সে সব ফকির মূলে
সে ভক্ত সাধক মহাজন।
এই তত্ত্ব গুরু বিনে সর্ব লোকে নহি জানে
গুরু হন্তে তার তত্ত্ব পাএ
এক চিত্তে যে সকলে সতত এই পন্থে চলে
সার শুদ্ধ যোগী হইয়া জাএ।
এই সার জ্ঞান জয় যার হৃদ মনে লএ
সার যোগী হৈল তিন লোকে
আপনার তন মন দড় চিনে জেই জন
সার শুদ্ধ ঋষি বোলি তাকে।
জে চিনে আপনা কায় সে বড় জ্ঞানের রায়
সে জানে[৩] সবের তন মন
জে চিনিল সার মতে আপনার তন[৪] হন্তে
ভিন্ন নহে এতিন ভুবন।
তন মূলে করতার তন মোহাম্মদ সার
তন হন্তে কিছু নহে ভিন্ন
করতাএ কহিছেন্ত নিজ কায়া জে চিনেন্ত
সে জনে আল্লার পাএ চিহ্ন।
যে চিনে আপন কায় ঠাকুরের লাগ[৫] পাএ
বিচার করিলে[৬] নিজ তন
মক্কা ঈশ্বরের ঘর নহে তন সমসর

২. ঈশ্বরে ঈশ্বর মিলয়– পাঠান্তর। ৩. 'জানে' স্থলে চিনে– ঐ। ৪. 'তন' স্থলে 'কায়া'– ঐ। ৫. 'ঠাকুরের লাগ' স্থলে 'প্রভুর লাগত'–ঐ। ৬. 'করিলে' স্থলে 'করিআ'– ঐ।

কায়া ঘর প্রভুর গঠন।
বিচারি চাহিলে[৭] তন পাএ প্রভু দরশন
রছুলে কহিছে বারে বার
তন ঈশ্বরের ঘর কায়া লক্ষ্যে সিদ্ধিবর
কোটি মক্কা সম নহে তার।
তন ঈশ্বরের পুরী মহিমা যতন করি
আপনে গঠিছে করতার
নর পরী দূতগণে সে মহিমা নাহি জানে
হেন তনু নারে গঠিবার।
সে তনু অন্তরে বিধি রাখিছে মহিমা নিধি
ঈশ্বরের মহিমা সাগর।
মহিমার সিন্ধু তনে বিচারিয়া যোগিগণে
জান পাএ নিধি গুণধর।
আল্লার পরম বাণী গোপতের তত্ত্ব জানি
যোগী সব হইল নির্মল।
জানিয়া[৮] যোগের নীত আল্লার পরম মিত
ধিক হইল ফকির সকল।
ঋষি কুলে নিরঞ্জনে বড় কৈল ত্রিভুবনে
কেহ নহে যোগী সমতুল।
জেই চাএ ঋষিগণে আজ্ঞা দিছে নিরঞ্জনে
সিদ্ধি হইবারে কার্য মূল।
সিদ্ধা সবে জেই কএ স্মরণেত সিদ্ধি হএ
হেন[৯] দিছে করতারে।
বাক্য সিদ্ধি যোগী কুলেব্যর্থ[১০] নহে জেই বোলে
মৃত্তিকাএ জীবন সঞ্চারে।
চূর্ণবৎ হএ গিরি শুকাএ সাগর বারি
শুষ্ক তরু মেলে ডাল ফল
যামিনী সময়ে দিন দিবসে রজনী চিন
করে হেন[১১] যোগী ধরে বল।
নর পরী পশু কুলে পক্ষী সিংহ ব্যাঘ্র পালে
আজ্ঞা পালে সর্ব জীব ধরে
ছত্রধারী জথ রায় চক্রবর্তী ভজে পাএ
ত্রিলোকেত[১২] সবে পূজা করে।
যোগী মুখে তীক্ষ্ণ ধার দিছে প্রভু করতার
জে নিঃসরে ব্যর্থ[১৩] নহি জাএ

৭. 'বিচারি চাইলে স্থলে 'বিচাব করিলে'–পাঠান্তর। ৮. 'জানিয়া' স্থলে 'জে জানে'–ঐ। ৯. 'রত্ন' স্থলে 'নীতি–ঐ। ১০. 'ব্যর্থ' স্থলে 'বৃথা'– ঐ। ১১. 'করে হেন' স্থলে 'কবিবারে'– ঐ। ১২. 'ত্রিলোকেত' স্থলে 'তিন লোকে'–ঐ। ১৩. 'ব্যর্থ' স্থলে 'বৃথা'– ঐ।

ভাল মন্দ জে নিঃসরে সেই মতে ফল ধরে[১৪]
হেন শক্তি দিছে করতাএ[১৫]।
যোগী সব গতি মতি কি মন্দ কি ধর্ম নীতি
না বুঝে সংসারী লোকগণে
সকল নৃপতি কবি নিতান্ত না পাএ ভাবি
না জানেন্ত সকল ভুবনে।
প্রভুর পরম তত্ত্ব ঋষিগণে জানে সত্য
সিদ্ধাকুল সর্বরূপী হএ
ত্রিলোক মাঝারে জথ রূপ ধরে নানা মত
সর্ব ছবি ফকির ধরএ
সূক্ষ্ম লীলা নিরঞ্জন সূক্ষ্ম লীলা যোগিগণ
সর্ব লীলা বৈরাগী সবান।
ঋষিকুল সর্বগুণী সর্ব হন্তে শ্রেষ্ঠ মণি
প্রভু সখা সন্ন্যাসী প্রধান
যোগী হএ করতার বৈষ্ণব ঈশ্বর সার
ফকির হএ সার নিরঞ্জন।
যোগী হএ মোহাম্মদ যোগী হএ ত্রিজগত
ফকির সমস্ত নবীগণ।
ফকির নৃপতি সতী ফকির পণ্ডিত জাতি[১৬]
ক্ষিতি শুদ্ধ[১৭] ব্রাহ্মণ ফকির।
ফকিব দুঃখিত অতি ফকির সুখের পতি
হীন জাতি ফকিব আমির।
ফকির পুরুষ নারী ফকির সে নর পরী
পশু পক্ষী ফকির সকল।
গগন চন্দ্রিমা উড়ু বিভাবরী দিবা সূর
ফকির সমুদ্র মীন জল।
জরা যুবা শিশু যোগী ফকির ঔষধ রোগী
যোগীকুল শোকের সাগর।
যোগী দাতা মহাজন শিলা পদ্ম যোগিগণ
ঋষিকুল বেশ্যার নাগর।
বহ্নি বাবি বারি ভূমি ফকির সমস্ত গ্রামী
মূল তরু শাখা পুষ্প ফল
যোগী গুরু শিষ্য পাল সিংহ ব্যাঘ্র সর্পকান
অশুদ্ধ শুদ্ধ সম্পূর্ণ নির্মল।
সুগন্ধ দুর্গন্ধ যোগী যোগী হএ সর্ব ভোগী
পুষ্প মধু যোগী মধুকর[১৮]

---

১৪. সেই মাত্র নহি লড়ে–পাঠান্তর। ১৫. 'করতাএ' স্থলে 'বিধাতাএ'– ঐ। ১৬. 'পণ্ডিত জাতি' স্থলে 'জোতিষ অতি'–ঐ। ১৭ 'ক্ষিতি শুদ্ধ' 'ক্ষত্রি শূদ্র'–ঐ। ১৮. পুষ্প ফল সব মধুকর–ঐ।

বৈষ্ণব সবের বন্ধু সবানের প্রেম-সিন্ধু[১৯]
ফকির আনন্দ-সরোবর।
ফকির সানন্দ ইন্দু হরিষ সানন্দ সিন্ধু
আনন্দ অনন্ত তরু-মূল
সদানন্দ যোগী চিত গাএ প্রেমানন্দ গীত
সর্ব সঙ্গে মিত্রতা বহুল।
নর পরী পশুকুলে যোগী সঙ্গে সর্ব ভুলে
ঋষিকুল আনন্দ সহর
সানন্দ ঈশ্বর ঋষি আনন্দ নগরবাসী
প্রেমানন্দ পূর্ণ রস-গড়।[২০]
যোগী প্রেমানন্দ হাট প্রেমের সানন্দ বাট
প্রেমানন্দ পূর্ণ রসনাট
হরানন্দ জ্ঞান রাখে হরানন্দ জপি থাকে
আনন্দ অক্ষর নাম পাঠ।
সানন্দ ফকির কর্ম প্রেমানন্দ মহা ধর্ম
প্রেমানন্দ সাগর উৎপত্তি।
প্রেমানন্দ যোগী নাম প্রেমানন্দ গুণধাম
প্রেমানন্দ সঙ্গতি বসতি
প্রেমানন্দ সিংহাসন প্রেম রস বৃন্দাবন
প্রেমানন্দ অমৃত লহর।
প্রেমানন্দ-তরু-মূল প্রেমানন্দ ফল-ফুল
প্রেমানন্দ রস মধুকর।
প্রেমানন্দ করতার আগমে কহিছে সার
প্রেমানন্দ রচিছে বৈরাগী
মহিমার রত্ন কুলে প্রেমানন্দ যোগী ভুলে
নির্মি আছে ফকিরের লাগি।
মহিমার সিন্ধু তনে বিচারিআ যোগিগণে
সর্বানন্দ প্রেম রহে মূলে
সে তনে পরম বিধি রাখি আছে রত্ন নিধি
সেই প্রেম যোগী নহি ভুলে।
ভুগিলে যোগীর প্রেমে তিন লোক ক্রমে ক্রমে
সৃজিয়া রাখিল ঠাই ঠাই
যোগী মোর শ্রেষ্ঠ মিত ত্রিলোকেত কদাচিত
যোগী সমসর কেহ নাই।
হেন কেহ যোগী কুলে প্রেমানন্দ যোগী মূলে
বহু যত্নে করিব পালন
জে ডুবে যুগল রসে মহা প্রেমানন্দে ভাসে

---

১৯. ফকিব আনন্দ-সিন্ধু– ঐ। ২০. 'গড়' স্থলে 'ঘব'– ঐ।

তারে বোলি হবে ত্রিভুবন ॥' (?)*
যোগী হএ জথ জন   না ভাঙ্গিব কদাচন
প্রেমানন্দ যোগরত্ন নিধি
প্রেমানন্দ যোগরত্ন   জে পালে করিয়া যত্ন
সে সকল উত্তম সমাধি।
জে করে আনন্দ ভগ্ন   দুঃখ হএ তার লগ্ন
সে দুঃখ না খণ্ডে জন্ম ভর[২১]।
জে সবে ভাঙ্গিল প্রেম   সে কুলে নাশিল ধর্ম
মূলে নাহি সিদ্ধি মুক্তি বর[২২]।
জে দিল পিরীতি ছাড়ি   নিরঞ্জন তার বৈরী
নবী আদি সমস্ত ভুবন
আর্শ চন্দ্র দিবাকর   ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
এ সবের রিপু সেই জন।
প্রেমানন্দ ছাড়া যোগ   সে সবের মহাদুঃখ
জীতা মৃত দোহ কুল তার।
অন্য দুঃখ কোটি কোটিসহিলে সকল মাটি
মুক্তিপদ নাহি সিদ্ধি সার।
এক প্রেম দুঃখ ভার   জে সয় মহিমা তার
ধন্য কীর্তি নাম তিন লোকে[২৩]।
তাহাকে করুণা বিধি   সম্পূর্ণ বাঞ্ছা নিধি
জন্মে জন্মে থাকে মহাসুখে[২৪]।
যুগল করিলে যোগ   প্রেমানন্দ করি ভোগ
যোগীরে ডরাএ বিধাতাএ
বাক্য সিদ্ধি হএ অতি   সেবা করে চক্রবর্তী
সর্ব জীব সেবক সদাএ।
নৃপকুল নর পরী   পশু পক্ষী বিষধারী
পূজা করে চরণে ধরিয়া
নানাবর্ণ মূর্তি আসি   বস্তু রত্ন রাশি রাশি
পদে ভজে আপনে বসিয়া[২৫]।
মহা সুখ রত্ন ধন   পাই ভুলে যেইজন
গুরু বাক্য ঈশ্বর ভজনা
তার সিদ্ধি যোগ নাশে   দুঃখের সাগরে ভাসে
দোহ কুল হারাএ সেই জনা।
বিদ্বান হইলে ঋষি   ধ্যান যোগে থাকে বসি
গুরু নাম স্মরিআ সদাএ

---

* 'তার বলি হবে ত্রিভুবন'– এরূপ পাঠ হইবে কি? ২১. 'জন্ম ভর' স্থলে 'জন্মাবধি'–পাঠান্তর। ২২. 'মুক্তি বর' স্থলে 'মুক্তি আদি'–ঐ। ২৩. ধন্য কীর্তি দোহ কুলে যশ–ঐ। ২৪. জন্মে জন্মে পুরাএ সুখ রস–ঐ। ২৫. 'বসিয়া' স্থলে 'আসিআ'–ঐ।

জথ পাএ রত্ন ধন সে সুখে না ভুলে[২৬] মন
প্রভুর নাম নরেত লুটাএ।
যদি রাজপদ সুখ পাইলে বৈরাগী লোক
যে সকল জানে ভস্মাকার
যোগীকুল জাতি বৃত্তি যোগ পন্থ মহাকৃতি
সতত স্মরএ করতার।
যোগীকুল সাধি যোগ যদি মাগে রাজভোগ
যোগ রাজ্য দোহান হারাএ।
দো ভাবের নাহি যশ মুখে চুন কালী রস
সে সবেব ব্যর্থ[২৭] জন্ম জাএ।
সত্য এক ভাব যার বাঞ্ছাকুল পূর্ণ তার
জন্মে জন্মে মহা সুখে রহে
সুখ রাজ-পদ ভবে না ইচ্ছে ফকির সবে
প্রেমানন্দ ভোগে সুধাময়।
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু প্রেমানন্দ-কল্পতরু
প্রেমানন্দ সিন্ধু হংসরাজ
হীন আলী রাজা[২৮] বোলে এ পুস্তক পদের মূলে
জে পালএ সিদ্ধি যোগরাজ।
এই বাক্য না হয় ব্যর্থ শুন জ্ঞানী কুল জথ
কহিলুম গুরু মুখে শুনি
এ পুস্তক পদ অর্থ তবে সে জানিব তত্ত্ব
দুই পক্ষ প্রকারে বাখানে।
যার হৃদি তীক্ষ্ণ ধার শক্তি ধবে বুঝিবার[২৯]
ত্রিশরূপে পদ অর্থ কুল
বিনু যোগী সিদ্ধাবর এ বাক্য[৩০] কদাচ মোর
ভাঙ্গিবারে বাক্য রত্ন মূল।

---

২৬. 'না ভুলে' স্থলে 'না বান্ধে'-পাঠান্তর। ২৭. 'ব্যর্থ' স্থলে 'বৃথা'-ঐ। ২৮. 'আলিবাজা' স্থলে 'কানু সাহা'-ঐ। ২৯. পারে সেহ বুঝিবার-ঐ। ৩০. 'বাক্য' স্থলে 'পুস্তক'-ঐ।

রাগ-সিন্ধুরা। খর্ব ছন্দ

আনন্দ আরাম

প্রেমানন্দ রসপুরে ঠাকুর বিশ্রাম। ধুয়া[১]।
নবী বোলে শুন আলী প্রেমানন্দ রায়
প্রেমানন্দ যন্ত্র গীত করতার পাএ।
কোটি কোটি সুখেত আনন্দ নহে চিত
সানন্দ না হএ হৃদ বিনু যন্ত্রগীত।
নিরন্তরে চতুর্ভিতে যন্ত্রগীতধ্বনি
মাঝে সিংহাসনে মন নৃপ গুণমণি।
যথা হন্তে উদ্ভব সিদ্ধির মূলবর
হৃদের আসন তথা বেশ্যা নটীর ঘর।
চিত্তের ভক্ষ্য বস্তু কিছু নাহি আর
নাট যন্ত্র গান ধ্বনি মনের আহার।
জেই বস্তু যার জেই নিয়মিত ভোগ
ভোগ ধর্ম উত্তম ব্যবহার সার যোগ।
ক্ষুধাতে আহার করে মহাধর্ম ফল
ক্ষুধাহার লাগি বিধি নির্মিছে সকল।
নানারূপে সর্ব জীবে করিতে আহার
ত্রিভুবন তা হেতু সৃজিছে করতার।
পশু পক্ষী নর পরী যথ জীবধর
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু ক্ষুধার কাতর।
যার ভোগ জেই বস্তু সেই মহারস
তত্ত্ব আদি সর্ব জীবে রসমূলে বশ।
সার হৃদ তন্ত্র যন্ত্র মনের ভক্ষণ
না রহে কায়ার মধ্যে ভক্ষ্য বিনু মন।
আন কোটি রস সুখে নহে বিলাসিত
নিজ ভোগ হন্তে চিত্ত মহা আনন্দিত।
কোন রূপে প্রভু সেবি পাএ কোন ফল
একে একে কহি আলী শুনহ সকল।
কোটি পূজা করেন্ত প্রথমে জে সকল
কোটি পূজা হন্তে এক স্তুতি সমফল।
এক নাম জপনা সমান গুণ তার[২]
যদি সে করএ স্তুতি শুদ্ধ কোটি বার।
কোটি বার প্রভুর নাম জপিলে প্রধান
তবে ফল হএ এক ধ্যানের সমান।
ধ্যান যোগে কোটিবার যদি সে করএ
একবার সমন্বিত সম পুণ্য হয়[৩]।
নয় কোটি বার হন্তে এক এক গান
গীতের উপরে সিদ্ধিপন্থ নাহি আন।
কোটিবার মিলনেতে জন্ম হএ গীত
গান পরে সিদ্ধিপন্থ নাহি কদাচিত।
গান হন্তে পূর্ণ ভক্ত প্রভু করতার
সিদ্ধাকুলে গান হন্তে পাএ সিদ্ধি সার।
মহামন্ত্র গান যন্ত্র তত্ত্ব ব্রহ্মনাম
যন্ত্র গীত হন্তে মহা[৪] সিদ্ধি নমস্কাম।
যন্ত্র গান-রসেত প্রমোদ নিরঞ্জন
গান মন্ত্র রসেত ভুলিত ত্রিভুবন।
কায়ার অন্তরে বৈসে ষট পদ্মকুল
যথা পদ্ম তথা রহে ষট চক্র মূল।
চক্র মূলে বসতি করএ ষষ্ট[৫] ঋত
ঋতের অন্তরে বৈসে ষষ্ট রাগা গীত।
গান যথা তথাতে বসতি যন্ত্র তাল
যন্ত্র যথা তথা চিত্ত বৈসে সর্বকাল।
মন যথা তথাতে বসতি নিরঞ্জন
যথা করতার তথা এ তিন ভুবন।
স্থান জীব এক নাহি প্রভু হন্তে ভিন
সর্ব জীব সর্ব নাম করতার লীন।
যথা প্রভু তথা মন দোহান সঙ্গতি
যথা যথা মন প্রভু তথাতে বসতি[৬]।
যথা ধ্বনি অনাহত তনের মাঝার
ধ্বনি মূলে মন হৃদ মূলেত[৭] ঈশ্বর।
চক্রমূলে বংশীএ ফুকারে ষষ্ট ঋত
তবে চক্র মূলে রাজে সব যন্ত্রগীত।

১. আনন্দ ওহে রাম–
প্রেমানন্দ রসপুরে ঠাকুর বিশ্রাম
আনন্দ ওহে রাম– ধু।– পাঠান্তর।

২. এক নাম জপনে হএ সমস্ত গুণ তার–ঐ। ৩. এক নাম সমম্বিত সম পুণ্য নহে–ঐ। ৪. 'মহা' স্থলে 'পুরে'–ঐ। ৫. 'ষষ্ট' স্থলে 'ছয়'–ঐ। ৬. যথা তথা মন প্রভু একত্রে বসতি–ঐ। ৭. 'মূলেত' স্থলে 'মুখেত'– ঐ।

ঋতু হন্তে পঞ্চ শব্দ বাজে তনান্তরে
পঞ্চ ধ্বনি এক হইয়া সততে নিঃসরে।
পঞ্চ শব্দে নিত্য গীত হৃদান্তরে বাজে
মূলেত নিঃসরে গীত সে ধ্বনির তেজে।
[বিদ্বান্ হইলে ঋষি গাএ সংস্কার
বিদ্যাহীন জন মনে জেই মনে যার।]*
বিদ্বান হইলে যোগী গাএ নানা ভাষ
বিদ্বান বিনু যার মুখে জে হএ প্রকাশ।
সমাধি বিদ্বান হইলে গাএ সংস্কার[৮]
পণ্ডিত না হইলে গাএ জেই মনে যার[৯]।
জ্ঞান ধ্যান শুদ্ধ হইলে নিংসরয়ে গান
সত্য সত্য এই বাক্য বৃথা নহে জান।
[জ্ঞান ধ্যান শুদ্ধ যে করে তত্ত্বমূলে
অবশ্য নিঃসরে গীত হৃদের কমলে।]*
জ্ঞান ধ্যান সত্য মূলে জে করে সততে
অবশ্য নিঃসরে গীত[১০] হৃদ মুখ হন্তে।
হৃদ মূলে[১১] যার সার শুদ্ধ হএ ধ্যান
নিঃসরে তা হেতু নানা রস ভাষ গান।

রাগ তালের রীত (ঋতু?) ভাগ

ছয় রাগ নৃপ অষ্ট রাজ হএ তাল
এ সকল দেহ মধ্যে হএ মহীপাল।
এক এক তালের সঙ্গে হএ ষষ্ট রানী
বাসত্তর তালী অষ্ট তালের কামিনী।
বসন্ত মালব রাজা মলেয়ার সনে
রানী সঙ্গে বৈসে রাগা দিক্ষণ আয়নে[১] (?)।
কর্নাট শ্রীর সঙ্গে হিল্লোল নৃপতি
দেবী সঙ্গে উত্তরের আয়নে (?) বসতি[২]।
কায়ামধ্যে বার মাস করিছে আসন
যুগল আসনে হএ বৎসর পূরণ।
হেমন্ত বসন্ত যুগ ঋতের নৃপতি
এক রাজা ছয় মাস করে গতাগতি।
উত্তরে হেমন্ত ঋতু বসন্ত দক্ষিণে
ছয় মাস ভোগ করে চন্দ্রিমা আয়নে (?)[৩]।
বসন্ত ঋতুর রাগা বসন্ত রাজন
হেমন্ত ঋতুর সনে হিল্লোল চলন।
দেবরাণা গুরু-স্থানা জওদ সিলাই
এই বেদ তাল বৈসে বসন্তের ঠাই।
খেতরানা দমাই রূপক আদিয়ানা
হেমন্ত ঋতুর সঙ্গে আমনা গমনা।
অষ্ট তালার যোগ (যুগ?) অবিরত পুরে
দুই দিগে ষষ্ট রাগ বংশীয়া ফুকারে।
দক্ষিণ কাকর[৪] (?) স্বর বামেত মকর[৫] (?)
দোহানের সঙ্গে গতি স্বর্গ দিবাকর।
নিজ ঘর তেজে যদি এ যুগল ঋত
কাকর মকর দোহ হএ বিপরীত।
তবে নাট ভঙ্গ যন্ত্র চক্রমূলে ধ্বনি
ভাটি দিলে রাগ ঋতু না ধরে উজানি।
গান যন্ত্র[৬] জবে হএ চক্রমূলে শেষ
মন প্রভু সেখনে[৭] তেজিব তনু দেশ।
জখনে নৃপতি ছাড়ে পাট[৮] সিংহাসন
চক্রমূলে পুনি ঋতু না করে গমন।
হেমন্ত বসন্ত জোরে (ডোরে?)[৯] বান্ধিছে জগৎ
সে বন্ধন খসিলে সমস্ত একমত।
যুগ ঋতু সূতে বান্ধি আছে ত্রিভুবন
বন্ধন ছুটিলে[১০] হএ সব একহি বরণ।
পুরাণ কোরান বেদ ঋতের ভিতর
এই ঋতু বিনু শাস্ত্র না হএ[১১] অক্ষর।
[কোরান পুরাণ হএ মুখের আলাপ
যুগ ঋত গুণ মূল প্রভুর কলাপ।]*
মহিমার গোপ্ত তত্ত্ব জান ব্রহ্মা রীত
ঋত বিনু ত্রিভুবন না রহে কদাচিত।

---

* বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে বেশী আছে। ৮. 'সংস্কার' স্থলে 'সংস্কৃত'– পাঠান্তর। ৯. পণ্ডিত না হইলে গাএ যার যেই রীত– ঐ। ১০. নিঃসর-এ গান গীত– ঐ। ১১. দড় মূলে–ঐ।

১. 'আয়নে' স্থলে 'কাননে'– পাঠান্তর। ২. দেবী সঙ্গে উত্তর দিকে আসনে বসতি–ঐ। ৩. 'চন্দিমা আয়নে' স্থলে 'চন্দ্র দিবাগণে'–ঐ। ৪. কাকর– কা-কর। ৫. মকর– ম-কার; 'কাম' শব্দের দুই অক্ষর। ৬. গান যন্ত্র চক্র মূলে যবে হএ শেষ–ঐ। ৭. 'সেখানে' স্থলে 'তখনে–ঐ। ৮. 'পাট' স্থলে 'আপন'–ঐ। ৯. 'জোরে' স্থলে 'যুগে'– ঐ। ১০. 'ছুটিলে' স্থলে 'ছিড়িলে'– ঐ। ১১. 'না হএ' স্থলে 'না ধরে'– ঐ।

যুগ ঋত প্রভুর উত্তম যুগ ডরি
ঋতমূলে ঈশ্বরের সমস্ত চাতুরী।
ভাল মন্দ কর্ম্ম জথ প্রভুর নিজ বলে
সকল করন্ত এই যুগ ঋত মূলে।
জত কার্য আপনার গোপতে বেকতে
সর্ব মূল শাসএ যুগল ঋত হন্তে[১২]।
সত্ত্ব রজ তমগুণ এই যুগল ঋত
ঋত যুগলের মূলে প্রভুর চরিত।
মকর বসন্ত হএ হেমন্ত আকার[১৩]
হেমন্ত আকার বুলি সমস্ত সংসার।
কাকর বসন্ত বুলি মকর হেমন্ত
সুস্বর বুলিএ বিষু হএ শুল্যাবন্ত (?)।
আজ্ঞি হএ বসন্ত হেমন্ত মঅক্ষর।
ত্রিলোক হেমন্ত বুলি বসন্ত ঈশ্বর।
বৃক্ষ বুলি হেমন্ত বসন্ত হএ মূল
অহ বুলি ফল নিশি ধরে পুষ্পকুল।
বসন্ত পুরুষ হএ হেমন্ত রমণী
বসন্ত জনক হএ হেমন্ত জননী।
রজনী পুরুষ হএ দিবস যুবতী
ক্ষপাকর কামিনী পুরুষ গ্রহপতি[১৪]
কাম হএ হেমন্ত বসন্ত ধরি মন
হেমন্ত বলিএ চিত্ত বসন্ত শোষণ।
পূরক বসন্ত হএ হেমন্ত বেচক
বসন্ত ভাবিনী[১৫] বলি হেমন্ত ভাবক।
উত্তরে হিমাইল গিরি আসন হেমন্ত
মলয়া গিরির পুরে দক্ষিণে বসন্ত[১৬]।
মাঘ আদি ষষ্ট মাস মলয়াব বীত (ঋত)
হিমাইলের ঘরে গতি করে প্রতিনিত।
শ্রাবণ আদি ছয় মাস হিমাইল চেতন
মলয়ার ঘরে শুদ্ধ করেন্ত গমন।
বসন্ত ঋতের দিগে হেমন্তের গতি
হিমাইলে সময়ে চলে মার্তণ্ড নৃপতি।

যথা রাজা তথা রাণী[১৭] দোহান সঙ্গতি
কাকে কেহ ছাড়িয়া না করে গতাগতি।
জেই দিগে জেই ঋত করে গতাগতি
ঋত সঙ্গে সতত চলএ নরপতি।
মকর আদি উত্তর অয়নে[১৮] ছয় মাস
দিন প্রতি করে গতি কেদারিকা পাশ।
কর্কট আদি ঋতু মাস দক্ষিণ অয়নে[১৯]
বৎসর পূরএ রবি গতি নিজ স্থানে।
মাঘ আদি রবি শশী নিজ পাট ছাড়ে
শ্রাবণ আদি জাএ দোহ যার জেই ঘরে।
জেখনে বসন্ত ছাড়ে আপনার পাট
সে পাটে চন্দ্রিমা বৈসি পূরে যন্ত্র নাট।
বসন্তের বল গর্ব সকল নাশিয়া
রাজ্য পালে শশী নিজ বশেত করিয়া।
শ্রাবণ আসিলে রাণী পাট জাএ ছাড়ি
নিজ পাটে বসি রাজা করে অধিকারী।
নিজ দেশে নর-পতি শাসিতে নহি পারে
অধিকারী করে নৃপ রাণীর সহরে।
বসন্তের দেশে বাজা হএ সমাদর
হেমন্তের দেশে নৃপ রবি লএ কর।
যুগ রাজা নিজ দেশে না করএ ভোগ
অধিক সানন্দে থাকে রাজ্য কুল লোক।
যদি দোহ নিজ দেশে হএ অধিকাব
ষষ্ট ঋত মধ্যে[২০] রাজ্য কুল হইব উজার[২১]।
যুগ নৃপ সনে যদি না থাকে পিরীতি
পলকে হইব নষ্ট সমস্ত বসতি।
গতি শক্তি জনকের যদি হএ অন্ত
যুগল অয়নে[২২] হইলে রাণী বলবন্ত।
[বসন্তের ঘরে যদি বসন্ত নৃপতি
হেমন্তের নিজ গৃহে হএ অধিপতি।]*
রাজ্যকুল তিলেক হইব অনাচার
কদাচিত না থাকিবে এইরূপ সংসার[২৩]।

১২. সর্ব মূল শাস্ত্র হএ যুগ ঋত হতে– পাঠান্তর। ১৩. আকাব– কা-কার?– ঐ। ১৪. 'গ্রহপতি' স্থলে 'গৃহপতি'–ঐ। ১৫. 'ভাবিনী' স্থলে 'ভাবিকা'– ঐ। ১৬. দক্ষিণে মলযা গিবি আসন বসন্ত– ঐ। ১৭. 'যথা রাজ তথা রাণী' স্থলে 'যথা বামা তথা রাজা'–ঐ। ১৮. 'উত্তব অযনে' স্থলে 'উত্তরে আসন'–ঐ। ১৯ 'অয়নে' স্থলে 'আসনে'–ঐ। ২০. 'ষষ্ট ঋত মধ্যে' স্থলে 'তিন অৰ্দ্ধেক'–ঐ। ২১. 'উজার' স্থলে 'অনাচার'–ঐ। ২২. 'অযনে' স্থলে 'আসনে'– ঐ। * বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ২৩. কদাচিত এইরূপে না থাকে সংসাব–ঐ।

যুগল অয়নে রাণী[২৪] হইলে প্রকাশ
দণ্ডেকের প্রহরে হইবে রাজ্য নাশ।
হেমন্ত বসন্ত যদি না থাকে মিলন
মন প্রভু তখনে তেজিব[২৫] সিংহাসন।
[হেমন্তের ঘরে যদি বসন্ত রাজন
যুগ রাজার মিলনে সে বৎসর পূরণ।]*
হেমন্ত বসন্ত দোন ঋতুর প্রধান
জানিব ঋতের গতি হইলে বিজ্ঞান।
বিষুরে[২৬] চাইব লোকে হই সাবধান
গুরু মুখে শুনিয়া তাহার পরিমাণ[২৭]।
মূল ফুল যুগ বিষু কেদার উত্তরে
জল স্থল বিষু দুই[২৮] আদিত্যের ঘরে।
এহার অন্তরে আর দুই বিষু হএ
ষষ্ট ঋতে ছয় বিষু আলি-রাজা কএ।
বিষুর ঋত সকলে জানে দড় মতে
জীয়ন মরণ তত্ত্ব পাইব বুজিতে[২৯]।
বিষু ঋত ভাগ মর্ম তেজ সকলে জানে
জীয়ন মরণ পন্থ শুদ্ধ মতে[৩০] চিনে।
জীয়ন মবণ মূলে ষষ্ট ঋতু মাজে[৩১]
অমূল্য রতন ঋতু কহে মুনিরাজে।
ষষ্ট ঋত মধ্যে[৩২] রাজা হেমন্ত বসন্ত
শক্তি নাহি কবিকুলে জানিবারে[৩৩] অন্ত।
বসন্ত পুরুষ হএ হেমন্ত কামিনী
বসন্ত ভাবক হএ হেমন্ত ভাবিনী
নিশা হএ ভাবক ভাবিনী নিশাকর
দিবা বুলি ভাবিনী ভাবক দিবাকর।
পিরীতি উলটা রীত বুঝ সাধুগণ
ভাবিনী ভাবক সঙ্গী হইল কি কারণ।
পিরীতি উলটা রীত[৩৪] যদি সে না হএ
কি লাগি না হএ রবি রাত্রিতে উদয়।
দিবসে উগিলে চন্দ্র মন্দ কেনে জ্যোতি
তত্ত্বমূলে বুঝ সিদ্ধা পলটা পিরীতি।
স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস[৩৫]।
বসন্ত হইল ভক্ত কেদারিকা[৩৬] সঙ্গতি
যামিনী চন্দ্রিমা লই ভক্ত হইল অতি।
ভক্ত হইল প্রভাকর দিনের সহিত
ভক্ত বিনু সিদ্ধি কর্ম নাহি কদাচিত।
নিশা রবি বসন্ত পুরুষ মূল গণি
হেমন্ত চন্দ্রিমা দিবা সারেত কামিনী।
একাএকি কদাচিত নাহি প্রেমরস
যুগল হইলে পূরে সকল মানস[৩৭]।
তা হেতু যথা নর তথা রামা জাএ
যথা রামা তথা নর ভুলিত সদাএ।
কায়া বুলি বসন্ত হেমন্ত হএ মন[৩৮]
দেহ সঙ্গে মন বন্দী প্রেমের কারণ।
সতত শরীর মধ্যে যুগ ঋত বহে
হেমন্ত মলয়া[৩৯] বিনু তনু না চলএ।
জে সবে তপস্বী হএ মহন্ত পণ্ডিত
সর্ব কর্ম[৪০] সাধিবারে চারি যুগ রিত (?)।
হিমাইল মলয়া ঋতু জানিও যোগ মূল
যোগীকুলে সাধনা করিব কার্য কুল।

---

২৪. 'অয়নে' স্থলে 'আসনে'– পাঠান্তর। ২৫. 'তেজিব' স্থলে 'ছাড়িব'– ঐ। ২৬. 'বিষুরে' স্থলে 'বিষুর ঋত'– ঐ। ২৭. শুনিব গুরুর মুখে তার পরিমাণ– ঐ। ২৮. 'বিষু দুই' স্থলে 'যুগ বিষু'– ঐ।
২৯. জীবন মরণ তত্ত্ব যে পারে বুঝিতে–ঐ।
বিষু ঋত সে সকলে জানে ভাল মতে– ঐ।
৩০. 'শুদ্ধ মতে' স্থলে 'সে সকল'– ঐ। ৩১. জীয়ন মরণ ষষ্ট ঋতুর মূল মাঝ– ঐ। ৩২. 'ঋত মধ্যে' স্থলে 'ঋতুর'– ঐ। ৩৩. 'জানিবাবে' স্থলে 'বুঝিবারে'– ঐ। ৩৪. 'রীত' স্থলে 'পন্থ'– ঐ। ৩৫. পরকীয়া সঙ্গে প্রেম করিতে মানস–ঐ। ৩৬. 'কেদারিকা' স্থলে 'কেদার'– ঐ। ৩৭. 'সকল মানস' স্থলে 'প্রেমের মানস'– ঐ। ৩৮. কায়া হএ হেমন্ত বসন্ত হএ মন–ঐ। ৩৯. 'মলয়া' স্থলে 'বসন্ত'– ঐ। ৪০. 'সর্ব্ব কর্ম' স্থলে 'ষষ্ঠকর্ম'– ঐ।

ভক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি

ভক্ষণ রমণ শব্দ কীর্তি মনোরথ
চরাচর দান এই কর্ম ষষ্ট মত।
জেখনে মিত্রের অশ্বে শুদ্ধ করে গতি
ষষ্ট কর্ম যতনে সাধিব[১] জ্ঞানমতি।
[হংস গতি পূর্ণ সিদ্ধি শুদ্ধ কলেবর
হংস গতি করি ভোগ হইব অমর।]*
হংস গতি পূর্ণ সিদ্ধি সাধে কার্যকুল
নিঃস্বার্থে[২] সাধিলে ধিক প্রেমানন্দ মূল।
কোন কর্ম না করিব বান্ধবের ঘরে
অহগতি কার্যকুল করি দুঃখে মরে।
কার্য এক না করিব শশী পূর্ণ বাণে
সাধিলে[৩] বিকল দুঃখ কএ মুনিগণে।
[পক্ষ মধ্যে চারি তিথি পঞ্চমী অষ্টমী
একাদশী ত্রয়োদশী তাতে ভালে নামি।]
সত্য সত্য এই বাক্য পালিব যোগীগণ
পরম পরম মণি অমূল্য রতন।
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু হৃদের কলিকা
আগমেত পূর্ণোদধি নিগমে সারিকা।
গুরুর কমল-পদে ভজি কায়মনে
ষষ্ট ঋত পঞ্চালিকা আলি রাজা ভণে।

রাগ পঞ্চম খর্ব ছন্দ

পয়ার

শুন সাহা আলি তুমি জ্ঞান পঞ্চানন
কহিমু যোগের কথা এনাল (?) বরণ।
দিবসের শেষ অর্ধ রাত্রি অর্ধ আদি[১]
তাহারে রজনী পূর্ণ কএ যোগবিধি।
অন্ত অর্ধ নিশি কাল আদি আদ্য দিন[২]
এহারে দিবস কহে সার মূলে[৩] চিন।
[দিবসের শেষ ভাগে নিশির আদ্য আদি
এহারে নিশি রাত্র কহে জ্ঞান বিধি।
রাত্রি শেষ অর্ধ হইতে দিন আদি অর্ধেক
এই জে দিবস পূর্ণ কহে সার দেখ।]*
এই সে কহিলুম নিশি দিবার লক্ষণ
দড় মতে সার এই জানে মুনিগণ।
এই মতে নিশি দিন হৃদে প্রত্যয় করি
কার্যকুল সাধে যোগী এহারে বিচারি।
জল পান সিনান ভোজন নিদ্রা রতি
এ নিশিতে কদাপি না করে গুণমতি।
কালের সমান নিশি কহে বিধি ভাষে
বিকালে সাধিলে কর্ম বিকালে গরাসে।
জে করে বিকালে[৪] কর্ম কালে তারে খাএ
দিবসে সাধিব কার্য সুখ সিদ্ধা পাএ[৫]।
জলপান সিনান নিদ্রা ভোজন মৈথুন
এ দিবসে কবি ঋষি করিবে সাধন।
দিবসে করিলে[৬] কর্ম শুভ তার ফল
রবির কিরণে নাশে আপদ সকল।
নিশিতে সাধিলে কার্য না তাপে তপনে
বিকালে করিলে নষ্ট হএ তেকারণে।
ববির যৌবনে কর্ম সাধিলে কুশল
ভাটি দিলে রবি অতি[৭] রোগে পাএ বল।
অতি নিদ্রা ভোজন করিতে না জুয়াএ
বহু নিদ্রা মহাকাল কহে জ্ঞান রায়।
যথ নিদ্রা তথ কাল জ্ঞান বিবর্জিত
মৃত্যু প্রায় তনু গড়ে অধিক কুৎসিত[৮]।
[নিদ্রাকালে মৃত প্রায় শরীর কাতর
ফল ফুল না ধরে যেন মৃত কাষ্ঠবর]*
নিদ্রাকালে পশুবুদ্ধি জ্ঞান মূল হীন
ধর্মাধর্ম নিশি দিশি কিছু নহে ভিন।
নিদ্রাকালে তনু শুকা কাষ্ঠ সমতুল

---

১. 'সাধিব' স্থলে 'পালিব'– পাঠান্তর। * বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ২. 'নিঃস্বার্থে' স্থলে 'নিশাতে'–ঐ। ৩. 'সাধিলে' স্থলে 'করিলে'–ঐ।

১. দিবসের শেষ আদ্য বাত্রি আদ্য আদি– পাঠান্তর। ২. অন্ত আদ্য নিশাকাল আদি আদ্যে দিন– ঐ। ৩. 'মূলে' স্থলে 'তত্ত্ব'– ঐ। ৪. 'বিকালে' স্থলে 'বেনালে'–ঐ। ৫. দিবসে করিলে কর্ম কুশল সদাএ–ঐ। ৬. 'দিবসে করিলে' স্থলে 'এই দিন করে'– ঐ। ৭. 'রবি অতি' স্থলে 'শরীর অতি'– ঐ। ৮. 'নিদ্রাকালে তনু শুকা অধিক কুশ্চিত–ঐ। * বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

শুকাতরু কোথাতে ধরিছে ফলফুল।
নিদ্রা হন্তে কায়া হএ শিলার সমান
শাখা পত্র ফলফুল বর্জিত পাষাণ।
শত শব্দ শিলা পরে হৈলে বরিষণ
জন্ম নহে তৃণ তরু তাতে কদাচন।
বৃষ্টি হইলে মেদিনী উপরে একবার
জন্ম হএ তৃণ তরু অনন্ত অপার।
চৈতন্য মেদিনী প্রায় পাষাণ শয়ন
বহু নিদ্রা তপস্বী না করে কদাচন।
যোগী নিদ্রা শয্যাতে না করে নিশাকালে
জ্ঞান ধ্যান বুদ্ধি নষ্ট হএ নিদ্রা গেলে[৯]।
রজনী সময়ে নিদ্রা মহা বিপরীত
দিনে দিনে বুদ্ধি ক্ষীণ উনমত[১০] চরিত।
আহারী সবের পরে নিদ্রা অতিশয়[১১]
সর্বভূত অধিকার নিদ্রাতে করএ।
কিন্তু নিদ্রা না গেলে ধৈর্য নহে মন
দিবসেত করে যোগী কিঞ্চিৎ শয়ন।
যোগীকুলে যোগ্য নিদ্রা দিবসে করএ
দিবসে শয়ন হন্তে বুদ্ধি না টুটএ।
মৎস্য মাংস যোগীকুলে না করে ভক্ষণ
দোষ নাহি অল্প অল্প করিলে ভোজন।
রস বস্তু যোগী কুলে না করিব[১২] ভোগ
রস হন্তে চক্রমূলে সিদ্ধি নহে যোগ।
জ্ঞান কমল বন্দী রস ভোগ হনে[১৩]
রসতা না করে ভোগ যোগী তেকারণে।
ভক্ষ্য বস্তু হেতু যোগী না হইব বিকল[১৪]
চেষ্টা না করএ বস্তু ভক্ষক সকল[১৫]।
ভোজনের দ্রব্য সব রাখে প্রভু দাতা
এক প্রভু ত্রিজগতে সব পালয়িতা।
সেই প্রভু এক কর্তা ত্রিজগত সেবক
ত্রিলোকেত সর্ব জীব তাহার পালক।
সেবকের যোগ্য কর্ম রহিব সেবাএ
ঈশ্বরের যোগ্য কর্ম সেবক পালাএ।
দাসকুলে যোগ্য কর্ম ঈশ্বর সেবিব
ঈশ্বরের কর্ম সব সেবক পালিব।
ঈশ্বর সেবিব দাসে এক কায়া মনে
সেবক পালিব কর্তা জেই মত জানে।
সর্ব কর্ম নীতি মূল জানে করতার
নীতি জানি দিতে আছে যার জে আহার।
যাকে যেই ইচ্ছা প্রভু করে নিজ হন্তে
ত্রিলোকেত সবে মিলি না পারে রাখিতে।
নিজ শ্রদ্ধা হন্তে প্রভু জগৎ পালএ
নিজ ইচ্ছা হন্তে প্রভু জগৎ চালাএ।
নর পরী পশু পক্ষী পতঙ্গ জীবন
কীট বহ্নি বাবি বারি ভূমি ত্রিভুবন।
এ সব পালন কর্তা এক করতার
নিতি জানি দিতে আছে যার জে আহার।
যার শ্রদ্ধা জেই বস্তু জে জীবে জে খাএ
হেন তত্ত্ব জানি প্রভু সবেরে জোগাএ।
কথ কথ জীব আছে অন্ধ বোব কাল[১৬]
তার ভোগ দিতে আছে এমনি দয়াল[১৭]।
হস্ত পদ বল হীন বহু জীব ধরে
তা সব আহার বন্দী না করে ঈশ্বরে।
জথ দিন জেথা রাখে দিবেন আহার[১৮]
রিজিক হইলে শেষ মৃত্যুপদ সার।
সর্ব বস্তু লাগি যোগী চিন্তা না করএ[১৯]
ভোগে ভোগ্যে জে ধরিছে আপনে আসএ[২০]।
জগৎ সবের রিজিক প্রভুর ভাণ্ডারে
রাখিছে কুলুপ করি এক করতারে[২১]।
[নির্ণয় নাই চিহ্ন ঈশ্বর বুলিতে
ভাল মন্দ কর্ম ধর্ম এই সব হইতে।]*
যার জে নিয়ম রুজি জানে প্রভু আপে
মুক্ত করি কুলুপ ভাণ্ডারে রুজি মাপে।
সবের নিয়ম লেখা আর্শের মাজারে

---

৯. অল্প নিদ্রা দিবসে যোগী করে ধ্যান মূলে– পাঠান্তর। ১০. উনমত-উন্মত্ত উন্মাদ। ১১. আহাবী সবেব নিদ্রা হএ অতিশয়–ঐ। ১২. 'করিব' স্থলে 'করেন্ত'– ঐ। ১৩. হনে– হন্তে, হইতে। ১৪. 'বিকল' স্থলে 'কাতব'–ঐ। ১৫. চেষ্টা না করিব যোগী ভক্ষ্য রসকর– ঐ। ১৬. 'বোব কাল' স্থলে 'কাল বোব'–পাঠান্তর। ১৭. নীতি জানি দিতে আছে নিয়মিত ভোগ– ঐ। ১৮. জথ দিন জীতা রাখে দিবন্তে আহার– ঐ। ১৯. 'চিন্তা না করএ' স্থলে 'না হইব কাতর'– ঐ। ২০. ভোগ ভাগ্যে ধরিলে সে মেলে বহুতর– ঐ। ২১. 'এক করতারে' স্থলে 'জগৎ ঈশ্বরে– ঐ। * বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

লেখারূপে যার যেই ভাগ দিব তারে।
ঈশ্বরের নিজ হস্তে ভাণ্ডারের কুঞ্জি
মুক্ত হইলে সবে পাএ যার জেই রুজি।
যাবতে না হএ মুক্ত ভাণ্ডারের দ্বার
নানা ছলে বলে রুজি না হএ কাহার।
যার লাগি কুঞ্জি মুকল[২২] হইবে জেখনে
বিনু ছলে বলে রুজি পাইবে[২৩] আপনে।
এথ জানি ক্ষমা ধরি ঈশ্বর সেবিব
জেখনে জে করে প্রভু সহিয়া থাকিব।
নানা রিপু ভয় পাইয়া[২৪] না বাসিব ডর
ভয় পাইলে যোগীকুলে সিদ্ধি নাহি[২৫] বড়।
সর্ব বলা হস্তে কিন্তু যদি রাখে ভীত
যোগমুলে সিদ্ধি নাহি তার কদাচিত[২৬]।
রেণু সম হৃদে সার ক্রোধের প্রকাশ
পুনি পুনি নহি তার যোগসিদ্ধি আশ।
ক্রোধ হস্তে সিদ্ধি পন্থ সমূলে বিনাশে
তে কারণে সকল ফকির ক্রোধ গরাসে[২৭]
হিংসা রোষ যে সকলে সমূলে জ্বালাএ
সিদ্ধিপন্থ সে সকলে হাতে হাতে পাএ।
হিংসা ক্রোধ তেজিলে নির্মল হএ হৃদ
চিত্ত শুদ্ধ হৈলে পুরে সকল বাঞ্ছিত।
হিংসা ক্রোধ দড় মূলে ক্ষমে যেই জনে
সেবক পালএ প্রভু অনেক যতনে।
আপনার মন শুদ্ধ করে জেই জনে
রিপু বৈরী সে সবের নাই ত্রিভুবনে[২৮]
চিত্ত শুদ্ধ হইলে সিদ্ধি না লুকিব আর।
সুখ শুদ্ধ হইলে সকল সিদ্ধি তার
যার মন শুদ্ধ হয় সর্বরূপে জয়
সার করি সার যোগী সেই সকল হয়[২৯]।
মনুষ্য বুলিয়ে শুদ্ধ সেই সকল জন
জগতে মনুষ্য সব নহে কদাচন[৩০]।
পশু কীট সম রূপ সকল সংসারে
শুদ্ধ মন উত্তম মনুষ্য বুলি তারে[৩১]।
[নররূপ মনুষ্যসব নাহিক জগতে
পশু পক্ষী কীট প্রায় আসিল ভ্রমিতে।]*
সত্যবাদী সাধু লোক যার শুদ্ধ মন
সত্যবাদী লোকের সেবক ত্রিভুবন।
সত্যবাদী লোক সঙ্গে প্রভুর পিরীতা
ত্রিভুবনে সত্যবাদী লোক মহা দাতা।
সত্যবাদী লোকের সঙ্কট মূলে নাশ
সত্যবাদী লোক হএ স্বর্গপুরে বাস।
প্রভুর গৌরব সত্য পালনের পরে
নর পরী পশু পক্ষী সবে সেবা করে।
নরকুলে সত্যবাদী দড় যোগিগণ
প্রভুর গোপন তত্ত্ব অমূল্য রতন[৩২]।
যোগীরে অমূল্য রত্ন দিছে নিরঞ্জনে
তা হেতু উত্তম যোগী হইল ত্রিভুবনে।
সাধু বুলি সতী বুলি শুদ্ধ যোগীগণ[৩৩]
সত্যবাদী মুনি কহে যার শুদ্ধ মন।
উত্তম নাগর বুলি কবি বুলি ঋষি
চতুর বিনোদ বলি রসিক তপস্বী।
না করিবে যোগী সবে অধিক শৃঙ্গার
ভুগিব মদন-রস মাসে একবার।
[পক্ষ মধ্যে চারি তিথি পঞ্চমী অষ্টমী
একাদশী ত্রয়োদশী তাতে ভাল নামি।]*
শরীরেত মণিচন্দ্র সবের উত্তম
তার তেজে যোগসিদ্ধি সকল বিক্রম।
তন মধ্যে মণিচয় ভাণ্ডার প্রধান
তার বলে কল বল বুদ্ধি শুদ্ধ জ্ঞান।
চন্দ্রের ভাণ্ডার যদি শূন্য হএ মূলে

২২. মুকল– মুক্ত। ২৩. 'পাইবে' স্থলে 'মিলিবে'– পাঠান্তর। ২৪. 'ভয় পাইয়া' স্থলে 'সঙ্কটেত'– ঐ। ২৫. 'সিদ্ধি নাহি' স্থলে 'না পাইব'– ঐ। ২৬. যোগ ভাব মূল নষ্ট সিদ্ধি বিনাশিত– ঐ। ২৭. তেকারণে ক্রোধ সব ফকির গরাসে– ঐ। ২৮. রিপু বৈরী না হএ তার এ তিনভুবনে–ঐ। ২৯. 'সে সকল হয়' স্থলে 'ফকির বোলএ'– ঐ।

৩০. মনুষ্য জগতে সব নহে কদাচনঐ।
মনুষ্য বুলিএ শুদ্ধ জে চিনএ তন– ঐ।

৩১. সমান করিবে জেই মনুষ্য বুলি তারে–ঐ। * বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে বেশী আছে। ৩২. প্রভুর গৌরব মিত্র গোপন রতন–ঐ। ৩৩. সাধু বুলি সতী যোগী শুদ্ধ ঋষিগণ–ঐ।

কোন কর্ম সাধিতে না পারে নরকুলে।
গগনের চন্দ্র বিনু যেমত সংসার
শরীরেত চন্দ্র হএ[৩৪] তেমন প্রকার।
[চন্দ্র বিনু গগনেত হএ অন্ধকার
মনিচন্দ্র বিনু নর শরীর অঙ্গার।]
চন্দ্র হন্তে জীয়ে নর চন্দ্র বিনু মরে
তা হেতু রমণী সিদ্ধা অধিক না করে।
বরিষেত ঋতু রতি এক দুই মাসে
তাতে কিছু তেজিবারে কহে জ্ঞানী ভাষে[৩৫]।
জথ রতি অল্প করে তথ যোগ ধন্য
বহুল রমণ হন্তে ভাণ্ড হএ শূন্য।
শরীরের মূল হএ মনিচন্দ্র সার
মূলে ভার করি চলে জথ বণিজার।[৩৬]
মূল হেতু তরুকুলে জীবন ধরএ
মূল বিনু ত্রিলোকেত সকল মরএ[৩৭]।
জল বিনু সাগরেত কথা রহে মীন
সূর্য বিনু সংসারেত কাহাকে বোলে দিন।
তেমতি শরীরে হএ চন্দ্র মহাধন[৩৮]
দিন তিথি জানি যোগী করিব রমণ।
ভাঙ্গা ঘর ভাঙ্গা বস্ত্র যোগীর নিয়ম
নৃপ দাতা পাশে কভু না করে আশ্রম।
দুঃখীর সমীপে কিবা বনেত রহিব
নিজ দেশে কিবা পন্থ আশ্রমে বঞ্চিব[৩৯]।
নানা দেশে ভ্রমিলে অবশ্য আয়ু নাশে
নানা স্থানে তেকারণে না ফিরে দর্বেশে।
অতি দীর্ঘ শ্বাস বহে চলিতে সময়
গমনের দীর্ঘ শ্বাসে আয়ু বিনাশএ[৪০]।
এক ঠামে বসিয়া সাধিব সিদ্ধি যোগ
এক কর্তা আছে দিব সর্ব বাঞ্ছা ভোগ।
ভিন্ন দেশে দেশে কিবা যথা তথা জাএ
এক স্থানে বসি প্রভু সেবিব নিশ্চয়[৪১]।
এক স্থানে বসি জে সকলে সাধে জ্ঞান
সর্ব যোগী হন্তে সেই তপস্বী প্রধান।
নানা দেশে প্রবাস যে সবে করএ
সে সবের বহু দুঃখ মুনিরাজে কএ।
মরণ শয়ন অতি সঙ্কট ভোজনে
মনে মাত্র গতাগতে দুঃখ পাত্র খনে[৪২]।
বহু দুঃখ পাত্র যোগী পরবাস হন্তে
ভারতী বিশাল হএ বিচারি কহিতে।
গমন ভোজন আর রমণ শয়ন
এ সকল বহু না করিব মুনিগণ।
এ সব কারণে বাবি বহে খরতর
দীর্ঘ শ্বাসে আয়ু নাশে নষ্ট কলেবর।
সর্ব মূলে হানি করে[৪৩] দীর্ঘ শ্বাস হন্তে
এ চতুর্থ[৪৪] কর্ম যুক্ত নিয়মে রাখিতে।
গমন শয়ন রতি ভুঞ্জন ভোজন
এ চারি বিশেষ হন্তে চঞ্চল পবন।
সংসার উজার হএ বায়ু খরতর
চকিতে থাকিতে সেই হইব অমর[৪৫]।
সেবকের কুশল সে আজ্ঞা যদি পালে
পালিতে নারিলে নষ্ট হইব সমূলে।
[সর্ব স্থানে ভাবি ভুগি জপ নিজ নাম

৩৪. 'চন্দ্র হএ' স্থলে 'মণিচন্দ্র'– পাঠান্তর। * বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

৩৫. বরিষেত এক দুই কবএ মরণ
তাতে কিছু তেজিবারে কহে মুণিগণ।– পাঠান্তর।

৩৬. বণিজার– বণিক্।

৩৭. মূল নষ্ট করি লোক অল্প দিনে মরে
মূল বিনু তরুকুল জীব নহি ধরে।– ঐ।

৩৮. তেন মত শরীরেত মণি মহাধন– ঐ। ৩৯. নিজ দেশে আশ্রমে কিবা পন্থেত বসিব–ঐ। ৪০. গমন রমণ শ্বাসে অয়ু নষ্ট হএ–ঐ। ৪১. এক স্থানে বসি সেবা করিব কবতাএ– ঐ।

৪২. শয়ন রমণ গমন সঙ্কট ভোজনে
মলমূত্রে দুঃখ পাএ গতাগত মনে– ঐ।

৪৩. 'সর্ব মূলে হানি করে' স্থলে 'সর্ব মূল করে হানি'–ঐ। ৪৪. 'এ চতুর্থ' স্থলে 'এই চারি'– ঐ।

৪৫. সম্বরি রাখিলে বায়ু হইব অমর– ঐ।

দুঃখে সুখে ঠাকুরের নাহিক বিশ্রাম ।]*
পালিবে মস্তকে করি গুরুর আদেশ
লঙ্ঘিলে অখণ্ড পাল জন্মিবে বিশেষ ।
শিষ্য স্থানে যুক্ত নহে কিছু মাগিবারে
দিতে যদি নারে পাপ ধরে দোহানেরে ।
বেদে শাস্ত্রে নিষেধিছে প্রভু নিরঞ্জনে
কিছু না মাগিব গুরু সেবকের[৪৬] স্থানে
জ্ঞানবন্ত সেবকেত কিছু না মাগিব
দুঃখী জন সেবকেরে গুরুএ পালিব ।
সেবকের নারী পুত্র রাখিব সম্বরি
সেবকের সেবিব গুরু অতি যত্ন করি ।
স্ত্রীপুত্র গুরুর পালিব শিষ্যগণে
ভিন্ন নহে গুরু শিষ্য এতিন ভুবনে ।
ধন রত্ন গুরুর সেবকে ভাগ পাএ
সর্ব ধন সেবকের গুরুরে যোগাএ ।
স্বর্গবাসী গুরু হইলে সেবক পণ্ডিত
গুরুর কামিনী তবে বরিতে উচিত ।
সেবক মরণে গুরু জীতা যদি রহে
যুক্ত সেবকের রামা করিতে পরিণয় ।
কোন বস্তু না মাগিব মনুষ্যের পাশে
নরেত মাগিলে নরে মহত্ত্ব বিনাশে ।
না বুজে একের মর্ম সংসারের নরে
সর্ব জন মর্ম জানে এক[৪৭] করতারে ।
নিতে নিতে নরকুলে নহে শক্তিধর
কদাচিত নর কুলে না মাগিব বর[৪৮] ।
দিতে নিতে সব পারে এক নিরঞ্জনে
না মাগিলে সর্ব মনোরম প্রভু জানে ।
নর পরে নরে কিছু মাগিলে হারাম
যুক্ত নহে নরেত মাগিতে মনস্কাম[৪৯] ।
[প্রভু কি না জানে বাঞ্ছা মাগিলে কি শুনে
কদাচিত মন বাঞ্ছা না মাগ প্রভু স্থানে ।
বুঝ ধীরগণ প্রভুস্থানে না মাগিবা
দুঃখ সুখ জথ হএ সহিয়া থাকিবা ।]*
সপ্ত দিন উপবাস হইল পয়গাম্বর
তবে কোন ছলে রুজি পাঠাএ ঈশ্বর[৫০] ।
অনাহার সপ্ত দিন রছুল থাকিত
তথাপিহ কায়মনে আল্লাকে সেবিত[৫১] ।
প্রভুর পরম সেবা মনেত রাখিত
দিবা নিশি অভিপ্রায় আল্লাকে সেবিত ।}*
আলিম ফকির শুদ্ধ জগতে জে হএ
সে সবে রছুলী হাল কবুল করএ ।
রছুলি নিয়মে প্রভু সে সব পালএ
সপ্ত দিন অনাহারে রাখে বিধাতাএ ।
সব রুজি তবে সে পাঠাএ করতার
মোহাম্মদী হালের নিয়ম এই সার[৫২] ।
ফকিরের শুদ্ধ পন্থ রছুলের হাল
জেই সহে রছুলি দুঃখ সেই যোগপাল ।
রছুলি নিয়ম ইচ্ছা জে সবে না করে
যোগ পন্থ কদাচিত চলিতে না পারে[৫৩] ।
জে সবে করিল ইচ্ছা মোহাম্মদী হাল

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ৪৬. 'সেবকের' স্থলে 'শিষ্যগণ'—পাঠান্তর। ৪৭. 'এক' স্থলে 'জগ'—ঐ।

৪৮. দিতে নরকুলে সব শক্তি নাহি ধরে
কদাচিত না মাগিব যোগী সব নরে— ঐ।

৪৯. নর পরে নর কেনে মাগে মনস্কাম
নরেক মাগিলে দিতে না পারে সিদ্ধি কাম— ঐ।

৫০. মর্ম জানি পাঠাএ রুজি প্রভু দিনান্তের—ঐ।

৫১. তবে সে প্রভুর স্থানে বাঞ্ছা না মাগিত— ঐ।

৫২. সর্ব রুজি তা সবেরে পাঠাএ করতারে
মোহাম্মদী নিয়ম হাল রাখিল সংসারে।— ঐ।

৫৩. রছুলী নিয়ম যোগ জেই সবে করে
যোগ পন্থ শুদ্ধ হএ কহে করতারে— ঐ।

সেই পন্থ উত্তম সকল হন্তে ভাল[৫৪]।
জন্মিল সংসার মধ্যে জথেক রছুল
সকলে ফকিরি হাল করিল কবুল[৫৫]।
ইচ্ছিয়া ফকিরি হাল সব পয়গাম্বর[৫৬]
মহা মহাবৃক্ষ ভাঙ্গে সুমেরু শিখর[৫৭]।
সমীর নিয়ম স্থির যদি করে গতি
জগতের লোকে করে কুশলে বসতি।
চঞ্চল পবন হন্তে স্থির নহে মন
চিত্ত স্থির বিনু বাঞ্ছা নহে কদাচন।
তপস্বী সকলে নিদ্রা গমন রমণ
বিস্তর ভোজন না করিব কদাচন।
গুরু হন্তে জেখনে পরম তত্ত্ব পাএ[৫৮]
সেবক গুরুর সঙ্গে রহিব সদাএ।
সতত গুরুর সঙ্গে রহে জথ জনে
জেহেন সেবক রহিল করতার সনে[৫৯]।
গুরুর সঙ্গে যাহার বসতি নিরন্তর
সবার উত্তম যোগী মহিমা বিস্তর।
যার লাগি সর্ব তেজি যোগী হইয়া জাএ
সেই বিধি রাঙ্গা পদ দেখিব সদাএ।
মহিমার সরোবর নিকটে পাইব
জেখানে জে তৃষ্ণা হএ সে রত্ন খাইব।
মহাভাগ্যবল যার উত্তম জনম
সেবিয়া গুরুর পদে থাকে অবিশ্রাম।
অতি মহাভাগ্যবল কামিনীর কোলে
তাতে কোটি ভাগ্যফল গুরুর এক বোলে
গুরুর সমীপে যার নিবাস সততে
তাথধিক ভাগ্যবন্ত নাহিক জগতে[৬০]
পুরাণেত আপনে কহিছে করতার[৬১]
ভাল মন্দ জ্ঞান ধ্যান গুরুমূলে সার।
গুরু পদে পূজাযুক্ত মন্ত্র গুরুনাম
ধ্যানযুক্ত সার গুরু মূলে অবিশ্রাম।
পূজা জ্ঞান ধ্যান যদি কোটি কোটি করে।
গুরুকৃপা বিনু সিদ্ধিফল নহি ধরে[৬২]।
মুক্তিপদ পাএ মাত্র গুরু কৃপা হোতে
দোয়া যদি করে গুরু সুখ সর্বমতে[৬৩]।
গুরু বিনু সিদ্ধি পন্থ নাহি ত্রিভুবনে
সিদ্ধি পন্থ গুরু বিনু না দেয় নিরঞ্জনে।
সত্য সত্য গুরু মূলে সর্ব ফুলফল
গুরু মূলে জথ কিছু ভাগ্য বলাবল।
গুরু যদি দাতা হএ সেবক পালিব
সেবক হইলে ধনী গুরুকে সেবিব।
স্ত্রীপুত্র ধন জন সম্পতি সকলে
দিবেক গুরুর যুগ চরণ-কমলে।
সেবকের কোন বস্তু গুরু যদি মাগে
সঙ্কট পড়এ মহা সেবকের আগে।
গুরুর আদেশ ব্যর্থ নহে কদাচন
তিল অর্ধ গুরু আজ্ঞা না জাএ লঙ্ঘন।
কায়মনে আল্লাকে সেবিব নিরন্তর
গুরুর কৃপাএ তবে হইব অমর[৬৪]।
উত্তম ফকিরী সার প্রভু রছুলি নিশান
পয়গাম্বরি হাল যার ফকির প্রধান।
ধরএ ফকিরী হাল প্রভু কবতার

৫৪. সেই পন্থ উত্তম সব হন্তে ভাল কার্য্য
জন্ম হই সংসারেত নিয়মে করে রাজ্য– পাঠান্তর।

৫৫. সকলে ফকিরি কর্মে আছিল দকবুল– ঐ। ৫৬. গোপনেতে যোগপন্থে জথ পয়গম্বর– ঐ। ৫ 'শিখব' স্থলে 'পাথর'– ঐ। ৫৮. গুরু হন্তে সেবক যদি পবম তত্ত্ব পাএ– ঐ।

৫৯. সতত গুরুর সঙ্গে রহিব যতনে
যে হেন আছিল নবী করতার সনে– ঐ।

৬০. গুরুর নিকটে যার নিয়ত বসতি
তাতুধিক নাই আর জগতে পিরীতি–ঐ।

৬১. পুরাণ কোরান আগমে কহিছে করতাব– ঐ।

৬২. পূজা জ্ঞান কোটি বার যদি সে করেএ
গুরুকৃপাদৃষ্টি বিনু ফল না ধরএ– ঐ।

৬৩. দোয়া– আশীর্বাদ। ৬৪. গুরুর কৃপাএ সার অক্ষয় অমর– পাঠান্তর।

ফকিরের রূপে প্রভু পালএ সংসার[৬৫]।
আলি পয়গাম্বর অতি ঈশ্বরের মিত
মিত্র হালে তা হেতু ইচ্ছিল[৬৬] পৃথিবীত।
অতি সাধু মিত্র হাল করিল[৬৭] কবুল
সখার সেবক জানে সখা সমতুল।
প্রভুর পরম তত্ত্ব ফকিরী নিয়ম
তাতুধিক শুদ্ধ পন্থ নাহিক উত্তম।
রাজ্য পাট তেজি কথ কথ নরপতি
হৃদে কায় ইচ্ছিল ফকিরী হাল গতি[৬৮]।
রাজ্য পাট ধন জন সকল অনিত
মাতা পিতা ইষ্ট মিত্র কেহ নহে হিত।
স্ত্রী পুত্র সমস্ত সংসার নরকুল
কেহ মিত্র নাই এক প্রভু সমতুল।
সংসার অসার জথ নৃপতি জানিল
একচিত্তে দড় ভাবে ফকিরী ইচ্ছিল।
যার হৃদে পূর্ণ জ্ঞান বৈসে শুদ্ধ সার
প্রভু সার বিনু সব জানে শূন্যাকার।
এক ঈশ্বরের সেবা সার দেড় মূলে
আর জথ সব মিছা কহে শাস্ত্রকুলে।
জে কিছু উপরে শ্রদ্ধা অতি হএ চিত
কায়মনে সে সকল বর্জিব ত্বরিত।
জে বস্তু উপরে মন মহাপ্রেম বাড়ে
চিত্ত হন্তে সে সকলে তেজিব ফকিরে।
বাড়াইব এক প্রভু ভাবের পিরীতি
তবে পয়গাম্বরি হাল শুদ্ধ হএ গতি।
পয়গাম্বরি হালের দুঃখের নাহি সীমা
দুঃখের অন্তরে হএ প্রভুর মহিমা[৬৯]।
পয়গাম্বরী হাল সব পিরীতির দুঃখ
প্রেম দুঃখ সহে জন অখণ্ডিত সুখ।[৭০]
বোলএ ফকিরী হাল[৭১] প্রেম দুঃখ পন্থ
প্রেম দুঃখ সহে জন মহিমা অনন্ত।

দুঃখের অন্তরে মহা সুখের সাগর
প্রভুর বসতি সেই সিন্ধুর অন্তর।
সে সাগরে ডুম্ব দিতে পারে জথ জনে
হইব দর্শন পূর্ণ করতার সনে[৭২]।
লাএলাহা ইল্লাল্লাহু[৭৩] তিন লোক সার
তিন লোকে বেয়াপিত সেই করতার।
ত্রিভুবনে সর্বেতে বিলাস প্রভুময়[৭৪]
এক প্রভু বিনে কর্তা যুগল না হএ।
সর্ব স্থানে বিলাসিত এক করতার
উত্তম অধম দুঃখ সুখের মাঝার[৭৫]।
[ভাল মন্দ শব্দ বাদ্য দুঃখ সুখ বড়
চন্দ্র সূর্য রীতি মূলে নিশি দিনান্তর।
পঞ্চ তরু ভক্ত হই প্রভু করতার
ঋতুমূলে খেলে খেলা অনিত্য সংসার।
আপনার নিজ রূপ ত্রিজগ সংসার
সর্ব ব্যাপিত আছে আপনে নৈরাকার
আপনে আপন হএ ভাল মন্দকারী
মৃত জীতা সর্ব স্থানে আপে অধিকারী।
লা মোকাম নাম ধরে শূন্য তনু সার
আঁধার পসর করে শরীর মাঝার।
বুঝ সব কবি ঋষি লিলল্লা কোন মতে
সকল ব্যাপিত রহে যুগ রীত হন্তে।
দুঃখ সুখ ভাল মন্দ জতেক সৃজিল
নিজ অংশ নিজ রূপ প্রচার করিল।
দুঃখেত নৈরাশ নহে সুখে নহে খোস
জথ জাএ জথ হএ সর্বত্রে সন্তোষ।]*
না থাকে অধম তেজি উত্তমে ঈশ্বর
না রহে তেজিয়া দুঃখ সুখের অন্তর[৭৬]।
ভাল মন্দ দুঃখ সুখ কিছু নহি জানে
এক প্রভু বিলাসিত আছে ত্রিভুবনে[৭৭]।
অধমে না জানে রিপু উত্তমেরে মিত

৬৫. ফকিরের হালে প্রভু চালাএ সংসার–পাঠান্তর। ৬৬. 'ইচ্ছিল' স্থলে 'পাঠাইল'– ঐ। ৬৭. 'করিল' স্থলে 'যে করে'– ঐ। ৬৮. হৃদে কার ইচ্ছিলেক ফকিরী পিরীতি–ঐ। ৬৯. দুঃখের অন্তরে প্রভু রাখিছে মহিমা–ঐ। ৭০. প্রেম দুঃখ সহিলে জে অতুলিত সুখ– ঐ। ৭১. 'বোলএ ফকিরী হাল' স্থলে 'ফকিরের হাল হএ'–ঐ। ৭২. দর্শন হইব পূর্ণ করতার সনে– ঐ। ৭৩. ইহার অর্থ– এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই। ৭৪. ত্রিভুবন বিলাসএ সেই প্রভুময়– ঐ। ৭৫. 'দুঃখ সুখের মাঝার' স্থলে 'সব সংসার মাঝার'– ঐ। * বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ৭৬. না থাকে তেজিয়া দুঃখ সুখের অন্তর–ঐ। ৭৭. সর্ব ভূতে ব্যাপিত আছে স্থানে স্থানে– ঐ।

দুঃখেরে নাহিক ঘৃণা সুখে আনন্দিত।
গুপ্ত দূর জগৎ আল্লার আলাম হএ
তিল অর্ধ স্থান প্রভু হন্তে ভিন্ন নহে।
তরু ডাল তিলকে সমূলে করতার
শাখা তরু মূল নেত্র এক হএ সার[৭৮]।
শাস্ত্র লোকে যাকে বোলে এক করতার
তিন লোকে ঈশ্বরের তনু সার।
ঈশ্বর জগৎ হএ জগৎ ঈশ্বর
ত্রিভুবনে ঈশ্বরের এক কলেবর।
ঈশ্বরের এক কায়া এ তিন ভুবন
সর্ব শাস্ত্র কোরানে কহিছে নিরঞ্জন[৭৯]।
কলেমার অর্থ বুঝি চাও ধীরগণ
ঈশ্বরের অষ্ট অঙ্গ এ তিন ভুবন।
দুঃখ সুখ ভাল মন্দ নানা ভঙ্গ করি
আপে রঙ্গ চাহে আল্লা নিশারূপ (লীলারূপ?) ধরি
আপনার মায়ামূলে আপে হই বশ
নানা রূপ ধরি প্রভু করে নানা রস[৮০]।
ঈশ্বরের লীলা আর ঈশ্বর জেবা চিনে
চলিতে রছুলি হালে পারে সেই জনে[৮১]।
ত্রিলোক প্রভুর তনু লীলা কোন মতে
পণ্ডিতের শক্তি নাই সে তত্ত্ব বুজিতে।
খোদার খোদাই খোদ জে সবে চিনিল[৮২]
সংসার অসার দড় সে সবে[৮৩] জানিল।
জে চিনিল তিন লোক[৮৪] আর করতার
সে সবে ফকিরী পন্থ পারে চলিবার।
ফকিরী রছুলি পন্থে জে সবে চলিব
শত্রু সব নিজ গুরু সমান জানিব[৮৫]।
শত্রু সব জানিব আল্লার সমসর
রিপুগণ মিত্র জানে তবে সিদ্ধি বর[৮৬]।
জে সবে করিবে মন্দ তাকে জানে মিত[৮৭]
তবে সে যোগের পন্থে চলিতে উচিত[৮৮]।
ভাল মন্দ শত্রু মিত্র সকল সংসারে
শুদ্ধ যোগী জে পারে সমান করিবারে।
উত্তম উলটা ভাষা না বুজে সকলে
সিদ্ধি সব মহিমা উলটা পন্থমূলে[৮৯]।
উর্ধ্বেরে বলিএ অধঃ অধঃ হএ উর্ধ্ব
শুদ্ধ বুলি অশুদ্ধ অশুদ্ধ বুলি শুদ্ধ।
সম্মুখে বিমুখ হএ পিষ্ঠেতে[৯০] সম্মুখ।
নর হএ ঈশ্বর ঈশ্বর হএ নর
মোহাম্মদ মনুষ্য মনুষ্য পয়গাম্বর।
বহ্নিরে পবন বলি সমীরে অনল
ক্ষীর হএ মেদিনী মেদিনী হএ জল।
নীর হএ কৃশানু আনল হএ পানি
জোয়ার বলিএ ভাটি ভাটি সে উজানী।
সাগর গঠিত হএ অরণ্য সাগর
সূর্য বুলি চন্দ্রিমা চন্দ্রিমা দিবাকর।
হেমন্ত বসন্ত বুলি বসন্ত হেমন্ত
মরারে অমরা বলি অমরা মরন্ত।
নরকে বুলিএ স্বর্গ স্বর্গেরে নরক
বাপরে বুলিএ মাতা জননী জনক।
[ভাবিনী ভাবক বুলি ভাবক ভাবিনী
নারীরে নর বলি নর হএ কামিনী]*
জ্ঞান ফকির হএ বৈরাগী অজ্ঞান
সঙ্কটে সুসম বুলি সুসম নিদান।
উত্তম অধম হএ অধম উত্তম
রজনী দিবস বুলি অহ নিশি সম।
সুগন্ধ দুর্গন্ধ হএ দুর্গন্ধ সুগন্ধ
আনন্দ বিরস হএ বিরস আনন্দ।

---

৭৮. তরু ডাল মূলে ফুল ফলেরে করতার
শাখা তরু মুল ফুল ফলে এক সার– পাঠান্তর।

৭৯. পুবাণ কোরান মধ্যে কহে নিরঞ্জন– পাঠান্তর। ৮০. নানারূপে ভোগ করে ধরি নানা ভেস– ঐ। ৮১. চলিতে রছুলী পন্থে সেই জনে জানে– ঐ। ৮২. প্রভুর মহিমা গুণ জে সবে চিনিল– ঐ। ৮৩. 'দড় সে সবে' স্থলে 'সব মনেত'– ঐ। ৮৪. 'জে চিনিল তিন লোক' স্থলে 'জে জলে চিনিল লোক'– ঐ।

৮৫. জে সবে রছুলী পন্থে ফকিরী করিল
শত্রু সব গুরু সমশ্বর সে জানিল– ঐ।

৮৬. রিপুগণ মিত্র সম জানিব বরাবর– পাঠান্তর। ৮৭. 'মিত' স্থলে 'ভাল'– ঐ। ৮৮. 'উচিত' স্থলে উজ্জ্বল'– ঐ। ৮৯. 'পন্থমূলে' স্থলে 'পন্থে চলে'– ঐ। ৯০. 'পিষ্ঠেতে' স্থলে 'বিমুখ'– ঐ। * বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

পুরুষ কামিনী বলি নারী বোলি নর
দূরের সমীপ বুলি নিকটে অন্তর[৯১]।
প্রভুর পরম তত্ত্ব উলটা সন্ধান
এইরূপে অনন্ত পলটা পরিমাণ[৯২]।
এ সকল পদ অর্থ জানে জে সকলে
সে সবে চলিতে যুক্ত পয়গাম্বরি হালে।
জে সবে ফকিরী হালে দড় বান্ধে মন
প্রভুর উত্তম সখা সে সকল জন।
জে সবে রছুলী পন্থে হইল সাধক
সে সকল সার শুদ্ধ প্রভুকে সেবক
পয়গাম্বরি যদি হইত রছুলে সে শেষ
রছুল হইত সার সকল দর্বেশ[৯৩]।
মোহাম্মদ পরে আর রছুল না হইল
তা হেতু প্রভুর[৯৪] সখা তপস্বী জন্মিল।
যোগীর মহিমা গুণ অনন্ত অপার
আল্লার প্রাণের সখা কি বুলিমূ আর[৯৫]
আল্লার পরম বন্ধু সে সকল নর
ফকিরের গতি আগে স্বর্গের ভিতর।
সকলের আগে যোগী স্বর্গেত গমন
বসিব প্রভুর খাটে সঙ্গে নিরঞ্জন।
অষ্টম স্বর্গের পরে জেই স্বর্গ হএ
সেই স্থানে জথ যোগী নবীর আলয়।
আসন বসতি যার প্রভুর সঙ্গতি।
তা সব মহিমা অতি সুখ মহামতি।
ফকিরী হালেতে শুদ্ধ যাহার সাহস[৯৬]
আদি অন্ত প্রভু সঙ্গে তাহার[৯৭] নিবাস।
ভাব বিনু প্রেম নাহি প্রেম বিনু দুঃখ
বিনি দুঃখে কদাচিত নাহি সিদ্ধি সুখ[৯৮]।
পুষ্প বিনু কথাতে আমোদ হএ রস
মধু বিনু ভ্রমের না পুরে মানস।

দুঃখ হএ করতার সুখ মোহাম্মদ
দুঃখ বুলি নবী সুখ হএ ত্রিজগৎ।
দুঃখ হএ গুরু সুখ বুলিএ সেবক
মাতৃ হএ দুঃখ সুখ বুলিএ জনক।
ঊর্ধ্বেত বুলিএ দুঃখ অধে হএ সুখ
দুঃখেত সমুখ হএ সুখেতে বিমুখ।
শ্রেষ্ট হএ দুঃখ সুখ বুলিএ কনিষ্ঠ
সুখেত উদ্ভব তিক্ত দুঃখে জন্মে মিষ্ট।
দুঃখ বিনু সুখ জন্ম নহে কদাচন
দুঃখেত মহিমা লীলা করে নিরঞ্জন[৯৯]।
রাত্রি বিনু কোথাতে দিনের গর্ব বল
অন্ধকার বিনু কথা[১০০] হইছে উজ্জ্বল।
ভাটা না হইলে হইছে কথাতে জোয়ার
অধম না হইলে কোথা উত্তম প্রচার।
মন্দ না হইলে ভাল কেমতে বুঝাএ[১০১]
পাপ বিনু পুণ্য সব কেমতে চিনএ[১০২]।
[মরা বিনু কথাতে জীতার উৎপত্তি
মরণ না হইত জীতা কথাএ বসতি।
মরা জীতা না হইত না চিনিত নরে
কদাচিত প্রভু সেবা না করিত সবে।
একা একি পিরীতি না হএ কদাচন
না হইত প্রভুর মহিমা ত্রিভুবন।]*
দাস বিনু কথা আছে ঈশ্বর মহিমা
মার্তণ্ড কারণে সবে চিনিল[১০৩] চন্দ্রিমা।
তিক্ত বিনু মিষ্টের প্রতিষ্ঠা কথা হএ
সেবক বিহীনে গুরু কথাতে উদয়।
মৃত সব জন্ম হএ দুগ্ধের মথনে
দুঃখ বিনু সুখ জন্ম নাহি ত্রিভুবনে।
দুঃখ মহা বৃক্ষ করি সৃজিল ঈশ্বরে
আনন্দ মহিমাফল দুঃখ গাছে ধরে[১০৪]।

---

৯১. দূরেরে নিকটে বুলি সমীপ অন্তর- পাঠান্তর। ৯২. এইরূপ অন্ত হএ পলটা পরিমাণ- ঐ।
৯৩. যদি পয়গম্বর হইত রছুলে সে শেষ
রছুল হইত সার এ সব দরবেশ- ঐ।
৯৪. 'তা হেতু প্রভুর' স্থলে 'তাহান প্রভাবে'-ঐ। ৯৫. আল্লার পরম সখা গোপন মাঝার-ঐ। ৯৬. ফকিরী হালেতে যার শুদ্ধ করে শ্বাস-ঐ। ৯৭. 'তাহার' স্থলে 'করেন্ত'-ঐ। ৯৮. বিনা দুঃখে সিদ্ধি কর্ম না পাইবে যোগ-ঐ। ৯৯. 'করে নিরঞ্জন' স্থলে 'করিছে আপস'-ঐ। ১০০. কথা- কোথা- ঐ। ১০১. 'বুঝাএ স্থলে 'বুঝিব'-ঐ। ১০২. পাপ হইলে পূণ্য কেমনে চিনিত- ঐ। * বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ১০৩. 'সবে চিনিল' স্থলে 'চিনি নিশির'- ঐ। ১০৪. 'দুঃখ গাছে ধরে' স্থলে 'দুঃখের অন্তরে'-ঐ।

প্রভুর নিয়ম দুঃখ মহিমার লাগি[১০৫]
প্রেম দুঃখ সহে জন মহা সুখ ভাগী।
দুঃখের অন্তরে সুখ বিধি রাখি পাছে
আগে দুঃখ সহিলে অনন্ত সুখ আছে[১০৬]।
কায়মনে মহাদুঃখ সহে জথ জন
প্রভুর নিয়ম সুখ না জাএ খণ্ডন[১০৭]
অল্প দুঃখে জে সকলে পাএ রত্ন বর
যতনে না রাখে রত্ন করে অনাদর[১০৮]।
মহাদুঃখে জেই বস্তু পাএ কোন জনে
সকলে সে বস্তু রাখে অতুল যতনে[১০৯]।
[মহা দুঃখে পাএ রত্ন জে সকল জন
সমাদরে পূর্ণ ভক্ত করএ যতন।
প্রথম প্রেম-দুঃখ প্রভু সে করিল
গোপনের সেই রত্ন গোপতে রাখিল।
সেই বস্তু গোপন করিছে করতার
প্রেম-সাগরে ডুম্ব দিল করিতে প্রচার।]*
তা হেতু ভাবিয়া অতি জগত ঈশ্বর
লুকাই রাখিল নিধি দুঃখের অন্তর।[১১০]
দুঃখের অন্তরে নিধি যদি সে রহিল
তেকারণে দুঃখের মহিমা বড় হইল[১১১]।
দুঃখ বিনু সুখ নাহি জগত ভিতর
বিনি দুঃখে না হএ ফকিরী পয়গাম্বর[১১২]।
জগতে হইছে জথ যোগী কুল নবী
ডুবি দুঃখ সাগরেত পাইল পদবী[১১৩]।
[নর কুলে জন্ম জথ যোগী নবী সব
ডুম্ব দিয়া প্রেম-সাগরে পাইলা পরাভব।]*
দুঃখ বিনু না পূরে জগত বাঞ্ছা কুল
ঈশ্বরে করিছে দুঃখ বাঞ্ছা কুল মূল[১১৪]।
মূল বিনু তরুকুলে না ধরে জীবন
বিনা মূলে বাণিজ্য না চলে কদাচন।
[প্রেম বাঞ্ছা মূল বিনু সুখের নাহি আশ
প্রভুর পরম পদে হইবে নৈরাশ।]*
দুঃখের অন্তরে[১১৫] যার নিয়ত বসতি
যুক্ত পয়গাম্বরি হাল সে সবের গতি[১১৬]।
সহিলে চল্লিশ অব্দ মহা দুঃখ ভার[১১৭]
তবে পয়গাম্বর ঋষি শুদ্ধ হএ সার।
চল্লিশ বৎসর আয়ু সম্পূর্ণ হইলে
জ্ঞান বুদ্ধি বাঞ্ছা সিদ্ধি সর্ব শাস্ত্রে বোলে[১১৮]

---

১০৫. প্রভু দুঃখ সৃজিলেন্ত মহিমার লাগি–পাঠান্তব। ১০৬. আগে দুঃখ সহে জন অন্তে সুখ আছে– ঐ।
১০৭. 'না জাএ খণ্ডন' স্থলে 'দিবে নিরঞ্জন'– ঐ।
১০৮. সুখেত পাই রত্ন না বঞ্চিত মন
বিনা দুঃখে পাইলে ধন না করে যতন– ঐ।
১০৯. বহু দুঃখে পাইলে ধন রাখএ সম্বরি
অল্প দুঃখে পাইলে ধন নষ্ট গড়াগড়ি– ঐ।
বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
১১০. লুকাই রাখিল নিধি দুঃখের সাগরে
তা হেতু ভাবক নাম জগতে প্রচারে–ঐ।
১১১. আপনি করতাএ দুঃখ বড় কৈল
দুঃখের অন্তরে সুখ প্রবেশ করিল– ঐ।
১১২. প্রেম দুঃখ বিনু কেহ না পাঅন্ত বর
বিনা দুঃখে কদাচিত নহে পীর পয়গাম্বব– ঐ।
১১৩. ত্রিজগতে জথ হইল নরকুলে যোগী
প্রভু প্রেম করি সবে পাইল পদবী– ঐ।
১১৪. দুঃখ বিনু পূরাইতে নরে বাঞ্ছাকুল
ঈশ্বরে করিল দুঃখ প্রেম বাঞ্ছা মূল– ঐ।
* বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ১১৫. 'অন্তরে' স্থলে 'সাগরে'–ঐ। ১১৬. প্রভুপ্রেমে প্রেম করি যুগল সে মতি–ঐ। ১১৭. 'মহা দুঃখ' স্থলে 'প্রেম দুঃখ'– ঐ। ১১৮. মোহাম্মদ নিয়ম রূপ সর্বমূল মিলে– ঐ।

নানা দুঃখ সয় যদি চল্লিশ বৎসর
প্রভুর নিয়ম বাঞ্ছা পাএ সিদ্ধিবর।
কঠিন ফকিরী পন্থ মহা অন্ধকার[১১৯]
চলিতে সে পন্থে[১২০] শক্তি নাহিক সভার।
অতুল কঠিন পন্থ যোগীর জগতে
সাম'ন্যের শক্তি নাহি সে গর্ব করিতে[১২১]।
মহাকাল সর্প সিংহ ফকিরের পন্থে
সঙ্গে দেখা সব পাএ বিদ্যাবন্তে[১২২]।
অতুল পণ্ডিত হইলে পশুর চরিত
সে সব ফকিরী পন্থে চলিতে উচিত।
জ্ঞানবন্ত হএ যদি মূর্খের লক্ষণ
সে পারে যোগের পন্থে করিতে গমন।
জীয়তে যমের কোলে জে করে নিবাস
সারযুক্ত যোগ পন্থে চলিতে সাহস।
মরণের অর্ধ পন্থে কলঙ্ক জগতে
জে পারে কলঙ্ক দেশে নৃপতি হইতে[১২৩]।
ধরিলে কলঙ্ক ছত্র মস্তক উপরে
যোগ পন্থে সে সকল যোগ্য চলিবারে[১২৪]।
ইচ্ছিলে কলঙ্ক ডালি দড় কায় মনে
গমন ফকিরী পন্থে উচিত সে জনে।
জে সবে পালিতে পারে রছুলী নিয়ম
যোগ্য তার করিবারে যোগের বিক্রম[১২৫]।
প্রভুর গোপত তত্ত্ব ফকিরী রতন[১২৬]
যে সবে গোপতে রাখে ফকিরী সুজন।
ফকিরী গোপত রত্ন জে করে প্রচার[১২৭]
সে সব ফকির নহে ত্রিলোক মাঝার[১২৮]।
আল্লার পরম রত্ন জে বাখে গোপতে
তা সবে মহিমা অতি বাড়ি ত্রিজগতে।
অমূল্য গোপতে রত্ন যুক্ত সে রাখিতে[১২৯]
না ধরে বটেক মূল্য করিলে বেকতে[১৩০]
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু পণ্ডিত তপস্বী
রচিলুম আগম ভাষা সে পদ পরশি।
কায় মনে গুরু পদে ভজন স্মরণ
হীন আলি রাজা ভণে[১৩১] আগম কথন।

রাগ হিল্লোল– খর্ব ছন্দ

নবী বলে শুন আলী পরম কথন
জে রূপ করিলে যোগী নহে কদাচন।
মোর পাছে কথ আলিম পণ্ডিতে
শাস্ত্র পড়ি অপকর্ম করিব জগতে।
বহু শাস্ত্র পড়িয়া করিব অপকর্ম
অতুল পণ্ডিত হই করিব অধর্ম।
বহুল ফকির সবে কুকর্ম করিব
নানান ভঙ্গিমা করি লোক ভাড়াইব[১]।
বিবিধ প্রকার মিছা করিব ভঙ্গিমা
ফকিরী বন্দিব[২] ধন করিয়া মহিমা।
নানান মহিমা করে জে সকল যোগী
না হএ ফকির শুদ্ধ হএ পাপ ভোগী[৩]।
সে সবে আসন করি শূন্যে উড়ি জাএ
নরেরে দেখাই যদি ঈশ্বর ধেয়াএ।
অন্ন জল না ভক্ষিয়া থাকে কথ জন
কেহ কেহ মৎস্য মাংস না করে ভক্ষণ।
লোকের সম্মুখে কেহ কিছু না ভক্ষএ
গোপতে নানান বস্তু ভোজন করএ।
ফল মূল দুগ্ধ কেহ করেন্ত ভক্ষণ

১১৯. 'অন্ধকার' স্থলে 'দুঃখভার'– পাঠান্তর। ১২০. 'চলিতে সে পন্থে' স্থলে 'সে পন্থে চলিতে'–ঐ। ১২১. 'সে গর্ব্ব করিতে' স্থলে 'সে পন্থে চলিতে'– ঐ। ১২২. যম সঙ্গে মেলা খেলা পাএ বিদ্যাবন্ত–ঐ। ১২৩. যে পারে দেশে নৃপ কলঙ্ক রাখিতে–ঐ। ১২৪. যোগ পন্থে যোগ্য হএ সে সকল নরে–ঐ। ১২৫. 'বিক্রম' স্থলে 'আশ্রম'–ঐ। ১২৬. প্রভুর গোপন তত্ত্ব গোপন রতন–ঐ। ১২৭. 'প্রচার' স্থলে 'প্রকাশ'–ঐ। ১২৮. 'ত্রিলোক মাজার' স্থলে 'মূল হএ নাশ'– ঐ। ১২৯. অমূল্য রতন যুক্ত রাখিতে গোপতে– ঐ। ১৩০. 'করিলে বেকতে' স্থলে 'যে করে বেকতে'– ঐ। ১৩১. 'হীন আলি রাজা ভণে' স্থলে 'হীন ফকিরে কহে'– ঐ।
১. 'ভাড়াইব' স্থলে 'ভুলাইব'– পাঠান্তর। ২. 'বন্দিব' স্থলে 'বান্ধব'– ঐ। ৩. না হইব ফকিরী তার হৈব পাপ ভোগী– ঐ।

এ সকল শুদ্ধ যোগী নহে কদাচন।
আসন করিয়া যদি জল মধ্যে ভাসে
লোকেরে দেখাই বিষ জে সবে গরাসে।
শত ব্যাঘ্র আনে যদি একহি হাঙ্কারে[৪]
সর্প লই খেলে যদি ব্যাঘ্র পিঠে চড়ে।
অগ্নিকুণ্ডে বৈসে কিবা মুখে অগ্নি জ্বলে
কোটি কোটি দেও-পরী যদি সঙ্গে চলে।
তীর অসি গুলি[৫] যদি অঙ্গে না পরশে
পৈর্জা (?)[৬] কুল নৃপ যদি তার চলে বশে।
চন্দ্র সূর্য আসে যদি হস্তের উপরে
জগতের সর্ব লোকে যদি পূজা করে।
যদি সে হাঁটিয়া জাএ সমুদ্র উপরে
সাগরের স্রোত ধারা যদি বন্দী করে।
বৃষ্টি বন্দী করে কিবা সমীর অচল
বনবাসী ভস্ম ধারী উনমত্ত পাগল।
মিছা কর্ম এ সব ভঙ্গিমা টোনা জ্ঞান
এ সকল সার যোগী না হএ প্রধান।
প্রভাতে গোছল[৭] যদি করে প্রতিনিত
এ সকল কর্ম যোগী না হএ উচিত।
মনুষ্য সঙ্গতি কেহ না কহে উত্তর
ছিলা[৮] করি থাকে যদি গোরের ভিতর।
নিশি দিশি অবিরত আল্লা করে জপ[৯]
যদি কহে সকলের মনের গোপ্ত ভাব।
[হইব না হইব কর্ম সত্য যদি বলে
প্রভুর গোপন কথা প্রচার করিলে।
এ সব ভঙ্গিমা মিছা প্রভুএ কহিছে
প্রথমে মহিমা বাড়ে মূল নষ্ট পাছে।
নানা শাস্ত্র নবীএ কহিল দির্প (দিব্য) করি
পূর্ণ সিদ্ধি এ সবের নাহিক ফকিরী।
প্রভুর নিকটে স্বর্গ করিআ শিতানে
জন্ম ভর যদি থাকে প্রভুর ধেআনে।
সহস্র বৎসর যদি ব্রহ্মজ্ঞান জপে
এ সবের পূর্ণ সিদ্ধি নাহিক ত্রিভবে।
স্বর্গ হৈতে চন্দ্র সূর্য যদি পড়ে খসি
না হইব এই সব সিদ্ধার তপস্বী।
সর্ব পাঠ পড়ি যদি করে কণ্ঠগত
ধর্ম শাস্ত্র কেহ যদি পড়ে অবিরত।
শত অব্দ কেহ যদি পড়এ কোরান
সে সব না হৈব শুদ্ধ ফকির প্রধান।
শাস্ত্র মধ্যে নাহি যোগ মুখে পড়িবার
প্রচার জথেক শাস্ত্র সংসারী আকার।
কোরান পুরাণ মধ্যে প্রচার কথন
সংসারে জথেক হএ প্রচার লক্ষণ।
সতত গোপন তত্ত্ব সিদ্ধি যোগ পন্থ
কোরান পুরাণ মধ্যে নহি যোগ অন্ত।
প্রচার উচিত নহে ফকিরী বরণ
ঈশ্বরের আজ্ঞা যোগ সতত গোপন।
উলটা সংসারী হন্তে ফকিরের হাল
সংসারীর রূপে নহে শুদ্ধ যোগপাল।
যুক্ত নহে শুদ্ধ যোগী ভঙ্গিমা করিতে
মৃত প্রায় সার যোগী নিয়মে রহিতে।
যে করে ভঙ্গিমা তার যোগ মূলে নাশ
মাটিরূপে রহে যোগী না করি প্রকাশ।
যোগী লয় মস্তকে ধরিআ জটা কেশ
কদাচিত যোগী না হএ ধরি নানা বেশ।
নানা ভেশ করি শুদ্ধ সার যোগী নহে
রছুলী হাল বিনা ফকিরী শুদ্ধ নহে।]*
পয়গাম্বরী হালে যার অতি দড় মন[১০]
সে নব ফকির শুদ্ধ মহা মুনি জন।
সতত নবীর কায়া থাকিতে গোপন
না তেজিব অঙ্গ হন্তে বস্ত্র আচ্ছাদন।
যোগী সব রছুলি নিয়ম পালিব
বস্ত্র হন্তে নিজ দেহ গোপনে রাখিব[১১]।
রছুলের আজ্ঞা তনু বিনু প্রকাশিত
বসন ভূষণ অঙ্গে রাখিতে উচিত।
[না চলিব সংসারের চলাচল যোগী

৪. হাঙ্কারে–হুঙ্কারে, ডাকে। ৫. 'তীব অসি গুলি' স্থলে 'শত সংখ্যা গুলি'–পাঠান্তর। ৬. 'পৈর্জা কুল' স্থলে 'পৈড়্যাকুল (?)–ঐ। ৭. 'গোছল' স্থলে 'সিনান'–ঐ। ৮. ছিলা–সমাধি। ৯. নিশি দিশি আল্লা বুলি যদি করে জপ–ঐ। * বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ১০. পয়গাম্বরী হাল যার দড় বান্ধে মন– ঐ।

১১. শুদ্ধ যোগী জেবা হএ নিয়মে রাখিবা
রছুলে যেমত ভাব সে মত ভাবিবা– ঐ।

সে সকল না হইব সিদ্ধা তপস্বী ।]
না চলিব সংসারীর প্রায় যোগিগণ[১২]
উলটা সংসারী হন্তে ফকিরী লক্ষণ ।
প্রভুর নিয়ম পন্থ[১৩] প্রচণ্ড উজ্জ্বল
এক পন্থ যুগল আর সংসারী সকল[১৪] ।
যুগ (যোগ?) পন্থ বুলি এক প্রভু করতার
প্রভুর সৃজন জথ বুলিএ সংসার[১৫] ।
আনল সংসার বুলি বারি হএ মণি
সংসার বুলিএ জল যোগ সে মেদিনী[১৬] ।
যোগপন্থ স্বর্গ হএ সংসার নরক
তেকারণে যোগী হৈল যোগের সাধক ।
সংসারীর কর্ম জথ দুর্গতির তাপ
স্বর্গের আনন্দ হএ যার যেই ভাব[১৭] ।
সংসার বুলিএ মিথ্যা সত্য বুলি যোগ
যোগ হএ কুশল সংসার বুলি রোগ ।
অসার বুলিএ সব সংসারী আচার
সার দড় হএ[১৮] সর্ব যোগ ব্যবহার ।
বসন্ত বলিএ যোগ সংসার হেমন্ত
বসন্ত অমর হএ হেমন্ত মরেন্ত ।
সর্ব শাস্ত্রে সাক্ষী দিছে প্রভু করতার
অমর বুলিএ যোগ মরিব সংসার ।
বসন্তে জীয়াএ মারে হেমন্তের ঋতে
তন মন শুদ্ধ নহে বিনি যোগ হন্তে[১৯] ।
সংসার হইব ধ্বংস যোগ হইব স্থির
বিনি যোগে না রহিব কাহার শরীর ।
যোগ বলি অমৃত[২০] সংসার বলি কাল
যোগেতে আনন্দ অতি জগত জঞ্জাল ।

জগত বুলিএ পাপ যোগ কর্ম পুণ্য
যোগ মহাফল বুলি সংসারী পন্থ শূন্য[২১] ।
যোগ বলি রতন সংসারী সীসার মত
মিত্র বোলি যোগ রিপু বুলিএ জগত ।
যোগীর সকল মিত্র এতিন ভুবন ।
সংসারীর মিত্র সর্ব নহে কদাচন ।
আপনে নির্মল হৈলে জগ হএ ভাল
আপনে মন্দ হইলে জগ হএ কাল ।
আপনে জেমন হএ জগত তেমন
ভাল মন্দ পাপ ধর্ম[২২] সকল আপন ।
নানা শাস্ত্রে কহি আছে প্রভু নিরঞ্জন[২৩]
ভালে ভাল মন্দে মন্দ না জাএ খণ্ডন ।
[সংসারে সৃজন জথ যার জেই ভাব
সেই মত মিশি জাব পাব সেই লাভ ।]*
নানা শাস্ত্র পড়ি সব আল্লাক চিনিতে
না বুজে মহিমা তান বিনু শাস্ত্র হন্তে ।
আল্লার মহিমা গুণ অনন্ত অপার
শাস্ত্র পড় পণ্ডিতে মহিমা বুজিবার ।[২৪]
শাস্ত্র হন্তে পণ্ডিতে আল্লার চিন্ পাএ
সেবকে ঈশ্বর চিনি সেবিতে জুআএ ।
না জানি সেবকে সেবা করিব কাহার
ঈশ্বর চিনিয়া যুক্ত সেবা করিবার[২৫] ।
[তনে মনে জড়িআছে আপে করতার
সিদ্ধাগণে সাধি যোগ পাএ সিদ্ধি সার ।]*
পণ্ডিতে আল্লাকে দড় চিনে ফলাফল
সেবার সেবক কবি প্রধান সকল[২৬] ।
নর সেবা না করিয়া আল্লা সেবা করে

---

১২. না চলিব সংসার প্রায় জথ যোগীগণ–পাঠান্তর । ১৩. 'নিয়ম পন্থ' স্থলে 'গোপন তত্ত্ব'–ঐ । ১৪. সেই পন্থ যোগী কর্ম সংসারী সকল–ঐ । ১৫. আব জথ কর্ম কার্য্য সংসাবী আচার– ঐ ।
১৬. আনল সংসার বুলি বারি সে মেদিনী– ঐ ।
অসার সংসার কর্ম যোগ শুদ্ধ জ্ঞানী– ঐ ।
১৭. স্বর্গের আনন্দ সুখ যার যোগ ভাব - ঐ । ১৮. 'সার দড় হএ সর্ব' স্থলে 'সার দড় ভাব হএ– ঐ ।
১৯. তন মন শুদ্ধ হএ যোগপন্থ হন্তে–ঐ । ২০. 'অমৃতে' স্থলে 'অমর'– ঐ ।
২১. জগ হএ পাপ কর্ম যোগ কর্ম ধর্ম
জগতে করিলে যোগ পাএ সেই পুণ্য– ঐ ।
২২. 'পাপ ধর্ম' স্থলে 'পাপ পুণ্য'– ঐ । ২৩. কোরানেত কহি আছে আপে নিবঞ্জন– ঐ । * বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে । ২৪. ভাল মন্দ সব করে আপে অধিকার–ঐ । ২৫. শাস্ত্রমধ্যে পণ্ডিত কবি পাএ তত্ত্ব সার–ঐ । ২৬. যোগসিদ্ধি কায় মুক্তি স্বর্গে বলাবল–ঐ ।

সে সব আলিম শুদ্ধ কহে পয়গাম্বরে[২৭]।
মনুষ্যের চাকরী তেজিয়া নরগণে
ঈশ্বর সেবিতে প্রভু কহিছে কোরানে।
নর সেবা তেজি যার মনে প্রভু ভাবে
সে সব রছুলি হাল কহিছে কিতাবে[২৮]।
কায়মনে প্রভু সেবা করিব পণ্ডিতে
নরের চাকরী যুক্ত না হএ করিতে।
নরের চাকরী যদি করে ধীরগণ
সে সব আলিম শুদ্ধ নহে কদাচন।
মনুষ্যের সেবা করে জে সব পণ্ডিত
শাস্ত্র পড়ি হইল কবি পশুর চরিত।
ঈশ্বরে পালিব হেন পত্য (প্রত্যয়) না করিল
সে সবের শাস্ত্র জ্ঞান বৃথা জে হইল[২৯]।
পণ্ডিত প্রভুর মিত্র বেদে শাস্ত্রে কহে
নর সেবা জে করে আল্লার সখা নহে।
জে সব পণ্ডিতে করে নরের চাকরী
সে সবের না বুলিএ হাল পয়গাম্বরী।
শাস্ত্র পড়ি যোগপন্থে ঈশ্বর সেবিতে
সিদ্ধি মুক্তি যোগ বিনু নাহি শাস্ত্র হন্তে।
শাস্ত্র মধ্যে জথ ভাল মন্দের বিচার
শাস্ত্র হন্তে না পাইব প্রভুর দিদার।
যোগ বিনু পুণ্যবলে স্বর্গ যদি পাএ
দেখা না করিব তার সঙ্গে বিধাতাএ।
একচিত্তে জেই সবে যোগ পন্থে মন[৩০]
সে সকলে পাইব প্রভুর দরশন।
প্রভু কৃপা করিলে নরকে সুখ ভাল
স্বর্গেত বিফল দেখা না দিলে দয়াল।
সুখ নাই স্বর্গে প্রভু দয়া[৩১] না করিলে
নরকেত মহাসুখ প্রভুরে দেখিলে[৩২]।
কোরানেত কহিয়াছে জগত ঈশ্বরে
যোগ পন্থে নর নারী সব চলিবারে।
পুণ্যবলে স্বর্গে গেলে না দেখিব মোরে।
নর নারী সব যদি ফকিরী না করে
যুক্ত যোগে নরনারী করিতে গমন
সকলের নিজ ঘটে প্রভুর আসন।
যোগ জ্ঞান ধ্যান যদি করে নিজ কায়
প্রভুর দর্শন সে পাইব সর্বথাএ।
জে সকলে আপ্ত[৩৩] কায়া চিনে দড় মনে
তার সঙ্গে দর্শন করিবে নিরঞ্জনে।
জগৎ নৃপতি সব পশু ব্যবহার
নৃপতি পণ্ডিত লীলা না বুজে আল্লার।
নৃপ কবি যোগ পন্থে ভয় বাসে মন
তা সবের পূর্ণ যোগ না হয় তেকারণ।
যোগপন্থ জেই সকলে মনে না ইচ্ছিল
সে সবের বৃথা জন্ম সংসারেত হইল।
এক চিত্তে ফকির সকলে যোগ করে
নৃপ কবি একচিত্তে যোগ নাহি ধরে।
খেনে রাজ্য খেনে যোগ বাজার চরিত
খেনে শাস্ত্র খেনে যোগ করেন্ত পণ্ডিত।
দোন দিগে জে সকল পণ্ডিতে করয়
সিদ্ধি নহে যোগ মূলে সর্বাংশ নাশয়[৩৪]।
জে সব পণ্ডিত দোন দিগে করে গতি
সিদ্ধি না হইব যোগ যার দুই মতি।
এক চিত্তে বৃক্ষ পূজে পূরে মনোরথ
দো-ভাবে ঈশ্বর সেবা নাহি মুক্তিপদ[৩৫]।
স্বর্গের চন্দ্রিমা যদি চায় একচিত্তে
প্রভুর নিয়ম দড় হইব বিদিতে।
জেই চায় সেই পায় একচিত্ত ভাবে
দো-ভাবের বাঞ্ছা সিদ্ধি না পূরে ত্রিভবে।
পণ্ডিত সকল হয় নানা শাস্ত্র পড়ি

---

২৭. 'কহে পয়গাম্ববে' স্থলে 'যোগী বুলি তাবে'–পাঠান্তব।
২৮. নব সেবা তেজি জেবা আল্লাব সেবা করে
সে সব রছুলী পন্থে চলিবারে পাবে।– ঐ।
২৯. ঈশ্বব আছএ তান পত্য (প্রত্যয়) না করিল
শাস্ত্রজ্ঞান সে সবের সব বৃথা হৈল।– ঐ।
৩০. এক ভাবে যোগ পন্থে জে সবেব মন– ঐ। ৩১. 'দয়া' স্থলে 'দেখা'–ঐ। ৩২ 'প্রভুব দেখিলে' স্থলে 'প্রভুর দেখা দিলে'–ঐ। ৩৩. আপ্ত– আত্ম। ৩৪. সিদ্ধি নহে যোগ পন্থ মূলে নষ্ট হএ'–ঐ। ৩৫. দোভাব জনকে প্রভু না দেয মুক্তিপদ– ঐ।

শাস্ত্র মূলে কদাচিত না হয় ফকিরী।
আগে শাস্ত্র পাছে যোগ সাধিতে উচিত
যোগ পাই শাস্ত্র সব করিব বর্জিত।
শাস্ত্রেত সংসারী ভাষা অনন্ত অপার
যোগপন্থে এক কথা অতি ব্রহ্মসার।
শাস্ত্র হন্তে কবি যদি যোগ পন্থ পায়[৩৬]
শাস্ত্রপাঠ তেজি কেনে যোগী হৈয়া জায়[৩৭]।
নরপতি সবে কেনে রাজ্য পাট ছাড়ি
প্রধান তপস্বী হৈল ইচ্ছিয়া ফকিরী।
মহা মহা কবি জথ শাস্ত্রপাঠ তেজি।
নির্মল ফকির হৈল গুরুপদ ভজি।
প্রধান পণ্ডিত হএ ফকিরের দাস
কবিকুলে যোগ সাধে ফকিরের পাশ।
ফকির[৩৮] সেবক নহে শুদ্ধ যোগিগণ
যোগ পরে সার কথা নাহি কদাচন।
যোগীর সেবক হয় নৃপতি পণ্ডিত
কবিব সেবক যোগী নহে কদাচিত[৩৯]।
কবির উপরে আছে যোগ পন্থ সার
যোগের উপরে পন্থ মূল নাহি আর[৪০]।
কবি যোগী নর কাছে মাগিলে বাঞ্ছিত
শুদ্ধ মুনি সে সকল না হয় কদাচিত।
[প্রভুতে না মাগে বাঞ্ছা শুদ্ধ যোগিগণ
মাগিলে মনের বাঞ্ছা নহে সাধু জন।]
যোগশাস্ত্র বিনু যদি মাগে বস্তুজাত
মাগিলে ফকির কবি মহত্ত্ব নিপাত।
পণ্ডিত ফকির জথ সংসার মাজারে
কিঞ্চিৎ সঙ্কট যদি থাকে মনান্তরে[৪১]।
রেণু প্রায় হিংসা যদি থাকে দেহ পাশে
পণ্ডিত ফকিরী ফল সমূলে বিনাশে।
কদাচিত সেই সকল নহে সাধু জন[৪২]
ঈশ্বরে করিছে তার পশুর লক্ষণ।
নানামত কহিছেন্ত আখেরি রছুলে[৪৩]
সে সব পণ্ডিত যোগী নহে সার মূলে[৪৪]।
কবি নৃপ দুই যদি যোগে না দেয় মন
যোগ বিনু দোহানের পশুর জীবন।
জথ রাজা জথ কবি সংসারে ভুলিত
সত্য সত্য সে সকল পশুর চরিত।
সে সকল হএ অতি জ্ঞান মূলে হীন
যার সঙ্গে ভোলে সেহ নহে চিরদিন।
অল্প দিনে সংসারেতে জী এ সব মরে[৪৫]
সংসার সঙ্গতি কেহ নিতে নহি পারে।
এথ শুনি সিংহ আলী অনেক রোদিল
আছবা[৪৬] সকলে শুনি অনেক কান্দিল।
কান্দিল ফতেমা দেবী জগত জননী
সভাখণ্ড বোদিল নারীর কথা শুনি।
সবে বোলে আখেরী রছুল তুমি সার
তুমি পবে[৪৭] পয়গাম্বর না হইবে আর।
তোমা আগে যথ নবী হইছে সৃজন
সংসার তেজিয়া সবে স্বর্গেত গমন।
এই ভব সংসার যদি সত্য সার হৈত
আদি অন্তে নবী সংসার রহিত।
জেদিন রছুল সব সংসার তেজিল
সংসার অসার দড় মনেতে জানিল।
আমা সবে জানিল সংসার নহে সার[৪৮]
অল্প দিনে বল গর্ব হয় ছারখার।
সংসার অসার সার নিশ্চয় জানিল

---

৩৬. 'পায়' স্থলে 'পাইত'– পাঠান্তর। ৩৭. 'জায়' স্থলে 'জাইত'– ঐ। ৩৮. 'ফকির' স্থলে 'কবির'–ঐ।
৩৯. 'নহে কদাচিত' স্থলে 'নাহি পৃথিবীত'– ঐ।
৪০. যোগের ভজন বিনে পন্থ নাহি আর
নরকুলে মূল হএ ফকিরী পন্থ সাব।- ঐ।
* বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৪১. 'কিঞ্চিৎ সঙ্কট' ইত্যাদির পরে
মাগিতে উচিত নহে প্রভুর অন্তবে– ঐ।
৪২. সে সকল সাধক নহে কদাচন–ঐ। ৪৩. নানা শাস্ত্রে কহিআছে ইত্যাদি-ঐ। ৪৪. 'নহে সার মূলে' স্থলে 'পশু সমতুল'–ঐ। ৪৫. অল্প দিনে সে সব সংসারে জীএ মরে–ঐ। ৪৬. আছবা–হজরত মোহাম্মদেব সহচব। ৪৭. 'তুমি পরে' স্থলে 'তোমা পবে'–ঐ। ৪৮. আমি সবে জানি এবে অসার সংসার–ঐ।

সকলে রছুলি হাল কবুল করিল।
তেজিল ধনের আশা আলী ফাতেমাএ
তেজিল ধনের আশা আছবা সবায়।
প্রথমে ফকিরী হৈল ফাতেমার ঘরে
মিলিল ভোজন দৈর্ব (দ্রব্য) সপ্ত দিন পরে।
গুজরে[৪৯] আলীর ঘরে ফাক্কা[৫০] সপ্ত দিন
তথাপি আল্লার ভাবে কায়া প্রাণ লীন[৫১]।
তা হেতু সকল যোগী ভাবিয়া অন্তরে
ভুলিয়া না রহে পাপ অসার সংসারে।
সংসারের সুখে যোগী মন না বান্ধিব
রাজ্য সুখ গৃহ বাস সকল তেজিব।
সংসার অসার জানি ফকিরে তেজিয়া
সার পন্থে যোগ মূলে রহিল ডুবিয়া[৫২]।
জল বিনু মীন যেন না ধরে জীবন
যোগ বিনু নর কুলে মরিব তেমন।
ভক্ষ্য বস্তু জথ আছে সংসার মাঝার
নানা বস্তু অন্ন জল তনের আহার।
[*সর্ব বস্তু লাগি যোগী না হবে কাতর*
ভোগ ভাগ্যে ধরিলে মিলে বহুতর।][৫৩]
প্রধান মনের ভোগ সার হয় তিন
প্রথমে ঈশ্বর নাম জপে রাত্র দিন।
প্রথমে আহার সে আল্লার নিজ নাম
সর্ব জীবে কল্পনা করে অবিশ্রাম[৫৪]।
গোপ্তরূপে হৃদান্তরে মনে কর জপ
ব্যক্ত মনে সর্ব জনে না জানে সে ভাব।
দিবারাত্রি চল্লিশ হাজার জপনা
সর্ব জীবে করে সেই মনের কল্পনা।
সে নাম কল্পনা ভোগ মনের সদাএ
সেই তত্ত্ব গুরু বিনু সকলে না পায়।

দ্বিতীয়ে আহার জান পরম পিরীত
তৃতীয়ে আহার জান পরম পিরীত
তৃতীয়ে আহার জান রসময় গীত।
ঈশ্বরের নাম প্রেম গীত মহারস
প্রধান এ তিন ভোগে মনের জে রস[৫৫]।
রাজ্যবশে রাজাকুলে হয় ছত্রধার
মন বশে ক্ষেমা যোগী তনের মাজার[৫৬]।
কবি যোগী মন বশ করিতে না পারে
ঈশ্বর না চিনি মন মায়াচক্রে ফিরে[৫৭]।
রাজ্য রস বিনু প্রভু নহে রাজ্যকুল[৫৮]
মন বশ বিনু যোগী নহে বটমূল।
মনে বান্ধি মনেরে না করে যদি বশ[৫৯]
যোগিকুলে কদাচিত না পূরে মানস[৬০]।
মনে মন বান্ধিলে মনেরে ভজে মন
মন বশে মহামণি হয় যোগীগণ।
মন গুরু মন শিষ্য মন করতার
মনে মন চিনিলে সব সুবাঞ্ছা সার[৬১]।
[গুরু শিষ্য সর্ব শাস্ত্র সব হএ মন
মন প্রভু সমতুল্য নাহি কদাচন।][৬২]
তন-রাজ্যে মন কর্তা মন জে করয়
ভাল মন্দ ফলাফল বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়।
মন বশ করিতে না পারে জথ জনে
বাঞ্ছাকুল সিদ্ধি না পাইব তেকারণে।
মহামুনি করিতে না পারে বশ মন[৬৩]
মায়াজালে বাঝি সিদ্ধা তেজে সর্বজন[৬৪]।
মহামায়া ধারণ করিছে[৬৫] করতার
মায়াডোরমূলে বন্দী রাখিছে সংসার।
যোগীকুলে মায়াজাল পুড়ি ভস্ম করি
সর্ব তেজি দড় মনে ইচ্ছিল ফকিরী।

---

৪৯. গুজরে– অতিবাহিত হয়। ৫০. ফাক্কা– ফাকা। ৫১. তথাপিহ প্রভুভাব না ছাড়ে রাত্র দিন–পাঠান্তর। ৫২. যোগ পন্থ মূল জানি রহিবে ডুবিয়া– ঐ। ৫৩. বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে বেশী আছে। ৫৪. হৃদের আসনে জপে ধ্বনি অবিশ্রাম।–ঐ। ৫৫. প্রধান এ তিন হএ মনের মানস–ঐ।
৫৬. রাজকুলে রাজ্যবাস হএ ছত্রধর– ঐ। মন বশে ক্ষেমে যোগী তনের আহার– ঐ।
৫৭. খেনে যোগ খেনে শাস্ত্র করএ সংসারে– ঐ। ৫৮. রাজ্য বশ বিনু রাজা নহে রাজকুল–ঐ। ৫৯. মনে মনে বান্ধি মন যদি করে বশ– ঐ। ৬০. যোগীকুলে মন সাধে পূরাএ মানস– ঐ। ৬১. মনে মন বান্ধিলে সে পুরে বাঞ্ছা সার– ঐ। ৬২. বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। ৬৩. 'বশ মন' স্থলে 'মন বশ'– পাঠান্তর। বাঝি– বদ্ধ হইয়া। ৬৪. 'তেজে সর্বজন' স্থলে 'না পূরে মানস'– ঐ। ৬৫. 'ধারণ করিছে' স্থলে 'দারুণ করিল'– ঐ।

লিপিকরের উক্তি

পুস্তক দেখিয়া আমি লিখিতে লাগিলুম
নানা দিগে মন মোর বান্ধিতে নারিলুম।
সে গতিকে পদ যদি সমস্কার না হইবে
পণ্ডিতের সাক্ষ্যাত হইলে সমস্কার করিবে।
এই পদ মোর নহে আলি রাজা ভণে
সে পদের অর্থ ভাব সদাএ উঠে মনে।
তাহান পদের অর্থ না পারি বুজিবার
জ্ঞানী সবের পদে আমি মাগি পরিহার।
ভানু শত পঞ্চদশ নেত্র আশ্বিনেতে
মিলাইয়া মঘী সন লও তাহা হৈতে।
অহ দিগ ঘটিকার সময়ে গুনিয়া
তাহা হৈতে সন তারিখ লইবে তুলিয়া।
শেষ হৈল এই পুথি নামে নৈরূপের
বহু কষ্টে লিপি করি করিলুম আখের।
মোর নাম আমিনুল্লা জগতের হীন
সাহা আলি রাজা পদে মোর মন লীন।

"এই পুস্তকের প্রকৃত মালিক শ্রী মোহাম্মদ আমানুল্লা পীছরে মোহাম্মদ কাছিম আলি খলিফা সাং পিঙ্গলা স্থানে পটীয়া জিলে চট্টগ্রাম। আমার নামক পুস্তক কেহয় চুরি করিলে পাওয়া যায় ১০ টাকা দণ্ড দিতে হইবেক।"

দ্বিতীয় পুথিখানি নিতান্ত আধুনিক, ৪/৫ বৎসর পূর্বের লেখা। উহার মালিক শ্রীফয়েজর রহমান। পিতার নাম ফতে আলি চৌধুরী সাং আসিয়া থানে পটীয়া।

সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত 'জ্ঞান-সাগর' গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত করে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কাছে ঋণী হলাম আমি। ছাপা 'জ্ঞান-সাগর'-এর দুর্লভ কপিটি দিয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।– আহমদ শরীফ।